করুণা

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা

১৩২৪

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

মুখবন্ধ

করুণা ধারাবাহিকরূপে "উপাসনা"য় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা "শশাঙ্কে"র ন্যায় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা মাত্র, ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না। স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত, হর্ষগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্কন্দগুপ্তের হূণযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক কথাই কাল্পনিক। "পাষাণের কথায়" স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, কতকগুলি নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। তোরমাণকে এখন আর স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিতে পারা যায় না এবং ইহা স্থির যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হূণগণ গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই। স্কন্দগুপ্তের দুই পুরুষ পরে তোরমাণ মালব অধিকার করিয়াছিলেন।

গ্রন্থখানি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস সাহা ও শ্রীমান্ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও যতীন্দ্রমোহন রায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

৬৫, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধিসত্ত্বায়

করুণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রমোদ-উদ্যান

বসন্ত শেষ হইয়াছে, কাঞ্চনের রক্তিম আভায় বনরাজি যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, অপরাহ্নে প্রমোদ-উদ্যানে সরসীর ঘাটে শুভ্র মর্ম্মর আচ্ছাদনের উপরে জনৈক রমণী বসিয়া আছেন। সরসীবক্ষে নানাবিধ কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, একদল হংস সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। রমণী সরসীর স্বচ্ছজলে অলক্তকরঞ্জিত শুভ্র কোমল চরণদুখানি ডুবাইয়া হংস-হংসীর জলক্রীড়া দেখিতেছিলেন। ঘাটের উপরে একটি বৃহৎ পনসবৃক্ষের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, রমণী তাহার আশ্রয়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। পনসের শাখাপ্রশাখা ও পত্রাবলীর মধ্য দিয়া প্রথম গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখের উপরে পড়িতেছিল এবং শুভ্র ললাট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঘাটের উপরে একটি মাধবীলতার কুঞ্জ, তাহার সুশীতল ছায়ায় কঠিন স্নিগ্ধ ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া পরিচারিকা ঘুমাইতেছিল। ময়ূরপুচ্ছ

নির্ম্মিত ব্যজনী ও রজতদণ্ড বিশিষ্ট চামর তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল। এইসময়ে আর একজন পরিচারিকা দ্রুতপদে মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করিল, এবং ইতস্ততঃ চাহিয়া অবশেষে ভূমিশয্যায় প্রথমাকে দেখিতে পাইল। সে তাহার নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ব্যজনী ও চামর লইয়া ব্যজন করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া নবাগতা হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "কাহাকে ব্যজন করিতেছিস্?" ব্যজনকারিণী লজ্জিতা হইয়া চাহিয়া দেখিল কুঞ্জে অপর কেহই নাই।

তখন দ্বিতীয়া পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কোথায়?" প্রথমা কহিল, "কি জানি, এইমাত্র এইখানেই ছিলেন।" "শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির কর, প্রভু আসিতেছেন।" "কোথায় খুঁজিয়া পাইব? মহাবলাধিকৃতের প্রমোদ-উদ্যান, একি ক্ষুদ্র স্থান যে নিমেষের মধ্যে খুঁজিয়া আনিব?" "তুই উঠিয়া দেখ দেখি, বক্তৃতা রাখ। এখনই প্রভু আসিয়া পড়িবেন। দেবী পুষ্করিণীর ঘাটে যান নাই ত?"

প্রথমা পরিচারিকা মাধবীকুঞ্জের শীতল ছায়া পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র মৎস্যদেশীয় মর্ম্মরমণ্ডিত ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। সে কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিতে পাইল, যে তাহার প্রভুপত্নী পুষ্করিণীর জলে অলক্তকরাগরঞ্জিত শুভ্র চরণদ্বয় ডুবাইয়া হংসমিথুনের জলক্রীড়া দর্শন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিতীয়া পরিচারিকা বলিয়া উঠিল, "দেবি, শীঘ্র উঠিয়া আসুন, প্রভু আপনার সন্ধানে আসিতেছেন।" যিনি ঘাটে বসিয়াছিলেন, তিনি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "তোর প্রভু আসুন না, আমি উঠিতে যাইব কেন? পথ আছে, ঘাটে যথেষ্ট স্থান আছে; তিনি আসুন, বসুন অথবা দাঁড়াইয়া থাকুন, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন, আমি কেন উঠিতে গেলাম?"

পরিচারিকা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া কহিল, "ঠাকুরাণী কখন কি ভাবে

থাকেন তাহা কেবল ঠাকুরই বুঝেন। প্রভু কতদূর আসিলেন দেখিয়া আসি।" পরিচারিকা এই বলিয়া প্রস্থান করিল। প্রথমা তখন সুবর্ণ-খচিত রজতময় তাম্বলাধার প্রভুপত্নীর সম্মুখে রাখিয়া ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে দ্বিতীয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দেবি, শীঘ্র আসুন, প্রভু মাধবীকুঞ্জের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছেন।" রমণী পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আসুন না, আমি কি কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছি?" "ওমা! সত্য সত্যই উঠিবেন না?" "না।"

এই সময়ে মাধবীকুঞ্জের নিম্নে, ঘট্টার সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া জনৈক গৌরবর্ণ যুবক কহিলেন, "বনদেবী কি এখন জলদেবী হইয়াছেন?" রমণী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিয়া কহিলেন, "হাঁ, আমার পরম ভক্তটি এতক্ষণ কাছে ছিল না বলিয়া মনে সুখ ছিল না।" যুবক গলদেশে উত্তরীয় দিয়া যুক্তকর হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "দেবি, প্রসন্ন হউন, দীন অধমাধম ভক্তের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রভুর কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম সেইকারণে দেবসেবার বিলম্ব ঘটিয়াছে।" "তবে আর দেবসেবায় কাজ নাই, প্রভুর কার্য্যে ফিরিয়া যাও।" "অপরাধ মার্জ্জনা করুন, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব।" "আর প্রায়শ্চিত্তে কাজ নাই।"

যুবক ঘাটের সর্ব্বনিম্নের সোপানে নামিয়া আসিয়া জানুপাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র যুক্তকর হইয়া কহিলেন, "দেবী মাম্ প্রসীদ।" রমণী লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া তাঁহার হাত টানিয়া বলিলেন, "কর কি?" পরিচারিকাদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যুবক আকর্ষিত হইয়া রমণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

রমণী যুবতী, তাঁহার যৌবন বর্ষার নদীর ন্যায় পূর্ণ, তিনি অসামান্যা সুন্দরী। বর্ণ কুন্দের ন্যায় শুভ্র, গঠন চিত্রের ন্যায় দোষশূন্য ও অতি মনোহর, কেশজাল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, চক্ষুর্দ্বয় নীলাভ, গণ্ডস্থল ও ওষ্ঠদ্বয়

স্বভাবতঃ রক্তাভ। তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য শ্বেত কৌষেয় বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে হীরকখচিত অলঙ্কার, বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে। যুবকের দেহ সুগঠিত, তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, পরিধানে শুভ্র বঙ্গদেশীয় বস্ত্র, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয় এবং মস্তকে সুবর্ণ ও হীরকখচিত উষ্ণীষ।

স্বামী আসিয়া পার্শ্বে বসিলে যুবতী সোহাগ করিয়া কহিলেন, "নৌকা আনিতে বল, চল ভ্রমণ করিয়া আসি।" যুবক উত্তর না দিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া পত্নী ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ, রাঢ়দেশের রাজকার্য্য? তবে নৌবিহারে যাইবে না?" যুবক পূর্ব্ববৎ মৌনী হইয়া রহিলেন। যুবতী তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "যদি এখানেও রাজকার্য্যের চিন্তা করিবে তবে উদ্যানে আসিলে কেন, গৌড়ে থাকিলেই ত হইত?" যুবক বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "না করুণ, বড় দুঃসংবাদ আসিয়াছে।"

"বঙ্গে প্রজাবিদ্রোহ, না বৌদ্ধবিপ্লব?" "করু, বিদ্রূপ নহে। যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা বড়ই দুঃসংবাদ।" "কি বল না?" "মহারাজাধিরাজ বৃদ্ধবয়সে একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" "পুরুষের পক্ষে সে আর নূতন কথা কি? কোন্‌দিন তুমিও করিবে।" "না করুণ, মহারাজাধিরাজ কেবল বিবাহ করেন নাই, তাঁহাকে নাকি পট্টমহাদেবী করিবেন, কুমার আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।" "তবে কি মহাদেবীর মৃত্যু হইয়াছে?" "মৃত্যু হইলেই ভাল হইত। তাঁহার পরিবর্ত্তে এই বালিকা আর্য্যাবর্ত্তের পট্টমহাদেবী হইবে।" "তাহাও কি কখন হয়। গুপ্তবংশে কখনও এমন হয় নাই।" "অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে করুণ, কুমার আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, এখনই আমাকে পাটলিপুত্রে যাইতে হইবে। চল, নগরে ফিরিয়া যাই। আবার কতদিন পরে তোমার ফুল্লনলিনীর মত হাসিভরা মুখখানি দেখিব, করুণ?"

"নিত্যই।" "সে আবার কি?" "কোন্ দগ্ধবদন চক্ষুহীন তোমাকে

গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত করিয়াছিল ? আমি বলিতেছি যে তোমার ঐ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল নিত্যই এই দাসীর মুখ দেখিয়া কষ্ট পাইবে।” “সমস্যা বুঝিলাম না।” “নিত্য নিত্যই আমার এই দগ্ধবদনখানি তোমার নয়নগোচর হইবে।” “কেমন করিয়া ?” “সঙ্গে লইয়া গিয়া।” “তুমি কি পাটলিপুত্রে যাইবে ?” “নিশ্চয় যাইব।” “কেন ?” “অনেক কারণ আছে। প্রথম—বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, চাটুকার পুরুষজাতিকে একা ছাড়িতে নাই, দ্বিতীয়—অনেক দিন রাজধানী দেখি নাই, তৃতীয়—বিরহ একান্ত অসহ্য, চতুর্থ—জ্যোতিষের বচন।” “জ্যোতিষের বচনটা কি ?” “দৈবজ্ঞ গণিয়া বলিয়াছেন যে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে আমার অদৃষ্টে বিরহ-বেদনা সহ্য করা লিখে নাই।” “সে কি করুণ, তুমি এখন পাটলিপুত্রে যাইবে কেমন করিয়া ?” “কেন, শিবিকায় ?” “কুমার আমাকে যতশীঘ্র সম্ভব রাজধানীতে যাইতে বলিয়াছেন, আমি অশ্বারোহণে যাইব. শিবিকা কি এত দ্রুত চলিতে পারিবে ?” “তবে রথে যাইব। বিবাহের পরে পাটলিপুত্র হইতে রথে চারিদিনে গৌড়ে আসিয়াছিলাম, মনে আছে কি ?”

এই সময়ে ঘাটের উপর হইতে কে বলিয়া উঠিল, “আছে বই কি, খুব আছে, রথের ঝাঁকানিতে মাংস অস্থি ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ঠাকুরাণি, আপনার কৃতদাসটার উদরে বিষম ক্ষুধা, অথচ চোখে লজ্জা। আপনি নিশ্চয় রাজধানী যাইবেন, তাহা না হইলে আমি অন্নাভাবে দেহত্যাগ করিব। আমি রথ লইয়া আসি কেমন ?”

যুবতী মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন, যুবক সরিয়া বসিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় বিরলকেশ ব্রাহ্মণ মাধবীকুঞ্জের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঋষভ যে, তুমি কোথায় ছিলে ?” “কেন তোমার পিছন পিছন।” “সে কি, তোমার ঐ বরবপু আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না ?”

"কেমন করিয়া পারিবে বল। যখন ভানুমিত্র মহাবলাধিকৃত থাকে, তখন তাহার চক্ষু থাকে, কর্ণ থাকে, নাসিকা থাকে, জিহ্বা থাকে, স্পর্শ থাকে, আর——" যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কি ঠাকুর?" "আর যখন ঐ রক্তিম কোমল পদপল্লবতলের একনিষ্ঠ সেবক দেবীর চিন্তা করিতে করিতে পথ চলে, তখন সেটা পঞ্চেন্দ্রিয়বিহীন পিণ্ডমাত্র।"

লজ্জায় করুণাদেবীর মুখখানি আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। ভানুমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋষভ, আজিকার দিনের আহার ক্রিয়াটা ত সুসম্পন্ন হইয়াছে, তবে হঠাৎ অপরাহ্নে আমার পিছন লইলে কেন?" "দেখিলাম, পাটলিপুত্র হইতে অশ্বারোহণে সম্রাটের দূত আসিয়াছে, দূত গৌড়নগরে প্রাসাদে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে উপনগরে প্রমোদ-উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং ব্যাপার গুরুতর। হয় বর্ষব্যাপী ফলাহার, না হয় দীর্ঘ উপবাস। দূতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরম-ভট্টারক যুবরাজ স্কন্দগুপ্তদেবের নিকট হইতে যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রদেবের নিকটে পত্র লইয়া আসিয়াছে। কাজে-কাজেই পিছু লইতে হইল। দাদা, যুবরাজের বিবাহ নাকি?" "না ভাই, বিবাহ যুবরাজের নহে, স্বয়ং মহারাজাধিরাজের। তাঁহার সহিত গুপ্তসাম্রাজ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ উপস্থিত।" "প্রথম সংবাদটি বড়ই শুভ, মহারাজাধিরাজ ইচ্ছা করিলে সহস্র বিবাহ করিতে পারিবেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজের বড়ই মঙ্গল, নিত্যই ব্রাহ্মণভোজন। তাঁহার ত আর সম্মার্জ্জনীর ভয় নাই। তবে শেষের কথাটা কি বলিলে?" "মহারাজা-ধিরাজের বিবাহের সহিত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ উপস্থিত।" "সে আবার কেমন কথা!" "ঋষভ, ব্যঙ্গ নহে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সেইজন্যই কুমার আমাকে সত্বর পাটলিপুত্রে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" "তবে ফলাহারের আশা বৃথা?" "বড়ই বিপদ ভাই, এখনই যাত্রা করিতে

হইবে।" "আমি কিসে যাইব ?" "তুমি যাইবে কেন ?" "ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে নিত্য রাজভোগ যোগাইবে কে ?" "করুণা, সত্য সত্যই যাইবে নাকি ?" "নিশ্চয়, তাহা না হইলে তুমি যাইতে পারিবে না।"

যুবতী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কহিলেন, "সত্য সত্যই আমি যাইব, আমি কখনই থাকিব না।" ভানুমিত্র কহিলেন, "তবে রথ আনিতে আদেশ করি ?" করুণাদেবী মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিসে যাইব ?" ভানুমিত্র কহিলেন, "কেন রথে ?"

ঋষভ—ভাই, ব্রহ্মহত্যা করিও না।

ভানু—কেন ?

ঋষভ—রথে শত ক্রোশ চলিলে আমার মরণ নিশ্চয়।

ভানু—তবে কিসে যাইবে ?

ঋষভ—কেন গজে,—না হয় শিবিকায়।

করুণা—ঠাকুর, পথে তোমায় খাওয়াইবে কে ?

ঋষভ—কেন ঠাকুরাণী, তুমি ?

করুণা—আমি ত রথে আগে চলিয়া যাইব ?

ঋষভ—তবে কি হইবে ? রথেই যাইব। শঙ্কর মঙ্গল করুন।

রথ আসিল, সকলে উদ্যান ছাড়িয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দামোদর শর্ম্মা

পাটলিপুত্র তখনও উত্তরাপথের রাজধানী। গঙ্গা ও শোণ-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তৃতনগর তখনও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমার-গুপ্ত তখন বিস্তৃত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সমুদ্র হইতে সমুদ্র এবং হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসিত, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের প্রভাব অপ্রতিহত। চন্দ্রগুপ্তের সুদীর্ঘ রাজত্বের অবসানে প্রৌঢ়বয়সে কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের সম্রাটপদবী-প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমপাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত তখন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত শকরাষ্ট্রের মণ্ডলেশ্বর, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা, মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত, মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত ও মহাধর্ম্মাধিকৃত দেবগুপ্ত তখনও স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময়ে পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে অবস্থিত বিশাল অট্টালিকায় দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্রকক্ষে, শয্যায় উপবেশন করিয়া এক বৃদ্ধ চিন্তা করিতেছিলেন। বৃদ্ধের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষের অধিক, মস্তক কেশশূন্য বলিলেই হয়, যে দুই একটি কেশ আছে তাহাও রজতধবল। বৃদ্ধ করতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

কক্ষান্তরে দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ সভয়ে অবস্থান করিতেছিল, বিশাল অট্টালিকা নীরব নিস্তব্ধ। পরিচারক পরিচারিকাগণ নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে, অন্তঃপুরে মহিলা রোরুদ্যমান শিশুর মুখে হস্ত দিয়া কক্ষমধ্যে পলায়ন করিতেছে। কয়েকদিন যাবৎ যুবরাজ-ভট্টারকপাদীয় মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা কোনও রূপ শব্দ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তিনি কয়েকদিন যাবৎ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একমনে চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামন্ত্রী করতালি-ধ্বনি করিলেন, জনৈক দৌবারিক নতজানু হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মহামন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জালন্ধর হইতে কোনও দূত আসিয়াছে কি ?" দৌবারিক কহিল, "না"। মহামন্ত্রী বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "উত্তম, যাও"। দৌবারিক প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধদণ্ড পরে মহামন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে একখানি রথ আসিয়া দাঁড়াইল, জনৈক অস্ত্রধারী প্রৌঢ় রথ হইতে অবতরণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৌবারিক ও দণ্ডধরগণ তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া দ্বিতলের ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইল, তিনি কহিলেন, "অগ্নি, এত বিলম্ব হইল কেন ?" প্রৌঢ় বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "দেব, মহাকুমার মহারাজ-পুত্র আসিয়াছেন কি না সেই সংবাদ লইতেছিলাম। তিনি এখনও আসেন নাই ?" বৃদ্ধ কহিলেন, "না অগ্নি, গোবিন্দ এখনও আসে নাই। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের শেষ দশা উপস্থিত, তাহা না হইলে চন্দ্রগুপ্তের এক পুত্র পট্টমহাদেবীকে পদচ্যুতা করিয়া তাঁহার পদে নটের কন্যা স্থাপন করিতে চাহে, আর দ্বিতীয় পুত্র সে সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া জালন্ধরে বসিয়া থাকে—" রোষে ও ক্ষোভে বৃদ্ধ সচিবের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত শয্যায় উপবেশন করিলেন।

দামোদর শর্ম্মা কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "অগ্নি, স্কন্দ কোথায়, তাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে কেন, রামগুপ্তও ত আসিল না?" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে একজন দৌবারিক কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "দেব, যুবরাজভট্টারক দ্বারে উপস্থিত।" বৃদ্ধ আসন পরিত্যাগ না করিয়াই কহিলেন, "কে, স্কন্দ? ভিতরে আইস।" এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবক কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে মহামন্ত্রীকে ও পরে মহাবলাধিকৃতকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। দামোদর শর্ম্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কন্দ, গোবিন্দের কোনও সংবাদ পাইয়াছ কি?" যুবরাজ কহিলেন, "কিছু না। তাঁহার সন্ধানে বারাণসী পর্য্যন্ত চর পাঠাইয়াছি, সেও ফিরিয়া আইসে নাই।"

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মস্তক হইতে উষ্ণীষ শিথিলবন্ধন হইয়া পড়িয়া গেল, অঙ্গ হইতে উত্তরীয় পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ঘন ঘন নিশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "তবে দামোদর হইতেই আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের নীতির ব্যতিক্রম হইবে। ইহা অখণ্ডনীয় বিধিলিপি। স্কন্দ, বৃদ্ধ দামোদর সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নটের দাস হইতে পারিবে না, রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতে পারিবে না। স্কন্দ, আমি বিদ্রোহী, আমি দামোদর, সমুদ্রগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত। এককালে চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলাম, আমিই চন্দ্রগুপ্তের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিব। তুমি যদি পিতৃদ্রোহী না হও, গোবিন্দ যদি ভ্রাতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে আর্য্যপট্ট উঠাইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব। সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদে—" বৃদ্ধ সচিবকে আসন ত্যাগ করিতে দেখিয়া স্কন্দগুপ্ত ও অগ্নিগুপ্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত এই সময়ে কহিলেন, "পিতামহ, কি বলিতেছেন, শান্ত হউন।" বৃদ্ধ কহিলেন, "স্কন্দ, তুমি এখনও বালক, সাম্রাজ্যের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। কল্য নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখার কন্যার সহিত

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব, পরমমাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কুমারগুপ্তের বিবাহ হইবে। কল্য তোমার মাতা পট্টমহাদেবী সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিবেন, নট ফল্গুযশের কন্যা সেই সিংহাসনে উপবেশন করিবে, আর আমি—আমি দামোদর শর্ম্মা—আমি পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিব। অসম্ভব স্কন্দ, আমার পক্ষে অসম্ভব, তোমার পক্ষে অসম্ভব, অগ্নিগুপ্তের পক্ষে অসম্ভব, রামগুপ্তের পক্ষে অসম্ভব, সাম্রাজ্যের সামান্য অশ্বারোহী পদাতিকের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র ভরসা ছিল গোবিন্দ। কুমার, যাহাকে শৈশবে ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইয়াছি, সেই কুমার আমার অনুরোধ রক্ষা করিল না, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিল, কিন্তু সে গোবিন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিত না। গোবিন্দ আসিল না—গোবিন্দের জন্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইল। গোবিন্দ, তোর মনে এই ছিল!”

বৃদ্ধ সচিব ক্লান্ত হইয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। এই সময় একজন দৌবারিক রুদ্ধ দ্বারের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল, “মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত।” পরক্ষণেই একজন দীর্ঘাকার শ্যামবর্ণ শুভ্রবসন পরিহিত বৃদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দামোদর শর্ম্মাকে প্রণাম করিলেন, স্কন্দগুপ্ত ও অগ্নিগুপ্ত তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী শুষ্ককণ্ঠে বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন, “রাম, উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ ত? কল্য যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্তের মাতা সিংহাসনচ্যুতা হইবেন, নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখা —ফল্গুযশ নটের কন্যা তাহাতে উপবেশন করিবে। কল্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভিজাতসম্প্রদায় তাহার সম্মুখে নতজানু হইবে। তুমি না কুমারগুপ্তের জ্ঞাতি, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বংশজাত?”

রামগুপ্ত আশ্চর্য্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, “পিতৃব্য, তবে কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে?” “হয় নাই, কল্য হইবে। কে তাহা রোধ করিবে?

গোবিন্দ আসে নাই।" "এখনও ত সময় আছে।" "স্কন্দ বারাণসী পর্য্যন্ত দূত পাঠাইয়াছে, দূত এখনও ফিরে নাই।" "অদ্য শেষ দিন, কল্য আসিলে বোধ হয় কোনও ফল হইবে না।" "না। কল্য চন্দ্রগুপ্তের বৃদ্ধ পুত্র যুবক সাজিবে, সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নহে। সন্ধ্যাকালে বিবাহ, রজনীর প্রথম প্রহরে উৎসব। উৎসবে যে না যাইবে পরদিন তাহাকে শ্রীপট্ট ফিরাইয়া দিতে হইবে।" "ইহা কি মহারাজাধিরাজের আদেশ?" "আদেশ এখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই।" "ইহা প্রচারের জন্য কি মহারাজাধিরাজ আপনাকে প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন?" "না, আদেশ হইবে জানিয়া আমি অধ্যক্ষগণকে প্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছি।" "পিতৃব্য, ক্ষোভে আরও কতকগুলি আদেশ করিয়াছেন?" "বিদ্রূপ করিও না রাম! আরও একটি আদেশ করিয়াছি।" "কি?" "সম্রাটের জন্য কতকগুলি বীণা ক্রয় করিয়াছি।" স্কন্দগুপ্ত হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পিতামহ কি সাম্রাজ্যের কার্য্য ছাড়িয়া বীণাবাদনে দিন কাটাইবেন?"

বৃদ্ধ মহামন্ত্রী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ভাই, কেবল আমি নহি, অনেক মহানায়ক, মহামাণ্ডলিককে বীণা বাজাইয়া দিনপাত করিতে হইবে।"

রাম—দেব, বীণা ক্রয়ের কারণ আমিও বুঝিলাম না।

অগ্নিগুপ্ত—ঠাকুর কি করিতেছেন?

দামোদর—যথাসময়ে সকল কথা বুঝিতে পারিবে। কে আছিস্?

জনৈক দৌবারিক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধ্যার কত বিলম্ব আছে?" দৌবারিক কহিল, "প্রায় দুই দণ্ড।" "উত্তম, যাও।"

দৌবারিক স্কন্দগুপ্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ, একজন বর্ম্মাবৃত সৈনিক আপনার জন্য পথে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি এইমাত্র কহিলেন, "যুবরাজ-ভট্টারককে বল—শঙ্খ আসিয়াছে।"

স্কন্দ—তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।

দৌবারিক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

অগ্নিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "শঙ্খ কে যুবরাজ?" "বলাধিকৃত ভানুমিত্র।" "অগ্নিমিত্রের পুত্র?" "হাঁ।" "সে গৌড়ে ছিল না?" "হাঁ, তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

এই সময়ে দৌবারিক ভানুমিত্রকে লইয়া কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল। তিনি কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করিয়া যুবরাজ, মহামন্ত্রী, মহাবলাধিকৃত ও মহাদণ্ডনায়কে অভিবাদন করিলেন। রামগুপ্ত ও অগ্নিগুপ্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। দামোদর শর্ম্মা দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং যুবরাজ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ভানু, কখন আসিলি? শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেল।" ভানুমিত্র শিরস্ত্রাণ খুলিয়া কহিলেন, "এইমাত্র আসিলাম, রথ এখনও পথে দাঁড়াইয়া আছে।" "রথ লইয়া যাইতে বলিয়া দে।" "রথে অন্য লোক আছে।" "তাহারা আমার আবাসে চলিয়া যাউক।" "তোমার আবাসে তাহাদিগের স্থান হইবে না।" "কেন?" "পরে বলিব।" "কবে?" ভানুমিত্র যুবরাজের কর্ণমূলে অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "রথে করুণা আছে, তাহাকে কোথায় পাঠাইব?" যুবরাজ বিস্মিত হইয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কহিলেন, "রথ মাতার আবাসে পাঠাইয়া দেও।" ভানুমিত্র কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। দামোদর শর্ম্মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "শুন রাম, চন্দ্রগুপ্তের সেবায় দিনযাপন করিয়া অবশেষে আমাকে বৃদ্ধ বয়সে বিদ্রোহাচরণ করিতে হইবে। কল্য সন্ধ্যায় দামোদর বিদ্রোহী হইবে। যে মস্তক

ধ্রুবস্বামিনীর সিংহাসনতলে নত হইয়াছিল তাহা ইন্দ্রলেখার কন্যার চরণতলে লুটাইতে পারিব না।"

এই সময়ে অগ্নিগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "দেব, আমি প্রথমে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারি নাই, আপনার যে পথ আমারও সেই পথ। মহাদণ্ডনায়ক কি করিবেন?"

রাম—অগ্নি, আমি বিবাহ-সভায় যাইব না স্থির করিয়াছি।

দামোদর—তাহা হইলে পদচ্যুত হইবে।

রাম—উত্তম, কাশীবাস করিব।

দামোদর—আমি তাহা পারিব না। যাহার বিবাহ দিয়া আনিয়াছি, যাহাকে স্বহস্তে অভিষিক্ত করিয়াছি, তাহাকে ইন্দ্রলেখার কন্যার দ্বারা পদচ্যুতা হইতে দেখিতে পারিব না। অগ্নি, এখনও যদি গোবিন্দ আসিত?" "আমি আসিয়াছি।"

সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, কক্ষের দ্বারে উজ্জ্বল অংশুক পরিহিত জনৈক প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমারগুপ্তের শ্বশুর

সন্ধ্যা হইয়াছে, পাটলিপুত্র নগরের রাজপথসমূহে সহস্র সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, সুগন্ধি পুষ্পরাজিতে পণ্যশালাসমূহের বাতায়নপথ ও দ্বার সুসজ্জিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ

পথে পুষ্পমালা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। নাগরিকগণ অনেকেই যূথিকা ও কুন্দকুসুমের মাল্য ক্রয় করিতেছে। ক্রমে রাজপথসমূহে জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক দুই অথবা চতুরশ্ববাহিত রথে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত রত্নরাজিখচিত পরিচ্ছদ পরিয়া কুসুমদামসজ্জিত হইয়া রাজধানীর বিলাসী ধনীগণ ভ্রমণে নির্গত হইলেন। যাহাদিগের যানবাহন নাই, তাহারা যথাসাধ্য বেশবিন্যাস করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পথে আর স্থান রহিল না।

রত্নবণিককুলিকনিগমের পার্শ্বে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, এই পথে কতকগুলি শৌণ্ডিকের বিপণী ছিল। এই সকল বিপণীতে বহুমূল্য সুরা বিক্রয় হইত, সেইজন্য সাধারণ লোকে এ পথে আসিত না। সন্ধ্যার সময়ে একজন হ্রস্বাকার গৌরবর্ণ পুরুষ কুলিকনিগমের পার্শ্ব দিয়া এই পথে প্রবেশ করিল। তাহার কটিদেশে একখানি ছিন্ন মলিন বসন, কিন্তু স্কন্ধে বহুমূল্য সুবর্ণখচিত বারাণসীর উত্তরীয় এবং গৌড়ীয় অংশুকের উষ্ণীষ। যুবক কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি বৃহৎ বিপণীতে প্রবেশ করিল। বিপণীতে দুই তিনটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সম্মুখে উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া একজন অতি স্থূলকায় মসীকৃষ্ণ বৃদ্ধ তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিল, দুই একজন ভৃত্য তাহার নিকটে বসিয়া ঢুলিতেছিল। যুবক বিপণীতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে কহিল, "কি হে অক্ষয়নাগ, কেমন আছ ?" বৃদ্ধ অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?" আগন্তুক কহিল, "আমি চন্দ্রসেন, এতদিনের আলাপটা একেবারে ভুলিয়া গেলে ?" "তাই ত, চন্দ্রসেন যে ? এতকাল পরে কি মনে করিয়া, তোমার ঋণটা কি এইবার শোধ করিবে নাকি ?" "অক্ষয়, বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। তোমার টাকাটা অনেককাল পড়িয়া আছে। দেখ, দুই তিন দিনের মধ্যে তোমার সমস্ত প্রাপ্য শোধ করিয়া দিব। তুমি কত পাইবে ?" "এক সহস্র এগার দীনার ছয় দ্রম্ম, ইহা প্রায় তিন বৎসরের

ঋণ।” “অক্ষয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমাকে সর্ব্বসমেত দ্বাদশ শত দীনার পরশ্ব প্রাতে দিয়া যাইব।” “দেখ চন্দ্রসেন, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, তোমার পিতা ও পিতামহ চিরকাল সাম্রাজ্যের সেবায় রত ছিলেন। বংশের মধ্যে তুমিই কেবল এই হীনদশায় জীবনযাপন করিতেছ। ইন্দ্রলেখার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছ, তোমার বাসগৃহ অবধি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।—তুমি এত অর্থ কোথায় পাইবে যে কালি আমাকে দ্বাদশ শত দীনার আনিয়া দিবে? অবশেষে কি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে নাকি?”

যুবক বৃদ্ধ শৌণ্ডিকের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া কহিল, “অক্ষয়, সে অনেক কথা। সে কথা আর একদিন বলিব। তোমাকে যেদিন কুমারগুপ্তের নামাঙ্কিত এক সহস্র দুই শত সুবর্ণ দীনার দিয়া যাইব, সেইদিন এই কথা বলিয়া যাইব। আমার আর সেদিন নাই, অদৃষ্ট আবার সুপ্রসন্ন হইয়াছে। এখন আমার দশ পাত্র গৌড়ীয় কাদম্ব প্রয়োজন—”

বৃদ্ধ শৌণ্ডিক তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, “বাপু হে, তোমার অদৃষ্ট ফিরিয়াছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, অপরাধ লইও না, আমি আর তোমাকে ধারে মদ্য বিক্রয় করিতে পারিব না। তুমি যদি পার তোমার ঋণ শোধ করিয়া যাইও।” “তুমি বুঝিতেছ না, আজ আমি নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তোমার বিপণীতে মদ্য ক্রয় করিতে আসিয়াছি। কল্য আর চন্দ্রসেনকে পাটলিপুত্রের পথে পদব্রজে চলিতে দেখিবে না।” “সে যাহাই হউক, আমি তোমাকে বিনামূল্যে অনেক সুরা বিক্রয় করিয়াছি, আর পারিব না।” “শুন, পাগলের মত অনর্থক বাক্যব্যয় করিও না। এখন দশ পাত্র গৌড়ীয় কাদম্ব দিলে তবে পরশ্ব দ্বাদশ শত দীনার পাইবে। কুমারগুপ্ত কাদম্ব ভিন্ন অন্য সুরা স্পর্শ করে না।” “কুমারগুপ্ত! কুমারগুপ্ত কে?” “আমার ভাবী জামাতা।” “পাগলের মত কি বলিতেছ? তোমার ত

বিবাহই হয় নাই, তোমার আবার জামাতা কে?" "বাধা দেও কেন, আগে শেষ করিতে দাও। ইন্দ্রলেখার সহিত আমার কি সম্পর্ক জান ত? তাহার সহিত আমার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে, মাল্য বিনিময় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রলেখার কন্যা অনন্তা এখন আমারই কন্যা। কুমারগুপ্ত অনন্তার জন্য পাগল। কল্য সন্ধ্যার সময়ে অনন্তার সহিত কুমারগুপ্তের বিবাহ। কুমারগুপ্ত আর কে? পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কুমারগুপ্ত দেবপাদ। অনন্তার সহিত বিবাহ হইলেই কুমারগুপ্ত আমার জামাতা হইল। কেবল বিবাহ নয়, বিবাহ হইলে অনন্তা পট্টমহাদেবী হইবে, স্কন্দগুপ্তের মাতাটাকে কুমারগুপ্ত দূর করিয়া দিবে বলিয়াছে।"

বৃদ্ধ অক্ষয় নাগ নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "বল কি চন্দ্রসেন? ইন্দ্রলেখার কন্যার সহিত মহারাজাধিরাজের বিবাহ? আমি শুনিয়াছিলাম মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে এক নীচ জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন কিন্তু ইন্দ্রলেখার কন্যা পট্টমহাদেবী হইবে একথা ত শুনি নাই!" "সত্য অক্ষয়, ধ্রুব সত্য। ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। বিশ্বাস না হয় তুমি মদ্য লইয়া আমার সহিত ইন্দ্রলেখার গৃহে আইস; দেখিবে তোমাদের মহারাজাধিরাজ সেখানে উপবিষ্ট আছেন।"

রাজপথ দিয়া দুইজন যোদ্ধ্‌পুরুষ চলিয়া যাইতেছিল, তাহারা চন্দ্রসেনের উক্তির শেষাংশ শুনিয়া দাঁড়াইল। অক্ষয় নাগ কহিল, "ভাল, মদ্য লইয়া যাও, কিন্তু পরশ্ব মূল্য দিয়া যাইও।" চন্দ্রসেন উল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিল, "অক্ষয়, তোমার জয় হউক, আমি ব্রাহ্মণ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার পরমায়ু অক্ষয় হউক, লক্ষ্মী তোমার গৃহে অচলা হউন। পরশ্ব কুমারগুপ্তকে তোমার দুয়ারে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইব।"

শৌণ্ডিকের আদেশে একজন পরিচারক দশটি কাচপাত্রপূর্ণ সুরা লইয়া আসিল, চন্দ্রসেন কাচের আধারগুলি তাহার বহুমূল্য উত্তরীয়ে

বন্ধন করিতে করিতে কহিল, "দেখ অক্ষয়, আমি স্থির করিয়াছি যে পরশ্ব হইতে তুমি ব্যতীত আর কেহ পাটলীপুত্র নগরে গৌড়ীয়-কাদম্ব অথবা পারসিক বিক্রয় করিতে পারিবে না। বুড়া দামোদর শর্ম্মাকে সর্ব্বাগ্রে পদচ্যুত করিব।" সৈনিকদ্বয় অগ্রসর হইয়া বিপণীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রসেন দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শৌণ্ডিককে কহিল, "অক্ষয়, তুমি তবে তোমার ভৃত্যকে আধার লইয়া ইন্দ্রলেখার গৃহে যাইতে বল, আমি মদনিকার বিপণীতে মাল্য কিনিতে ও কেশব দাসের বিপণীতে তাম্বূল কিনিতে যাইব।" শৌণ্ডিক একজন পরিচারককে সুরাভাণ্ডগুলি ইন্দ্রলেখা নর্ত্তকীর গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিল, "চন্দ্রসেন, অনেকক্ষণ আলাপ করিতেছ, একটু পিপাসা শান্তি করিয়া যাইবে না?" চন্দ্রসেন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, আজ আর না, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সে যেমন শৌণ্ডিকের বিপণী হইতে বাহির হইতে যাইবে, অমনি পূর্ব্বোক্ত সৈনিকদ্বয়ের একজন বলিয়া উঠিল, "তুমি কে?" চন্দ্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "তুমি কে?" দ্বিতীয় সৈনিক কহিল, "আমি যেই হই না কেন, সে সংবাদ লইবার তোমার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তুমি কে বল।" "দেখ, যদি ভাল চাও তবে পথ ছাড়িয়া দাও, নতুবা কল্য বা পরশ্ব প্রাতে তোমার মুণ্ডপাত করিব—" প্রথম সৈনিক তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহার কর্ণধারণ করিয়া তাহাকে অন্য বিপণীর আলোকের নিকট লইয়া গিয়া তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল এবং কহিল, "কে তুই, শীঘ্র বল।" "আমি কুমারগুপ্তের শ্বশুর।" "কোন্ কুমারগুপ্ত?" "আবার কোন্ কুমারগুপ্ত, সম্রাট—মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত। কল্য সন্ধ্যাকালেই ইহার প্রতিফল পাইবি।" সৈনিক তাহাকে পুনরায় দুই তিন বার পদাঘাত করিয়া কহিল, "তুই মহারাজাধিরাজের শ্বশুর? তুই নিশ্চয়ই সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিস্।" প্রহার খাইয়া চন্দ্রসেন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

"ওরে তোরা কে আছিস্—ওরে তোরা শীঘ্র আয়—আমাকে মারিয়া ফেলিল—আমি—আমি চন্দ্রসেন—আমি সম্রাটের শ্বশুর—কুমারগুপ্তের শ্বশুর—আমি ইন্দ্রলেখার ধর্ম্মস্বামী—ওরে বাবা রে—"

তাহার আর্ত্তনাদে সমস্ত বিপণী হইতে শৌণ্ডিক ও পরিচারকগণ বাহির হইয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই চন্দ্রসেনকে চিনিত, কারণ চন্দ্রসেন উচ্চবংশজাত এবং এককালে এই বীথিতে বহুমূল্য সুরা ক্রয় করিয়া বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছিল। চন্দ্রসেনকে কেন প্রহার করিতেছিল জিজ্ঞাসা করায়, সৈনিকদ্বয় কহিল "এই ব্যক্তি মহারাজাধিরাজের নামে কলঙ্ক রটনা করিতেছিল এবং তাঁহার প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল, সেইজন্য উহাকে প্রহার করিয়াছি।"

সম্রাটের নাম শুনিয়া কেহ কোন কথা বলিতে ভরসা করিল না।" বৃদ্ধ অক্ষয় নাগ ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহাশয়, এই ব্যক্তি কি বলিয়াছিল?" "এ বলিতেছে যে এ মহারাজাধিরাজের শ্বশুর এবং এক শৌণ্ডিকের বিপণীতে দাড়াইয়া বলিয়াছে যে, সেই শৌণ্ডিকের বিপণীতে মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কুমারগুপ্তকে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইবে।"

অক্ষয় নাগ অন্য কোনও কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া পলায়ন করিল। সৈনিকদ্বয় তখন চন্দ্রসেনকে লইয়া শৌণ্ডিক-বীথি পরিত্যাগ করিল। সেই সময়ে জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রসেন এখনও সম্রাটের শ্বশুর হয় নাই বটে, কিন্তু কল্য হইবে, তখন তোমাদের মাথা দুইটা কোথায় থাকিবে?" সৈনিকদ্বয় উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

শৌণ্ডিকালয়গুলি যখন বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তখন তাহারা চন্দ্রসেনকে পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। প্রথম সৈনিক কহিল, "দেখ, এই ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই মহারাজাধিরাজের ভাবী শ্বশুর হয়, তা হইলে ত বড়ই বিপদ!"

দ্বিতীয় সৈনিক কহিল, "কিসের বিপদ? পথে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি মহারাজাধিরাজকে গালি দিতেছিল, তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছি, তাহাতে বিপদ কি?"

"শুনিয়াছি মহারাজাধিরাজ এক নীচজাতীয়া কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পট্টমহাদেবীকে সিংহাসনচ্যুতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি যদি সেই কন্যার পিতা হয়, তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ।" "তবে ইহাকে মহাপ্রতিহারের নিকট না লইয়া গিয়া মহারাজকুমারের নিকট লইয়া যাই।" "মহারাজকুমার এখন কোথায়?" "তাহা ত বলিতে পারি না।" "তবে ইহাকে কুমার হর্ষগুপ্তের নিকট লইয়া যাই, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজকুমার অথবা যুবরাজ ভট্টারকের হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিব। সেই ভাল, ইহাকে রথে করিয়া প্রাসাদে লইয়া যাই।" উভয়ে চন্দ্রসেনকে লইয়া একখানি রথে আরোহণ করিল, এবং উষ্ণীষ দ্বারা চন্দ্রসেনের মুখ ও হস্তপদ বন্ধন করিয়া একজন তাহার দেহের উপরে উপবেশন করিল। অপর ব্যক্তি উন্মুক্ত অসিহস্তে রথচালকের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাকে প্রাসাদাভিমুখে রথ চালনা করিতে আদেশ করিল। রথচালক কোষমুক্ত অসি দেখিয়া আপত্তি করিতে ভরসা করিল না। রথ সশব্দে প্রাসাদের প্রথম তোরণে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় তোরণে প্রতীহারগণ তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্তের নাম শ্রবণ করিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। তৃতীয় তোরণে চালককে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া উভয়ে চন্দ্রসেনের সহিত স্কন্দগুপ্তের আবাসে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্দ-মলয়ানিল

মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্তের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া কক্ষের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্কন্দগুপ্ত পিতৃব্যের পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্নিগুপ্ত ও ভানুমিত্র কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন করিলেন। রামগুপ্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন গোবিন্দগুপ্ত দামোদর শর্ম্মাকে দেখিতে না পাইয়া রামগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, পিতৃব্য কোথায়?" যুবরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিলেন, প্রভুপরায়ণ বৃদ্ধ মন্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহতলে পতিত হইয়াছেন। যুবরাজের আহ্বানে পরিচারকগণ শীতল জল ও ব্যজনী লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই মহামন্ত্রীর চেতনা ফিরিল। শ্রান্তদেহ বৃদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তুই সত্যই আসিয়াছিস্, তবে ইহা স্বপ্ন নহে?" গোবিন্দগুপ্ত বৃদ্ধের শীর্ণ হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন, "না পিতৃব্য, স্বপ্ন নহে সত্যই আমি আসিয়াছি।" "কল্য আসিলে শ্রম নিস্ফল হইত। তোমার পিতার রাজ্য তুমি রক্ষা কর বৎস, বৃদ্ধের কার্য্য শেষ হইয়াছে।" বৃদ্ধ এই বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরিচারকগণ কহিল যে, দুই মাসের মধ্যে মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা শয্যা গ্রহণ করেন নাই।

তখন গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, রামগুপ্ত অগ্নিগুপ্ত ও ভানুমিত্র কক্ষান্তরে উপবেশন করিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" রামগুপ্ত কহিলেন, "গুপ্তবংশের সর্ব্বনাশ

উপস্থিত, তুমি আসিয়াছ, এখন যদি রক্ষা হয়। শারদীয়-উৎসবের সময়ে নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখা রাজসভায় নৃত্য করিতে আসিয়াছিল। সেই সময়ে তাহার কন্যা অনন্তা তাহার সহিত প্রাসাদে আসিত। মহারাজাধিরাজ যুবতীর অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিয়া তাহাকে শোণতীরের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। সে স্থানে তাহার নৃত্যগীতে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন। অনন্তা কিয়ৎকাল উদ্যানেই বাস করিয়াছিল। প্রথমে নিত্য সন্ধ্যায় আমাদিগের নিমন্ত্রণ হইত, ক্রমে তাহা বন্ধ হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম, মহারাজাধিরাজ তাহাকে বিবাহ করিবেন। তখনও আমরা কেহ বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। শ্রীপঞ্চমীর দিনে আমার পত্নী প্রাসাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে মহাদেবী আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে মহারাজাধিরাজকে সকল কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিয়া মহাদেবী স্কন্দের বিবাহের জন্য আমাকে পাত্রী সন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আমিও চেদীবংশীয় মহানায়ক জয়হস্তির কন্যাকে রূপে গুণে ও বংশমর্য্যাদায় সাম্রাজ্যের মহাদেবী হইবার যোগ্য পাত্রী স্থির করিয়া সংবাদ দিব মনে করিয়াছিলাম। প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বিশাল অন্তঃপুর জনশূন্য নিস্তব্ধ। জনৈক মহল্লিকার মুখে শুনিলাম, মহাদেবী শ্যামা মন্দিরে—।”

গোবিন্দ। মহাদেবী কি বলিলেন?

রাম। মহাদেবী কহিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে মহারাজাধিরাজ রূপজ-মোহে জ্ঞান হারাইয়াছেন। ইন্দ্রলেখার কন্যা পণ করিয়াছে যে, সে সামান্যা মহিষীর ন্যায় প্রাসাদে প্রবেশ করিবে না। তাহাকে যদি পট্টমহাদেবী-পদে বরণ করা হয় এবং স্কন্দগুপ্তের পরিবর্ত্তে তাহার গর্ভজাত পুত্র যদি সিংহাসনে আরোহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সে বৃদ্ধ কুমারগুপ্তকে বিবাহ করিবে, নতুবা নহে।”

গোবিন্দগুপ্ত উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বেশ্যাকন্যা সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে উপবেশন না করিলে আর করিবে কে? মহারাজাধিরাজ কি বলিলেন?" "তিনি তখন উন্মত্ত। তিনি মহাদেবীকে পদচ্যুত করিয়া ইন্দ্রলেখার কন্যাকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং স্কন্দগুপ্তকে যৌবরাজ্য হইতে—" "আর শুনিতে চাহি না—তারপর তোমরা কি করিলে?" "সাম্রাজ্যে যে যেখানে ছিল এক একবার মহারাজাধিরাজকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কোনই ফল হয় নাই। দিনের পর দিন বৃদ্ধ দামোদর শর্ম্মা কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিয়াও হতচেতন কুমারগুপ্তকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন নাই। সমস্ত স্থির, বিবাহ ও অভিষেকের দিন স্থির। সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মহামন্ত্রী অবশেষে মহাপুরোহিত পুণ্ডরীক শর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা তখন বুঝিতে পারিলাম যে, গোবিন্দ ব্যতীত সাম্রাজ্য-রক্ষার অন্য উপায় নাই। তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া অবধি পুণ্ডরীক ও খুল্লতাত আজি শুভদিন নহে, অকাল, মলমাস ইত্যাদি বহুবিধ সত্য ও মিথ্যা বাধা উপস্থিত করিয়া, ইন্দ্রলেখার কন্যার বিবাহ ও অভিষেক স্থগিত রাখিয়াছেন। এখন তুমি আসিয়াছ, দেখ, তুমি যদি সমুদ্রগুপ্তের বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার।" "পিতৃব্য, কোনও চিন্তা নাই, কালিকার বিবাহ নিশ্চয় স্থগিত রাখিব।" "কি করিবে?" "এখনই দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" "যদি সাক্ষাৎ না করেন?" "নিশ্চয় করিবেন। আমি অপর কেহ নহি, ধ্রুবস্বামিনীর পুত্র, কুমারগুপ্তের ভ্রাতা, জগদ্বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, আমি সাক্ষাৎ পাইব না—অসম্ভব। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, গুপ্তবংশের হিতাকাঙ্ক্ষী কে কোথায় আছে, তাহাদিগকে আহ্বান করুন, ইন্দ্রলেখার কন্যার বিবাহ কল্য হইবে না।"

এই বলিয়া গোবিন্দগুপ্ত গাত্রোত্থান করিলেন, স্কন্দগুপ্ত ও অন্যান্য

সকলে তাঁহার সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সকলে রথারোহণে প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম তোরণে প্রতীহারগণ জানাইল যে, সম্রাট সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নগরে গমন করিয়াছেন। কোথায়—কাহার গৃহে গমন করিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারিল না। রথ ফিরিল, গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "ইন্দ্রলেখা নর্ত্তকীর গৃহে চল।" রথ-চালক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "কপোতিক সঙ্ঘারামের নিকটে ইন্দ্রলেখা নর্ত্তকীর আবাসে যাও।" সে উত্তর না দিয়া রথ ফিরাইল। অর্দ্ধদণ্ড পরে বৃহৎ পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীন কপোতিক সঙ্ঘারামের এক পার্শ্বে রথ উপস্থিত হইল, গোবিন্দগুপ্ত লম্ফ দিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সঙ্ঘারামের অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ, গৃহের অলিন্দে দাঁড়াইয়া একটি রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে, চন্দ্রসেন? এতক্ষণ কি করিতেছিলে?" গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "না, আমি চন্দ্রসেন নহি, সে পরে আসিতেছে।" "তুমি কে?" "চিনিতে পারিবে কি? আমি মন্দ-মলয়ানিল।" "কি বলিলে?" "ভিতরে গিয়া বলিতেছি।" গোবিন্দগুপ্ত রথচালককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, রমণীও অলিন্দ হইতে সরিয়া গেল। মহারাজপুত্র অন্ধকারগৃহে প্রবেশ করিয়া পরিচিতের ন্যায় সোপানাবলম্বনে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি সামান্য প্রদীপ জ্বলিতেছিল, গৃহতলে তিন, চারি জন পুরুষ উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন গোবিন্দগুপ্তের পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। কক্ষে বহুমূল্য কাশ্মীরদেশীয় আস্তরণ বিস্তৃত ক্ষুদ্র মৃণ্ময়দীপে সুগন্ধি তিল তৈল জ্বলিতেছে, প্রাচীরে বহুমূল্য পরিজাত ও যূথিকার মালা বিলম্বিত রহিয়াছে। একটি সুন্দরী যুবতী ম্লান দীপালোকে নৃত্য করিতেছে। গোবিন্দগুপ্ত কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কোষমুক্ত তরবারী মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। যাঁহারা গৃহে উপবেশন করিয়া

নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" "আমি গোবিন্দ।" বক্তা ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, নৃত্য থামিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "কে—গোবিন্দ ?" তুমি জালন্ধর হইতে কখন আসিলে ?" "এইমাত্র, প্রাসাদে মহারাজাধিরাজের সন্ধান না পাইয়া এখানে আসিয়াছি।" "চল—যাই।" এই সময়ে যে রমণী অলিন্দে দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "সে কি মহারাজ, আজি অনন্তার অধিবাস, কালি বিবাহ, আপনি চলিয়া যাইবেন কি ? উৎসবের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এখনই সমস্ত নর্ত্তকীরা আসিবে।" তাহার ইঙ্গিতে যুবতী আসিয়া সম্রাটের হস্তধারণ করিল। সম্রাট স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন গোবিন্দগুপ্ত ধীরে ধীরে সম্রাটের হস্ত হইতে যুবতীর হস্ত খুলিয়া দিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিলেন এবং রমণীকে কহিলেন, মহারাজাধিরাজের বিবাহের আয়োজন প্রাসাদে হইয়া থাকে, নর্ত্তকীর গৃহে নহে। তুমি নর্ত্তকীগণকে লইয়া ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদে যাইও।"

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজাধিরাজ, আপনি ইহার সহিত যাইবেন না, তাহা হইলে কল্য বিবাহ হইবে না।" তাহার পরে গোবিন্দগুপ্তের দিকে চাহিয়া ইতর ভাষায় বলিল, "তুই কে ? কোন্ সাহসে, বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিস্। জানিস্, এখনই তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে পারি ?" মহারাজপুত্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, এত প্রেম একেবারে ভুলিয়া গেলে ? আমি যে মন্দ-মলয়ানিল, যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে বিরহে অধীরা হইতে এবং যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফল্গুযশের সহিত পলায়ন করিয়াছিলে। আমার নাম গোবিন্দগুপ্ত, আমি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, সুতরাং আমাকে কুকুরের মুখে নিঃক্ষেপ করা—তোমার কেন, কুমারগুপ্তের পক্ষেও সম্ভব নহে।"

রমণী "মন্দ-মলয়ানিল" নাম শুনিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দগুপ্তের নাম শুনিয়া দশ হস্ত পিছাইয়া গেল। গোবিন্দগুপ্ত কুমার-গুপ্তের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "দাদা, চল প্রাসাদে যাই।" সম্রাট মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভ্রাতার সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। পথের অপর পার্শ্বে কপোতিক সঙ্ঘারামের প্রাচীরের নিম্নে আরও ছয় সাত খানি রথ দাঁড়াইয়াছিল, গোবিন্দগুপ্ত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে প্রাসাদে যাইতে আদেশ করিলেন, রথ চলিল, তাহার পশ্চাতে অপর রথগুলিও চলিতে আরম্ভ করিল।

রথগুলি চক্ষুর অন্তরাল হইলে এক ব্যক্তি কপোতিক সঙ্ঘারামের তোরণ হইতে বাহির হইয়া নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখার গৃহে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র-লেখা তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল, আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "দেবী, এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে, গোবিন্দগুপ্ত আসিয়াছে এবং মহামন্ত্রীর গৃহে গমন করিয়াছে। আমি সঙ্ঘারামের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া—বাবারে——"

ইন্দ্রলেখা আর সহ্য করিতে না পারিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া আগন্তুককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং বলিতেছিল, "বড় সংবাদ লইয়া আসিয়াছিস্, গোবিন্দগুপ্ত আসিয়াছে, গোবিন্দগুপ্ত আসিয়া যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি— ?"

আগন্তুক দুই চারি বার সম্মার্জ্জনীর আস্বাদগ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, সে যখন এমন প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার পাইবে। পুরস্কার পাইয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল।

ইন্দ্রলেখার দূত পলায়ন করিলে আর এক ব্যক্তি ইন্দ্রলেখার গৃহ হইতে বাহির হইল, সে ব্যক্তি গৃহের নিম্নতলে অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল। সে পথে বাহির হইয়া কপোতিক সঙ্ঘারাম মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

অপর তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই তোরণের পার্শ্বে এক ব্যক্তি অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। চর অশ্বারোহণে মহামন্ত্রীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

তখন দামোদর শর্ম্মার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, বৃদ্ধ গোবিন্দগুপ্তের সন্ধানে প্রাসাদে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। চর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অলিন্দে দেখিতে পাইল এবং প্রণাম করিয়া কহিল, "দেব, মহারাজপুত্রের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।"

দামোদর শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" "মহারাজপুত্র মহারাজাধিরাজকে ইন্দ্রলেখার গৃহ হইতে প্রাসাদে লইয়া গিয়াছেন।" "উত্তম।" চর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। মহামন্ত্রী শিবিকারোহণে প্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কণিষ্ক চৈত্যে অতিথি

গোবিন্দগুপ্ত যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠকে লইয়া নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখার গৃহ হইতে প্রাসাদে ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্চনদের উত্তর প্রান্তে জনৈক পথিক দ্রুতপদে গিরিসঙ্কট পার হইয়া পুরুষপুর নগরের পশ্চিম তোরণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রজনীর প্রথম যাম তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, নগরদ্বার হইতে পুরুষপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ তখন জনশূন্য। পথিক পরিচিত-পথ বলিয়াই অন্ধকারে দ্রুতপদে চলিতে পারিতেছিল।

নগর যখন এক ক্রোশ দূরে তখন তোরণে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, পথিক তাহা শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন শান্তির সময়ে প্রথম প্রহরের শেষেই নগর তোরণ সমূহ রুদ্ধ হইত, পথিক মঙ্গলবাদ্য শুনিয়া নগরে আশ্রয় লাভের আশা পরিত্যাগ করিল। তোরণে বাদ্যধ্বনি শেষ হইবামাত্র নিকটে আর এক স্থানে অসংখ্য শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল ; পথিক সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল, নগর তোরণের পার্শ্বে পর্ব্বতাকার স্থানে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র দীপ খদ্যোতের ন্যায় চলিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া সে প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দীপমালাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সহসা বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল, দীপাবলী নিবিয়া গেল, পথিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সে তখন আলোকমালার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, বহু মানবের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া পথিক পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিতে পাইল একদল শ্রেণীবদ্ধ মনুষ্য তাহার দিকে আসিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে আসে ?"

পথিক কহিল, "আমি পথশ্রান্ত পথিক, নিকটে বহু আলোক দেখিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতেছিলাম কিন্তু আমি আসিতে আসিতে আলোকমালা নিবিয়া গেল। কোন্ পথে গেলে আশ্রয় পাইব বলিতে পারেন ?" যে প্রশ্ন করিতেছিল সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?" পথিক কহিল, "বাহ্লীক নগর হইতে, এ কোন্ স্থান ?" "পুরুষপুর, নগরোপকণ্ঠ।" "এত আলোক কোথায় জ্বলিতেছিল ?" "কণিষ্ক-চৈত্যে।" "কেন ?" "তুমি বোধ হয় সদ্ধর্ম্মী নহ ? ইহা দ্বিতীয় যামের আরত্রিক।" "আমি ব্রাহ্মণ, এখানে কি প্রহরে প্রহরে আরতি হয় ?" "হাঁ।" "কতদূর গেলে আশ্রয় পাইব ?" "তুমি আমার সহিত আইস।" "চৈত্যে কি আশ্রয় পাইব না ?" "কণিষ্ক-বিহার সংস্কার করা ভিক্ষোপজীবী ভিক্ষু শ্রমণের কার্য্য নহে। মহাশয়,

দেবপুত্র যাহি কণিষ্কের বিহার ধ্বংসোন্মুখ ; আমরা সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া থাকি।"

পথিক সেই ব্যক্তির সহিত অন্ধকারে চলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে এক বৃহৎ পাষাণ নির্ম্মিত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহার আশ্রয়দাতা অট্টালিকার প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিয়া আলোক লইয়া আসিল এবং কহিল, "চলুন।"—পথিক বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে ভগ্ন অট্টালিকার একটি পাষাণময় দ্বারের সম্মুখে আর একজন ভিক্ষু দাঁড়াইয়াছিল ; প্রথম ভিক্ষু তাহাকে দেখিয়া কহিল, "ধর্ম্মসিংহ, সঙ্ঘস্থবির কোথায় ?" দ্বিতীয় ভিক্ষু কহিল, "সঙ্ঘস্থবির কক্ষে আছেন। তুমি কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ?" "হাঁ।" "এখন ত সাক্ষাৎ পাইবে না, সঙ্ঘস্থবির আদেশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য সঙ্ঘরক্ষিত ভিন্ন তিনি আর কাহারও সহিত তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে দেখা করিবেন না। তোমার সঙ্গে কে ?" একজন অতিথি। ধর্ম্মসিংহ, তুমি সঙ্ঘস্থবিরকে বলিয়া আইস যে বুদ্ধরক্ষিত একজন বাহ্লীক দেশীয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে এবং সঙ্ঘস্থবিরের আদেশানুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। অতিথি এখনও বিশ্রাম করেন নাই।" "বিশ্রামের পর আসিও।" "না, সঙ্ঘস্থবির আমাকে অদ্য প্রাতে আদেশ করিয়াছেন যে, গিরিসঙ্কট পার হইয়া নগরহার হইতে কেহ আসিলে তাঁহাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয় এবং সম্ভব হইলে তাহাকে সঙ্ঘস্থবিরের নিকটে আনয়ন করা হয়! তুমি বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও।"

দ্বিতীয় ভিক্ষু জীর্ণ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বুদ্ধরক্ষিত, অতিথিকে লইয়া সঙ্ঘস্থবিরের কক্ষে প্রবেশ কর, তিনি তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" উভয়ে অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত একটি

ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, পথিক তাহার আলোকে দেখিলেন যে, দূরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং কক্ষের দ্বারে একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া আছেন। বুদ্ধরক্ষিত তাঁহার চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, ব্রাহ্মণ করদ্বয় ললাটে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। দীর্ঘাকার ভিক্ষু কহিলেন, "স্বাগত, মহাশয় কি বাহ্লীক দেশ হইতে আসিতেছেন?" পথিক কহিলেন, "হাঁ, আমার নাম বিষ্ণুভদ্র, বাহ্লীক নগরে আমার বাস, সম্প্রতি বিশেষ কার্য্যে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়াছি।" "মহাশয়, আপনি অতিথি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য আহার্য্য ও পানীয় না দিয়া এই স্থানে বিশেষ কার্য্যে আনয়ন করিতে হইয়াছে, ইহা আর্য্য সেবকের উপযুক্ত কার্য্য নহে, কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ ভদ্রাচারবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হইয়াছে। ভরসা করি মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি বাহ্লীকদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাকে ক্লেশ দিয়াছি।" "কি কথা, জিজ্ঞাসা করুন?" "আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় অতি গোপনীয়। বুদ্ধরক্ষিত, তুমি অতিথির আহার্য্য পানীয় আমার কক্ষে আনয়ন কর।"

ভিক্ষু প্রস্থান করিলে উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুভদ্র দেখিলেন যে, ক্ষুদ্র কক্ষটি সহস্র সহস্র গ্রন্থে পরিপূর্ণ, এক কোণে একটি ঘৃতের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার নিকটে একখানি আসন, মস্যাধার, লেখনী ও কয়েকখণ্ড ভূর্জ্জপত্র। আসনের পার্শ্বে গৃহতলে একটি ক্ষুদ্র শয্যা। সঙ্ঘস্থবির অতিথিকে শয্যায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং আসনে উপবেশন করিলেন। সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কতদিন পূর্ব্বে বাহ্লীকনগর পরিত্যাগ করিয়াছেন?" "প্রায় দুইমাস।" "কোথায় গমন করিবেন?" "পুরুষপুরে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে জালন্ধরে, জালন্ধরে যদি কৃতকার্য্য না হই

তাহা হইলে হয় ত পাটলিপুত্রে যাইতে হইবে।” “আপনি যখন যাত্রা করেন তখন হূণ জাতির কথা কিছু শুনিয়াছিলেন কি?” “কি বলিলেন?” ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। “হূণ জাতির কথা কিছু শুনিয়াছিলেন কি?” “এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?” “এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।”

বিষ্ণুভদ্র কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, “সঙ্ঘস্থবির, হূণ জাতির জন্যই বাহ্লীক হইতে পুরুষপুরে আসিয়াছি এবং হয়ত সুদূর পাটলিপুত্রে যাইব।”

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সঙ্ঘস্থবির স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, বিষ্ণুভদ্র ও গৃহস্বামীর মনে ব্যথা দিয়াছেন মনে করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। প্রদীপের শিখা পবন-হিল্লোলে নাচিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘাকার সঙ্ঘস্থবিরের দীর্ঘতর ছায়া প্রাচীর-গাত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, তখনও সঙ্ঘস্থবির চিন্তামগ্ন। অর্দ্ধ দণ্ড পরে বুদ্ধরক্ষিত অতিথির খাদ্য লইয়া আসিলে তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?” উত্তর হইল, “আমি বুদ্ধরক্ষিত, অতিথির আহার্য্য আনিয়াছি।” “আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রদীপ লইয়া আইস।”

বুদ্ধরক্ষিত অন্ধকারে গৃহতলে অন্নপাত্র স্থাপন করিয়া আলোকের জন্য ফিরিয়া গেল। সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি কল্য প্রাতেই যাত্রা করিবেন?”

বিষ্ণুভদ্র কহিলেন, “হাঁ, কল্য নগরে যাইব এবং বিষয়পতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জালন্ধরে যাত্রা করিব। মহাশয়, আমি বিদেশীয়, যদি কোন কথায় মহাশয়ের মনঃপীড়া জন্মাইয়া থাকি—” “ভদ্র, মনঃপীড়া নহে, আপনি যে সংবাদ আনিয়াছেন, তাহা আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষে সুসংবাদ নহে, কিন্তু আমি আজীবন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।”

এই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আলোক হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দেখিল যে, অতিথি বিস্মিত হইয়া সঙ্ঘস্থবিরের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সঙ্ঘস্থবির বলিতে লাগিলেন, "বিস্মিত হইবেন না, বহুকাল যাবৎ পুরুষপুর বিহারের সঙ্ঘস্থবিরগণ এই সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। শতাব্দীত্রয় যাবৎ গুরুপরম্পরাক্রমে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, নাসিকাবিহীন বর্ব্বর জাতি বক্ষু পার হইলে আর্য্যাবর্ত্তের ও আর্য্যসঙ্ঘের সর্ব্বনাশ হইবে—"

বিষ্ণুভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "শুনিয়াছি পূর্ব্বে মহানদী বক্ষু নামে আখ্যাত হইত। কিন্তু আমি যে সংবাদ অতি গোপনে সংগ্রহ করিয়া সম্রাট সদনে লইয়া যাইতেছি, আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?" "গুরুর নিকট শুনিয়াছি মাত্র, বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন গণনা করিয়া এই কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে হূণ জাতি যখন উত্তরকুরু অধিকার করে, তখন পুরুষপুরবিহারস্বামী অবগত হইয়াছিলেন যে, নাসিকাবিহীন বর্ব্বর জাতি বক্ষুর উত্তর তীর অধিকার করিয়াছে, তাহাদিগের নাম 'হূণ'। সেই অবধি আমরা হূণ জাতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।" "কেন? "বোধিসত্ত্বপাদ নাগার্জ্জুন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই নাসিকাবিহীন জাতিকর্ত্তৃক কণিষ্ক-চৈত্য বিনষ্ট হইবে।" "আশ্চর্য্য! আপনারা এই তিনশত বৎসর যাবৎ হূণ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছেন?" "হাঁ।" "দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার কোনও উপায়ালম্বন করিয়াছেন কি?" "উপায় নাই বলিলেই হয়; কোন উপায়ে হূণগণকে বক্ষুর পরপারে রাখিয়া আসিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়।" "এমন কার্য্য কে সম্পন্ন করিবে?" "না হইলে সমস্ত যাইবে।" "এখন গুপ্তবংশে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে?" "সর্ব্বপ্রথম মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্ত ও পরে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত।" "মহারাজপুত্র কোথায়?" "তিনি শকমণ্ডলের মণ্ডলেশ্বর এবং জালন্ধরে বাস করেন, তবে শুনিতেছি মহারাজপুত্র

বিশেষ কার্য্যে রাজধানীতে গিয়াছেন।" "যুবরাজ?" "তিনিও পাটলিপুত্রে।" "পাটলিপুত্র বহুদূর।" "তবে কি হূণজাতি মহানদী পার হইয়াছে?" "তাহারা এখনও পার হয় নাই বটে তবে আগামী গ্রীষ্মে হইবে।" "আপনি আহার করুন, পরে অবশিষ্ট কথা বলিব।"

বিষ্ণুভদ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া আহারার্থ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে সঙ্ঘস্থবির কহিলেন, "মহাশয়, আপনার কি রাজধানীতে কাহারও সহিত পরিচয় বা বন্ধুত্ব আছে?" "না।" "তবে কি উপায়ে সম্রাটসকাশে সংবাদ জানাইবেন?" "ভগবান্ ভরসা।" "চিন্তা নাই, আমি মহাশয়ের সহিত পাটলিপুত্রে যাইব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের দ্বাররক্ষী

দিবসের প্রথম প্রহরে পুরুষপুর নগরে একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতীয় তলে জনৈক সৈনিক একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার কপাটে মৃদু করাঘাত করিল। উত্তর না পাইয়া সৈনিক অর্দ্ধদণ্ড পরে দ্বিতীয়বার করাঘাত করিল। তখন কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে?" "আমি সিদ্ধবৃদ্ধি।" "কি চাও?" "কণিষ্ক-বিহারের সঙ্ঘস্থবির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" "সন্ধ্যাকালে আসিতে বলিও।" "বলিয়াছিলাম।" "কি বলিলেন?" "বলিলেন যে তিনি অদ্যই জালন্ধর যাত্রা করিবেন।" "তবে কল্য আসেন নাই কেন?" "তাহা বলিয়াছি।" "কি বলিলেন?"

"কল্য সাক্ষাতের আবশ্যক হয় নাই।" "তবে এখন সাক্ষাতের কি আবশ্যক?" "সঙ্ঘস্থবির বলিলেন বিশেষ আবশ্যক আছে।" "তবে বল যে বিষয়পতির শরীর অসুস্থ, এখন সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর নহে।" "তাহাও বলিয়াছি।" "তবে কি করিতে চাহেন?" "তিনি সাক্ষাৎ না করিয়া যাইবেন না।" "ভাল বিপদ, তাঁহাকে মন্ত্রগৃহে লইয়া যাও, আমি আসিতেছি।"

সৈনিক চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে কক্ষের দ্বার মুক্ত হইলে জনৈক কৃশকায় ক্ষুদ্রাকার গৌরবর্ণ যুবক কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। একজন দাস চন্দনকাষ্ঠের পাদুকা তাঁহার সম্মুখে রাখিল, আর একজন সুবাসিত জলপূর্ণ সুবর্ণ-ভৃঙ্গার লইয়া আসিল, তৃতীয়জন সুবর্ণপাত্রে জল ঢালিয়া যুবকের পদদ্বয় ধৌত করিল। প্রথম দাস প্রক্ষালিত পদদ্বয় সুগন্ধী-বস্ত্রে শুষ্ক করিয়া তাহাতে চন্দনকাষ্ঠের দ্বিরদরদখচিত পাদুকা সংলগ্ন করিল। যুবক গৃহের প্রথমতলে অবতরণ করিলেন। চারিজন বাহক গৃহদ্বারে একখানি সুবর্ণখচিত শিবিকা লইয়া আসিল, যুবক তাহাতে আরোহণ করিলেন। একজন পরিচারক তাঁহার মস্তকের উপরে মণিমুক্তা-খচিত ছত্র ধারণ করিল, দ্বিতীয় ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল, তৃতীয় শিবিকার পথে গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল; তাহার পশ্চাতে সুবর্ণ-দণ্ড লইয়া চারিজন দণ্ডধর বহুমূল্য বেশে সজ্জিত হইয়া চলিল। শিবিকার পশ্চাতে চারিজন পরিচারক তাম্বূল, জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, সুবর্ণপাত্র ও বস্ত্র লইয়া চলিল। বিদ্যুদ্বেগে দুর্গমধ্যে প্রচারিত হইল যে, বিষয়পতির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এবং তিনি আবাস হইতে মন্ত্রগৃহে চলিয়াছেন।

সংবাদ শুনিয়া দুর্গদ্বারে প্রতীহারগণ সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল, দণ্ডধরগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বেশ পরিধান করিল, পরিচারকগণ ব্যস্ত হইয়া মন্ত্রগৃহ পরিষ্কার করিল। নগরে কর্ম্মচারিগণ, বিষয়পতির এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব

আচরণে ভীত হইয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। বিষয়পতি কখনও দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে আবাস হইতে বহির্গত হন না এবং তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে মন্ত্রগৃহে আগমন করেন না। বিষয়পতির এমন আচরণ পুরুষপুরের নাগরিকগণ কখনও শ্রবণ করে নাই। তাঁহার আগমনের একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মন্ত্রগৃহের সজ্জা শেষ হইল, নগরপাল ও কর্ম্মচারিগণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বিষয়পতি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া নগরপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘস্থবির কোথায়?" নগরপাল বিস্মিত হইয়া কহিল, "প্রভু, কোন্ সঙ্ঘস্থবির?" "কণিষ্ক-বিহারের সঙ্ঘস্থবির,—আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" "তাঁহাকে ত দেখি নাই!" "সিদ্ধবুদ্ধিকে বলিয়া দিয়াছি যে মন্ত্রগৃহে সঙ্ঘস্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেখ তিনি কোথায়।"

নগরপাল তৎক্ষণাৎ সঙ্ঘস্থবিরের সন্ধানে যাত্রা করিল। সঙ্ঘস্থবির ও বিষ্ণুভদ্র তখন মন্ত্রগৃহের অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কেহ তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্পাত করিল না। সকলেই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছে, অথচ কেহ তাঁহাদিগকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, দণ্ডধরগণের কথোপকথন শুনিয়া সঙ্ঘস্থবির ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহার অনুসন্ধান করিতেছ?" উত্তর হইল, "কণিষ্ক-বিহারের পূজ্যপাদ সঙ্ঘস্থবিরের।" "আমিই দেবপুত্র যাহি-কণিষ্ক-প্রতিষ্ঠিত পুরুষপুর বিহারের মহাস্থবির।" "আপনি?" "বিস্মিত হইতেছ কেন?" "বৌদ্ধসঙ্ঘের পরম পূজনীয় স্থবির পদব্রজে একাকী আসিয়াছেন?" "হাঁ, তুমি কি সদ্ধর্ম্মী নহ?" "না, আমি বৈষ্ণব; পাটলিপুত্রে মহাস্থবিরগণ গজপৃষ্ঠে অথবা শিবিকায় প্রাসাদে আসেন।" "ভিক্ষুর যানারোহণ নিষিদ্ধ। তুমি বিষয়পতির নিকটে গিয়া বল যে, আমি উপস্থিত আছি এবং এতগুলি লোক বৃথা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে নিবারণ কর।"

দণ্ডধর মন্ত্রগৃহের দিকে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আর একজন দণ্ডধরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে ব্যক্তি বৌদ্ধ, সুতরাং সঙ্ঘস্থবিরকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল এবং প্রণাম করিল। সে কহিল, "হাঁ ইনিই কণিষ্ক-বিহারের সঙ্ঘস্থবির।" প্রথম দণ্ডধর তখন সঙ্ঘস্থবিরকে লইয়া মন্ত্রগৃহের দিকে চলিল, বিষ্ণুভদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সঙ্ঘস্থবির যখন মন্ত্রগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন পুরুষপুর বিষয়ের বিষয়পতি সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। সহসা বৃদ্ধ সঙ্ঘ-স্থবিরকে দেখিয়া বিষয়পতির মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "প্রভু, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল এই মন্ত্রগৃহের কঠিন সোপানে দাড়াইয়া আছি।" সঙ্ঘস্থবির ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি নিকটেই ছিলাম, আপনার অনুমতি পাই নাই বলিয়া নিকটে আসিতে পারি নাই। যাহারা আমার অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহারা কেহই আমাকে চিনে না।"

বিষয়পতি বিরক্ত হইলেন, তাঁহার দন্তে দন্ত স্পৃষ্ট হইল, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রভু, ভৃত্যবর্গের সৌজন্যের অভাবের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, মন্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে আসুন।" সকলে মন্ত্রগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষয়পতি আসন গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করিলেন। তিনি বিষ্ণুভদ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

"ইঁহার নাম বিষ্ণুভদ্র, বাহ্লীক নিবাসী ব্রাহ্মণ, সম্প্রতি জালন্ধরে যাইবেন। ইঁহার জন্যই আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।"

আগন্তুক ব্রাহ্মণ শুনিয়া বিষয়পতি আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সঙ্ঘস্থবির ঈষৎ হাস্য করিলেন, তাহাতে বিষ্ণুভদ্র লজ্জিত হইলেন। বিষয়পতি পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ইঁহার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন?"

"হাঁ, ইনি গুরুতর সংবাদ লইয়া বাহ্লীক নগর হইতে জালন্ধরে মহারাজ-

পুত্র গোবিন্দগুপ্তের নিকটে যাইতেছেন, সে সংবাদ আপনার নিকট উপস্থিত করা উচিত।"

"কি সংবাদ ?" "বাহ্লীকে ও কপিশায় প্রজাবর্গের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। হূণজাতির নাম শুনিয়াছেন কি ?" "না, তাহারা কি শক ?" "তাহাদিগের ন্যায় কোনও জাতি অদ্যাপি আর্য্যজাতির অধিকারে দৃষ্ট হয় নাই, তাহারা আর্য্যও নহে শকও নহে।" "তবে কি ?"

সঙ্ঘস্থবির এতক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়াছিললেন, তিনি দেখিলেন যে, এই সুরাবিহ্বল বিষয়পতির মস্তিষ্কে হূণ-বিপ্লবের সংবাদ প্রবিষ্ট করণ সহজসাধ্য নহে। তিনি কহিলেন, "বোধ হয় মহানদীর নাম শুনিয়াছেন ?" "হাঁ।" "পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ব্বে হূণ নামক এক বর্ব্বরজাতি উত্তর কুরু দেশে আর্য্যাধিকার লোপ করিয়া সদ্ধর্ম্মের বিনাশসাধন করিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে খিঙ্খিলনামক এক হূণরাজ মহাচীন হইতে পারসিক সাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছেন।" "খিঙ্খিল এখন বাহ্লীক ও কপিশা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন নাকি !" "হাঁ।" "তাহাতে আর আমি কি করিব ? বাহ্লীক বহুদূর, আর আমার ক্ষমতাও সামান্য।" "আমি বাহ্লীক রক্ষার জন্য আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসি নাই।" "তবে কি ?" "হূণজাতি যদি মহানদী পার হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পুরুষপুর অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে, আপনি এখন হইতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।" "বাহ্লীক ও কপিশা অধিকার করিয়া তবে ত গান্ধার ও উদ্যান আক্রমণ করিবে ? তাহার এখনও বহু বিলম্ব আছে।" "ভট্টারক, বহুদিন পুরুষপুর নগরে বাস করিতেছি, নাগরিকগণের ইষ্টচিন্তাই আমার জীবনের কর্ত্তব্য, সেই জন্য অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। শত সহস্র নরনারীর জীবনরক্ষার ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আপনি যদি এখন হইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে নগর রক্ষা হইতে পারে।

গিরিসঙ্কটের দুর্গগুলি দৃঢ়তর করুন, নগর ও প্রাকার সংস্কার করুন, নগরে আহার্য্য সংগ্রহ করুন, অবরুদ্ধ হইলে যেন ক্ষুধার্ত্ত নাগরিকগণের অনুরোধে আত্মসমর্পণ করিতে না হয়।" "যথেষ্ট সময় আছে, আপনি ভীত হইবেন না। কোনও বর্ব্বরজাতি সহসা মহারাজাধিরাজের অধিকার আক্রমণ করিতে ভরসা করিবে না।"

"ভট্টারক, আমি ব্রাহ্মণ, আমি নারায়ণ বাসুদেব হৃষীকেশ দামোদরের নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করিতেছি, আমি অলীক ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে আসি নাই। সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন আসন্ন। হূণজাতি দুর্দ্ধর্ষ, অতি নিষ্ঠুরস্বভাব। তাহারা এক বৎসরের মধ্যে উত্তরকুরু পুরুষশূন্য করিয়াছিল এবং পাঁচ বৎসর পরে শস্য-শ্যামল রাজ্য মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য বিশ্বাস করুন, এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে সাবধান হউন।"

সঙ্ঘ। আপনি এই সংবাদ জানাইবার জন্য জালন্ধরে মণ্ডলাধিপতি মহারাজ-পুত্রের সমীপে যাইতেছেন?

বিষ্ণু। হাঁ।

বিষয়। সে সংবাদ আমিই না হয় পাঠাইয়া দিতেছি। মহাশয় ব্রাহ্মণ, বহুদূর পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিছুদিন নগরে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম করুন। হূণগণ কখনই মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারকের পবিত্র অধিকারে পদার্পণ করিতে ভরসা করিবে না।

বিষ্ণু। ভট্টারক, আপনার সৌজন্যে প্রীত হইলাম। মহারাজপুত্র যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আমাকে পাটলিপুত্রে যাইতে হইবে সুতরাং দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ নিষ্ফল।

বিষয়পতি আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্ঘস্থবির ও বিষ্ণুভদ্রও তাহা দেখিয়া উঠিলেন। বিষয়পতি জৃম্ভন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কখন যাত্রা করিবেন?" সঙ্ঘস্থবির কহিলেন,

"এখনই।" বিষয়পতি বিষ্ণুভদ্রকে প্রণাম করিয়া সঙ্ঘস্থবিরকে অভিবাদন করিলেন, আগন্তুকগণ বিদায়গ্রহণ করিয়া মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া গেলে বিষয়পতি ডাকিলেন, "সিদ্ধবৃদ্ধি!" জনৈক সেনানায়ক মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বিষয়পতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিদ্ধবৃদ্ধি, পাটলিপুত্রের নর্ত্তকী কোথায়?" "উত্তর তোরণের উদ্যানে।" "চল, আমি এখনই উদ্যানে যাইব।" "প্রভু, নগরপাল বলিতেছিলেন যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য—" "তাহাকে বল সাক্ষাৎ হইবে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অরুণা

সন্ধ্যাকালে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে গঙ্গাতীরে শুভ্র-মর্ম্মরনির্ম্মিত অলিন্দে দুইটি যুবতী পাদচারণা করিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, শীর্ণ গঙ্গাবক্ষ হইতে জলকণা-সিক্ত শীতল সান্ধ্য-সমীরণ অলিন্দের বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চূর্ণকুন্তল ও বসনাঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। জ্যেষ্ঠা পূর্ণযুবতী ও পরমাসুন্দরী,—কনিষ্ঠাকে দেখিলে এখনও বোধ হয় যে তিনি কিশোরী—প্রস্ফুটনোন্মুখী কুমুদিনী—সদ্য যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার হস্ত ধারণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কনিষ্ঠা প্রগল্‌ভার ন্যায় তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিতেছিলেন, কিন্তু দুই একটি ব্যতীত উত্তর পাইতেছিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এখন আর তোমাকে দেখিতে পাই না, তুমি আস না কেন?" জ্যেষ্ঠা

কহিলেন, "কুমার যখন তোকে বিবাহ করিবেন তখন আমরা আবার দেখিতে পাইব না।" "যাও, তুমি বড় দুষ্ট। দিদি তোমার মন কেমন করে না?" "কাহার জন্য?" "এই আমাদের জন্য?" "আমাদের কে কে?" "কেন আমি আর—" "আর কে?" "এই মহাদেবী—" "আর?" "আর আমি জানি না। তুমি আস না কেন বল না?" "তোর ভগিনীপতি যে ছাড়িয়া দেয় না ভাই।" "থাক তুমি, তিনি আসিলে বলিয়া দিব।" "কাহাকে বলিয়া দিবি, কুমারকে?" "তাঁহাকে কেন, ভগিনীপতিকে।" "সেই ভয়ে ত আমি মরিয়া গেলাম।" "তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়।" "অরুণ, মহাদেবী কোথায়?" "শ্যামা-মন্দিরে; নর্ত্তকীর কন্যার সহিত মহারাজাধিরাজের বিবাহের কথা শুনিয়া অবধি তিনি শ্যামা-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাহির হন নাই।" "তিনি কি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না?" "না, তিনি কাহাকেও মুখ দেখান না।" "চল, তাঁহার নিকটে যাই।" "চল, দিদি তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ, মহাদেবীকে যদি কিছু আহার করাইতে পার। মা আমার দুইদিন জলস্পর্শ করেন নাই। তুমি ত সমস্ত শুনিয়াছ?" "পথে সমস্তই শুনিয়াছি। অরুণ, মহারাজের মতি-গতি এমন হইল কেন?" "কি জানি দিদি, দুই মাসের মধ্যে পিতা অন্তঃপুরে আসেন নাই। পূর্ব্বে দিনান্তে একবার আমাকে না দেখিলে পিতা কাতর হইতেন, মাতার নিকটে অনুযোগ করিতেন; এখন আমি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না। সৌরাষ্ট্রের যে ব্রাহ্মণ পিতার জীবনরক্ষা করিয়াছিল, তাহার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের জন্য পদপার্থী হইয়া নগরে আসিয়াছিল, আমি তাহার জন্য মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু পিতা—"

অরুণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, অশ্রুধারায় গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল। জ্যেষ্ঠা কহিলেন "তুই বড় অভিমানিনী। পিতা কি বলিয়াছেন?" রুদ্ধকণ্ঠে

অরুণা কহিলেন, "দিদি, পিতা—পিতা বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার অবসর নাই।"

উভয়ে অলিন্দ ত্যাগ করিয়া শ্যামা-মন্দিরের দিকে চলিলেন। শ্যামা-মন্দিরের নীরব তোরণে এক একজন মহল্লিকা দাঁড়াইয়া আছে। মণ্ডপে, স্তম্ভের অন্তরালে দুই তিনজন মহল্লিকা আত্মগোপন করিয়া আছে। মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত, পট্টমহাদেবীর পরিচারিকা মন্দিরের বহির্দ্দেশে বিষণ্ণ বদনে বসিয়াছিল, ভগিনীদ্বয়কে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্দির মধ্যে একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, পাষাণময়ী শ্যামামূর্ত্তির পদতলে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত নারীদেহ পতিত রহিয়াছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া অরুণাদেবী ডাকিলেন, "মা," কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি কহিলেন, "মা, গৌড় হইতে দিদি আসিয়াছে।" তাঁহার পশ্চাৎ হইতে ব্যাকুলকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মা"। আর্য্যাবর্ত্তের অধিশ্বরী গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী আর্দ্র মন্দিরতলে উঠিয়া বসিলেন এবং ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "কে, করুণা?" পরমুহূর্ত্তে করুণা ছুটিয়া গিয়া মহাদেবীর কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধা হইয়া আর্দ্র মন্দিরতলে শীতল আচ্ছাদনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইদণ্ড কাটিয়া গেল। বহুক্ষণ পরে অরুণাদেবী মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "দিদি, পূজার সময় হইয়াছে, পুরোহিত আসিয়াছেন।" তখন মহাদেবী পালিতা কন্যার স্কন্ধে ভর দিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। পরিচারিকাগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

মহাদেবীর সহিত মণ্ডপে আসিয়া করুণা কহিলেন, "মা, এমন করিয়া কয়দিন বাঁচিবেন?" উত্তর হইল, "অনেক দিন বাঁচিয়া আছি করুণ,—বাঁচিয়া আছি বলিয়াই সহ্য করিতে হইল, আর না।" "কেন মরিবে মা? আমাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে?" "কেন মরিব? করুণ, বিনা অপরাধে কবে কোন্ পট্টমহাদেবী

পদচ্যুতা হইয়াছে। বেশ্যাকন্যার জন্য কোন্‌কালে কোন্ রাজপুত্রী, কোন্ অভিষিক্তা মহিষী সিংহাসন ছাড়িয়া বেদীর নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিতে পারিস্?" "মা, নর্ত্তকীর কন্যার জন্য কেন আপনি সিংহাসন ত্যাগ করিবেন?" "করুণ, যিনি আমাকে সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন তিনিই যখন সেই অধিকার হরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ —তখন কাহার বলে থাকিব মা? ইন্দ্রলেখার কন্যা প্রকাশ্যসভায় আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে উপবেশন করিবে,—ধ্রুবস্বামিনীর পদে অভিষিক্ত হইবে! স্কন্দ আমার পথের ভিখারী হইবে, আমি তাহা কাণে শুনিয়াছি —ইহাই যথেষ্ট মা, তাহা চোখে দেখিতে পারিব না। আজ আমার শেষ দিন। তোরা দু'জনে আমার নিকট থাক্, স্কন্দকে সংবাদ দিস্, আমার শেষ মুহূর্ত্তে সে যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।" "মা, মরণ চাহিলেই কি মরণ আসে?" "করুণ, আমি যখন শ্যামা-মন্দিরে মরিতে আসিয়াছি, তখন মরণের পথ প্রশস্ত করিয়াই আসিয়াছি।" এমন সময়ে মণ্ডপে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, পরক্ষণেই একজন মহল্লিকা আসিয়া কহিল, "দেবি, ভগবতী বোধ হয় প্রসন্না হইয়াছেন, যুবরাজের একজন দূত গোপনে সংবাদ দিয়া গেল যে, পরমভট্টারক মহারাজপুত্র এইমাত্র নগরে আসিয়াছেন।" মহাদেবী সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "মহল্লিকা, তোমার সংবাদ শুভ, অন্তঃপ্রতীহারকে বল—সে যেন মহারাজপুত্রকে বলিয়া পাঠায় যে, স্কন্দগুপ্তের মাতা মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন।"

সে দিবস বিনা বাদ্যোদ্যমে শ্যামাদেবীর পূজা নির্ব্বাহিত হইল। পুরোহিত প্রস্থান করিলে মহাদেবী আর্দ্রবসনে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মা, বহুদিন তোমার পূজা করিয়া আসিতেছি, কখনও কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি কেন বিমুখ হইলে মা? কল্য আমার হৃদয়ের শোণিতে তোমার রক্ত-পিপাসা তৃপ্ত করিব। পাষাণি, স্কন্দের প্রতি বিমুখ হইও না।"

তাঁহার উক্তি শুনিয়া করুণা ও অরুণা রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তিন জনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই দণ্ড অতিবাহিত হইল।

সহসা শত শত উল্কার উজ্জ্বল আলোকে শ্যামাদেবীর পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রতীহার, মহল্লিকা, দণ্ডধর ও পরিচারকে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। করুণা ও অরুণা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। করুণা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মা, পিতা আসিতেছেন। মহাদেবী ক্ষিপ্রহস্তে প্রতিমার হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া কহিলেন, "করুণ, তবে অগুই সব শেষ, স্কন্দকে বলিও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তীক্ষ্ণধার কৃপাণ মহাদেবীর বক্ষে অবতরণ করিল। অরুণা তাহা উভয় হস্তে ধারণ করিলেন, কৃপাণে কোমল অঙ্গুলিগুলি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সেই সময় মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দিরে কে আছ? মহাদেবী কি জীবিতা আছেন?" বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে করুণা উত্তর করিলেন, "আছেন।"

এই সময়ে উল্কাসমূহের তীব্র আলোকে মন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, পিতৃপুণ্যফলে স্কন্দের মাতা এখনও জীবিতা, স্ত্রী-হত্যার পাতকে সমুদ্রগুপ্তের বংশ কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু—কিন্তু স্ত্রী-শোণিতে শ্যামাদেবীর মন্দির রঞ্জিত হইয়াছে।" "মহাদেবী কি আহতা হইয়াছেন?" উল্কার আলোকে গোবিন্দগুপ্ত দেখিতে পাইলেন যে অরুণার শোণিতে রমণীত্রয়ের বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের রক্ত?" করুণা কহিলেন, "মহাদেবী আত্মবলি দিবার উদ্যম করিতেছিলেন, অরুণা সেই খড়্গ ধারণ করিয়া আহত

হইয়াছে।” “মহারাজাধিরাজ, ইন্দ্রলেখার কন্যাকে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে স্থাপন, নাটকের প্রথম অঙ্ক মাত্র।”

বৃদ্ধ সম্রাট্ অবনতমস্তকে মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, “অরুণ, তোমরা মহাদেবীকে লইয়া প্রাসাদে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে। গোবিন্দ, একজন দণ্ডধরকে আদেশ কর, সে যেন দামোদর শর্ম্মাকে মন্ত্রগৃহে উপস্থিত হইতে বলিয়া আসে। অরুণ, গোবিন্দ ও আমি দুই দণ্ড পরে অন্তঃপুরে ফিরিব।”

সম্রাট্ ও গোবিন্দগুপ্ত শ্যামামন্দির পরিত্যাগ করিলেন। একজন দাসী আসিয়া অরুণার ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া দিল। করুণা ও অরুণা মহাদেবীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজধানীর ফলাহার

মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত যখন নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখার কবল হইতে গুপ্তসাম্রাজ্য উদ্ধারসাধনে ব্যাপৃত,—করুণাদেবী যখন আত্মবিনাশোদ্যতা পট্টমহাদেবীকে লইয়া ব্যস্ত, তখন পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-তোরণে একজন গৌড়বাসী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া প্রতীহারগণ তাহাকে প্রাসাদের সীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিল। ব্রাহ্মণ তখন কাতর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাপু, আমি তবে কোথায় যাইব?” একজন প্রতীহার বিরক্ত হইয়া

কহিল, "তাহা আমরা কি জানি?" একজন প্রতীহার পরিহাস-রসিক, সে কহিল, "চিন্তা কি? সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্বশুরগৃহে যাও।"

ব্রাহ্মণ তথাপি গেল না দেখিয়া একজন প্রতীহার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "ঠাকুর, কেন অপমান হইবে, সত্বর চলিয়া যাও। সূর্য্যাস্তের পরে অপরিচিত লোক প্রাসাদের সীমায় আসিতে পায় না।" ব্রাহ্মণ কহিল, "বাপু হে, আমার কথাটা দয়া করিয়া শোন। গৌড়ের মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্র আমার বয়স্য। আমি তাঁহার সহিত আজি অপরাহ্নে রাজধানীতে আসিয়াছি। ঠাকুরাণী যখন অন্তঃপুরে যান, তখন আমাকে রথ হইতে নামাইয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, 'ঠাকুর, তুমি এ স্থানে অপেক্ষা কর, আমি অন্তঃপুরে গিয়া তোমার ব্যবস্থা করিতেছি।' আমি সেই জন্যই এই স্থানে বসিয়া আছি; কিন্তু আমাকে বোধ হয় আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে না, এখনই অন্তঃপুর হইতে দণ্ডধর আসিয়া লইয়া যাইবে। তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একটু দাঁড়াইতে দেও। আমি বিদেশী, রাজধানীর পথ-ঘাট চিনি না, অন্ধকার হইয়াছে, হয় ত পথ হারাইয়া বিপদে পড়িব।" ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া জনৈক বৃদ্ধ প্রতীহারের মনে দয়ার উদ্রেক হইল, সে কহিল, "ঠাকুর, তুমি অপেক্ষা কর, আমি মহাপ্রতীহার ও অন্তঃপ্রতীহারের নিকট তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।" পূর্ব্বোক্ত পরিহাস-রসিক প্রতীহার কহিল, "দেখ হরিদত্ত, তুমি বড়ই নির্ব্বোধ, এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, তুমি উহার কথা শুনিয়া অনর্থক কেন কষ্ট পাইবে? আমি উহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতেছি।" বৃদ্ধ প্রতীহার তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "আদিত্য, তুমি পাগল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে করুণাদেবীর রথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং এই ব্রাহ্মণের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে। ইহাকে প্রহার করিলে তুমিই হয় ত বিপদে পড়িবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে কহিয়া হরিদত্ত প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। প্রহারের কথা শুনিয়া

ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল কিন্তু সে বৃদ্ধকর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া তোরণের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

বহুকাল পরে পাটলিপুত্রে আসিয়া ভগিনীর দর্শন পাইয়া, এবং মাতৃ-স্বরূপা পট্টমহাদেবীর বিষম বিপদের কথা শুনিয়া করুণাদেবী ঋষভশর্ম্মার কথা বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। সে যে প্রাসাদের তোরণে দাঁড়াইয়া আছে একথা তাঁহার স্মরণ ছিল না, সুতরাং রাজান্তঃপুররক্ষী অন্তঃপ্রতীহার অথবা মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত ঋষভশর্ম্মা সম্বন্ধে কোন আদেশ পান নাই। বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত ও অন্তঃপ্রতীহারকে গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের বয়স্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন যে, অন্তঃপুর হইতে তাহার সম্বন্ধে কোন আদেশই আসে নাই। বৃদ্ধ প্রতীহার তোরণে ফিরিয়া আসিয়া ঋষভশর্ম্মাকে কহিল, "ঠাকুর, আপনাকে চলিয়া যাইতে হইবে, কারণ আপনার সম্বন্ধে অন্তঃপুর হইতে কোন আদেশই আসে নাই।" ব্রাহ্মণ আকুল হইয়া কহিল, "বাবা, তোমরা যদি একটু দয়া না কর, তাহা হইলে, এ ব্রাহ্মণ মারা যায়। আমি বিদেশী লোক, রাজধানীর পথ-ঘাট একেবারেই চিনি না। বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, রাজপ্রাসাদের ফলাহারের ভরসায় মধ্যাহ্নে উদর পূরিয়া আহার করি নাই। এমন সময়ে যদি আমাকে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদিগের ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইবে।" বৃদ্ধ দৌবারিক কহিল, "তা ঠাকুর, আমরা কি করিব? মহাপ্রতীহারের আদেশ না পাইলে কোন অপরিচিত ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পরে প্রাসাদের সীমার মধ্যে থাকিতে পায় না।" এই বলিয়া প্রতীহার ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া তাহাকে পরিখার পারে রাখিয়া আসিয়া তোরণ রুদ্ধ করিল।

ঋষভশর্ম্মা যে তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহা পাটলিপুত্রের প্রাসাদের তৃতীয় তোরণ। এই তোরণ পার হইলে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর হইতে নগরে গমন করিতে হইলে তিনটি স্বতন্ত্র

তোরণ অতিক্রম করা আবশ্যক হইত। ঋষভশর্ম্মা তৃতীয় তোরণের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিতীয় তোরণ-রক্ষী প্রতীহারগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া উক্ত তোরণের সীমার বাহির করিয়া দিল। এই সময়ে সহসা চতুর্দ্দিক্ শত শত উল্কার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সহসা কে পশ্চাৎ হইতে ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধারণ করিয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। ঋষভ গুরুতর আঘাত পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার মুখে হস্তার্পণ করিয়া শব্দরোধ করিল; এই সময়ে শত শত অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া একখানি শুভ্র চতুরশ্ববাহিত রথ প্রথম তোরণে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় তোরণ-পথে অন্তর্হিত হইল, আলোকমালা দূরে সরিয়া গেল। তখন সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" ব্রাহ্মণ অতি দীনভাবে কহিল, "আমি ঋষভদেবশর্ম্মা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নিবাস কোথায়?" "গৌড়নগরে।" "এখানে আসিয়াছিস্ কেন?" "রাজধানীতে উত্তম ফলাহার মিলিবে বলিয়া ঠাকুরাণীর সহিত আসিয়াছিলাম।" "ঠাকুরাণী কে?" "মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের পত্নী করুণাদেবী।" "ভানুমিত্র বা করুণাদেবীকে আমরা চিনি না। তুই নিশ্চয় চুরি করিতে আসিয়াছিস্।" ব্রাহ্মণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে, সে চৌরোদ্ধরণিকের কবলে পড়িয়াছে, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "বাপু হে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ঠাকুরাণী চলিয়া আসিলে গৌড়ে কেহ উদর পূরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া তাঁহার সহিত আসিয়াছি। আমার সাতপুরুষে কেহ কখনও চুরি করে নাই; আমি চোর নহি, তুমি আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দাও। ঋষভশর্ম্মা এমন কাজ আর কখনও করিবে না।" চৌরোদ্ধরণিক তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে প্রথম তোরণের বাহিরে লইয়া আসিল। সে স্থানে

তাহার কয়েকজন অনুচর অপেক্ষা করিতেছিল। চৌরোদ্ধরণিক ব্রাহ্মণকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল, "ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও, প্রভাতে ইহার ব্যবস্থা করিব।" প্রাসাদের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহ ছিল, রাত্রিকালে প্রাসাদসীমা-মধ্যে ধৃত অপরাধিগণ তাহাতে অবরুদ্ধ থাকিত। কারাগৃহে উপস্থিত হইয়া চৌরোদ্ধরণিকের পার্শ্বচরগণ দেখিতে পাইল যে, তাহাদিগের বন্দী বঙ্গদেশীয় বহুমূল্য শুভ্র কাষায় পরিধান করিয়া আছে। ঋষভদেব রাজধানীতে প্রবেশ করিবার দিন বহুমূল্য কাষায় বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়াছিলেন; ভানুমিত্র তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বন্দীর বস্ত্র দেখিয়া একজন দৌবারিক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল, "দেখ বন্ধু, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই উচ্চপদস্থ; এমন শুভ্র কাষায় পাটলিপুত্রে পঞ্চদশ দীনার মূল্যেও ক্রয় করিতে পারা যায় না। ইহাঁকে চোরের দলের সহিত এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া কাজ নাই। তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "চোরের দলের সহিত রাখিব না ত কোথায় রাখিব? উহার জন্য কোথায় রাজ-প্রাসাদ সিংহাসন পাইব? ঘাতক রাজাদেশে যে খড়্গ দিয়া যুবরাজ-ভট্টারকপাদীয় মহানায়কের শিরচ্ছেদন করিয়া থাকে, আবার মহাদণ্ডনায়কের আদেশে সেই খড়্গ সামান্য নরহন্তার মস্তকছেদন করে। বন্দী সবাই সমান, তুমিও যেমন?" "ভাই, এই বন্দীটা যেন নূতন ধরণের। পঁচিশ বৎসর চোর ধরিয়া আসিতেছি, অপরাধীর মুখ দেখিলে চিনিতে পারি। এ ব্যক্তি কখনই চোর নহে।" "বন্ধু, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। এই ব্যক্তি কি অপরাধে অপরাধী তাহা কে জানে? যদি পলাইয়া যায় তাহা হইলে ইহার জন্য হয় ত আমাদিগের উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে। কারাগারে প্রেম-ভক্তির স্থান নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রথমরক্ষী ঋষভদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পার্শ্বস্থিত এক বৃহৎ কক্ষে লইয়া গেল। সেই স্থানে একজন

করণিক তাহার নাম লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ?” ভয়ে অৰ্দ্ধমৃত ব্রাহ্মণ কহিল, “তাহা’ত জানি না, —আমি কোন অপরাধ করি নাই।” তাহার সঙ্গী দৌবারিক কহিল, “এই ব্যক্তি প্রাসাদসীমা-মধ্যে ধৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহার অপরাধ রাজদ্রোহ।” করণিক তাহাই লিপিবদ্ধ করিল। দৌবারিক তখন ব্রাহ্মণকে কারাগৃহে কতকগুলি সামান্য চোরের সহিত আবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রাসাদের কারাগৃহ একটি ক্ষুদ্র পাষাণ-নির্ম্মিত কক্ষ, তাহাতে একটি মাত্র দ্বার ও দুইটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ। গবাক্ষদ্বয়ের শতহস্ত নিম্নে একটি ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী ছিল বলিয়া রাজপুরুষগণ কখনও ইহাতে লৌহ কীলকের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সেই গৃহে ঋষভের আগমনের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ জন বন্দী একত্র হইয়াছিল। ঋষভ কক্ষে প্রবেশ করিলে দৌবারিক দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। যখন তাহার পদ-শব্দ আর শুনিতে পাওয়া গেল না, তখন একজন বন্দী বলিয়া উঠিল, “এইবার হইয়াছে।” ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি হইয়াছে?” পূর্ব্বোক্ত বন্দী কহিল, “আমাদিগের বস্ত্র ও উত্তরীয়ের দ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া গবাক্ষপথে পলায়ন করিব স্থির করিয়াছি।” এই বলিয়া সে ব্যক্তি তাহার শতছিন্ন মলিন উষ্ণীষ ঋষভদেবের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাহা পরিধান করিতে কহিল। ভয়ে জ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিল। তখন ত্রিংশৎখণ্ড বস্ত্র ও উত্তরীয়ের সাহায্যে রজ্জু নির্ম্মিত হইলে বন্দিগণ গবাক্ষপথে নিঃসৃত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগের নেতা বহুকষ্টে গবাক্ষপথে ঋষভদেবের স্থূলদেহ নিষ্ক্রান্ত করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং নির্গত হইল। স্বাধীনতা লাভ করিয়া বন্দিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল, কিন্তু অসহায় ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত নেতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি দাঁড়াইয়া রহিলে যে?” ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া কহিল, "কোথায় যাইব ?" "তোমার নিবাস কোথায় ?" "গৌড়ে।" "পাটলিপুত্রে কোথায় থাক ?" "কোথাও না।" "তবে বন্দী হইয়াছিলে কেন ?" "তাহাও বুঝিলাম না।" "নগরে কি করিতে আসিয়াছিলে ?" "রাজপ্রাসাদে ফলাহার করিতে।"

উত্তর শুনিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ হাসিল, তাহার পর কহিল, "এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে এখনই তোমাকে পুনরায় বন্দী করিবে।" "কি করিব, যখন আশ্রয় নাই তখন কারাবাসও শ্রেয়ঃ।" "তবে পলায়ন করিলে কেন ?" "তোমরা ছাড়িলে কই ?" "তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।"

সে ব্যক্তি চলিতে আরম্ভ করিল, ঋষভদেব উত্তর না দিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। বহু বক্রগামী অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে অবশেষে একটি অন্ধকারময় ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গী দ্বারে করাঘাত করিল, তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত হইলে, উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইল।

সেই সময়ে মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত প্রাসাদের তৃতীয় তোরণে প্রতীহারগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "যে গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে তোরণে অপেক্ষা করিতেছিল, সে কোথায় গেল ? পট্টমহাদেবীর আদেশ, তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে হইবে।"

নবম পরিচ্ছেদ

মন্ত্র-গৃহ

নিশীথ রাত্রি। বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিশাল রাজধানীতে মধ্যরাত্রির আরত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টানিনাদ থামিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে শুভ্র-মর্ম্মর-নির্ম্মিত অসংখ্য শুভ্র স্তম্ভাবলীশোভিত সাম্রাজ্যের মন্ত্রগৃহে জনৈক শুভ্রবসন-পরিহিত বিরলকেশ দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। মন্ত্র-গৃহে সুবর্ণশৃঙ্খলে লম্বিত রজতময় আধারে শত শত গন্ধদীপ জ্বলিতেছিল, স্তম্ভের অন্তরালে জ্যোৎস্নোজ্জ্বল ভাগীরথীর জলরাশি রজতধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। অদূরে গঙ্গাদ্বারে তোরণশীর্ষে জনৈক প্রতীহারের বর্ম্মে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রগৃহে কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক মূক পরিচারক রজতনির্ম্মিত ব্যজনী লইয়া আসিলে বৃদ্ধ তাহাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

অর্দ্ধদণ্ড পরে অন্তঃপুরের তোরণ-পথে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইল, শত উল্কাধারী তোরণ হইতে নির্গত হইল। বৃদ্ধ উল্কাধারী, মহল্লিকা ও প্রতীহার বেষ্টিত হইয়া দুইজন দীর্ঘাকার পুরুষ ধীর পাদক্ষেপে মন্ত্রগৃহাভিমুখে আসিতেছেন দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্ত ও মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারকগণ দুইখানি রজত-নির্ম্মিত সিংহাসন ও একখানি কুশাসন স্থাপন করিল, কিন্তু সম্রাট্ আসন গ্রহণ করিলেন না, অবনত মস্তকে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোবিন্দগুপ্ত জনৈক মূক পরিচারককে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ উল্কাধারী ও প্রতীহারগণ মন্ত্র-

গৃহের চত্বর পরিত্যাগ করিল, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে সশস্ত্র মূক ও বধির পরিচারকগণ মন্ত্রগৃহের চারিপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ইহাই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রাচীন রীতি।

সেই রাত্রিতে যে মন্ত্রণা হইল, সেরূপ মন্ত্রণা মন্ত্রগৃহের আচারে অভ্যস্ত শ্রুতিশক্তি ও বাক্‌শক্তিহীন পরিচারকবর্গ কখনও দেখে নাই। উল্কাধারী ও প্রতীহারগণ দূরে অপসরণ করিলে প্রৌঢ় সম্রাট্ সহসা বৃদ্ধের পাদমূলে পতিত হইলেন, এবং অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তাত, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" দামোদর শর্ম্মা কুমারগুপ্তকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কুমার, তুমি আমার পুত্রতুল্য, আমি কি কখনও তোমার অপরাধ গ্রহণ কহিতে পারি? আমি চন্দ্রগুপ্তের বাল্যসখা, সমুদ্রগুপ্তের সচিবের পুত্র, পাছে নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখার কন্যার সম্মুখে নতশির হইতে হয়, সেই ভয়ে উন্মত্ত হইয়াছিলাম!" এই সময়ে গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "পিতৃব্য, গতানুশোচনায় ফল নাই, আমি অদ্য রাজধানীতে আসিয়াছি, কল্যই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। সীমান্তে প্রবল ঝড়ের লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি, অধিক দিন অনুপস্থিত থাকিতে ভরসা হয় না।"

দামোদর। গোবিন্দ, তুমি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছ বটে, কিন্তু বালসুলভ-চপলতা এখনও তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই। ছয় মাসের পথ এক মাসে অতিক্রম করিয়া প্রহরদ্বয় পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়াছ, কিছু দিন বিশ্রাম কর। সীমান্তের বিপদ ত নিত্যই আছে, শকরাজগণ এখনও আর্য্য-রাজনীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এক মাস বিশ্রাম কর, পরে জালন্ধরে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

গোবিন্দ। পিতব্য, নূতন বিপদ শকরাজগণের আত্মবিদ্রোহজাত নহে। কুরুবর্ষে নূতন শকজাতি আসিয়াছে, বক্ষুতীর এখন তাহাদিগের অধিকারগত। হূণজাতির নাম স্মরণ আছে কি?

কুমার। গোবিন্দ, তুমি একবার এই নূতন বর্ব্বরজাতির কথা লিখিয়াছিলে বটে।

গোবিন্দ। হূণগণ প্রতিবর্ষে গ্রীষ্মারম্ভে মহানদীর তুষার গলিত হইলে শকাধিকার আক্রমণ করিয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি শকরাজ চক্রের অনুরোধে বাহ্লীক হইতে এই নূতন বর্ব্বরজাতিকে দূর করিয়া দিতে গিয়াছিলাম। পিতৃব্য, হূণ-কথা ক্ষুদ্র নহে, আপনারা আসন গ্রহণ করুন। সম্রাট্ ও গোবিন্দগুপ্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দামোদর শর্ম্মা কুশাসন গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি ত তখন লিখিয়াছিলে যে হূণগণ যে ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আবার কখনও সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে ভরসা করিবে বলিয়া বোধ হয় না।"

গোবিন্দ। সহসা সীমান্তের সমস্ত বর্ব্বরজাতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গত বৎসর চীনসীমান্ত হইতে বণিক্-গণ পণ্য লইয়া আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে পারে নাই। আমাদিগের স্বার্থবাহগণ বক্ষুতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। মরুভূমির বালুকা-সমুদ্রে কেমন করিয়া নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

দামোদর। গোবিন্দ, সীমান্তের বর্ব্বরজাতির চাঞ্চল্য শকমণ্ডলেশ্বরের নিকট নূতন নহে, ইহার জন্য তুমি চঞ্চল হইয়াছ কেন?

গোবিন্দ। তাত, হূণজাতিকে বহুবার চঞ্চল হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভাব কখনও দেখি নাই। জালন্ধরে বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইল, বহুবার বহু বর্ব্বরজাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কখনও ভীত হই নাই। এখন শকগণ নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে, কিন্তু হূণগণ বীর্যবান্। শকসেনা লইয়া হূণপ্লাবন রোধ করা সম্ভব নহে।

কুমার। তুমি কি মনে করিতেছ যে হূণগণ ভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের অধিকার আক্রমণ করিতে সাহস করিবে?

গোবিন্দ। এ বৎসর করে নাই, কিন্তু আগামী গ্রীষ্মে নিশ্চয় করিবে।

তাহারা বাহ্লীক ও কপিশার শকগণকে তৃণবৎ জ্ঞান করে। হূণজাতি কখনও সাম্রাজ্যের সেনার সংস্পর্শে আসে নাই, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের সেনার প্রতি তাহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই।

দামোদর। গোবিন্দ, তুমি কি বলিতেছ! সামান্য বর্ব্বরজাতির গতিরোধ করিবার জন্য পাটলিপুত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে?

গোবিন্দ। তাত, কেবল পাটলিপুত্রে নহে, হয় ত সাম্রাজ্যের নগরে নগরে, মণ্ডলে মণ্ডলে, ভুক্তিতে ভুক্তিতে যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে।

কুমার। সীমান্ত আক্রমণের জন্য, না আত্মরক্ষার জন্য?

গোবিন্দ। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে কি না তাহা বলিতে পারি না, সীমান্তরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি গান্ধার ও কপিশার পর্ব্বতমালা রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা অসম্ভব। মহারাজ, শুনিয়াছি অতীতে বক্ষুতীরে একদিন বর্ব্বর শকজাতি ঝটিকা-তাড়িত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সে তরঙ্গরাশি যখন কপিশা, গান্ধার ও উদ্যান অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদে আসিয়াছিল, তখন তাহার সম্মুখে আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের সৈন্যরাশি তৃণমুষ্টির ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

দামোদর। গোবিন্দ, তুমি শকমণ্ডলেশ্বর, উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্বর্গগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভট্টারিকা ধ্রুবস্বামিনীর বহু পুত্রগণের মধ্যে তোমাকেই সীমান্তরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তুমি সীমান্তের বর্ব্বরজাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছ, সুতরাং সীমান্তের অবস্থা তোমার অবিদিত নাই। যদি আবশ্যক হয়—ছয় মাসের মধ্যে সাম্রাজ্যের সমস্ত সেনা জালন্ধর নগরপ্রান্তে স্কন্ধাবার স্থাপন করিবে।

কুমার। গোবিন্দ, বিপদ যদি এত আসন্ন হয় তাহা হইলে শীঘ্রই যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে। নববর্ষে গ্রীষ্মারম্ভের পূর্ব্বে বাহ্লীক, কপিশা ও গান্ধার সুরক্ষিত করিতে হইবে। কল্যই মন্ত্রসভা আহ্বান করিব। তুমি সীমান্তরক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ?

গোবিন্দ। সৌরাষ্ট্র ও মালব-যুদ্ধের নাসীরগণ পূর্ব্বেই বাহ্লীকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ভাস্করগুপ্ত কপিশা নগরে পঞ্চবিংশ-সহস্র সেনা লইয়া অবস্থান করিতেছে। জালন্ধরে আমার শরীররক্ষী সেনা আছে।

কুমার। গোবিন্দ, শকজাতিকে বিশ্বাস নাই। তুমি পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ প্রেরণ কর নাই কেন?

গোবিন্দ। করিয়াছিলাম, কিন্তু পত্রের উত্তর পাই নাই। তাহা বোধ হয় মহারাজাধিরাজের সমীপে উপস্থিত হয় নাই।

দামোদর। হইয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র তখন গণিকা ইন্দ্রলেখার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই।

গোবিন্দ। সেই জন্যই শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আবার পাটলিপুত্রে আসিয়াছি।

কুমারগুপ্ত উত্তর শুনিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন, তখন গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "তাত, আমার আরও একটি বক্তব্য আছে।"

দামোদর। কি বলিবে বল।

গোবিন্দ। পিতৃব্য, আমি প্রৌঢ় নহি, বৃদ্ধ হইয়াছি, অগ্নিগুপ্ত বৃদ্ধ হইয়াছে, হূণযুদ্ধে নূতন নায়ক আবশ্যক। শকমণ্ডলে বিশ্বাসী প্রভুভক্ত সেনানায়ক নাই।

কুমার। গোবিন্দ, স্কন্দ, হর্ষ, ভানুমিত্র আদিত্যবর্ম্মা প্রভৃতি তরুণ নায়কগণ তোমার পার্শ্বচর হইবে।

দামোদর। মহারাজ, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, কুমার হর্ষগুপ্ত, ভানুমিত্র, আদিত্য প্রভৃতি তাঁহার বয়স্যগণ নূতন যুদ্ধে মহারাজপুত্রের পার্শ্বচর হইবার যোগ্য।

গোবিন্দ। মহারাজ, আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছিলাম।

সম্রাট্ সঙ্কেত করিলেন, তৎক্ষণাৎ একজন মূক পরিচারক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়বার সঙ্কেত করিলেন, পরি-

চারক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুবর্ণদণ্ড হস্তে জনৈক দণ্ডধর আসিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিল। কুমারগুপ্ত তাহাকে কহিলেন, "মহাপ্রতীহারকে সত্বর আহ্বান কর।" কিয়ৎক্ষণ পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত মণ্ডপের দ্বারে দাঁড়াইয়া সম্রাট্, মহারাজপুত্র ও মন্ত্রীকে অভিবাদন করিলেন। কুমারগুপ্ত কহিলেন, "কৃষ্ণ, কল্য দিবসের তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রগৃহে সভা আহ্বান করিতে হইবে। তুমি স্বয়ং সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় ও কুমারপাদীয় যে সমস্ত রাজপুরুষ নগরে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে বলিবে।"

মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাট্ পুনরায় সঙ্কেত করিলেন, মূক ও বধির পরিচারকগণ অদৃশ্য হইল, উল্কাধারী দণ্ডধরগণ ফিরিয়া আসিল। সম্রাট্ মহারাজপুত্র ও মহামন্ত্রী আসন পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত যখন মন্ত্রগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, তখন একজন প্রতীহার অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট্ ও দামোদর শর্ম্মা কিছুদূরে অগ্রসর হইলে প্রতীহার কহিল, "মহারাজের জয় হউক, একটি রমণী এখনই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।" বিস্মিত হইয়া গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণী?" "হাঁ প্রভু রমণী, যুবতী সুবেশা; এই মুহূর্ত্তেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" "কোন পরিচয় দিয়াছে?" "না।"

গোবিন্দগুপ্ত একজন দণ্ডধরকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি মহারাজাধিরাজের সমীপে নিবেদন কর যে, আমি অর্দ্ধদণ্ড পরে অন্তঃপুরে আসিব।"

দণ্ডধর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল, তখন গোবিন্দগুপ্ত প্রতীহারকে কহিলেন, "রমণী পরিচয় দেয় নাই, কোন চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছে কি?" "হাঁ প্রভু, রমণী আমাকে একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক দিয়াছে।"

সৈনিক গোবিন্দগুপ্তের হস্তে একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল, কিন্তু স্নিগ্ধগন্ধদীপালোকে প্রাকার বেষ্টিত প্রাসাদমধ্যে বহুরক্ষী পরিবৃত হইয়াও

মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। প্রতীহার ভয়ে দুইপদ পিছু হটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "উত্তম, তুমি রমণীকে মন্ত্রগৃহে লইয়া আইস।"

প্রতীহার এক অবগুণ্ঠনাবৃতা নবযুবতীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া গেল। গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উত্তর না দিয়া রমণী অবগুণ্ঠন মোচন করিল। গোবিন্দগুপ্ত দেখিলেন যুবতী রূপসী! তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "চিনিলাম না, আমার রূপ চিনিবার বয়স অতীত হইয়াছে।" রমণী কহিল, "আমি মন্দমলয়ানিলের দেশ হইতে আসিয়াছি।" উত্তর হইল, "সে দেশ আমার পরিচিত বটে, কি জন্য আসিয়াছ?" "পত্র দিতে।" "কাহার পত্র?" "ঠাকুরাণীর।" "কে ঠাকুরাণী?" "শুনিয়াছিলাম মহারাজপুত্র সুরসিক?" "ভদ্রে, রসবোধের বয়স অতীত হইয়াছে।" "কিন্তু এমন করিয়াই কি ভুলিতে হয়?" "ভুলি নাই, কখনও পারিব কিনা সন্দেহ!" "সকল পুরুষেই এই কথা বলিয়া থাকে।"

সহসা গোবিন্দগুপ্তের নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্বরে কহিলেন, "রমণী, শেষ স্মৃতি তপ্ত-লৌহকীলক দ্বারা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। তুমি মন্দমলয়ানিলকে দেখিয়াছ?" "এইমাত্র দেখিলাম।" "এখনও দেখ নাই, এই দেখ।"

মহারাজপুত্র কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ অসি নির্গত করিয়া যুবতীর সম্মুখে ধারণ করিলেন। রমণী দুই পদ পিছু হটিয়া কহিল, "প্রভু, আমি শুনিয়াছিলাম মন্দমলয়ানিল মানুষ!" "ফিরিয়া গিয়া বলিও মানুষ বিংশতিবর্ষ যাবৎ এই আকার ধারণ করিয়াছে।"

রমণী তখন বস্ত্রাঞ্চল হইতে পত্র লইয়া গোবিন্দগুপ্তের হস্তে প্রদান করিল। দীপালোকে তাহা পাঠ করিয়া তিনি কহিলেন, "তুমি চলিয়া যাও, উত্তর নাই।" রমণী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, পরক্ষণেই

গোবিন্দগুপ্ত একজন দণ্ডধরকে ডাকিয়া রমণীকে ফিরাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন, সে ফিরিলে মহারাজপুত্র কহিলেন, "বলিও সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু সে গৃহে নহে, কুক্কুটারামের বিহারে যেরূপ করিয়া সাক্ষাৎ হইত, তেমন করিয়াই হইবে।" রমণী পুনরায় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত মহারাজপুত্রের আদেশে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য মুরারীর সন্ধান করিতে নির্গত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ভোজন-দক্ষিণা

ঋষভদেব ও তাহার অপরিচিত বন্ধু পাটলিপুত্রের সঙ্কীর্ণ বক্রগতি পথে অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হইতে জিজ্ঞাসা হইল—"তোমরা কে?" ঋষভদেবের আশ্রয়দাতা উত্তর দিল, "বনের পাখী।" পুনরায় জিজ্ঞাসা হইল,—"কোথা হইতে আসিলে?" "পিঞ্জর হইতে।" "কেমন করিয়া?" "শিকল ছিঁড়িয়া।" "তোমরা কোন্ বনের পাখী?" "বৃন্দাবনের"—

তখন প্রশ্নকারীর স্বর পরিবর্ত্তিত হইল। সে এতক্ষণ বিকৃত অনুনাসিক স্বরে কথা কহিতেছিল, এখন স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" উত্তর হইল "শর্ব্বনাগ।" সহসা কক্ষের বাতায়ন-পথে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, দীর্ঘশ্মশ্রু একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "পলাইলে কেমন

করিয়া ?” আগন্তুক কহিল, “বাতায়ন-পথে।” “সঙ্গে কে ?” “আর একজন বন্দী।” “তোমার পরিচিত ?” “না, চিন্তা নাই ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, রাজধানীতে ফলাহার করিতে আসিয়াছিলেন।”

প্রশ্নকর্ত্তা হাসিয়া উঠিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর, রাজধানীর ফলাহার লাগিল কেমন ?” ক্ষুধার্ত্ত শ্রান্ত ব্রাহ্মণ কহিল, “বিষম,—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। তোমার গৃহে খাদ্য আছে ?” গৃহস্বামী কহিল, “আছে।” সে কক্ষের দ্বার মুক্ত করিল, শর্ব্বনাগ ও ঋষভদেব প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া গৃহস্বামীকে কহিল, “অগ্রে খাদ্য আন।” সে কহিল, “প্রথমে দলপতির নিকট চল।”

তিনজনে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটি বৃহদায়তন, একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ—তাহাতে অন্ধকার নিবারিত হইতে ছিল না। গৃহতলে কয়েকজন পুরুষ মৃৎপাত্রে মদ্যপান করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, “কে ?” গৃহস্বামী কহিল, “শর্ব্বনাগ পলাইয়া আসিয়াছে।” “উত্তম কথা, সঙ্গে কে ?” “আর একজন বন্দী, গৌড় হইতে রাজধানীতে ফলাহার করিতে আসিয়াছিল, সেই জন্য বন্দী হইয়াছিল। ঠাকুর বড়ই ক্ষুধার্ত্ত।” তখন সেই ব্যক্তি ঋষভদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঠাকুর কি খাইবে ?” ব্রাহ্মণ কহিল, “যাহা পাইব—যাহা আছে এইখানেই লইয়া আইস।” এই বলিয়া সে গৃহতলে উপবেশন করিল। দলপতি জিজ্ঞাসা করিল, “গৌড়দেশে ব্রাহ্মণে শূকরমাংস খাইয়া থাকে, দগ্ধ শূকরমাস আছে, খাইবে ?” ব্রাহ্মণ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া কহিল, “গোবিন্দ, গোবিন্দ।” “তবে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।” “বাপু, রহস্যের সময় অনেক আছে। ব্রাহ্মণে কখনও শূকরমাংস ভোজন করিয়া থাকে ? গোবিন্দ তোমার মঙ্গল করিবেন, গৃহে যে আহার্য্য আছে লইয়া আইস।” “ঠাকুর, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। ব্রাহ্মণে শূকরমাংস খায় না, দেখিবে ? বিশ্বেশ্বর, তুমি কি জাতি ?” দলস্থ দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “ব্রাহ্মণ।” “তুমি শূকরমাংস

ভোজন করিয়া থাক ?” “নিত্য।” “এখন খাইবে ?” “পাইব কোথায় ?” “আমার পাত্রে উচ্ছিষ্ট আছে।”

ব্রাহ্মণ-কুলজাত বিশ্বেশ্বর দলপতির উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে একখণ্ড শূকর-মাংস লইয়া অনায়াসে বদনে নিক্ষেপ করিল, তখন দলপতি হাসিয়া কহিল, “ঠাকুর দেখিলে ?” “তুমি খাইবে ?” “না।”

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয়ন করিল। দলপতি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল, ব্রাহ্মণ উঠিল না। তাহা দেখিয়া দলপতি জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঠাকুর, খাইবে না ?” ব্রাহ্মণ বিষণ্ণবদনে কহিল, “না।” “এইমাত্র যে বলিতেছিলে বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।” “তাহা সত্য।” “তবে খাইবে না কেন ?” “বিধাতার ইচ্ছা নহে।” “আমার সম্মুখে খাদ্য রহিয়াছে, আসিয়া খাইয়া যাও।” “মাগধ ব্রাহ্মণ শূকরমাংস খাইতে পারে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ খায় না।” “তবে মর।”

এই সময়ে শর্ব্বনাগ কহিল, “ব্রাহ্মণকে কিছু খাইতে দাও, আর যন্ত্রণা দিও না।” দলপতির আদেশে একজন মৃণ্ময় পাত্রে কিঞ্চিৎ চিপিটক ও গুড় রাখিল। ব্রাহ্মণ যেই পাত্রে হস্তার্পণ করিয়াছে, সেই সময়ে কে সজোরে বহির্দ্বারে পদাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইল। ব্রাহ্মণ সভয়ে আহার্য্য হস্তে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে অন্ধকারে একব্যক্তি আসিয়া দলপতিকে কহিল, “চৌরোদ্ধরণিক স্বয়ং আসিয়া গৃহবেষ্টন করিয়াছে, কোনদিকে পলাইবার পথ নাই। দলপতি কহিল, “তবে যুদ্ধ করিব।” প্রথম ব্যক্তি কহিল, “যুদ্ধ বৃথা, আমরা পঞ্চদশ বা বিংশতি জন হইব, কিন্তু বাহিরে শতাধিক সশস্ত্র প্রতীহার দাঁড়াইয়া আছে।” “তবে কি করিবে ?” “আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নাই।” “তোমরা আত্মসমর্পণ কর, আমি পলাইলাম। আমি যদি কৃষ্ণগুপ্তের কবলমুক্ত না হই, তাহা হইলে দলের চিহ্নমাত্র থাকিবে না।” “কেমন করিয়া পলাইবে ?” “প্রতীহার সাজিয়া।” “আমরা কি দ্বারমুক্ত করিব ?” “না—”

পরক্ষণেই চৌরোদ্ধরণিক ও প্রতীহারগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া আলোকহস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। চিপিটক-হস্তে ঋষভদেব দ্বিতীয়বার বিনা অপরাধে বন্দী হইলেন। প্রতীহারগণ বন্দিগণকে কারাগৃহে লইয়া গেল। একজন করণিক তাহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্র কক্ষে আবদ্ধ করিল, কেবল ঋষভদেবকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে কহিল। পরে সে ব্যক্তি তাহাকে লইয়া অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে একজন শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন। করণিক তাহাকে কহিল, "প্রভু, এই সেই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।" শীর্ণকায় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" ব্রাহ্মণ কহিলেন "ঋষভশর্ম্মা।" "নিবাস কোথায়?" "গৌড়দেশে।" "পাটলিপুত্রে আসিয়াছিলে কেন?" "গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের সহিত রাজধানী দেখিব বলিয়া।"

ব্রাহ্মণ করুণাদেবীর সহিত রথে প্রমোদতোরণে আগমন হইতে তস্করগণের আবাসে দ্বিতীয়বার বন্ধনদশা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শীর্ণকায় ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গৃহদ্বারে রথ প্রস্তুত ছিল, উভয়ে রথে আরোহণ করিলেন। রজনীর তৃতীয় যামে রথ প্রাসাদের তোরণত্রয় অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অন্তঃপুরদ্বারে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু?" শীর্ণকায় ব্যক্তি কহিল "হাঁ।" "সম্রাট্ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।" "কি বলিলে?" "বলিলাম, মহাপ্রতীহার এখনও নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, মহাদেবী ও করুণাদেবী এখনও অভুক্তা আছেন।" "কেন?" "পুরদ্বার হইতে উপবাসী ব্রাহ্মণ ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আহার না হইলে কেহ অন্ন গ্রহণ করিবেন না।"

মহাপ্রতীহার ও ঋষভদেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পুরদ্বারে

মহল্লিকার হস্তে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণগুপ্ত প্রত্যাগমন করিলেন। অন্তঃপুরে একটি কক্ষমধ্যে সম্রাট্ কুমারগুপ্ত, মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত, পট্টমহাদেবী, করুণাদেবী, অরুণাদেবী, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ও কুমার হর্ষগুপ্ত উপবিষ্ট ছিলেন। মহল্লিকা ঋষভদেবকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। করুণাদেবী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ঋষভদেবকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, তুমি আসিলে, এতক্ষণে বাঁচিলাম।" ব্রাহ্মণকে সকলে প্রণাম করিলেন, তাহার পরে একজন মহল্লিকা তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া আনিল। ঋষভদেব হস্ত পদ প্রক্ষালন করিলেন ও নূতন ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া যখন সেই কক্ষে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন, তখন কক্ষের সজ্জা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বৃহৎ কক্ষের একপার্শ্বে সম্রাট্, গোবিন্দগুপ্ত ও মহাদেবী উপবিষ্ট আছেন, পশ্চাতে গবাক্ষের নিকটে স্কন্দগুপ্ত ও হর্ষগুপ্ত দাঁড়াইয়া আছেন। কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি কাশ্মীর দেশীয় আসন এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃহদাকার সুবর্ণ ও রজতপাত্রে রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছে। খাদ্যসম্ভার দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল, পরে মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সম্রাট্ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "মহারাজ, আজি আমার অদৃষ্টে আহার নাই।" গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ঠাকুর খাদ্য ত প্রস্তুত, আহার হইবে না কেন?"

"মহাশয়, বিধাতা নিতান্তই বিমুখ, এমন ভূরি-ভোজন রাজধানীর ফলাহার—তাহাও কিনা পরিত্যাগ করিতে হইল! এখন আহারে বসিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে।" করুণাদেবী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি বলিতেছ? তোমার আহার হয় নাই বলিয়া মা এখনও আহার করেন নাই।"

ঋষভদেব ক্ষুণ্ণ মনে কহিলেন, "ঠাকুরাণি, গৌড়ীয় বিপ্র-সমাজে ঋষভের

একটা খ্যাতি আছে, ঋষভ পাত্রের অন্ন শেষ না করিয়া আচমন করেন না, কিন্তু প্রাসাদে যেরূপ ফলাহারের আয়োজন তাহাতে ত ঋষভের অখ্যাতিই হইবে। তাহার উপর গুরুদেব-লব্ধ অন্ন ত্যাগ করিয়া ভোজন-ব্যাপার শেষ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যে আহার্য্য সজ্জিত আছে, তাহা শেষ করিতে অন্ততঃ দশ দিন লাগিবে।'' ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "ঠাকুর, উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিতে নাই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াও কাজ নাই, আপনি এক এক পাত্রের অন্ন এক এক দিনে গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "দশ দিনে অন্ন নষ্ট হইয়া যাইবে যে?" "সে চিন্তা করিবেন না, মহাদেবী এবং করুণা ও অরুণা রন্ধন-বিদ্যায় দ্রৌপদী।" "মহাশয়, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আশীর্ব্বাদ করি, আপনার অসি জয়যুক্ত হউক, ইহাই সর্ব্বোত্তম পরামর্শ। ঠাকুরাণি, আজি তবে অন্নই ভক্ষণ করিব; ব্যঞ্জনগুলা প্রভাতের জন্য রাখিয়া দাও।"

ব্রাহ্মণের উক্তি শুনিয়া পুনরায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "মহাশয়, ব্যঞ্জন প্রভাতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে না, কল্য নূতন ব্যঞ্জন পাক হইবে, আপনি ভোজন করুন।"

ঋষভদেব তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। তাহার জন্য যে আহার্য্য-সম্ভার সজ্জিত ছিল, তাহার মধ্যে দশ প্রকারের পলান্নই ছিল। তিনি কোন্ পাত্র গ্রহণ করিবেন অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাত্রি শেষ হইয়া যায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ অবশেষে সম্মুখের একপাত্র অন্ন টানিয়া লইয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন, একদণ্ডের মধ্যে সেই সুবৃহৎ রজতাধারে স্তূপীকৃত অন্নরাশি নিঃশেষিত হইল। কক্ষস্থিত সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে এই অদ্ভুত ভোজনব্যাপার দর্শন করিতে-ছিলেন। ভোজন শেষ হইলে সম্রাট্ করতালিধ্বনি করিলেন, একজন দণ্ডধর আসিল। সম্রাট্ তাহাকে মহাপ্রতীহারকে আহ্বান করিবার জন্য

আদেশ করিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত আসিলে সম্রাট্ কহিলেন, "কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণকে শত দীনারের পরিবর্ত্তে সহস্র দীনার ভোজন-দক্ষিণা প্রদান কর।" দক্ষিণার পরিমাণ শুনিয়া ঋষভদেব আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া উচ্ছিষ্ট হস্তেই আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুরারী

দিবসের প্রথম প্রহরে সভাবসানে সম্রাট্ ও গোবিন্দগুপ্ত অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ঋষভদেব তখন পাটলিপুত্রের ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত বহুমূল্য প্রস্তরনির্ম্মিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যশোভিত রাজপ্রাসাদসমূহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত অলিন্দে বিবিধবর্ণের প্রস্তর সজ্জায় অঙ্কিত বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী দেখিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান হইল, "ঠাকুর!" ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন পশ্চাতে গোবিন্দগুপ্ত দণ্ডায়মান। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজপুত্রের জয় হউক, কি আদেশ করিতেছেন?" "ঠাকুর, চলুন নগর দেখিয়া আসি।" "মহারাজ, ব্রাহ্মণের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার নগর অতি কঠিন স্থান, সে নগর-দর্শন দরিদ্র গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" "ঠাকুর কোন ভয় নাই, আমার সঙ্গে যাইবেন, রথে যাইবেন; কোন বিপদেরই আশঙ্কা থাকিবে না।" "মহারাজ, আপনারা নগরবাসী, এ নগর আপনাদেরই সহ্য হইবে, আমার

দেহখানি কিঞ্চিৎ কোমল, তাহাতে বোধ হয় সহ্য হইবে না। আবার কি বিনা অপরাধে কারাগারে যাইব?" "মহাশয় আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি জীবিত থাকিতে কেহই আপনার অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে পারিবে না।" "তবে চলুন।" "আপনি মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করিয়া আমার আবাসে আসিবেন।" "তথাস্তু।"

দিবসের দ্বিতীয় প্রহরের শেষদণ্ডে ঋষভদেব শর্ম্মা বিগতরাত্রিতে-লব্ধ বহুমূল্য ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া গোবিন্দগুপ্তের আবাসে আসিলেন। মহারাজপুত্র তখন সজ্জিত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। গোবিন্দগুপ্তের সর্ব্বাঙ্গ রজত-শুভ্র উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মে আবৃত, তাঁহার কটিদেশে অসি ও কৃপাণ, হস্তে শূল ও পৃষ্ঠে সুদীর্ঘ পরশু। ব্রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজপুত্র কি যুদ্ধ করিতে নগরে যাইবেন?" গোবিন্দগুপ্ত ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেন, ভয় হইতেছে?" "না, ভয় নহে—তবে যুদ্ধকালে ব্রাহ্মণ শুভযাত্রা নহে। আমি কি মহাদেবীর আবাসে ফিরিয়া যাইব?" "ঠাকুর ভয় নাই, আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, রঙ্গাভিনয় করিতে যাইতেছি।"

গুরুভার শিরস্ত্রাণ হস্তে গ্রহণ করিয়া গোবিন্দগুপ্ত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আবাসের সম্মুখে একখানি রথ অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি ঋষভদেবকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন।

রথ প্রাসাদের তৃতীয় তোরণের বাহিরে আসিলে সারথী জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভু কোথায় যাইব?" গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "কপোতিক সঙ্ঘারামের উত্তর তোরণে যাও।" রথ সশব্দে নগরের পাষাণাচ্ছাদিত পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঋষভদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সঙ্ঘারাম ত বৌদ্ধমঠ, সে স্থানে যাইবার জন্য বর্ম্ম পরিবার কি আবশ্যক ছিল?" উত্তর হইল, "ব্রাহ্মণ, পাটলিপুত্র নগরে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন কোন মঠই নিরাপদ স্থান নহে!" "মহারাজ বলিলেন, মঠ

মাত্রেই ঈশ্বরের আরাধনার স্থান। এইরূপ পবিত্র স্থানে কি কখনও পাপ প্রবেশ করিতে পারে?" "ঠাকুর তর্কে প্রয়োজন কি? অবিলম্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের মঠের অভ্যন্তর দেখিতে পাইবেন।":

এই সময়ে রথ পাটলিপুত্রের জনাকীর্ণ রাজপথ অতিক্রম করিয়া পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত কপোতিক সঙ্ঘারামের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গোবিন্দগুপ্ত ও ঋষভদেব রথ হইতে অবতরণ করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত সারথীকে কহিলেন, "এখানে রথ লইয়া অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি শৌণ্ডিকবীথির শেষে যে কূপ আছে তাহার পার্শ্বে অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে যদি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে কৃষ্ণগুপ্তকে জানাইবে যে আমার কোন বিপদ হইয়াছে।" গোবিন্দগুপ্ত ও ঋষভদেব প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সারথী রথ লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে সঙ্ঘারাম হইতে নির্গত হইয়া এক ব্যক্তি তাহাকে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাসাদের রথ দেখিতেছি, প্রাসাদ হইতে রথে চড়িয়া কপোতিক সঙ্ঘারামে কে আসিল ভাই?" সারথী তাহাকে গোবিন্দগুপ্তের প্রকৃত পরিচয় দিতে যাইতেছিল কিন্তু কি ভাবিয়া কহিল, "কোনও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হইবেন, আমি ঠিক পরিচয় জানি না।"

গোবিন্দগুপ্ত ও ঋষভদেব সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, প্রাঙ্গণ উপাসক ও উপাসিকগণে পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ মন্দির, তাহাতে শঙ্খ ও ঘণ্টানাদ হইতেছে। গোবিন্দগুপ্ত জনতা পরিত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বের একটি সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিলেন, সেই পথের উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি চৈত্য ও মন্দির ছিল। যে স্থানে পথ শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র তোরণের অর্গলবদ্ধ দ্বারের পাশে জনৈক ভিক্ষু নিদ্রিত ছিল। গোবিন্দগুপ্ত তাহাকে স্পর্শ করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি, কি চাও?" গোবিন্দ-

গুপ্ত কহিলেন, "আমি বিদেশী, বহুদূর হইতে আসিতেছি, ভিক্ষু, তথাগত গুপ্তের দর্শন প্রার্থনা করি।" "আচার্য্য তথাগত গুপ্ত এখন ক্রিয়ামগ্ন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি সাধারণ ব্যক্তির সহিত সাক্ষা করেন না।" "আমার নাম জানাইলে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ?" "তুমি কে ?" "আমি বিদেশীয়।" "কোথা হইতে আসিতেছ ?" "জালন্ধর হইতে।" "তোমার নাম কি ?" "মন্দ-মলয়ানিল।" "তুমি বলিতেছ জালন্ধর হইতে আসিতেছ কিন্তু তোমার কথা ত পঞ্চনদ-বাসীর মত নহে ?" "আমি মগধবাসী।" "তবে জালন্ধর হইতে আসিতেছি বলিলে কেন ?" "কিছুকাল কার্য্য উপলক্ষে জালন্ধরে বাস করিতেছি।" "তোমার পরিচয় কি ?" "মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আচার্য্য তথাগত গুপ্তকে সংবাদ প্রেরণ করুন যে মন্দ-মলয়ানিল তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রার্থী, তাহা হইলে আর পরিচয় আবশ্যক হইবে না।" "আপনারা এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি সংবাদ লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া সে ব্যক্তি তোরণের পার্শ্বে একটি অতি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে তোরণ উন্মুক্ত হইলে একজন দীর্ঘকায় ভিক্ষুর সহিত পূর্ব্ব পরিচিত ভিক্ষু অপর চারি পাঁচজন ভিক্ষুর সহিত মুক্ত তোরণ-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘকায় ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সহিত কে সাক্ষাৎ করিতে চাহে ?" পূর্ব্ব পরিচিত ভিক্ষু বর্ম্মাবৃত গোবিন্দগুপ্তকে দেখাইয়া দিল। তখন দীর্ঘকায় ভিক্ষু গোবিন্দগুপ্তের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?" "হাঁ, আপনিই কি আচার্য্য তথাগত গুপ্ত।" "আমি আর্য্যসঙ্ঘে এই নামে পরিচিত। আপনি যে নাম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কোথায় পাইলেন ?" "মুরারি, তুমি কি কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমাকে চিনিতে পার নাই ?" "প্রভু ?"

গোবিন্দগুপ্ত গুরুভার শিরস্ত্রাণ মোচন করিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া

আর্য্যসঙ্ঘের আচার্য্য তথাগত গুপ্ত গোবিন্দগুপ্তের পদপ্রান্তে লুন্ঠিত হইল, তাহা দেখিয়া নবীন ভিক্ষুগণ দুই পদ পশ্চাতে হঠিয়া গেল। তখন মহারাজ-পুত্র কহিলেন, "মুরারি উঠ, প্রয়োজন আছে, তোমার শিষ্যগুলিকে বিদায় কর।"

তখন তথাগত গুপ্ত বা মুরারি উঠিয়া অতি বিনীতভাবে যুক্তকর হইয়া কহিল, "প্রভু, বহুদিন পরে নগরে ফিরিয়াছেন তাহা শুনিয়াছি, আদেশ পাইলে আমিই প্রাসাদে উপস্থিত হইতাম।" "শুন মুরারি, প্রাসাদ তোমার আমার পরামর্শের উপযুক্ত স্থান নহে, কারণ প্রাসাদের প্রতি-পাষাণখণ্ডের কর্ণ আছে। নিকটে কোন নিভৃতস্থল আছে?" "হাঁ আছে, সঙ্ঘারামের বাহিরে যাইবেন কি?" "দুই একটি সামান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর যাইব।" "তবে দ্বিতলে আসুন।"

মুরারি বা তথাগত গুপ্তের সহিত গোবিন্দগুপ্ত ও ঋষভদেব তোরণের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষের এক কোণে অতি সঙ্কীর্ণ বক্রগতি সোপানাবলী ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া সকলে দ্বিতলে উপস্থিত হইলেন। মুরারি তাঁহাদিগের সহিত বাতায়নবিহীন একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "মুরারি, বিংশতিবর্ষ পরে অদ্য তোমাকে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।" "কেন প্রভু?" "অদ্য রাত্রিতে আবার সঙ্কেত স্থানে যাইতে হইবে।" "সে কি! শৌণ্ডিকবীথিতে? কোথায় যাইবেন?" "বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে নিত্য রাত্রিতে যেখানে যাইতাম।" "ইন্দ্রলেখার গৃহে? প্রভু, তাহার রূপ-যৌবন বহুদিন অতীত হইয়াছে।"

"মুরারি, জীবনপথে অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইলে মানুষ আর অভিসারে যায় না। অদ্য পাটলিপুত্রের শৌণ্ডিকবীথিতে নিশীথে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে যাইব।" "প্রভু, অর্থ বুঝিলাম্ না, কি করিতে হইবে

আদেশ করুন।” “ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমে একটি শপথ কর, আমার অসি গ্রহণ কর।”

অন্ধকারে অসি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু, কি শপথ করিব ?” শপথ কর যে অদ্য রাত্রিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গী এই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ দামোদর গুপ্তের গৃহে লইয়া যাইবে ?” “শপথ করিলাম।”

গোবিন্দগুপ্ত তখন ঋষভদেবকে কহিলেন, “ঠাকুর, বিনা উদ্দেশ্যে আপনাকে এই স্থানে লইয়া আসি নাই। পাটলিপুত্রে যাহাকে কেহ চিনে না এমন এক ব্যক্তিকে অদ্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আপনার হস্তে একটি গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিতেছি। অদ্য রাত্রিতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে মুরারি ও তাহার অনুচরবর্গ আপনাকে মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মার নিকট লইয়া যাইবে। আপনি বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বলিবেন যে গরুড়ধ্বজ ভাঙ্গিয়াছে। স্মরণ রাখিবেন—কথা কয়টি স্মরণ রাখিবেন, ইহার উপরে সাম্রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করে।”

ঋষভদেব শুষ্কমুখে কহিলেন “রাখিব।” তখন গোবিন্দগুপ্ত ভিক্ষুকে কহিলেন, “মুরারি, বর্ম্মাবৃত হইয়া সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিয়াছি কিন্তু বহির্গমনকালে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে চাহি ; তুমি কতকগুলি পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া আন।” “প্রভু, আমার নিকট অনেকগুলি ব্রহ্মচারীর গৈরিক বসন আছে, তাহা ব্যবহার করিবেন কি ?” “পরিব, লইয়া আইস।”

মুরারি দ্বার মুক্ত করিয়া বস্ত্র আনিতে গেল। গোবিন্দগুপ্ত একে একে দেহ হইতে বর্ম্ম মোচন করিলেন। ঋষভদেব দেখিলেন যে, বর্ম্মের নিম্নে মহারাজ-পুত্রের স্কন্ধ ও বক্ষ সূক্ষ্ম লৌহনির্ম্মিত জালে আবৃত। মুরারি বস্ত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল, তিনজনেই গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বারা দেহ আবৃত করিলেন এবং তৃতীয় খণ্ড মস্তকে বন্ধন করিলেন। তখন মহারাজ-পুত্র কহিলেন, “মুরারি, মণিকার জাহ্লনের গৃহে যাইব,

নদীতীরে গিয়া নৌকা গ্রহণ করিতে হইবে; প্রকাশ্যভাবে তোরণ-পথে বাহির না হইয়া আমাদিগকে কোন গুপ্ত পথ দিয়া লইয়া চল। বর্ম্ম ও বস্ত্রগুলি বন্ধুবর্ম্মার গৃহে প্রেরণ কর।”

মুরারি একজন তরুণ ভিক্ষুকে ডাকিয়া বর্ম্ম ও বস্ত্র লইয়া যাইতে আদেশ করিল। তাহার পর গোবিন্দগুপ্ত ও ঋষভদেবের সহিত নিম্নতলে আসিল। সেই স্থানে আর একজন তরুণ ভিক্ষু দীপহস্তে তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে তাঁহাদিগকে লইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইল। যে স্থানে পথ শেষ হইল তাহা একটা ক্ষুদ্র গৃহ। সেই গৃহকোণের সঙ্কীর্ণ সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া সকলে দিবালোকে ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দগুপ্ত দেখিলেন যে কপোতিক সঙ্ঘারামের পশ্চাতে একটি বিপণীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বিপণী হইতে বাহির হইয়া রাজপথ অবলম্বন করিলেন, বিপণী-স্বামী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া মুরারি একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আনিল, তিন জনে আরোহণ করিলেন; নৌকা পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রাসাদ, গঙ্গাদ্বার নগরের পূর্ব্বপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নৌকা উপনগরের একটি ঘাটে লাগিল। গোবিন্দগুপ্ত ঘাটের উপরে একটি অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, গোবিন্দগুপ্ত তাহাকে কহিলেন, “জাহ্লন, আমাদিগকে তোমার নির্জ্জন গৃহে লইয়া চল।” মণিকার জাহ্লন তাঁহাদিগকে দীপালোকিত ভূমধ্যস্থ গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। মহারাজ-পুত্র গৃহতলে বিস্তীর্ণ শয্যায় উপবেশন করিয়া ঋষভদেব ও মুরারিকে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে তিনি কহিলেন, “মুরারি, বিংশতিবর্ষ পরে ইন্দ্রলেখা পুনরায় আমাকে আহ্বান করিয়াছে।” “আবার?” “আবার।” “কেন প্রভু?” “প্রেমাভিভাষণের জন্য নহে। আমাকে হত্যা করিবার জন্য।”

"কেন প্রভু? ইন্দ্রলেখা ত বহুদিন আপনার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছিল! ফল্গুযশ মরিয়া গিয়াছে, তাহার পরে ইন্দ্রলেখা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। এখন নগরের বহুশ্রেষ্ঠী অপেক্ষা গণিকা ইন্দ্রলেখা ধনশালিনী। আপনি ত তাহার কোন অপকার করেন নাই?" "করিয়াছি, আমি ইন্দ্রলেখার মনোরথ-সিদ্ধিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি। সে কথা কি তোমরা শুন নাই?" "শুনিয়াছি। আপনার জন্য বৃদ্ধ মহারাজাধিরাজের সহিত ইন্দ্রলেখার কন্যার বিবাহ হয় নাই।" "সেইজন্যই সে আমাকে হত্যা করিতে চাহে। গোবিন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে বেশ্যার গর্ভে নটের ঔরসজাত কন্যার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বরের বিবাহ অসম্ভব।" "প্রভু, ইন্দ্রলেখা কি বলিয়া পাঠাইয়াছে?" "সে কেবল আর একবার আমার মুখখানি দেখিতে চাহে।" "আপনি কি অদ্য রাত্রিতে তাহার গৃহে যাইবেন?" "না, সর্ব্বপ্রথমে কুক্কুটারামের পার্শ্বে যে ভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি?" "আছে।" "অদ্য রাত্রিতে সেইভাবে সাক্ষাৎ করিব। দেখ, অদ্য আত্মরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের প্রতীহার অথবা শরীররক্ষিগণকে ব্যবহার করিতে চাহি না, তুমি অদ্য আমার দেহরক্ষা করিবে।" "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" "বৌদ্ধসঙ্ঘের আচার্য্যের উপযুক্ত কার্য্য বটে। মুরারি, তুমি ভিক্ষু হইলে কেন?" "মহাপ্রতীহারের ভয়ে, প্রভু, চীবর ও গৈরিকের ন্যায় আত্মগোপনের উপায় আর কিছুই নাই।" "চীবর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ?" "প্রভুর আদেশ পাইলে এই দণ্ডে প্রস্তুত আছি।" "সে, পরের কথা। অদ্য রজনীর প্রথম যাম হইতে শৌণ্ডিকবীথিতে শতাধিক অস্ত্রধারী অনুচর রাখিবে। তাহারা তোমার শঙ্খধ্বনি শুনিলে কুক্কুটারামের উত্তর পার্শ্বে উপস্থিত হইবে। সেইস্থানে বৃক্ষতলের মন্দির ও চৈত্যগুলির অন্তরালে শতজন অস্ত্রধারী নির্ব্বাচন করিয়া রাখিবে।—আর তুমি স্বয়ং আমার ন্যায় জাল বর্ম্ম পরিধান করিয়া শৌণ্ডিক অক্ষয়নাগের বিপণীতে উপস্থিত

থাকিবে। নগর-তোরণে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য আরম্ভ হইলে আমি অক্ষয়নাগের বিপণীতে প্রবেশ করিব।”

মুরারি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গুরীয়ক সংবাদ

শীতকালের শেষভাগে একদিন প্রত্যুষে জনৈক দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র-নগরপ্রান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্রুতপদে নগরে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে শতহস্ত দূরে একখানি সুন্দর রথ ও তিন চারিজন পরিচারক ধীরে ধীরে আসিতেছিল। গঙ্গাতীরের পথ যে স্থানে উত্তরা-পথের প্রশস্ত রাজবর্ত্মের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে জনৈক ভিক্ষু ও একজন ব্রাহ্মণ পথিপার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছিল। সদ্যঃস্নাত দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ পথের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র, আমরা বিদেশীয়, মহানগরের পথ চিনি না, কোন্ পথে পশ্চিম তোরণে যাইব?” ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তিনি প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না। ভিক্ষু তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “মহাশয়, পশ্চিম তোরণের কোন্ পথ?” দীর্ঘাকার পুরুষ চমকিত হইয়া কহিলেন, “আপনি কি আমাকে কোন প্রশ্ন করিলেন?” “হাঁ, আমরা বিদেশীয়, পূর্ব্বে কখনও মহানগরে আসি নাই। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে পশ্চিম তোরণে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা স্থির করিতে

পারিতেছি না; অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন কি?" "নগরের পশ্চিম দিকে একাধিক তোরণ আছে, কোন্ তোরণে যাইতে ইচ্ছা করেন?" "একাধিক তোরণ? মহাশয়, আমি পাটলিপুত্র নগরে আচার্য্য বুদ্ধদাস ব্যতীত আর কাহারও সহিত পরিচিত নহি, তিনি পারাবত অথবা কপোতিক সঙ্ঘারামে অবস্থান করিতেন।" "বুদ্ধদাসের নাম শুনি নাই, পারাবত এবং কপোতিকসঙ্ঘারাম নগর মধ্যে অবস্থিত, আপনারা আমার সহিত আসুন। এখনও পথে লোক চলিতে আরম্ভ করে নাই সুতরাং পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারিবেন না।"

ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ দীর্ঘাকার পুরুষের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি পঞ্চনদ হইতে আসিতে-ছেন?" "না, আমি পুরুষপুর নগর হইতে আসিতেছি, আমার সঙ্গী বাহ্লীক নিবাসী।" "পুরুষপুর? বাহ্লীক? আপনারা কি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন?" "না মহাশয়, তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহা অদ্যাপি সিদ্ধ হয় নাই, সম্প্রতি আত্মকার্য্যে মগধে আসিয়াছি।" "আপনি ত ভিক্ষু, তীর্থযাত্রা অথবা পর্য্যটন ব্যতীত কি কার্য্যে এত দূর-দেশে আসিয়াছেন?" "আমরা উভয়েই মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্তের দর্শন-মানসে পাটলিপুত্রে আসিয়াছি।" "উভয়েই?" "হাঁ, উভয়েই।" "মহারাজ-পুত্র অল্প সময়ের জন্য নগরে আসিয়াছেন, তিনি পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে বিষয়কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।"

বাহ্লীক-নিবাসী ব্রাহ্মণ এতক্ষণ ইঁহাদের কথোপকথনে যোগদান করেন নাই, তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, তবে কি উপায় হইবে? বৈশাখের প্রারম্ভে হূণগণ কপিশা আক্রমণ করিবে।" দীর্ঘাকার পুরুষ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হূণ? হূণনামক বর্ব্বরজাতি বক্ষুর পরপারে বাস করে, তাহারা কি প্রকারে কপিশা আক্রমণ করিবে?

বাহ্লীক ও কপিশা মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে কিন্তু শাহীয় ও শাহানু-শাহীয় দেবপুত্রগণ মহারাজাধিরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। হূণগণ একবার পরাজিত হইয়াছে, তাহারা কি দ্বিতীয়বার গুপ্ত-সম্রাটের অধিকার আক্রমণ করিতে ভরসা করিবে?" "করিবে, খিঙ্খিল আদেশ দিয়াছে যে আগামী গ্রীষ্মে রাজপুত্র তোরমাণ কপিশায় বাস করিবেন।" "খিঙ্খিল কে?" "হূণ জাউলগণের একমাত্র অধিপতি।" "প্রথমে বাহ্লীক, পরে কপিশা, দ্বিতীয় বৎসরে উদ্যান ও গান্ধার, গোবিন্দের অনুমান সত্য। মহাশয় আপনি কে?" "আমার নাম বিষ্ণুভদ্র, আমি বাহ্লীক-রাজের পুরোহিত।" "আপনার সঙ্গী কে?" "ইনি পুরুষপুর নগরের কণিষ্কচৈত্যের সঙ্ঘস্থবির, ইঁহার নাম বুদ্ধভদ্র।"

দীর্ঘাকার পুরুষ সঙ্গীদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "নারায়ণের কৃপায় আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আমি আপনাদিগকে মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্তের সমীপে উপস্থিত করিব।" বুদ্ধভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়,আপনি কে?" "আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, আমার নাম দামোদর শর্ম্মা, আমি আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সামান্য পরিচারক মাত্র। আপনারা রথে আরোহণ করুন।" "আপনি?" "আমি গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে ফিরিতেছি, যানে আরোহণ করিব না।" "আমি ভিক্ষু, আমার পক্ষেও যানারোহণ নিষিদ্ধ।" "কিন্তু মগধের মহাস্থবির ও সঙ্ঘস্থবিরগণ হস্তিপৃষ্ঠে ও রথে আরোহণ করিয়া থাকেন।" "বিনয়ের ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই সমান, তবে বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" "তবে পদব্রজেই আসুন।"

চারিদিক ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল, নাগরিকগণ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই। তিনজনে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের তোরণে উপস্থিত হইলেন। দামোদর শর্ম্মাকে দেখিয়া প্রতীহার-রক্ষকগণ তোরণ মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া

দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল। তাহা দেখিয়া আগন্তুকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

নগর মধ্যে পথিকগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল, বিপণীস্বামী ও কুলবধূগণ দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। আগন্তুকদ্বয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুইদণ্ড পরে দামোদর শর্ম্মা রাজপথের পার্শ্বস্থিত এক তোরণে প্রবেশ করিলেন। তোরণের পরে একটি বৃহৎ কক্ষে জনৈক দীর্ঘাকার প্রৌঢ় ও একটি গৌরবর্ণ কৃশকায় যুবক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তুমি প্রভাতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ ?" "খুল্লতাত, অদ্য বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনার সঙ্গে ইঁহারা কাহারা ? একজন ত পঞ্চনদবাসী গোবিন্দ দেখিতেছি।" "গোবিন্দ, ইনি বাহ্লীকরাজ পঞ্চম বাসুদেবের পুরোহিত, আর ইনি পুরুষপুরের কণিষ্কচৈত্যের সঙ্ঘস্থবির। ইঁহারা তোমার সাক্ষাৎ লাভের আশায় পাটলিপুত্রে আসিয়াছেন এবং অদ্য আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।"

গোবিন্দগুপ্ত বিষ্ণুভদ্রকে প্রণাম ও বুদ্ধভদ্রকে অভিবাদন করিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী যুবকও তদ্রূপ করিলেন। তখন দামোদর শর্ম্মা কহিলেন, "স্কন্দ, কি মনে করিয়া ? এখনও বৃদ্ধকে স্মরণ আছে দেখিতেছি !"

গৌরবর্ণ যুবক যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, তিনি দামোদর শর্ম্মার সম্ভাষণ শুনিয়া কহিলেন, "পিতামহ রহস্য করিবার সুযোগ পাইলে পরিত্যাগ করেন না।"

"স্কন্দ, রহস্য করিবার সময় এইমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, অগ্রে অরুণার বিবাহ হউক তাহার পরে বৃদ্ধ পিতামহের রহস্য করিবার শক্তি যে কতদূর তাহা বুঝিতে পারিবে। আমরা গুরুগৃহে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতাম কিন্তু তোমার পিতামহীর আবির্ভাবের পরে দিবা দ্বিতীয় প্রহর গত না

হইলে নিদ্রাভঙ্গ হইত না।” “দাদা মহাশয়, অভ্যাসটা ত্যাগ করিয়াছেন কত দিন?’ এখনও আপনার গঙ্গাস্নানের ব্যাপারে নাগরিকগণের নিদ্রা হয় না।” “অনেক দিন গিয়াছে ভাই, যতদিন যৌবন গিয়াছে ততদিন গিয়াছে। গোবিন্দ, বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইঁহারা গুরুতর সংবাদ লইয়া পাটলিপুত্রে আসিয়াছেন।”

গোবিন্দগুপ্তের সুন্দর শান্ত মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, “তবে হূণ-যুদ্ধ স্থির?” “হাঁ।” পিতৃব্য, হূণ-যুদ্ধ যে স্থির তাহা কেমন করিয়া অবগত হইলেন?”

“হূণ-যুদ্ধ স্থির না হইলে বাহ্লীক রাজ-পুরোহিতকে পাটলিপুত্রে দেখিতে পাইতাম না।”

এই সময়ে বিষ্ণুভদ্র অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “আর্য্য, আপনি বোধ হয় মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত?” “হাঁ, আমারই নাম গোবিন্দগুপ্ত। ইনি মহারাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত এবং আপনারা যাঁহার গৃহে অতিথি, তিনি মহাসাম্রাজ্যের সচিবপ্রধান পরমেশ্বর যুবরাজ-ভট্টারকপাদীয় মহামাত্য দামোদর শর্ম্মা।”

গৃহস্বামীর পরিচয় শ্রবণ করিয়া বুদ্ধভদ্র ও বিষ্ণুভদ্র স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। দামোদর শর্ম্মার আদেশে জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বিশ্রামাগারে লইয়া গেল। তখন দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গোবিন্দ, কি সংবাদ?” “সংবাদ শুভ, অদ্য রাত্রিতে একস্থানে যাইব, সেইজন্য আপনার অনুমতি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।” “আমার অনুমতি?” “হাঁ, আপনার অনুমতি, স্কন্দ আমাকে যাইতে দিতে চাহে না।” “কেন?” “তাহা পরে বলিব; এখানে নয়, মন্ত্রগৃহে চলুন।”

গোবিন্দগুপ্ত, দামোদর ও স্কন্দগুপ্ত কতকগুলি অলিন্দ ও কক্ষ অতিক্রম করিয়া মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন, গৃহের প্রতিদ্বারে ও গবাক্ষে মূক ও বধির দণ্ডধরগণ প্রহরী নিযুক্ত হইল। দামোদর ও গোবিন্দগুপ্ত আসন গ্রহণ করি-

লেন, কিন্তু স্কন্দগুপ্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "পিতৃব্য, ইন্দ্রলেখা বিংশতি বর্ষ পরে সহসা আমাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।" "ইন্দ্রলেখা?" "হাঁ, তাহার দূত আসিয়া প্রাসাদে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে।" "প্রাসাদে? তাহার দূত কি প্রকারে প্রাসাদে প্রবেশলাভ করিল?" "আমার অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া।" "তোমার অঙ্গুরীয়ক? গোবিন্দ, বারবনিতা ইন্দ্রলেখা তোমার অঙ্গুরীয়ক কি প্রকারে হস্তগত করিল?" "পিতৃব্য, আমার উচ্ছৃঙ্খল যৌবনে একদিন ইন্দ্রলেখার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে স্মারক-চিহ্নস্বরূপ পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম সে তাহা ফিরাইয়া দেয় নাই।"

সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ মহামাত্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতৃব্য, কি চিন্তা করিতেছেন?" "গোবিন্দ, যে প্রকারে হউক অদ্যই সেই অঙ্গুরীয়ক ফিরাইয়া আনিতে হইবে।" "কেন?" "সেই অঙ্গুরীয়ক-বলে অনন্তা ও ইন্দ্রলেখা তুমি আসিবার পূর্ব্বে প্রাসাদে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। স্কন্দ, কৃষ্ণগুপ্তকে আদেশ কর, বলপূর্ব্বক স্বর্গীয় মহারাজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ইন্দ্রলেখার নিকট হইতে লইয়া আসে!"

স্কন্দ। আর্য্য, বলপ্রয়োগ করিলে মহারাজ-পুত্রের অপযশ হইবে। পাটলিপুত্রের দুষ্ট নাগরিকগণ পিতৃব্যের নামে সঙ্গীত রচনা করিয়া নগরের পথে পথে গাহিয়া বেড়াইবে।

গোবিন্দ। পিতৃব্য, বলপ্রয়োগে প্রয়োজন নাই। কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আসিব।

দামো। চেষ্টা করিয়া দেখ, অদ্য কৃতকার্য্য না হইলে কল্য বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছ?

গোবিন্দ। নাগরিকগণ এখনও আমাকে বিস্মৃত হয় নাই।

দামো। কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?

গোবিন্দ। কুক্কুটারামের নিকটে—নগরোপকণ্ঠে।

দামো। কখন?

গোবিন্দ। অদ্য নিশীথে।

দামো। কৃষ্ণগুপ্তকে সংবাদ দিয়াছ?

গোবিন্দ। না, তাহা হইলে কথা গোপন থাকিবে না।

স্কন্দ। পিতামহ, পিতৃব্য একাকী যাইতে চাহেন, ইহা কি উচিত হইবে?

গোবিন্দ। স্কন্দ, আমি একাকী যাইব না, আমার সহিত বিশ্বস্ত নাগরিক সেনা থাকিবে।

দামো। নাগরিক সেনা কি? সাম্রাজ্যে ত এরূপ সেনাদল নাই?

গোবিন্দ। পরে বলিব, অনেক কার্য্য আছে, এখন বিদায়। বাহ্লীক-রাজ-পুরোহিত কি সংবাদ আনিয়াছেন?

দামো। তোমার অনুমান সত্য।

গোবিন্দ। কল্য মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিতে হইবে।

স্কন্দ। কল্যই?

গোবিন্দ। হয় ত পরশ্ব আমাকে জালন্ধরে ফিরিতে হইবে। পিতৃব্য, রজনীর তৃতীয় প্রহরে আমি আপনার শয়নকক্ষে আসিব, যদি ফিরিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে মহাপ্রতীহারকে আদেশ করিবেন যে, কল্য নগরদ্বার রুদ্ধ থাকিবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি আমার সংবাদ না পান তাহা হইলে কপোতিক সঙ্ঘারামে তথাগত গুপ্তের সন্ধান করিবেন।

দামো। সে কে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। শকযুদ্ধের প্রাচীন সেনা, আমার পুরাতন ভৃত্য—মুরারি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাপালিক সংবাদ

প্রভাতে পূজা শেষ করিয়া করুণা ও অরুণার সহিত মহাদেবী গোবিন্দের মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। মন্দিরের অন্তরালের সম্মুখে কুশাসনে বসিয়া ঋষভদেব পূজা করিতেছিলেন। পূজা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্রস্ত-পদে করুণাদেবী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কি হইয়াছে? পূজা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন কেন?"

ঋষভদেব প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি, দেশে ফিরিব কবে?" "ঠাকুর, এত উতলা হইয়াছেন কেন, পাটলিপুত্র কি আর ভাল লাগিতেছে না? আমি ভাবিয়াছিলাম যে নগরে আসিয়া আপনি দেশের কথা ভুলিয়া যাইবেন।" "রহস্য নহে দেবী, পরিহাসের কথা নহে, মন বড়ই উতলা হইয়াছে। কল্য রাত্রিতে নগরে একজন ভিক্ষু গণনা করিয়া কহিয়াছে যে, আমি আর কখনও গৌড়দেশে ফিরিব না।" "এই কথা। ঠাকুর, দেশে আপনার কে আছে যে আপনি এত উতলা হইতেছেন? গণকের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই, সকলেই যদি ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে পারে তাহা হইলে কি কাহারও বিপদাপদ হয়?" "ঠাকুরাণি, আমার থাকিবার মধ্যে আছে ভানুমিত্র, আর তুমি, কিন্তু মন মানিতে চাহে কই? যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছি, যে দেশে পিতৃস্নেহে মাতৃক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সে দেশে আর

ফিরিব না এ কথা শুনিলে মন স্থির রাখিতে পারি না। ঠাকুরাণি, অনেক দিন দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, গৃহে ফিরিয়া চল।”

মহাদেবী ও অরুণা মণ্ডপে পুরোহিতের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করুণাদেবী কহিলেন, “ঠাকুর, ইহা আমার পিত্রালয়, আমি নিজে মুখ ফুটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা কেমন করিয়া বলিব? তুমি উঁহাকে গিয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আহা আমার পুষ্পোদ্যান বোধ হয় এত দিন শুকাইয়া গিয়াছে।” “ঠাকুরাণি, তুমি ত সোজা কথা বলিয়া দিলে উঁহাকে গিয়া বল, আমি এখন তোমার উঁহাকে কোথা গিয়া খুঁজিয়া পাই? এ কি গৌড়নগর যে পথঘাট পরিচিত, স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব? পাটলিপুত্র নগর মনুষ্যের অরণ্য বিশেষ। আর বিশেষতঃ তোমার এই পিত্রালয়, এটি ত প্রাসাদ নহে এটি প্রাসাদের অরণ্য। ইহাতে এক একজন সম্রাট্ এক এক সহস্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। দণ্ডধর দৌবারিকদিগের গৃহগুলা আমাদের গৌড়ের প্রাসাদ অপেক্ষা বড়। আমি অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেই পথ হারাইয়া ফেলিব, শেষে কি পুনরায় মহাপ্রতীহারের কারাগারে যাইব?”

ঋষভদেবের কথা শুনিয়া করুণাদেবী হাসিয়া উঠিলেন, তাহা শুনিয়া মণ্ডপ হইতে মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে করুণা?” করুণাদেবী ব্যস্ত হইয়া যুক্তকরে কহিলেন, “ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি মাতাকে দেশে ফিরিবার কথা যেন বলিয়া ফেলিবেন না! তাহা হইলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব।”

“ঠাকুরাণি, তোমার দিব্য, কথাটা উদর মধ্যে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিব কিন্তু—” “আবার কিন্তু কি?” “কিন্তু—যদি সহসা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়?” “কেন বাহির হইবে, মুখ সাবধান।” “তুমি বিষম বিপদে ফেলিলে ঠাকুরাণি। একেই ত রাজা মহারাজ দেখিলে আমার

মস্তকটা স্কন্ধের উপর থাকিতে চাহে না, তাহার উপর স্বয়ং মহাদেবী অর্থাৎ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পত্নীর সহিত কথা কহিতে হইবে—"

এই সময়ে মণ্ডপ হইতে মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা, তোরা কি করিতেছিস্?" ঋষভদেব ভীত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি, তুমি শীঘ্র যাও কথাটা আমার উদরের ভিতর লম্ফপ্রদান করিতেছে।" "দেখ ঠাকুর, তুমি যদি মাতাকে এই কথা বল, তাহা হইলে তোমাকে তিন বৎসর পাটলিপুত্রে রাখিয়া দিব।" "দোহাই তোমার ঠাকুরাণি, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে! আমি এখনই ভানুমিত্রের সন্ধানে যাইতেছি, কিন্তু—কিন্তু যদি পথ ভুলিয়া যাই?"

করুণাদেবী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। অরুণাদেবী মণ্ডপ হইতে মন্দিরের দিকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তোর হইল কি? পাগল হইয়াছিস্ নাকি?"

জ্যেষ্ঠা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কনিষ্ঠার নিকটে গেলেন। কনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল না?"

জ্যেষ্ঠা হাসিয়াই আকুল। ঋষভদেব তখন অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি, হাস কেন?" জ্যেষ্ঠা বহুকষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "অরুণা, ঠাকুর ব'লে যে, সে অন্তঃপুরের বাহিরে গেলেই পথ ভুলিয়া যাইবে।" দুই ভগিনী এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। মহাদেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের হ'ল কি?"

অরুণা হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা, ঠাকুর বলে যে সে অন্তঃপুরের বাহির হইলেই পথ ভুলিয়া যাইবে।

মহাদেবী। সে কি ঠাকুর, পথ ভুলিবেন কেন?

ঋষভ। সত্য দেবি, গত রজনীতে তৃতীয় যামে মহারাজ-পুত্রের সহিত প্রাসাদে ফিরিয়াছি, তখন যদি মহারাজ-পুত্র সঙ্গে না আসিতেন, তাহা হইলে কোন মতে অন্তঃপুরে ফিরিতে পারিতাম না।

মহাদেবী। তাহা হইলে আপনার অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি কোথায় যাইতে চাহেন?

ঋষভ। আমি যাইতে চাহি নাই ঠাকুরাণী, আমাকে ভানুমিত্রের সন্ধানে —ব্রাহ্মণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া চারি অঙ্গুলী পরিমিত জিহ্বা বাহির করিয়া দংশন করিলেন।

মহাদেবী। কি হইল?

ঋষভ। ঠাকুরাণী যে কথাটি বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল ঠিক সেই কথাটি বাহির হইয়া গেল।

অরুণা। ঠাকুর, দিদি বুঝি আপনাকে ভগিনীপতির সন্ধানে পাঠাইয়াছিল?

ঋষভদেব কি উত্তর দিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কনিষ্ঠা ভগিনী অবসর পাইয়া জ্যেষ্ঠাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার বুঝি ভগিনীপতিকে প্রয়োজন আছে, আমি ভানুমিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।"

করুণা। তোর যেমন কথা অরুণা, আমি কেন তাঁহাকে ডাকিতে যাইব? ঠাকুর কি বলিতে কি ব'লে তাহার ঠিক থাকে না।

অরুণা। ঠাকুর, তুমি কাহাকে ডাকিতে যাইতেছিলে?

ঋষভদেব নিরুত্তর।

অরুণা। দেখ ঠাকুর, গোবিন্দের মন্দিরে দাঁড়াইয়া যদি মিথ্যাকথা বল, তাহা হইলে তোমার মহাপাতক হইবে; আর দেখিতেছ, সম্মুখে পট্টমহাদেবী দাঁড়াইয়া আছেন।

ঋষভদেব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "গণক সত্য কহিয়াছিল, আমার অদৃষ্টে বিধাতা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন লিখেন নাই। দেবি, আমি পাটলিপুত্রেই থাকিব।"

মহাদেবী। ঠাকুর, কি বলিতেছেন ?

ঋষভ। আমি মিথ্যাকথা বলিব না। ঠাকুরাণী আমায় ভানুমিত্রের সন্ধানে পাঠাইতেছিলেন, আমি সেই জন্যই বলিয়াছিলাম যে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেই পথ ভুলিয়া যাইব।

অরুণা হাসিয়া উঠিলেন, মহাদেবী হাস্য গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন। করুণা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, কেন মিথ্যা কহিতেছ ?"

ঋষভ। ঠাকুরাণি, তোমাকে ত তখনই বলিয়াছিলাম যে রাজা মহারাজ দেখিলেই আমি ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া যাই। দোহাই মহাদেবি, আমি প্রভাতে গোবিন্দের মন্দিরে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কহি নাই।

অরুণা। ঠাকুর, পাটলিপুত্রে থাকিবেন কেন, গৌড়ে ফিরিবেন না ?

ঋষভ। অদৃষ্টে নাই। ঠাকুরাণী বলিয়াছে যে মহাদেবীর সম্মুখে এই কথা প্রকাশ হইলে আমাকে তিন বৎসর পাটলিপুত্রে বাস করাইবে।

ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া মহাদেবী কহিলেন, "ঠাকুর, আমি ভানুমিত্রকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিতেছি, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনাকে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে হইবে না।" মহাদেবী, করুণা ও অরুণা দেবীর সহিত গোবিন্দের মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন। ঋষভদেব অন্য পথে শ্যামা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

শ্যামা-মন্দিরের মণ্ডপে জনৈক কাপালিক একমনে জপে নিযুক্ত ছিল, স্তম্ভের অন্তরালে উপবেশন হেতু ঋষভদেব তাহাকে দেখিতে পান নাই। ব্রাহ্মণ নিকটবর্ত্তী হইলে কাপালিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবতার সম্মান বিস্মৃত হইয়াছ, এ জীবনে আর পাটলিপুত্রে ফিরিতে হইবে না তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ?"

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া মণ্ডপের বহির্দ্দেশে চর্ম্মপাদুকা রাখিয়া আসিল। কাপালিকের নিকট

আসিয়া কহিল, "মহাশয়, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া দেবমন্দির লক্ষ্য করি নাই।" "দুশ্চিন্তা কখনও তোমায় ত্যাগ করিবে না, সুতরাং সাবধান হও।" "কখনও ত্যাগ করিবে না?" "না, কল্য তুমি মগধ ত্যাগ করিয়া পঞ্চনদে যাইবে।" "কল্যই?" "হাঁ কল্য মধ্যাহ্নে। তোমার বয়স্যকে বলিও যে যাত্রকালে রমণী সহযাত্রী হইলে বিষম বিপদগ্রস্ত হইবে।" "কাহাকে বলিব?" "তোমার বন্ধু গৌড়ীয় বলাধিকৃত ভানুমিত্রকে।" "ভানুমিত্রও কি দেশ ছাড়িয়া যাইবে?" "ভানুমিত্র কল্য যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের সহিত পঞ্চনদ যাত্রা করিবে।" "ভানু-মিত্রও কি ফিরিবে না?" "ফিরিবে।" "আর তাহার পত্নী?" "হাঁ, কিন্তু বহুকাল পরে।" "যুবরাজ কোথায় যাইবেন?" "তোমাদিগের সহিত যবনের দেশে।" "তিনিও কি ফিরিবেন না?" "ফিরিবেন, একবার হাসিমুখে, পরে চিরকাল জীবন্মৃত হইয়া।" "আমরা সকলে কি এক সঙ্গে যাইব?" "হাঁ।"

কাপালিক এই সকল কথা শেষ করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লক্ষ্য করিল না, সে তখন শ্যামা মন্দিরমণ্ডপের পাষাণময় স্তম্ভ ধরিয়া শ্যামল গৌড়-দেশের কথা চিন্তা করিতেছিল। কাপালিক প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, জনৈক দণ্ডধর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পরে মণ্ডপের স্তম্ভের পাশে ঋষভদেবকে দেখিতে পাইল, এবং নিকটে আসিয়া কহিল, "দেব, মহাকুমারপাদীয় গৌড়দেশীয় মহাবলাধিকৃত শ্রীমৎ ভানুমিত্র দেব আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিল কাপালিক তাহাকে কি বলিতেছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কত দিন জীবিত থাকিব?" উত্তর না পাইয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডপের চারিদিকে সন্ধান করিল, পরে উন্মাদের ন্যায় "কাপালিক, কাপালিক" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া দণ্ডধরও পশ্চাদ্ধাবন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দগুপ্তের অভিসার

রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে। পাটলিপুত্র নগরের রাজপথে দীপ সমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ, কেবল শৌণ্ডিকবীথির প্রতি বিপণীতে আলোক সমূহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বহু নাগরিক বিপণীসমূহে প্রবেশ করিতেছে, অনেকে পান শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। পানোন্মত্ত কলহপরায়ণ নাগরিকগণ পথ পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। তোরণে তোরণে প্রাহরিক মঙ্গলবাদ্য শেষ হইবার পূর্ব্বে শুভ্রবসন-পরিহিত দুই জন পুরুষ বীথিতে প্রবেশ করিল। একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার জীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ে অতিবাহিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্যামবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ও স্থূলকায়, শৌণ্ডিকবীথি ও কপোতিকসঙ্ঘারামের রাজপথের সন্ধিস্থলে একটি অট্টালিকার তোরণ পার্শ্বে অন্ধকারে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত ছিল, সে আগন্তুকদ্বয়কে বীথিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশ্রয় পরিত্যাগ করিল এবং পথে আসিয়া জনতার সহিত মিশিয়া গেল। শৌণ্ডিক অক্ষয়নাগের বিপণীর উপর নৃত্য হইতেছিল। যে গৃহে নর্ত্তকী কলা-বিদ্যার পরিচয় দিতেছিল, তাহার গবাক্ষে বসিয়া জনৈক নাগরিক কুৎসিত ভাষায় পথিকগণকে গালি দিতেছিল। দূর হইতে আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া সে বাতায়নপথ পরিত্যাগ করিল। সহসা নৃত্য থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ হইতে সুমধুর বংশীনিনাদ উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া শৌণ্ডিকবীথির প্রত্যেক বিপণী হইতে দুই চারি জন নাগরিক বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুকদ্বয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা একজন নাগরিক দীর্ঘাকার পুরুষের গাত্রে ঢলিয়া পড়িল। সে আত্মসম্বরণ করিবার পূর্ব্বে দীর্ঘাকার পুরুষ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার হস্তে একখানি পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। নাগরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলে আগন্তুকদ্বয় অক্ষয়নাগের বিপণীতে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ অক্ষয়নাগ বিপণীতে বসিয়া বিক্রীত সুরার মূল্য গ্রহণ করিতেছিল, সে দীর্ঘাকার পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। আগন্তুকদ্বয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়নাগ, আমাকে চিনিতে পার?" বৃদ্ধ শৌণ্ডিক তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে কহিল, "না।"

"আমি মন্দ-মলয়ানিল।"

বৃদ্ধ শৌণ্ডিক কাঁপিয়া উঠিল এবং কহিল, "প্রভু?"

"হাঁ, তোমার নীলকক্ষ কি এখনও নির্জ্জন আছে?"

"প্রভুর আদেশে তাহা এখনই পরিষ্কৃত হইবে।"

এই সময়ে আর একজন নাগরিক বিপণী মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া পানরত নাগরিকগণ সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। নবাগত পুরুষ বিপণীর পশ্চাতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল, তাহা দেখিয়া শৌণ্ডিক দীর্ঘাকার পুরুষকে কহিল, "প্রভু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি নীলকক্ষ পরিষ্কার করিয়া আসিতেছি।" অক্ষয়নাগ বিপণী ত্যাগ করিল, সেই সময়ে আরও কয়জন নাগরিক বিপণী মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগন্তুকদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরে অক্ষয়নাগ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে কক্ষ মার্জ্জিত হইয়াছে। আগন্তুকদ্বয় শৌণ্ডিকের সহিত গমন করিলে, নবাগত নাগরিকগণ ধীরে ধীরে বিপণী পরিত্যাগ করিল।

অক্ষয়নাগ ও আগন্তুকদ্বয় যখন নীলকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন আর একজন পুরুষ সেই স্থানে তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সময়ে নগর-তোরণে মঙ্গলবাদ্য শেষ হইল। সে কহিল, "প্রভু, সময়

হইয়াছে সমস্ত প্রস্তুত।” দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, “মুরারি, কোন্ পথে যাইতে হইবে?”

মুরারি। পূর্ব্বের ন্যায় বাতায়নপথে রজ্জুনির্ম্মিত অবতরণিকা প্রস্তুত আছে।

অক্ষয়। প্রভু, এখন আর বাতায়ন-পথের আবশ্যক নাই, ইন্দ্রলেখা এখন গণিকা।

মুরারি। তাহা কাহার অবিদিত নাই, তুমি এই কক্ষে অপেক্ষা কর, আমরা ফিরিয়া না আসিলে বিপণীতে যাইও না। প্রভু আসুন।

মুরারি বাতায়ন-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলে গোবিন্দগুপ্ত ঋষভদেবের সহিত তাহার অনুসরণ করিলেন। বাতায়ন-পথে রজ্জু নির্ম্মিত অবতরণিকা লম্বিত ছিল, ঋষভদেব তাহাতে পদার্পণ করিবামাত্র তাহা বেগে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে পতনোন্মুখ দেখিয়া গোবিন্দগুপ্ত তাঁহাকে এক হস্তে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। অক্ষয়নাগের বিপণীর পশ্চাতে একটি আম্রকানন, নিশীথ রাত্রিতে তাহা অন্ধকারময়। গোবিন্দ গুপ্ত পূর্ব্বপরিচিত পথে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু মুরারি তাঁহাকে নিষেধ করিল; সে কহিল, “প্রভু, আপনার অগ্রবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। অল্পকাল পূর্ব্বে এই পথে মানুষ চলিয়াছে।” গোবিন্দ গুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি প্রকারে জানিলে?”

“সন্ধ্যার পরে এই পথে অনেকগুলি উপলখণ্ডের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলাম, সেগুলি কে পদাঘাতে নষ্ট করিয়াছে।”

“কয়জন গিয়াছে বুঝিতে পারিতেছ?” “প্রাচীরগুলি মাত্র দুই স্থানে ভাঙ্গিয়াছে।” “সন্ধ্যার পরে কি এ পথে কেহ আসে না?” “অক্ষয়নাগের উদ্যানে প্রেতের উপদ্রব হয়, সেই ভয়ে নাগরিকগণ সন্ধ্যার পরে এই দিকে আসিতে চাহে না।” “একজন মনুষ্যের জন্য প্রাণভয়ে ভীত হইবার

কোন আবশ্যক নাই।" "প্রভু, আপনার জীবন বহুমূল্য, গুপ্ত ঘাতকের হস্তে আপনাকে নিহত হইতে দিব না।"

মুরারি এই বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। গোবিন্দগুপ্ত অগ্রসর হইতে গিয়া দেখিলেন যে ঋষভদেব দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার বস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন; মহারাজপুত্র মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" "মহারাজ, প্রাসাদে ফিরিয়া চলুন।" "কেন?" "রামকবচ আনি নাই।" "রামকবচ কি হইবে?" "উপদেবতার উপদ্রব—" "ঠাকুর, এখন আমরাই উপদেবতা।" "রাম রাম—"

মুরারি হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর, যদি বিলম্ব কর তাহা হইলে তোমাকে এই স্থানে রাখিয়া যাইব।" ব্রাহ্মণ বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহাদিগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। আম্রকানন-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির ছিল, সকলে তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। মুরারি মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং মন্দিরের মধ্যস্থল হইতে কাষ্ঠখণ্ড সরাইয়া ফেলিল। কাষ্ঠখণ্ডে সুড়ঙ্গদ্বার আবৃত ছিল, প্রদীপহস্তে মুরারি সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিলে মহারাজ-পুত্র ও ঋষভদেব তাহার অনুসরণ করিলেন। মহারাজ-পুত্র কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা সুড়ঙ্গমুখ পুনরায় আবৃত করিলেন। সুড়ঙ্গপথের সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া সকলেই ভূগর্ভে অবতরণ করিলেন। যেস্থানে সোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি পাষাণনির্ম্মিত একটি প্রশস্ত কক্ষ, সকলে কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। ঋষভদেব চীৎকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু অন্ধকারে কে তাহার মুখে হস্তার্পণ করিল এবং কর্ণমূলে কহিল, "শব্দ করিলে মরিবে!"

মুরারি অন্ধকারে অগ্রসর হইল, ঋষভদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গোবিন্দগুপ্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সহসা বহু দূরে ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া মুরারি দাঁড়াইল। গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

উত্তর হইল, "সুড়ঙ্গপথে কে আলোক আনিল বুঝিতে পারিতেছি না।" "হয় ত ইন্দ্রলেখার দাসী।" "প্রভু, ইন্দ্রলেখা ব্যতীত পাটলিপুত্র নগরে আর কোন রমণী নাই যে, রাত্রিকালে এই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে ভরসা করিবে। আপনারা এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখিয়া আসি।"

মুরারি অগ্রসর হইল, মহারাজ-পুত্র বস্ত্রমধ্য হইতে দীর্ঘ কৃপাণ বাহির করিয়া তাহা কোষমুক্ত করিলেন এবং প্রাচীরে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণকাল পরে দীপ নির্ব্বাপিত হইল এবং মুরারি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, কুক্কুটারামের নিম্নে সোপানে কে প্রদীপ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিবাইয়া দিয়াছি, কোন মানুষ দেখিলাম না, অগ্রসর হউন।"

তিন জনে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পকাল পরে সোপানশ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। সোপানশ্রেণী একটি বৃহৎ পাষাণ-নির্ম্মিত বৃহৎ চৈত্যের গর্ভে শেষ হইয়াছিল। চৈত্যের গর্ভে বেদীর উপরে তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, মুরারি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিল। ঋষভদেব চৈত্য-গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা বিশাল কুক্কুটারামের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গগনস্পর্শী কুক্কুটবিহার এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বিহার। তাহার চারিদিকে পরিক্রমণের পথ, পথের অপরপার্শ্বে উদ্যান। সকলে চৈত্য-গর্ভ ত্যাগ করিয়া অন্ধকারময় বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিহার-প্রাঙ্গণ তখন জনশূন্য, কেবল মূল বিহারের গর্ভ-গৃহে একজন বর্ষীয়ান্ ভিক্ষু কুশাসনে উপবেশন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। মহারাজ-পুত্র ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় যে সময়ে চৈত্য-গর্ভ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে একজন ভিক্ষু বিহারের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট ভিক্ষুকে প্রণাম করিল। তিনি মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসিয়াছে?"

উত্তর হইল "হাঁ।" "কয় জন?" "তিন জন।" "কোথায় আছে?" "মঞ্জুশ্রী-বিহারের ঈশান কোণে, বিল্ববৃক্ষের নিম্নে।" "তাহাদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছ?" "হাঁ।" "সঙ্ঘারামের দ্বার রুদ্ধ কর, আমি যাইতেছি।"

ভিক্ষু প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল, তখন প্রথম ভিক্ষু দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া গর্ভগৃহ পরিত্যাগ করিল। সেই সময়ে আর একজন দীর্ঘাকার পুরুষ চৈত্য-গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া চৈত্যের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল। তাহার সমস্ত অবয়ব কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, সুতরাং আগন্তুক বা সঙ্ঘারামবাসী কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। মুরারি ও ঋষভদেবকে বৃক্ষতলে রাখিয়া গোবিন্দগুপ্ত উদ্যান মধ্যে অগ্রসর হইলেন। বৃক্ষ সমূহের নিম্নে অন্ধকারের আশ্রয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দূরে শ্বেতবস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইল। উভয়ে একটি ক্ষুদ্র পুষ্প-বৃক্ষের নিম্নে সম্মুখীন হইলেন।

গোবিন্দগুপ্ত বিল্ববৃক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র মুরারি ঋষভদেবকে কহিল, "ঠাকুর, আমি চলিলাম, তুমি এই বৃক্ষতলে স্থির হইয়া বসিয়া থাক, নড়িলেই মরিবে।" ব্রাহ্মণ কাতরকণ্ঠে কহিল, "মুরারি, একা থাকিলেও যে মরিব?" "মরিতে হয় মরিও, এখন অধিক কথা কহিবার অবসর নাই।"

মুরারি এই বলিয়া সর্পের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। ব্রাহ্মণ ভয়ে বৃক্ষকাণ্ড দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মুরারি ক্ষিপ্রগতিতে এক বৃক্ষে আরোহণ করিল। সেই বৃক্ষে তিন চারি জন মনুষ্য বসিয়াছিল, সে তাহাদিগকে অস্ফুট স্বরে কহিল, "সময় হইয়াছে।" তাহাদিগের মধ্যে একজন পেচকের ন্যায় শব্দ করিল, তখন উদ্যানের বহু বৃক্ষ হইতে বহু নিশাচর পক্ষীর রব শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক অস্ত্রধারী পুরুষ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিক হইতে গোবিন্দগুপ্ত ও তাহার সঙ্গীকে বেষ্টন করিল, মহারাজপুত্র অথবা

শুভ্র-বসনপরিহিত মনুষ্য বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ-বস্ত্রাবৃত পুরুষ, চৈত্যের অন্তরাল ত্যাগ করিয়া ইহাদিগের সহিত মিশিয়া গেল। যে সকল অস্ত্রধারী বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারাও আপাদ-মস্তক কৃষ্ণবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না।

শুভ্রবস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি গোবিন্দগুপ্তের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" "মন্দ-মলয়ানিল।" "সত্য কি তুমিই সেই?" "তুমি কে?" "আমি কুসুম সুরভি।" "প্রমাণ?"

বস্ত্রাবৃত রমণীমূর্ত্তি একখানি সুন্দর গৌরবর্ণ হস্ত বাহির করিয়া একটি বৃহৎ সুবর্ণের অঙ্গুরীয়ক দেখাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রমাণ?" "বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে যে দিন শেষ এই স্থানে আসিয়াছিলাম, সে দিন কুসুম সুরভির পরিবর্ত্তে নটফল্গুযশ অসিহস্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—" "যথেষ্ট হইয়াছে, মহারাজ-পুত্র মার্জ্জনা কর।" "ইন্দ্রলেখা, তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ কেন?" "বহুদিন দেখি নাই।" "তুমি ত ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিয়াছিলে।"

রমণী ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "অপরাধ করিয়াছি—তাহার কি মার্জ্জনা নাই?" "শুন ইন্দ্রলেখা, শুনিয়াছি ফল্গুযশ তোমাকে নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী করিয়াছিল। বৃথা রোদনের উপক্রম করিতেছ, শীঘ্রই আমাকে জালন্ধরে ফিরিতে হইবে, সময় নষ্ট করিও না। আমাকে কেন আহ্বান করিয়াছ বল।"

রমণী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিল, "সত্যই,—সত্যই—দেখিব বলিয়া—আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; মহারাজ-পুত্র—তুমি—এত নিষ্ঠুর,—যদি—অপরাধ করিয়া—থাকি—মার্জ্জনা করিও।—" গোবিন্দগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন, "ইন্দ্রলেখা, সত্য সত্যই তুমি নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, বিংশতিবর্ষ পরে আমি ত নিষ্ঠুর হইবই, ইহাই নারীজাতির

ধর্ম্মশাস্ত্র। তোমার জন্য রাজ্যসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়া প্রাসাদের পরিবর্ত্তে কুটীরে বাস করিতে চাহিয়াছিলাম। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, গণিকার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ; কিন্তু গণিকার কন্যা বারবনিতার ধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই। অবলীলাক্রমে সম্রাট্-পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া বেশ্যা-পুত্রের সহিত পলায়ন করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? আমি যে দিন শেষ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সে দিন কুঙ্কুম সুরভির পরিবর্ত্তে এই কদম্বমূলে বেশ্যাপুত্র ফল্গুযশের অসি আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই।"

বহুক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিয়া রমণী অবশেষে কহিল, "মহারাজ-পুত্র, যৌবনে যে অপরাধ করিয়াছি—আজীবন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, ইচ্ছা করিয়া রাজ্য-সম্পদ জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমার বহু অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ আর একটি অনুরোধ রক্ষা কর। এই শেষ অনুরোধ, আর একবার তেমন করিয়া তোমার মুখখানি দেখিব।"

অনুরোধ শ্রবণ করিয়া মহারাজ-পুত্র শিহরিয়া উঠিলেন, তখন অবসর বুঝিয়া রমণী তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল। গোবিন্দগুপ্ত পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু হস্ত-মোচনের চেষ্টা করিলেন না। রমণী তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। এইবার গোবিন্দগুপ্ত শিহরিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "ছি ইন্দ্রলেখা, আর না।" ইন্দ্রলেখা নিকটে আসিয়া পুনরায় তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল এবং কহিল, "আর একবার মহারাজ-পুত্র, আর কখনও কোন অনুরোধ করিব না।" তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "ইন্দ্রলেখা, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব কিন্তু তাহার মূল্য দিতে হইবে।"

ইন্দ্রলেখা উৎসুক হইয়া কহিল, "কি মূল্য, বল, আমার এমন কি আছে যাহা তোমাকে অদেয় ?" ঈষৎ হাস্য করিয়া গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন,

"একদিন ঐ কথা শুনিয়া, ঐ মুখ দেখিয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ইন্দ্রলেখা, বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে তাহার যথোচিত প্রতিদান দিয়াছি। পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে তোমাকে পিতার নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরীয়ক দিয়াছিলাম অদ্য তাহাই আমার মূল্য। তাহা ফিরাইয়া দিলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।"

ব্যস্তভাবে অনামিকা হইতে অঙ্গুরীয়ক মোচন করিতে করিতে ইন্দ্রলেখা কহিল, "লও, এখনই লও,—মহারাজ-পুত্র, আমাকেও লও, তোমার পদপ্রান্তে আমার কলুষিত দেহকে আশ্রয় দাও।"

অঙ্গুরীয়ক গোবিন্দগুপ্তের হস্তগত হইল, ইন্দ্রলেখা পুনর্ব্বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল এবং সেই সময়ে রমণী বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া গোবিন্দগুপ্তের কণ্ঠে আঘাত করিল। কঠিন জালবর্ম্ম স্পর্শ করিয়া ছুরিকা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, গোবিন্দগুপ্ত উচ্চ হাস্য করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে বহু অস্ত্রধারী পুরুষ নির্গত হইয়া মহারাজপুত্রকে আক্রমণ করিল, সেই সময় উদ্যানমধ্যে পুনরায় পেচক ডাকিয়া উঠিল। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মুরারি ও তাহার শতজন অনুচর আততায়ীগণকে বেষ্টন করিয়া বন্দী করিল। সেই অবসরে ইন্দ্রলেখা পলাইল।

যে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত পুরুষ, গোবিন্দগুপ্ত, মুরারি ও ঋষভদেবের পশ্চাতে চৈত্যগর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছিল, সে ইন্দ্রলেখাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল। ইন্দ্রলেখা উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুটমহাবিহারে প্রবেশ করিল। তোরণদ্বারে অন্ধকারে দীর্ঘাকার ভিক্ষু তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্রলেখা কহিল "পলাও শীঘ্র পলাও, সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছে।" "কি হইয়াছে?" "বোধ হয় মহাপ্রতীহারের সেনা উদ্যানমধ্যে লুকায়িত ছিল, তাহারা আমার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়াছে।" "গোবিন্দগুপ্ত হত হইয়াছে ত?" "না, জালবর্ম্ম পরিয়া আসিয়াছিল।" "কত সেনা দেখিলে?" "শতাধিক।"

"কোন চিন্তা করিও না, বিহার মধ্যে সহস্রাধিক অস্ত্রধারী ভিক্ষু আছে, তাহারা শীঘ্রই ইহাদিগকে নিধন করিবে।"

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত পুরুষ তোরণ-স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল এবং ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া গিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে বংশী বাহির করিয়া তীব্রস্বরে বাদন করিল। তাহা শুনিয়া বিহারের বহির্দেশ হইতে বহু পুরুষ তোরণদ্বার ভাঙ্গিয়া উল্কাহস্তে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া উদ্যানমধ্যে গোবিন্দগুপ্ত চমকিত হইলেন। যে সমস্ত সেনা তোরণ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগের নায়ক কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত পুরুষকে অভিবাদন করিল। তিনি কহিলেন "বিহারবাসী সমস্ত নরনারীকে বন্দী কর।" তখন বহু খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল, ভিক্ষুগণ পূর্ব্বে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা শিক্ষিত সেনার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। কতক ভিক্ষু নিহত হইল এবং অধিকাংশ আত্মসমর্পণ করিল।

উদ্যানমধ্যে বিল্ববৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দগুপ্ত মুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুরারি, ব্যাপার কি?"

"প্রভু কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

দূর হইতে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত পুরুষ কহিলেন, "গোবিন্দ, চিন্তা নাই, আমি আসিয়াছি।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া মহারাজ-পুত্র চমকিত হইলেন এবং কহিলেন, "কে, পিতৃব্য?" উত্তর হইল "হাঁ।" তখন গোবিন্দগুপ্ত, মুরারি ও তাহার অনুচরগণ উদ্যান হইতে বাহির হইয়া দামোদর শর্ম্মার নিকটে আসিলেন, মহারাজ-পুত্র প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতৃব্য। এ কি ব্যাপার?" "কি ব্যাপার গোবিন্দ?" "আপনি আসিলেন কেন?" "আমি না আসিলে তোমাদের কি একজন ফিরিতে পারিত?" "কেন?" "বিহার মধ্যে সহস্রাধিক অস্ত্রধারী ভিক্ষু তোমাকে হত্যা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।" "কেন?" "কল্য জানিতে পারিবে।" "ইন্দ্রলেখা

কোথায়?” “হত না হয় বন্দী।” “পিতৃব্য, আপনি কোন্ পথে আসিলেন?” “যে পথে তোমরা আসিয়াছ।” “সে কি! আপনি কি প্রকারে সে পথ চিনিলেন?” “বৎস, বৃদ্ধ দামোদর তোমার পিতার রাজ্যকালে পাটলিপুত্র নগরের বহু গুপ্তপথ চিনিয়াছিল।” “কেন পিতৃব্য?” “সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র যখন বেশ্যা-কন্যার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল, তখন।” “পিতৃব্য, পিতা কি তাহা জানিতেন?” “সমস্তই। যে দিন ইন্দ্রলেখার পরিবর্ত্তে ফল্গুযশ অসিহস্তে তোমার কণ্ঠালিঙ্গন করিতে আসিয়াছিল, সে দিনও বৃদ্ধ দামোদর তোমার পিতার আদেশে এই সুড়ঙ্গপথে বিহারে প্রবেশ করিয়া এই বিল্ববৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছিল।”

অশ্রুঅন্ধ নেত্রে প্রৌঢ় মহারাজ-পুত্র বৃদ্ধ মন্ত্রীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

সেই সময়ে সেনানায়ক আসিয়া মহামন্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া কহিল, “দেব! সমস্ত শেষ হইয়াছে।” “মহাবিহারস্বামী হরিবল ও ইন্দ্রলেখা ধৃত হইয়াছে?” “হাঁ।” “তাহাদিগকে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট প্রেরণ কর।” “ভিক্ষুগণকে কি ছাড়িয়া দিব?” “না, যাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখ, আবশ্যক হইলে দণ্ডনায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিও।”

এই সময়ে অশ্বারোহণে এক ব্যক্তি অতি দ্রুতবেগে কুক্কুটবিহারে প্রবেশ করিল এবং তোরণস্থিত সেনাগণকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহামন্ত্রী কোথায়?” তাহারা বিহারপার্শ্বে দণ্ডায়মান দামোদর শর্ম্মাকে দেখাইয়া দিল। আগন্তুক অশ্বের গতি সংযত না করিয়া মহামন্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কহিল, “দেব, এইমাত্র কুসংবাদ লইয়া জালন্ধর হইতে দূত আসিয়াছে। মহারাজাধিরাজ আপনাকে ও মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্তকে স্মরণ করিয়াছেন।

উত্তর না দিয়া কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা ও জালবর্ম্মাবৃত মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্ত অশ্বারোহণে সঙ্ঘারাম হইতে নির্গত হইলেন।

তখন মুরারি ঋষভদেবের সন্ধানে চলিল। দেখিল, ব্রাহ্মণ প্রায় বিগতচেতন হইয়া বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া আছে। মুরারি ডাকিল, "ঠাকুর!" উত্তর নাই। মুরারি পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণ জীবিত আছে। তখন সে ছলনা করিবার জন্য কহিল, "ঘুমাইয়াছে তবে থাক, প্রভাতে নিজে পথ চিনিয়া ফিরিবে।" ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া মুরারির পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মুরারি, তুমি আমার ধর্ম্মপিতা, দোহাই তোমার, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে একা ফেলিয়া যাইও না। আমি উপদেবতার ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছি।" মুরারি হাসিয়া কহিল, "ভাল, যাইব না। ঠাকুর, তুমি এখন কোথায় যাইবে?" "কেন প্রাসাদে, মহারাজপুত্র কোথায়?" "তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তুমি ফিরিবে কিরূপে?" "ঐ জন্যই ত বলিয়াছিলাম যে আমি যাইব না। ঠাকুরাণীকে বলিয়া কল্য প্রাতেই এই নগর ত্যাগ করিব। মুরারি, তোমাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছি, তুমি যদি প্রাসাদের অন্তঃপুর-দ্বারে পৌঁছাইয়া দাও, তাহা হইলে আমি পৌঁছিতে পারিব।" "ঠাকুর, আমি প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিব না, চল তোমাকে তৃতীয় তোরণ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসি।" "আমি যে পথ চিনি না।" "পথ বলিয়া দিব।" "পথ যে অন্ধকার।" "সমস্ত তোরণে আলোক আছে।" "কিন্তু আমার যখন ভয় হইবে?" "তবে তোমার যাওয়া হইল না।" "মুরারি, তুমি আমার ধর্ম্মপিতা নহ, পিতামহ। কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা কর, কল্য প্রাতে আমি নিশ্চয় পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া পলাইব।" "ভাল চল, আমি যাইতে পারিব না; তোমার সঙ্গে একজন লোক দিতেছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
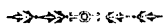
সাম্রাজ্যের অধিকরণ

শোণতীরে বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে আজি মহাসমারোহ। সম্রাট বহুদিন পরে সমুদ্রগুপ্তের উদ্যান-আবাসে আসিয়াছিলেন। প্রতীহার, রক্ষিগণ উদ্যানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে, তোরণে তোরণে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি রথ আসিতেছে, স্বয়ং প্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত আরোহীকে উদ্যানমধ্যে লইয়া যাইতেছেন। কোনও রথ, হস্তী বা অশ্ব তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেছে না। দিবসের প্রথম দুইদণ্ড অতিবাহিত হইলে সিন্ধুদেশীয় অশ্বচতুষ্টয় বাহিত একখানি হৈমরথ তোরণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপ্রতীহার আরোহীকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন; পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল, রথ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। একজন তরুণ সেনা তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, এই রথের আরোহী নামিল না কেন?" তাহার সঙ্গী হাসিয়া কহিল, "এই রথের আরোহীকে জানিস্?" "না।"

"মহারাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শকমণ্ডলেশ্বর, মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্তদেব।"

"আর কাহারও রথ ভিতরে যাইবে কি?"

"আর তিনখানি রথ সম্রাটসকাশে যাইতে পারে।" যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তের, যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহামাত্য দামোদর শর্ম্মার এবং

কুমারপাদীয় মহাহস্ত্যশ্বনৌবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্তের রথ বা হস্তী সম্রাটসকাশে প্রবেশ করিতে পারে।”

সৈনিকের উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবক তোরণদ্বারে উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে দশপংক্তিতে শতজন অশ্বারোহী সেনা তোরণের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। মহাপ্রতীহার পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন, তোরণের অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা অভিবাদন করিল। একজন সেনা বলিয়া উঠিল, “যুবরাজের জয় হউক।” সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, উদ্যানপ্রান্তে সমবেত প্রতীহার রক্ষিগণ তাহা শুনিয়া মহাশব্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যুবরাজ তোরণ-পথে দাঁড়াইয়া অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিলেন। তরুণ সেনা তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি বোধ হয় যুবরাজ ?” “হাঁ ; যুবরাজের সঙ্গে যে অশ্বারোহী সেনা দেখিতেছ, ইহারা যুবরাজের শরীররক্ষী সেনা। ইহারা মালববাসী, শকযুদ্ধে ইহারা অসম্ভব বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সৌরাষ্ট্রমণ্ডল অধিকার করিয়াছিল। ইহারা সর্ব্বদা স্কন্দগুপ্তের জন্য মরিতে প্রস্তুত। আবার যখন যুদ্ধ বাধিবে তখন মালবের কৃষ্ণ অশ্বারোহিগণ সাম্রাজ্যের সকল সেনার সম্মুখে থাকিবে। ইহারা সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী সেনার নাসীর।”

দেখিতে দেখিতে আর একখানি রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিলেন, সেনাগণ অভিবাদন করিল। রথারোহী রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তরুণ সেনা তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি কে ?” সঙ্গী কহিল, “চিনিতে পারিলাম না। দেখ ভাই, আজিকার উদ্যান-বিলাসটা নূতন ধরণের, সম্রাট উদ্যান-বিলাসে আসিলে তরুণী নর্ত্তকী আসে, সুন্দরী গায়িকা আসে, শত শত বাদক আসে, পুরমহিলারা আসেন, সমস্তদিন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয় কিন্তু আজিকার নর্ত্তকী বৃদ্ধ দামোদর শর্ম্মা, গায়িকা মহারাজপুত্র ও বাদক বোধ

হয় অগ্নিগুপ্ত ?” সৈনিকের কথা শুনিয়া তোরণের সমস্ত সেনা নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল। তখন সে তাহার পার্শ্বস্থিত সেনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এবার কে আসিল হে ?”

“বোধ হয় গৌড়ীয় বলাধিকৃত ভানুমিত্র।”

প্রথম সেনা কহিল, “ওহে, এই ভানুমিত্র সাধারণ লোক নহে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে একাকী এক গুল্ম-সেনা লইয়া সমস্ত শকরাজার বিরুদ্ধে নগরহার রক্ষা করিয়াছিল। ভানুমিত্র যুবরাজের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। মহারাজাধিরাজের পালিতা কন্যা করুণা দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। এই গৌড়ীয় সেনাপতি একদিন যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহাসেনাপতি হইবে।”

এই সময়ে মহাকায় গজারোহণে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী তোরণে উপস্থিত হইলেন। অভিবাদনান্তে তাঁহাকে লইয়া মহাপ্রতীহার উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, উদ্যানের তোরণ রুদ্ধ হইল। উদ্যানমধ্যে মর্ম্মরনির্ম্মিত সৌধে পরমেশ্বর পরম-ভাগবত পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেব স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, অগ্নিগুপ্ত উপবিষ্ট আছেন। দামোদর শর্ম্মাকে দেখিয়া সকলে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করিলেন। মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত তোরণের পার্শ্বে কোষমুক্ত অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল।

মহারাজাধিরাজ কহিলেন, “পিতৃব্য, গোবিন্দ অদ্যই জালন্ধর যাত্রা করিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গোবিন্দের কি বক্তব্য আছে আপনারা তাহা শ্রবণ করুন।”

গোবিন্দ। পিতৃব্য, বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইয়াছে, গান্ধার ও নগরহার অতিক্রম করিয়া দূত ও সার্থবাহগণ যাইতে পারিতেছে না, অচিরে পুরুষপুর ও তক্ষশিলা আক্রান্ত হইবে। শকমণ্ডলের সীমান্তে যে

সেনা আছে তাহা মুষ্টিমেয়, অন্ততঃ পঞ্চ লক্ষ সেনা না হইলে উদ্যান ও সিন্ধুদেশে গিরিসঙ্কট রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বর্ব্বরজাতি গিরি-সঙ্কট পার হইলে পঞ্চনদ রক্ষার জন্য পঞ্চ লক্ষের স্থানে দশ লক্ষ আবশ্যক হইবে। সাম্রাজ্যের বিষয়ে বিষয়ে ভুক্তিতে ভুক্তিতে যে সকল-শিক্ষিত সেনা আছে তাহাদিগকে এখনই শতদ্রুতীরে প্রেরণ করা হউক। পঞ্চনদ ও মধ্যদেশের সেনা আমার সহিত জালন্ধরে প্রেরিত হউক। সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু, আনর্ত্ত ও মালবের সেনা হরিগুপ্তের সহিত সপ্তসিন্ধুর মুখে অপেক্ষা করিবে। মাগধ ও গৌড়ীয় সেনা মহাসেনাপতির সহিত যত শীঘ্র সম্ভব জালন্ধরে যাইবে। সৌরাষ্ট্র হইতে চক্রপালিত, মালব হইতে বন্ধুবর্ম্মা, প্রতিষ্ঠান হইতে তনুদত্ত, পাটলিপুত্র হইতে স্কন্দ ও হর্ষ এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ভানুমিত্র আমার সহিত গমন করুক। পিতৃব্য স্বয়ং যুদ্ধের ভাণ্ডাগারাধিকৃত হইবেন এবং মহা ভাণ্ডাগারাধিকরণ এক মাসের মধ্যে কোটি সুবর্ণ জালন্ধর-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিবেন এবং প্রতিমাসে কোটি সুবর্ণ পাটলিপুত্র হইতে পঞ্চনদে প্রেরিত হইবে। ইহা যদি সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে সাম্রাজ্য রক্ষা অসম্ভব হইবে।

দামোদর। বৎস, বিষ্ণুভদ্র ও বুদ্ধভদ্রের আগমনের পূর্ব্বে আমরা হূণ-যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিতে পারি নাই। তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাই পাইবে। অগ্নি হইতে সাম্রাজ্যের সামান্য গৌল্মিক পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞাধীন থাকিবে। আবশ্যক হইলে আমি পুরুষপুর যাইব এবং মহারাজ স্থান্বীশ্বরে থাকিবেন।

গোবিন্দ। 'আপনাদিগকে পাটলিপুত্র ত্যাগ করিতে হইবে না।

শোণগর্ভে স্রোতের মুখে একটা দগ্ধ মৃৎপাত্র ভাসিয়া যাইতেছিল, সেটা সৌধ-তোরণের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে তীরে আসিয়া লাগিল। মহাপ্রতীহার তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। উদ্যান-সীমার বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা অপেক্ষা করিতেছিল, মহাপ্রতীহারের ইঙ্গিতে তাহা মর্ম্মর-সৌধের নিম্নে

শুভ্র মর্ম্মরের ঘট্টায় আসিয়া লাগিল। কৃষ্ণগুপ্ত তীরে দাঁড়াইয়া মৃৎপাত্রের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন, তৎক্ষণাৎ নৌকা হইতে চারিজন নাবিক জলে লম্ফ প্রদান করিল এবং দগ্ধ মৃদ্‌ভাণ্ডের নিম্ন হইতে একজন কৃশকায় গৌরবর্ণ যুবককে টানিয়া তুলিল। মহাপ্রতীহার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে, বলিতে পার?" একজন নাবিক কহিল "এ ব্যক্তি, চন্দ্রসেন।" "চন্দ্রসেন কে?" "ইন্দ্রলেখার জার।"

মহাপ্রতীহার পুনর্ব্বার ইঙ্গিত করিলেন, নাবিকগণ চন্দ্রসেনের মুখ, হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে নৌকায় উঠাইয়া লইয়া গেল।

তখন সৌধমধ্যে সাম্রাজ্যরক্ষার মন্ত্রণা শেষ হইয়াছে। দামোদর শর্ম্মা সম্রাটের আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সম্রাট তাহা স্বাক্ষর করিতেছেন। এই সময়ে কৃষ্ণগুপ্ত ফিরিয়া আসিলেন। চক্ষুর ইঙ্গিতে মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" ওষ্ঠের উপরে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া মহাপ্রতীহার জ্ঞাপন করিলেন, সংবাদ গোপনীয়, পরে জানাইবেন। পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সম্রাট আসন ত্যাগ করিলেন এবং যুবরাজের হস্তধারণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, স্কন্দ কখন যুদ্ধে ব্রতী হয় নাই, তাহাকে সর্ব্বদা তোমার পার্শ্বে রাখিও। আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর"। মহারাজপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "দাদা, বিচলিত হইতেছেন কেন?" আবেগে সম্রাটের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি কহিলেন, "ভাই, মনে হইতেছে বিপদ নিকটবর্ত্তী, তুমিও সাবধানে, থাকিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিও, আবার পাটলিপুত্রে আসিও—"

সম্রাটের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। সৌধমধ্যে উপস্থিত পুরুষমাত্রেই বিচলিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, রাষ্ট্রনীতিকুশল মহামাত্যের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অগ্নিগুপ্ত মুখ ফিরাইয়া উত্তরীয়ে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভানুমিত্রের হস্তধারণ করিয়া সম্রাট

কহিলেন, "গোবিন্দ, করুণা ও অরুণা আমার নিকট স্কন্দের সমান। মহানায়ক অগ্নিমিত্রের পুত্র তরুণ হইলেও যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, সে সিংহ-বিক্রম কিন্তু তাহার জীবনের মমতা নাই। করুণার জন্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিও। বন্ধুগণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বহুবার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে তোমাদিগকে মনঃকষ্ট দিয়াছি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, সাম্রাজ্যে ঘোর দুর্দ্দিন আগত। বিষম সমর আর্য্যাবর্ত্তকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, যাহারা যাইতেছে তাহারা ফিরিবে কি না সন্দেহ—"

পুনরায় সম্রাটের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তিনি দ্রুতপদে সৌধ হইতে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন, রথ নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কুমারগুপ্ত প্রস্থান করিলে দামোদর শর্ম্মা গোবিন্দগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত ও ভানুমিত্রকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে: কহিলেন, "গোবিন্দ, আমার কি হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না, আজি কাহাকেও ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। তোরা বল্ যে আবার পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিবি? আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর্। আমার মনে হইতেছে করাল কাল ভীষণ বদন-ব্যাদান করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত গ্রাস করিতে আসিতেছে। গোবিন্দ, কল্য পাটলিপুত্র অন্ধকার হইবে, কাহাকে লইয়া রাজধানীতে বাস করিব? তোরা বল্ যে আবার পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিবি,—সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ আবার তোদের হাস্যোজ্জ্বল আস্যের আভায় বিকসিত হইয়া উঠিবে?" রুদ্ধকণ্ঠে মহারাজপুত্র কহিলেন, "পিতৃব্য, কি করিতেছেন?" বৃদ্ধ মহামাত্য মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "কি জানি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্কন্দ, গোবিন্দ, বল্ তোরা ফিরিয়া আসিবি? ভানু, করুণের মুখ শুকাইয়া থাকিবে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে বধূ জিজ্ঞাসা করিবে পুত্র, জামাতা কতদিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, আমি তখন কি উত্তর দিব? স্কন্দ, তুই যে দিন ফিরিয়া আসিবি সেই দিন তোদের সঙ্গে আবার ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদে

প্রবেশ করিব, নতুবা নহে। গোবিন্দ, তুই আসিয়া আমার চিতাশয্যা রচনা করিলে তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।”

মহারাজপুত্র ও যুবরাজ বহুকষ্টে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। মহামাত্যের হস্তী উদ্যানে তোরণ হইতে বহির্গত হইলে মহারাজপুত্র যুবরাজকে কহিলেন, “স্কন্দ অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে।” “অদ্যই?” “অদ্যই। মহারাজ ও মহামাত্য অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। জীবনে কখনও তাঁহাদিগকে যুদ্ধযাত্রাকালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখি নাই, অদ্যই সন্ধ্যাকালে নগর পরিত্যাগ করিব। অগ্নি, প্রস্তুত হও।”

অগ্নি। সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

গোবিন্দ। ভানু, গৌড়ে ফিরিতে পাইবে না যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

ভানু। তৃতীয় প্রহরে প্রস্তুত হইব।

অতঃপর সকলে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অগ্নি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অগ্নিগুপ্ত ও দৈবজ্ঞ

পাটলিপুত্র নগরের প্রশস্ত রাজপথে শত শত নাগরিক ইতস্ততঃ চলিয়াছে, দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। রাজপথের একপার্শ্বে একজন গ্রহাচার্য্য ছত্রের নিম্নে আসন পাতিয়া উপবেশন করিয়াছে, বহু পুরুষ ও স্ত্রী ভাগ্য-গণনা করাইবার জন্য তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। একজন যোদ্ধা গঙ্গাস্নান করিয়া দেব-দর্শনে যাইতেছিল, সে জনতা দেখিয়া একজন নাগরিককে কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং নাগরিকের মুখে জনসমাগমের কারণ শুনিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রহাচার্য্য তখন একটি সুন্দর রমণীর হস্ত-পরীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে সৈনিকের মুখদর্শনমাত্র বলিয়া উঠিল, “তুমি কেন আসিয়াছ? আমি তোমার অদৃষ্ট-গণনা করিতে পারিব না।” সৈনিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কেন পারিবে না?” “অপ্রিয় কথা বলিতে নাই।” “আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, খড়্গ আমার উপাধান, আমাদের প্রিয় অপ্রিয় নাই।” “বন্ধু, আমি অদৃষ্ট-হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না।” “অপরাধ আমার অদৃষ্টের, বন্ধু, তুমি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।”

“তুমি শীঘ্র যুদ্ধে যাইবে।” “আনন্দের কথা, অনেক দিন তরবারি নররক্ত পান করে নাই।” “তুমি অদ্যই যুদ্ধ-যাত্রা করিবে।” “অদ্যই?” “অদ্যই।” “ক’বে ফিরিব?” “আর ফিরিবে না।”

সৈনিক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহা দেখিয়া গ্রহাচার্য্য কহিল, "বন্ধু, এইজন্যই বলিয়াছিলাম যে তোমার অদৃষ্ট গণনা করিব না।" সৈনিক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "কিছু নহে বন্ধু, কবে মরিব বলিতে পার?" "বিলম্ব আছে।" "কতদিন?" "বিংশতি বর্ষ।"

সৈনিক গ্রহাচার্য্যকে একটি রজত-মুদ্রা দিতে গেল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না, কহিল, "বন্ধু, তোমাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইতে গুরুর নিষেধ আছে।" সৈনিক জনতা ভেদ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর পাটলিপুত্র নগর, শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমি সহসা তাহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, চারিদিক রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে আশ্রয়ের জন্য পথিপার্শ্বস্থিত অট্টালিকার প্রাচীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সেই সময়ে রাজপথের সেই স্থান দিয়া জনৈক শ্যামবর্ণ ক্ষুদ্রকায় প্রৌঢ় অশ্বারোহণে যাইতেছিল, সে সৈনিককে দেখিয়া অশ্বের গতি সংযত করিল। সৈনিক তাহার পরিচিত। অশ্বারোহী তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুচিন্তাকাতর সৈনিক তাহা শুনিতে পাইল না। আগন্তুক তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সৈনিকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। সৈনিক চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই তরবারি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দ্রপালিত, তোমার কি হইয়াছে?" সৈনিক কহিল, "দেব, কিছু নহে, অদ্য যুদ্ধযাত্রায় যাইব সেইজন্য দেবদর্শনে যাইতেছি।" "অদ্য যুদ্ধযাত্রা করিবে, একথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?" "দৈবজ্ঞ বলিয়াছে।" "দৈবজ্ঞ কোথায়?" "ঐ জনতার মধ্যে বসিয়া আছে।" "সে কি তোমাকে আর কিছু বলিয়াছে?" "বলিয়াছে, আর কখনও পাটলিপুত্রে ফিরিব না। একবার জন্মের মত পাটলিপুত্র নগর দেখিয়া লইতেছি, আর ত দেখিতে পাইব না?" "ইন্দ্রপালিত শান্ত হও, গণনা কি সর্ব্বদা সত্য হয়?" "কি জানি? দেব,

সত্যই কি অদ্য যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে?" "সে কথা সত্য।" "তবে আর পাটলিপুত্রে ফিরিব না।" "ইন্দ্রপালিত তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তোমার পুত্র কলত্র নাই, কাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ?" "দেখ, সে যদি বলিত যে আর একবার—একবার মাত্র নগরে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে হয় ত একথা ভাবিতাম না।" "ইন্দ্র! দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেবতার জন্য, রমণী ও ব্রাহ্মণের জন্য কয়জন মরিতে পারে? যে পারে সে মানুষ নহে দেবতা। সকলেই মরে, রোগশয্যায় অথবা আকস্মিক বিপৎপাতে অথবা দারুণ অভিমানে স্বহস্তে একদিন সকলেই মরে,—কিন্তু বলিতে পার কয়জন স্বেচ্ছায় পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারে? শান্ত হও, আমরা যে যুদ্ধে যাইতেছি শকপ্লাবনের পরে তেমন যুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্তে আর হয় নাই। সে যুদ্ধে এই নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন গৌরবের কথা। চল, আমিও দৈবজ্ঞের নিকটে যাইব।"

উভয়ে জনতা ভেদ করিয়া দৈবজ্ঞের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দৈবজ্ঞ আগন্তুককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাসেনাপতি, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ, এই জনতার মধ্যে তাহার উত্তর প্রদান অসম্ভব।"

অগ্নিগুপ্ত বিস্মিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন, তখন গণক নাগরিক ও নাগরিকাগণকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিল। তখন দৈবজ্ঞ মহাসেনাপতিকে কহিল, "অগ্নিগুপ্ত! তুমি কৃতঘ্ন নহ, তুমি চন্দ্রগুপ্তের ঋণ পরিশোধ করিবে।" "চন্দ্রগুপ্তের ঋণ! তুমি—আপনি কি প্রকারে জানিলেন?" "মহানায়ক! পঠিতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে কখন কষ্ট বোধ করিয়াছ?" "না।" "অদৃষ্টলিপি আমার নিকটে সহস্রবার অধীতগ্রন্থ। অগ্নিগুপ্ত, বৃদ্ধ সম্রাট ও বৃদ্ধ সচিবের অশ্রুজল বিস্মৃত হও। স্কন্দগুপ্ত ফিরিবে, গোবিন্দগুপ্ত ফিরিবে, কিন্তু তুমি ফিরিবে না।" "তাহাতে দুঃখ নাই ব্রাহ্মণ, বল যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি রক্ষা করিয়া মরিব।—দেবতার নিকট

অগ্নিগুপ্ত কখন অন্য প্রার্থনা করে নাই।" "তাহাই হইবে, অগ্নিগুপ্ত তুমিই ধন্য; তোমার শোণিতে কুমারগুপ্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। একবার কিন্তু—"

"কিন্তু কি? দ্বিতীয়বার গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্তের বংশে এখনও বহু বীর আছে। হে ব্রাহ্মণ, আত্মবলি দিতে কেহ পরাঙ্মুখ নহে, বল।" "মহাসেনাপতি! শান্ত হও, হূণযুদ্ধে ধীরতার আবশ্যক আছে, বহু নরবলির আয়োজন হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তকে বলিও যে, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজ যে দিন পবিত্র গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মাগধসেনা লইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিবেন, সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা হইবে।" "আচার্য্য তুমি কি বলিতেছ?" "যাহা বলিতেছি তাহা তুমি বুঝিবে না।" "কে বুঝিবে?" "যশোধর্ম্মদেব ও বালাদিত্য বুঝিবে।" "তাহারা কে?" "আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাতা।" "ব্রাহ্মণ, যাহাই হউক আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা হইবে?—ইহাই আমার সুখ। গুপ্তসাম্রাজ্য, গুপ্তবংশ রসাতলে যাউক, সহস্র স্কন্দগুপ্ত, লক্ষ অগ্নিগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই; তীর্থ ও দেবতা—রমণী ও শিশু রক্ষিত হউক।"

সহসা গ্রহাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধ সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "মহাবলাধিকৃত, তুমি ধন্য, যুগে যুগে কল্পে কল্পে তোমার ন্যায় সুসন্তান মাতৃভূমির রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, তাহা হইবার নহে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে তোমার ন্যায় মহাপুরুষ আবার যেন দেখিতে পাই। অগ্নিগুপ্ত, আবার আসিও—দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও।

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া উঠিল এবং উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। অগ্নিগুপ্ত ও ইন্দ্রপালিত স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধদণ্ড কাল সেইস্থানে দণ্ডায়মান

রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন সৈনিক আসিয়া মহাসেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "দেব, দিবসের তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে।" চমকিত হইয়া অগ্নিগুপ্ত কহিলেন, "ইন্দ্রপালিত, অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে। সেনা-নিবাসে দূত পাঠাইয়া দাও, নগরের সমস্ত অশ্বারোহী সেনা অদ্য রাত্রিশেষে জালন্ধর যাত্রা করিবে।"

ইন্দ্রপালিত অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রফুল্লবদনে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর, বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহাসেনাপতি অগ্নিগুপ্ত চিরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া কলত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
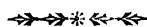
অদৃষ্ট চক্র

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে, পাটলিপুত্র নগরের প্রাসাদ-তোরণে মঙ্গলবাদ্য আরম্ভ হইয়াছে। গোবিন্দের মন্দিরের অন্তরালে করুণাদেবী একাগ্রচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে স্পর্শ করিল। করুণাদেবী বিস্মিতা হইয়া চাহিয়া দেখিলেন পশ্চাতে তাঁহার স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। প্রিয়জন-দর্শনে রক্তাভ অধরোষ্ঠে হাস্যের রেখা দেখা দিল। করুণা কহিলেন, "স্পর্শ করিলে কি বলিয়া? আমাকে আবার অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিতে হইবে।" অন্য দিনে সে ওষ্ঠযুগলে হাস্যরেখা দেখিলে ভানুমিত্রের নয়নযুগল নৃত্য করিয়া

উঠিত, কিন্তু অদ্য ভানুমিত্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর, অদ্য চিরবাঞ্ছিতের ওষ্ঠ-যুগলে প্রিয়সমাগমজনিত হাস্য-রেখা দর্শনে তাঁহার অধরে সে হাস্যের প্রতিবিম্ব পড়িল না। করুণাদেবী তাহা দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং কহিলেন, "কি হইয়াছে? কথা কহিতেছ না কেন?" ভানুমিত্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "বিদায় লইতে আসিয়াছি, করুণ!" আসন ত্যাগ করিয়া করুণা মৃণালকোমল বাহুযুগল দিয়া ভানুমিত্রের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "ছি, অমন কথা মুখে আনিতে নাই, কি হইয়াছে বল না?"

করুণার কম্বুকণ্ঠ বক্ষে আকর্ষণ করিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ভানুমিত্র কহিলেন, "মিথ্যা নহে, ছলনা নহে করুণ! সত্য সত্যই বিদায় লইতে আসিয়াছি—" গৌড়ীয় সেনাপতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। করুণা পুনরায় কহিলেন, "কি হইয়াছে, বলই না? শীঘ্র বল, নতুবা আমি কাঁদিয়া ফেলিব।" বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ভানুমিত্র কহিলেন, "করুণ! আমাকে অদ্যই পঞ্চনদে যাত্রা করিতে হইবে।" করুণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" "পঞ্চনদে যুদ্ধ বাধিয়াছে।" "তুমি ব্যতীত কি সাম্রাজ্যে আর সেনাপতি নাই?"

"মহারাজপুত্র স্বয়ং, অগ্নিগুপ্ত, যুবরাজ, কুমার হর্ষগুপ্ত সকলেই যাইবেন।" "অতি উত্তম কথা, কিন্তু অদ্যই যাইতে হইবে কেন?" "আমাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে মহারাজাধিরাজ ও মহামন্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য মহারাজপুত্র আদেশ করিয়াছেন যে, অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে জালন্ধর যাত্রা করিতে হইবে।"

ভর্ত্তার কণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া করুণা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "রসরাজ, পাটলিপুত্রে আসিয়া নূতন ধরণের রসিকতা শিখিয়াছ দেখিতেছি! কি উদ্দেশ্যে আমার জপের সময় স্পর্শ করিলে বল দেখি? নগরে আসিয়া সুন্দর অভিনয় করিতে শিখিয়াছ।" কাতর-

কণ্ঠে ভানুমিত্র কহিলেন, "গোবিন্দ সাক্ষী করুণ, সত্য কহিতেছি আবার কবে তোমার মুখখানি দেখিব, বলিতে পারি না। আবার কবে তোমার কুসুমপেলব অধরে ঐ বক্রগতি হাস্যরেখা দেখিব তাহা জানি না।" করুণা ভানুমিত্রের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন, "সত্য যাইতে হইবে? না কাব্য লিখিবে বলিয়া বিরহের নান্দী পাঠ করিতেছ?" "সত্য বলিতেছি করুণ, সময় নাই। ঐ শুন তোরণে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য থামিয়া গেল। প্রাসাদে ফিরিয়া চল।" "কেন?" "তোমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিব বলিয়া।" "আমাকে নিত্যই দেখিতে পাইবে।" "সে হৃদয়ে—নয়নে ত নহে?" "ওগো তোমার এই আকর্ণবিশ্রান্ত নীল নয়নের কৃষ্ণ তারকাযুগল দিয়া।" "করুণ, রহস্য রাখ।" "রহস্য নহে, গোবিন্দের নামে শপথ করিতেছি।" "কি বলিতেছ বুঝিলাম না।" "এই কথাটা বুঝিতে পারিলে না? লক্ষ সেনা পরিচালনা কর কি প্রকারে?" "তোমার অনুমতি লইয়া। করুণ, তুমি কি পাগল হইয়াছ? বিলম্ব হইয়া গেল—প্রাসাদে চল।" "কিসের বিলম্ব?" "তোমাকে গৌড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ঋষভকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি।" "আমি গৌড়ে গেলে তবে ত পাঠাইবে?" "তুমি কি গৌড়ে যাইবে না?" "না।" "তবে কি পাটলিপুত্রে থাকিবে?" "তাহাও নহে।" "তবে কি কুলত্যাগ করিবে?" "করিব।" "কাহার সহিত?" "এই তোমার সহিত।"

করুণা এই বলিয়া ভানুমিত্রের মুখচুম্বন করিলেন, ভানুমিত্র লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "করুণ, কি করিতেছ? লোকে দেখিলে কি বলিবে?" "বলিবে যে ভানুমিত্র করুণার জার।" "করুণ, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, প্রাসাদে চল।" "চল যাইতেছি, আমি রথে যাইব।" "কোথায় যাইবে?" "কেন, জালন্ধরে।" "তুমি জালন্ধরে যাইবে কেন? "তোমার সহিত।" "করুণ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?" "ঠাকুর, সে কথাটি

কি আজ বুঝিলে?” “রহস্য নহে করুণ! আমি যুদ্ধে যাইব, তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?” “আমিও বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি না গেলে তোমার যাওয়া হইবে না।” “করুণ, আমি তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিলাম, তুমি আবার এ কি বিপদ উপস্থিত করিলে?” “বিপদ নহে সম্পদ। আমাকে না দেখিলে তুমি একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিবে না। যদি একা যাও, তাহা হইলে পথ হইতে ফিরিয়া আসিবে।” “আমি যাইব যুদ্ধে, তোমাকে লইয়া গিয়া রাখিব কোথায়?” “তুমি যেখানে থাকিবে।” “আমি ত স্কন্ধাবারে থাকিব?” “তবে আমিও স্কন্ধাবারে থাকিব।” “স্কন্ধাবারে কি কুলবধূ বাস করিতে পারে?” “না পারি, নগরে থাকিব। পঞ্চনদ কি মরুভূমি হইয়াছে? নগরহার, পুরুষপুর, তক্ষশিলা, সিংহপুর ও জালন্ধর কি উৎসন্ন হইয়াছে? দেখ, পুরুষজাতি বড়ই বিশ্বাসঘাতক। তোমার কথায় বিশ্বাস নাই,—তুমি হয়ত আমাকে না বলিয়া পলাইবে, আমি মহাদেবীর নিকট চলিলাম।”

করুণাদেবী প্রস্থান করিলেন, ভানুমিত্র কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে করুণার উদ্দেশে গোবিন্দের মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পট্ট-মহাদেবীর আবাসের সম্মুখে ঋষভদেব দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঋষভ, কতক্ষণ আসিয়াছ?” ব্রাহ্মণ বিমর্ষবদনে কহিল, “প্রায় দুইদণ্ড পূর্ব্বে। এখন কোথায় যাইতে হইবে?” “আমি ভাবিতেছিলাম তোমাকে গৌড়ে পাঠাইব, কিন্তু করুণা আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছে, সে কোন মতেই গৌড়ে ফিরিতে চাহে না।” “তোমরা গৌড়ে ফিরিবে বটে কিন্তু আমি আর ফিরিব না।” “কেন ঋষভ, কেন ফিরিবে না?” “কাপালিক বলিয়া গিয়াছে যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন আমার অদৃষ্টে নাই। ভানু, তুমি যখন দেশে ফিরিবে তখন আমার একটি ঋণ শোধ করিও।” “ঋষভ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?” “আমি পাগল

হই নাই ভানু! গৌড়ে গোপ-পল্লীতে রোহিণী গোপিনীকে একটি দুগ্ধবতী গাভী দিব বলিয়াছিলাম, তুমি দেশে ফিরিয়া তাহাকে একটি দুগ্ধবতী গাভী দিও। আমার কিঞ্চিৎ বিত্ত আছে তাহা তুমি লইও, না হয় দেবসেবায় নিয়োগ করিও।" "তোমার হইল কি? রোহিণী গোপিনীর জন্য ত বিবাহ করিলে না, বিত্ত তাহাকেই দিয়া যাও না কেন?" "ভানু, পরিহাস করিও না, দেশে যখন আর ফিরিব না তখন সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোহিণী আমার কেহ নহে। বিবাহ করি নাই তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আর দাম্পত্য কলহের ভয়ে। রোহিণীর ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, সে তাহার গাভীর দুগ্ধ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় নিয়োগ করে। ক্ষীর, সর, নবনীত দেবতা দর্শন করেন,—আমি আহার করি, এ সম্পর্ক অতি মধুর।" "মধুর বলিয়াই ত বলিতেছি।" "রহস্য রাখ, এখন কোথায় যাইতে হইবে?" "মহারাজাধিরাজের আদেশে আমি অদ্যই মহারাজপুত্র ও যুবরাজের সহিত পঞ্চনদের সীমান্তে যুদ্ধে যাত্রা করিব।" "অদ্য নহে, কল্য।"

"কল্য কেন? মহারাজ-পুত্র বলিয়াছেন অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে।" কাপালিক বলিয়াছে আমরা কল্য মধ্যাহ্নে যাইব।" "কাপালিক কে?" "তাহা জানি না।" "তাহাকে কোথায় দেখিলে?" "শ্যামা-মন্দিরে। সে বলিয়াছে যে আমিও পঞ্চনদে যাইব, আর কখনও স্নিগ্ধশ্যামল গৌড়দেশে ফিরিব না।" "সে কোথায় গেল?" "শ্যামা-মন্দির হইতে কোথায় সে অন্তর্দ্ধান হইল, তাহা দেখিতে পাইলাম না। ভানু, কাপালিক বলিয়াছে যে, তুমি পত্নী লইয়া পঞ্চনদে গেলে বিপদ ঘটিবে।" "ঋষভ, বিপদ ঘটিয়াছে। করুণ পাগল, সে আমার সহিত পঞ্চনদে যাইতে চাহে।" "নিষেধ কর ভানু, নিষেধ কর। বিষম অনর্থ ঘটিবে, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

এই সময়ে হাসিতে হাসিতে করুণা ও স্কন্দগুপ্ত মহাদেবীর কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। ভানুমিত্র ও ঋষভদেবকে দেখিয়া যুবরাজ কহিলেন, "ভানু,

করুণ আমাদিগের সহিত পঞ্চনদে যাইবে, মাতা সম্মতি দিয়াছেন। অদ্য যাত্রা করিতে হইবে না, কল্য মধ্যাহ্নে শুভ-মুহূর্ত্ত আছে, কল্য যাত্রা করিতে হইবে।” যুবরাজের কথা শুনিয়া ঋষভদেব কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, “নারায়ণ একি করিলে! তোমার চরণে বহু অপরাধ করিয়াছি, একবার তাহা মার্জ্জনা কর। আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি গৌড়ে ফিরিতে চাহি না, কিন্তু দেব, সংসারের পিচ্ছিল ‘উপলবহুলপথে ইহারা চলিতে অনভ্যস্ত, ইহাদিগের কোমল চরণ-তলে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইতে দিও না! তুমি অনন্ত—তুমি অসীম, আমি ক্ষুদ্র। চক্রী, তোমার অনন্ত চক্র কে বুঝিবে? মধুসূদন, ইহাদিগকে রক্ষা কর। আমি বুঝিতে পারিতেছি, বিধিলিপি এই পতঙ্গ দুইটিকে অনলের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দয়াময়, দীননাথ, অনাথবন্ধু রক্ষা কর।”

ব্রাহ্মণের গণ্ডস্থল বহিয়া স্রোতের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, স্কন্দ-গুপ্ত, ভানুমিত্র ও করুণা স্তম্ভিত হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
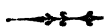
চির-যাত্রা

সন্ধ্যা হইয়াছে, পাটলিপুত্র নগরের একটি প্রশস্ত রাজপথের উপরে একটি পাষাণ-নির্ম্মিত বিশাল সৌধ দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সেনাপতি দেবধরের গৃহে অদ্য মহোৎসব। দেবধর তোরণে দাঁড়াইয়া

অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। রথের পর রথ আসিয়া তোরণে দাঁড়াইতেছে, যোদ্ধবেশধারী অতিথিগণ তোরণমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তোরণের উপর মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, পথে দাঁড়াইয়া শত শত নাগরিক উৎসব দর্শন করিতেছে।

সৌধমধ্যে একটি প্রশস্ত কক্ষে অতিথিগণ সমবেত হইতেছেন, গন্ধদীপ ও পুষ্পমাল্যের সুরভি আকুল করিয়া তুলিতেছে! পরিচারকগণ পাত্র ও সুরাভাণ্ড লইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, স্রোতের ন্যায় মাধ্বীয় কাদম্বী প্রবাহিত হইতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে আসবপানে অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রা তরুণী নর্ত্তকী-চতুষ্টয় নৃত্য করিতেছে, আর চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অপরূপ লাবণ্যবতী একদল বারবনিতা বসিয়াছিল। কখনও নৃত্যে কখনও গীতে রমণীগণ দেবধরের অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ক্রমে রজনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হইয়া আসিল।

গৃহস্বামী তখনও অতিথিগণের প্রতীক্ষায় তোরণে দাঁড়াইয়াছিলেন। দ্বিতীয় যাম শেষ হইল, নগরের তোরণে তোরণে, মন্দিরে, মন্দিরে, মঙ্গলবাদ্য শেষ হইল। তখন দুইখানি রথ আসিয়া দেবধরের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। প্রথম রথ হইতে মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত ও মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত এবং দ্বিতীয় রথ হইতে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ও বলাধিকৃত ভানুমিত্র অবতরণ করিলেন। দেবধর সম্রাটবংশীয় অতিথিগণকে অভিবাদন ও ভানুমিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বিলম্ব দেখিয়া আমি মনে করিতেছিলাম যে, আপনারা হয় ত আসিতে পারিলেন না।" মহারাজপুত্র হাসিয়া কহিলেন, "সে কি কথা দেবধর, আজ তোমার গৃহে সৈনিক মেলা, আজ সহস্র কার্য্য ফেলিয়াও আসিতাম। যাহারা যুদ্ধে যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কে ফিরিয়া আসিবে না আসিবে কে বলিতে পারে?" সকলে উৎসবকক্ষে প্রবেশ করিলেন, সহসা ভীষণ জয়ধ্বনিতে পাষাণ-নির্ম্মিত সৌধের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। পানোন্মত্ত অর্দ্ধমত্ত

ও প্রকৃতিস্থ সমস্ত সেনানায়ক সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গোবিন্দ-গুপ্তের জয়, মহারাজপুত্রের জয়!" সঙ্গে সঙ্গে শত শত অসি কোষমুক্ত হইল, সহস্র সহস্র দীপশিখায় ফলকগুলি উদ্ভাসিত হইল। গোবিন্দগুপ্ত মধ্যপথে দাঁড়াইয়া অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং তাহা উষ্ণীষে স্পর্শ করিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন। পুনরায় জয়ধ্বনিতে দেবধরের সৌধ কম্পিত হইল, সকলে অগ্নিগুপ্ত ও যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অগ্নিগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত যথারীতি অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুনরায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। আসব, মাধ্বী ও কাদম্ব স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।

দুই দণ্ড পরে অগ্নিগুপ্ত সহসা আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সেনাপতির অসি কোষমুক্ত হইল এবং তাহার শীর্ষদেশ শুভ্র কুঞ্চিত-কেশদাম স্পর্শ করিল। নৃত্যগীত থামিয়া গেল। অসি কোষবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি কহিলেন, "বন্ধুগণ, বৃদ্ধ অগ্নিগুপ্ত কল্য হূণযুদ্ধে যাত্রা করিবে, সেইজন্য আজন্ম অনুষ্ঠিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।" তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল, "সেনাপতি, সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধযাত্রা চিরাভ্যস্ত কার্য্য, ক্ষমা প্রার্থনা কেন?" পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি কহিলেন, "বন্ধুগণ, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার-গুপ্তের আদেশে অগ্নিগুপ্ত বহুবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, কিন্তু কল্য যে যুদ্ধযাত্রা আরব্ধ হইবে, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহুকাল সেরূপ হয় নাই। হূণযুদ্ধ হইতে অনেকে ফিরিবে কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে চন্দ্রগুপ্তের প্রাচীন সেনাপতি আর কখনও পাটলিপুত্র নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।"

সেনানীগণ বৃদ্ধ সেনাপতির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া চপলতা পরিত্যাগ করিল এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অগ্নিগুপ্ত পুনরায় কহিলেন, "বন্ধুগণ, বৃদ্ধ, ভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বিজয়-কাহিনী শুনিয়াছে, চন্দ্রগুপ্তের মালব ও সৌরাষ্ট্র বিজয় দেখিয়াছে; যুদ্ধ-ব্যবসায়ে

তাহার কৃষ্ণকেশ শুক্ল হইয়াছে, বৃদ্ধ অগ্নিগুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনানীগণের সমীপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাহে।” বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ দূরে সরিয়া গেল, পানপাত্র ও সুরাভাণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। বিশাল কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ। অগ্নিগুপ্ত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, “বন্ধুগণ, যুগের পর যুগ শুনিয়া আসিতেছি যে, সময়ে সময়ে বর্ব্বর মরুবাসিগণ ক্ষুধার পীড়নে উত্তেজিত হইয়া শস্যশ্যামলা আর্য্যভূমি আক্রমণ করে। বহুবার এইরূপে পবিত্র আর্য্যভূমি বর্ব্বরের পদদলিত হইয়াছে। শকপারদ-পহ্লব এইরূপে আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিল। এইজন্য চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছিল। বন্ধুগণ, শুনিয়াছি হূণগণ মরুবাসী বর্ব্বর-জাতি, তাহারা আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কি বর্ব্বরের পদাঘাতে চূর্ণ হইবে? মগধবাসী কি দ্বিতীয়বার আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইবে?”

বাত্যাবিক্ষুব্ধ উদধির বারিরাশির ন্যায় মাগধ-সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, “কখনই না”। তখন বৃদ্ধ সেনাপতির বদনমণ্ডলে হাস্যের রেখা দেখা দিল। তিনি কহিলেন, “বন্ধুগণ, তোমাদিগের নিকটে এই উত্তর শুনিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, নারায়ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। বন্ধুগণ, গুপ্তসাম্রাজ্য দিগন্তবিস্তৃত, চতুরুদধি তাহার সীমান্ত। পাটলিপুত্র নগর সুন্দর, এমন সুন্দর নগর জগতে দুর্ল্লভ। এই সুন্দর নগর, এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য বর্ব্বরের কলুষিত করস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। বন্ধুগণ, প্রবুদ্ধ হও, যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু নারায়ণ আমাকে দিব্যচক্ষু দিয়াছেন আমি দেখিতে পাইতেছি যে, সহস্র সহস্র বীরের জীবন আহুতি দিলে তবে এই ভীষণ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। তোমরা বীর, যুদ্ধব্যবসায়ী, আত্মোৎসর্গ করিতে কাতর নহ; কিন্তু হূণযুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। বন্ধুগণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে

হইলে দীর্ঘকাল আত্মবলি দিতে হইবে। এই সুন্দর পাটলিপুত্র নগর সুন্দর রাখিতে হইলে পঞ্চনদের সীমান্তে পার্ব্বত্য নদী ও উপত্যকা মাগধ-সেনার রক্তে রঞ্জিত করিতে হইবে, স্মরণ রাখিও। রক্তস্রোত বহুদিন প্রবাহিত হইবে, বন্ধুগণ বিচলিত হইও না। অদ্য সুরার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কল্য রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। বৃদ্ধের ধমনীতে যে ক্ষীণ শোণিত-স্রোত এখন প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রের সেবার ব্যয় হইবে, কিন্তু সেই আরম্ভ। অগ্নিগুপ্তের পরে গোবিন্দগুপ্ত—স্কন্দগুপ্ত থাকিবে; আর্য্যাবর্ত্তে নায়কের অভাব হইবে না। যতদিন—দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় মাতা স্বেচ্ছায় পুত্রবলি দিবে, বনিতা সহাস্য-বদনে কান্তকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিবে, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষার জন্য বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে অসিধারণ করিবে, ততদিন আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইবে। কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ সূচিত হইবে সেইদিন চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের সাম্রাজ্যের ন্যায় গুপ্তসাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হইয়া যাইবে। পুষ্যমিত্র ধূলিমুষ্টির জন্য স্বর্ণমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইও না। গৃহবিবাদের জন্য চিরদিন আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে কথা বিস্মৃত হইও না। বন্ধুগণ, প্রার্থনা কর, আশীর্ব্বাদ কর, হূণযুদ্ধ জয় করিয়া সাম্রাজ্যের সেনা যেদিন পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিবে, সেদিন যেন গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত বিজয়যাত্রার পুরোভাগে যাত্রা করে। মধু-সূদন যদি সদয় হন তাহা হইলে সে বিজয়যাত্রা তোমরা দেখিবে, তখন অগ্নি-গুপ্ত থাকিবে না। তোমরা দেখিও, তাহা হইলে স্বর্গে বা নরকে আমি তৃপ্ত হইব।”

সেনাপতি স্তব্ধ হইলেন। কেহ উত্তর দিল না, কেহ জয়ধ্বনি করিল না, সেনানীগণ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন একে একে শতাধিক পুরুষ কক্ষান্তর হইতে আসিয়া অগ্নিগুপ্তকে অভিবাদন করিল এবং কহিল, “প্রভু, আমরা পাটলিপুত্রবাসী, আমরা সাম্রাজ্যরক্ষার

জন্য প্রভুর সহিত হূণযুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত।" বিস্মিত হইয়া অগ্নিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" তাহারা কহিল, "আমরা আর্য্য দেবধরের দাস।" অগ্নিগুপ্ত বিস্মিত হইয়া দেবধরের মুখের দিকে চাহিলেন। দেবধর কহিলেন, "মহাবলাধিকৃত, পিতা ইহাদিগকে ক্রয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহারা আমার বাল্যবন্ধু। যাহারা মরিতে জানে তাহারা দাস নহে। বন্ধুগণ, তোমরা দাস নহ, তোমরা মুক্ত।" তখন সেনানীগণের চমক ভাঙ্গিল, পাষাণ-সৌধ কম্পিত করিয়া আবার জয়ধ্বনি উঠিল, আবার শত শত খড়্গ কোষমুক্ত হইয়া যোদ্ধগণের উষ্ণীষ চুম্বন করিল। দেবধর কহিলেন, "বন্ধুগণ, তোমাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হউক; কিন্তু তোমরা দাস, স্বাধীন সেনা তোমাদিগকে গুল্মে প্রবেশ করিতে দিবে না। তোমরা কি প্রকারে যুদ্ধে যোগদান করিবে? মহাবলাধিকৃত, ইহার কি ব্যবস্থা করিবেন?" অগ্নিগুপ্ত কহিলেন, "চিন্তার বিষয় বটে, ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন ক্রীতদাস সাম্রাজ্যের সেনাদলে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে বলিয়া স্মরণ নাই। অগ্নিগুপ্তের পশ্চাৎ হইতে স্কন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্য, ইহারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধযাত্রা করিতে চাহে, যদি কোন গৌল্মিক ইহাদিগকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইহাদিগকে গ্রহণ করিব।"

আবার ভীষণ জয়ধ্বনিতে সৌধ কম্পিত হইল। নগরের তোরণে তোরণে তৃতীয় যামের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া গোবিন্দগুপ্ত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "বন্ধুগণ, রাত্রি শেষ হইয়াছে, হূণযুদ্ধের পরে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা আবার দেবধরের গৃহে মিলিত হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নির ইন্ধন

ধূসরবর্ণা সন্ধ্যায় ধূসরবর্ণ পাষাণ-নির্ম্মিত পাটলিপুত্র নগরের কারাগার অতি ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই ভীষণদর্শন কারাগৃহের একটি অন্ধকারময় কক্ষে এক বিগতযৌবনা রমণী হস্তে কপোল রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতেছিল। দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে একজন কারারক্ষী সেই কক্ষের লৌহময় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া দীপহস্তে প্রবেশ করিল এবং গবাক্ষের নিকটে দীপ রাখিয়া পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল। রমণী তখন তাহার নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "চিত্রনাথ, কি হইল?" রক্ষী তদপেক্ষা ধীরে কহিল, "দেবি, সংবাদ শুভ। অবতরণিকা আনিয়াছি, নগরতোরণে দ্বিতীয় যামের মঙ্গলবাদ্য আরব্ধ হইলে গবাক্ষপথে কক্ষত্যাগ করিবেন। চন্দ্রসেন নৌকা লইয়া প্রাচীরের নিম্নে অপেক্ষা করিবে। কিন্তু দেবি, আমার দশা কি হইবে?"

রমণী কহিল, "তুমি চিন্তা করিও না, আমি কারাগারের বাহিরে পদার্পণ করিলেই তুমি পলায়ন করিও। আমি কিছুদিন নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিব। তুমি অদ্য রজনীশেষে কপোতিক সঙ্ঘারামে যাইও, তথায় বুদ্ধমূর্ত্তির পশ্চাতে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। অদ্যই তোমাকে সহস্র সুবর্ণ দীনার দিব, অবশিষ্ট চারি সহস্র দুইদিন পরে পাইবে। কোথায় কি ভাবে পাইবে তাহা কপোতিক সঙ্ঘারামে জানাইব।"

"দেবি, গবাক্ষপথে অবতরণকালে সাবধানে অবতরণ করিবেন।

বাতায়ন হইতে নদীর জল শতহস্ত নিম্নে, আমি আপনার জন্য পুরুষের পরিচ্ছদ আনিয়াছি ; অন্ধকারে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সাবধানে অবতরণ করিবেন।" এই বলিয়া রক্ষী আধার হইতে খাদ্যের পরিবর্ত্তে পুরুষের পরিচ্ছদ এবং রজ্জুনির্ম্মিত দীর্ঘ অবতরণিকা বাহির করিয়া দিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া রমণী কহিল, "দামোদর শর্ম্মা যখন আমাকে ধরিয়াছিল তখন মহাবিহারস্বামী হরিবলও ধৃত হইয়াছিল, তিনি কোথায় আছেন ?" রক্ষী কহিল, "নাম জানি না, আপনার পার্শ্বের কক্ষে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আছেন আকার দেখিলে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।" "তুমিই কি তাঁহাকে আহার্য্য দিয়া থাক ?" "হাঁ।" "রজনীর আহার্য্য দিয়া আসিয়াছ কি ?" "না।" "কখন যাইবে ?" "এখনই।" "তাঁহাকে কোন উপায়ে মুক্ত করিতে পার ?" "অসম্ভব, তাঁহার কক্ষ চারিদিক হইতে রুদ্ধ।" "আমার কক্ষে আনিয়া রাখিতে পার ?" "পারি, কিন্তু প্রথম যামের শেষে কারাধ্যক্ষ যখন প্রতি কক্ষে বন্দিগণকে প্রশ্ন করিবেন, তখনই তাঁহার পলায়নের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

রক্ষীর উত্তর শুনিয়া ইন্দ্রলেখা চিন্তিতা হইল। ক্ষণকাল পরে সে রক্ষীকে কহিল, "দেখ, মহাবিহারস্বামীর পরিবর্ত্তে আর একজন রক্ষীকে তাঁহার কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কি হয় ?" রক্ষী অবনত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, "দেবি, যাহা বলিতেছেন তাহা অসম্ভব নহে বটে—কিন্তু বিহারস্বামীর কক্ষে যে থাকিবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।" "অসম্ভব, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তুমি আর একজন রক্ষীকে বশীভূত কর, আমার পরামর্শ অনুসারে চলিলে তাহার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। অদ্য যে আমাকে সাহায্য করিবে তাহাকে দশ সহস্র সুবর্ণ দীনার দিব।" "আর আমি ?" তোমাকে পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ দিতে প্রতিশ্রুত আছি, মহাবিহারস্বামী মুক্ত হইলে আরও পঞ্চ সহস্র দিব।" "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি লোক সংগ্রহ করিতে চলিলাম।"

রক্ষী দীপহস্তে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে অপর একজন রক্ষীর সহিত ফিরিয়া আসিল। রমণী তাহাকে কহিল, "তোমার সাহায্যে যদি মহাবিহারস্বামী হরিবলকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব।" রক্ষী কহিল, "তাহা শুনিয়াছি, আমাকে কি করিতে হইবে?"

তুমি মহাবিহারস্বামীকে বলিবে, তিনি যেন তোমার উষ্ণীষ দিয়া তোমার মুখ ও হস্তপদ বন্ধন করেন। তাহার পরে তিনি আমার কক্ষে চলিয়া আসিবেন, আমরা উভয়ে বাতায়ন-পথে পলায়ন করিব। প্রথম যামের শেষে যখন কারাধ্যক্ষ কক্ষে কক্ষে প্রশ্ন করিবেন, তখন মহাবিহারস্বামীর কক্ষে প্রশ্নের উত্তর না পাইলে, তিনি তোমাদিগের কাহাকেও অপরাধী স্থির করিতে পারিবেন না।"

প্রথম রক্ষী কহিল, "দেবি, প্রথম যামের শেষে কারাধ্যক্ষ যখন দেখিতে পাইবেন যে মহাবিহারস্বামী পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি কারাগারের প্রতিকক্ষে তাঁহার অন্বেষণ করিবেন, তখন আপনারা উভয়েই ধৃত হইবেন।"

রমণী রক্ষীর কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিল, পরে কহিল, "তুমি এখনই নগরে ফিরিয়া যাও, চন্দ্রসেনকে গিয়া বলিও, সে যেন সত্বর নৌকা লইয়া গবাক্ষের নিম্নে আসে। মহাবিহারস্বামীকে আমার কক্ষে আনিয়া তোমার সঙ্গীকে তাঁহার কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়া যাও।"

এই সময়ে দ্বিতীয় রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "দেবি, আমার পুরস্কার কোথায় পাইব?" রমণী কহিল, "তুমি মুক্ত হইয়া কপোতিক সঙ্ঘারামে মহাস্থবির রাহুলভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার এই অঙ্গুরীয়ক লও। রাহুলভদ্রকে ইহা প্রদর্শন করিলে তিনি তোমাকে তৎক্ষণাৎ দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন।" রক্ষীদ্বয় অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

ধীরে ধীরে পাটলিপুত্র অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। নগরে সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বলিত হইল, কেবল কারাগৃহ ঘন তমসায় আচ্ছন্ন রহিল। অমানিশার প্রথম যামার্দ্ধে মহাবিহারস্বামী হরিবল রমণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে বাতায়ন-পথে নির্গত হইয়া রজ্জুনির্ম্মিত অবতরণিকা-বলম্বনে গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। ভাদ্রমাস, গঙ্গাগর্ভ পরিপূর্ণ। শোণের জলরাশি তখন নগরের বহির্ভাগে জাহ্নবী-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইত; তখন পাটলিপুত্রের নিম্নে গঙ্গাগর্ভে সমস্ত বৎসর তীব্র স্রোত প্রবাহিত হইত। সেই স্রোতের মুখে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় জনৈক খর্ব্বাকার পুরুষ অবতরণিকার নিম্নভাগ ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে রমণী ও পুরুষকে দেখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কে, ইন্দ্রলেখা?" রমণী কহিল, "হাঁ, তুমি চন্দ্রসেন?" পুরুষ কহিল, "হাঁ, তোমার সঙ্গে আর কে?" "মহাবিহারস্বামী হরিবল।"

ইন্দ্রলেখা ও হরিবল নৌকায় আরোহণ করিলেন, চন্দ্রসেন নৌকা ছাড়িয়া দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্রোতের সাহায্যে নৌকা সুদূরবিস্তৃত পাটলিপুত্র নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। তিনজনে নৌকা ত্যাগ করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ জনশূন্য পথ অতিবাহিত করিতে করিতে ইন্দ্রলেখা চন্দ্রসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারগুপ্ত কোথায়?" চন্দ্রসেন কহিল, "স্থান্বীশ্বরে।" "গোবিন্দগুপ্ত কোথায়?" "আর সকলে যুদ্ধে গিয়াছে।" "কতদূরে?" "বহুদূর, বাহ্লীকদেশে।" "নগরে কে আছে?" "আর কে,—আমাদের প্রাচীন বন্ধু কৃষ্ণগুপ্ত। ইন্দ্রলেখা, বৃদ্ধ শৃগালের কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে না?" "সে, সে আবার কে?" "কেন, দামোদর?" "মহামন্ত্রী কোথায় গিয়াছেন?" "পুরুষপুরে।" "অনন্তা কোথায়?" "বৃদ্ধ শৃগালের অনুচরগণ তাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল বলিয়া অনন্তাকে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছি।" "উত্তম করিয়াছ, কোথায় পাঠাইলে?" "বারাণসীতে।" "চন্দ্র, আমাকে দুই চারিদিন

নগর মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে হইবে, কারণ এখন নগর পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণগুপ্ত অনায়াসে আমাকে বন্দী করিতে পারিবে।" "কুক্কুটারামের গুপ্তগৃহ কেমন স্থান?" "চন্দ্র তুমি পাগল হইয়াছ, পাটলিপুত্রের মহাপ্রতীহার কি মূর্খ না নির্ব্বোধ? নগরে সমস্ত গুপ্তগৃহই তাঁহার পরিচিত। দ্বিতীয় প্রহরের অধিক বিলম্ব নাই, এখনই সমস্ত প্রতীহার-রক্ষী আমাদের সন্ধানে বাহির হইবে। চন্দ্র, আমাকে পুরুষ সাজিয়া থাকিতে হইবে।" "সে ত অধিক কথা নহে, লীলাস্থলে কতবার পুরুষ সাজিয়াছ। ইন্দ্রলেখা, তোমাকে পুরুষবেশে এখনও বড় সুন্দর দেখায়।" "রঙ্গের সময় নহে রসিকরাজ, তুমি একটা সন্ন্যাসীর বেশ আনিতে পার?" "এখনই, কিন্তু ভিক্ষু সাজিলে হইত না?" "মহাবিহারস্বামী হরিবল পলায়ন করিয়াছে শুনিলে কৃষ্ণগুপ্ত নগরের সমস্ত ভিক্ষু বন্দী করিবে। তাহা হইবে না, ভাগবত সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে। তুমি গৈরিকবস্ত্র কিনিয়া আনিতে পার?" "পারি। তোমরা এইস্থানে লুকাও।"

নগরোপকণ্ঠে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর তীরে বহু বেণুকুঞ্জ দেখা যাইতেছিল, চন্দ্রসেন তাহা দেখাইয়া দিয়া দ্রুতপদে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইন্দ্রলেখা হরিবলের সহিত বেণুকুঞ্জের অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে দূরে বহু উল্কার উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রলেখা মহাবিহারস্বামীকে কহিল, "মহাবিহারস্বামী কি বুঝিতেছেন?" মহাবিহারস্বামী তখন ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "ইন্দ্রলেখা, এইবার মরিলাম! ইহারা নিশ্চয়ই মহাপ্রতীহারের সেনা, আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।" "মরিতে হয়, তুমি মরিও, আমার এখন অনেক কার্য্য আছে। অপেক্ষা করিয়া দেখ না, ইহারা কি করে?"

উল্কাধারিগণ পথের দুইদিক অন্বেষণ করিতেছিল। দূরে আম্রপনসের উদ্যানে তাহারা প্রতি বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রলেখা

হরিবলের সহিত সেই প্রাচীন পুষ্করিণীর তুষারশীতল জলে অবতরণ করিল এবং শৈবালগুচ্ছ আহরণ করিয়া আপনার ও মহাপ্রতীহারস্বামীর মস্তক আবৃত করিল। উল্কাধারিগণকে পুষ্করিণীর ধারে আসিতে দেখিয়া তাহারা ধীরে ধীরে মধ্যস্থলে সরিয়া গেল। মহাপ্রতীহারের সেনাগণ পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া সাবধানে বেণুকুঞ্জ সমূহ অন্বেষণ করিতে লাগিল। যে কুঞ্জের নিম্নে হরিবল ও ইন্দ্রলেখা দাঁড়াইয়াছিল, সেইস্থানে আসিয়া একজন প্রতীহার অপরকে কহিল, "দেখ, এইস্থানে দুইজন মনুষ্যের পদচিহ্ন আছে।" দ্বিতীয় প্রতীহার কহিল, "হয় ত কোন নাগরিকা অভিসারে আসিয়াছিল।"

"ইন্দ্রলেখা নয় ত?" "দেখ ইন্দ্রলেখা কি সামান্যা রমণী? সে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের শ্বশ্রূ, সে কি আর মহাপ্রতীহারের অপেক্ষায় এই দারুণ শীতে পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়াছিল? সে এতক্ষণ চতুরশ্ববাহিত রথে মগধ পরিত্যাগ করিতেছে।" "সে আবার রথ পাইবে কোথায়?" "হয় ত মহারাজাধিরাজ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন?" "মহা-রাজাধিরাজ?" "হাঁরে হাঁ, তুই পাটলিপুত্রের প্রতীহার হইতে আসিয়াছিলি কেন? মহারাজাধিরাজ যখন প্রতি সন্ধ্যায় ইন্দ্রলেখার গৃহে অভিসার যাত্রা করিতেন, তখন মহাপ্রতীহারের আদেশে আমি ছদ্মবেশে ইন্দ্রলেখার গৃহে লুকাইয়া থাকিতাম।" "আমি শুনিয়াছিলাম যে, ইন্দ্রলেখার কন্যা মহাদেবী হইবে।" "মহারাজপুত্র আসিয়া না পড়িলে এতদিন হইত।" "তবে ইন্দ্রলেখা, কারাগারে গেল কেন?" "মহারাজপুত্র ও মহামন্ত্রীর চক্রান্তে।" "মহারাজাধিরাজ আদেশ করিলেই মহাপ্রতীহার ত তাহাকে মুক্তি দিতেন, তবে সে পলাইল কেন?" "দেখ ভাই, ইন্দ্রলেখা মহারাজাধিরাজের সাহায্য ব্যতীত কখনই কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারে নাই। আমার বোধ হয় প্রকাশ্যে মুক্তির আদেশ দিলে, মহামন্ত্রী দুঃখিত হইবেন বলিয়া মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রলেখার পলায়নের

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।” তবে আমরা নিশীথরাত্রিতে এই পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া শীতভোগ করি কেন?” “শীতভোগ করিতেই হইবে। এখন ত আর গৃহে ফিরিতে পাইব না? সারা নগর ও উপনগর অন্বেষণ করিতে হইবে।” “হয় ত ইন্দ্রলেখা এখানে দাঁড়াইয়াছিল?” “অসম্ভব।” “তবে চল ফিরিয়া যাই।” উল্কাধারী সেনাগণ পথে ফিরিয়া গেল, ক্রমে উল্কার আলোক বহুদূরে সরিয়া গেল। তখন পুষ্করিণী-তীরস্থিত একটি আম্রবৃক্ষ হইতে পেচকের রব শ্রুত হইল, প্রত্যুত্তরে পুষ্করিণীর জলমধ্য হইতে পেচক ডাকিয়া উঠিল। তখন চন্দ্রসেন আম্রবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পুষ্করিণীতীরে আসিল এবং ডাকিল, “ইন্দ্রলেখা!” শৈবালদামের মধ্য হইতে উত্তর হইল, “কে চন্দ্রসেন?” “হাঁ, পথ পরিষ্কার।”

ইন্দ্রলেখা ও হরিবল জল হইতে উঠিয়া তীরে আসিল। চন্দ্রসেন গৈরিক বস্ত্র আনিয়াছিল, তিনজনে তাহা পরিধান করিল এবং নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

প্রভাতে তিনজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে বাসুদেব মন্দিরের অতিথিশালায় প্রবেশ করিল। পট্টমহাদেবী তখন বাসুদেবের পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, গৈরিক পরিহিত অতিথি দেখিয়া তিনি প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন। একজন তরুণ সন্ন্যাসী তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। অগ্নি জ্বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অগ্নির আহুতি

হিমানীমণ্ডিত তুষার-ধবল নগরাজিবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপত্যকা, তাহার একপার্শ্বে একটি বৃহৎ নদী। নদীর এক কূলে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী ও অপর কূলে শ্যামল তৃণক্ষেত্র। একটি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথ নদীর উত্তর তীরে আসিয়া জলে মিশিয়াছে। দক্ষিণ তীর হইতে আরব্ধ হইয়া একটি পথ ক্ষুদ্র উপত্যকা অতিক্রম করিয়া, পুনরায় উপত্যকাসীমান্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, ইহাই বাহ্লীক নগরের পথ। উত্তরস্থিত পর্ব্বত-শ্রেণীর পশ্চাতে মধ্য এসিয়ার শত শত ক্রোশব্যাপী মরুভূমি,—মরুভূমির পরপার তখনও সভ্যজগতে অপরিচিত।

ক্ষুদ্র উপত্যকা চিরদিন জনশূন্য। তাহার দক্ষিণে বাহ্লীকের শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি ; এই উপত্যকা মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে উত্তরাপথের তোরণ-দ্বার ছিল। পারসিক, শক, হূণ প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত-বিজেতৃগণ এই পথে উত্তরাপথে প্রবেশ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই নদীতীর্থে একটি পাষাণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। উত্তরাপথে একছত্র-রাজশক্তি যখন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তখন উত্তরাপথের সেনা সুদূর পাটলিপুত্র হইতে আসিয়া এই নদীতীর্থ ও ক্ষুদ্র দুর্গ রক্ষা করিত। উত্তরাপথে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে এই নদীতীর্থ অরক্ষিত থাকিত ; তখন বুভুক্ষাপীড়িত মরুবাসী—শত শত, সহস্র সহস্র সংখ্যায়,—এই তোরণপথে উর্ব্বর শস্য-শ্যামল উত্তরাপথ প্লাবিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-ধারায় মেদিনী রক্তরঞ্জনে রঞ্জিত করিত।

গ্রীষ্মের উষাকালে একদিন সহস্র অশ্বারোহী সেই ক্ষুদ্র উপত্যকায়,

নদীর দক্ষিণ কূলে প্রতীক্ষা করিতেছিল। নদীতীরে শত শত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়াছে, দলে দলে অশ্বারোহিগণ তাহার পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পুঞ্জে পুঞ্জে সহস্র অশ্ব অগ্নিকুণ্ডসমূহের পশ্চাতে সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অশ্বশ্রেণীর পশ্চাতে একজন খর্ব্বাকৃতি বর্ষীয়ান্ যোদ্ধা ও জনৈক তরুণ সেনাপতি শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

তরুণ তপনের রক্তিম কিরণচ্ছটায় গিরিশীর্ষের শুভ্র তুষারাবরণ যখন পদ্মাভ স্বুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইল, তখন নদীর পরপারে গিরিগাত্রের বক্রগতিপথে একজন অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন অশ্বারোহী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে সেনাপতির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে গিরিগাত্রস্থিত মসীবর্ণ বিন্দু দেখাইল। বৃদ্ধ ও তরুণ সেনাপতি শিলাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। বিন্দু নিকটবর্ত্তী হইলে সেনাপতিদ্বয় দেখিলেন যে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহণে মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত খর্ব্বাকৃতি একব্যক্তি দ্রুতবেগে নদীতীর্থের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধ সেনাপতি তরুণ সেনাপতিকে কহিলেন, "ভানু! এই অশ্বারোহী বর্ব্বর! পর্ব্বতমালায় সর্ব্বত্র আমাদিগের সেনা সন্নিবিষ্ট আছে, বক্ষুর পরপারে হূণ-শিবির, তবে এই বর্ব্বর কি প্রকারে আসিল?" তরুণ সেনাপতি কহিলেন, "মহানায়ক, বর্ব্বর কি প্রকারে বাহ্লীকাতীরে আসিল, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! মহারাজপুত্র হূণদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া কি দূত প্রেরণ করিয়াছেন?" "ভানু, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!" "দেখুন, অশ্বারোহী কি সংবাদ লইয়া আসে।"

অশ্বারোহী নদীর পরপারে সেনা সমাবেশ দেখিয়া দূরে অশ্বের গতি সংযত করিল, এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। তাহা দেখিয়া ভানুমিত্র কহিলেন, "মহানায়ক, এই বর্ব্বর মিত্র নহে।" প্রত্যুত্তরে মহানায়ক অগ্নিগুপ্ত কহিলেন, "না।" "তবে এ কে?" "আমার বোধ হয় হূণ।" "তবে কি যুবরাজ ও মহারাজপুত্র পরাজিত হইয়াছেন?"

"ভানু! তুমি পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া বক্ষুতীরে যাইতে পার?" "পারি, কিন্তু মহানায়ক, সহস্রের পঞ্চশত লইয়া গেলে পঞ্চশত অবশিষ্ট থাকিবে। যদি হূণসেনা নদীতীর্থ আক্রমণ করে তাহা হইলে পঞ্চশত সেনা লইয়া আপনি কি বাহ্লীকা রক্ষা করিতে পারিবেন?" "পারিব। ভানু, অদূরে বাহ্লীকনগর, নগরে শত সহস্র সেনা আছে সংবাদ প্রেরণ করিলে প্রহরমধ্যে চক্রপালিত দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিতে পারিবে। বাহ্লীকা খরস্রোতা সুগভীরা। শুনিয়াছি, এই নদীতীর্থে যবনরাজ তুষাস্ফ একদিন সহস্র সেনা লইয়া শিলিওকের শত সহস্রের গতিরোধ করিয়াছিলেন। ভানু! বক্ষু বহু দূর; যদি মহারাজপুত্র পরাজিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে পঞ্চশত সেনা ব্যতীত তুমি অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হইতে পারিবে না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা কর।"

ভানুমিত্র বংশীধ্বনি করিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চশত সেনা অশ্বারোহণে বাহ্লীকার তুষার-শীতল জলরাশিতে অবতরণ করিল এবং একদণ্ড পরে সেই পঞ্চশতের ক্ষীণ কৃষ্ণরেখা পর্ব্বতগাত্রে মিশিয়া গেল।

বাহ্লীক সুরক্ষিত রাখিয়া লক্ষ সেনার সহিত গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত বক্ষুতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। গোবিন্দগুপ্ত স্থির করিয়াছিলেন যে, মহানদী বক্ষুর বক্ষে তুষাররাশি গলিত হইলে তিনি হূণদেশ আক্রমণ করিবেন; তখন অগ্নিগুপ্ত ও ভানুমিত্র বাহ্লীক-শিবিরের পঞ্চসহস্র সেনা লইয়া অগ্রসর হইবেন। প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বৃদ্ধ সেনাপতি কুমারগুপ্তের আদেশ বিস্মৃত হন নাই, তিনি স্বয়ং বাহ্লীকা নদীতীরে সহস্র অশ্বারোহী লইয়া প্রতিদিন উপস্থিত থাকিতেন। একমাস পূর্ব্বে স্কন্দগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত বক্ষুতীরে যাত্রা করিয়াছেন, পক্ষাধিককাল মহারাজপুত্রের নিকট হইতে দূত আসে নাই। বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃত যেদিন বক্ষুতীরে দূত প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেইদিন বাহ্লীকার পরপারে হূণসেনার নাসীর দর্শন দিয়াছিল।

ধীরে ধীরে সূর্য্য-কিরণে হিমানীমণ্ডিত গিরিশ্রেণী রক্তাভ হইয়া উঠিল ; দূরে বাহ্লীকার পরপারে গিরিপথগুলি অসিতবরণীর উরসে মুক্তাহারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। শিশিরসিক্ত শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে পঞ্চশত অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিবসের প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়, পর্ব্বতের সানুদেশে, উপত্যকায়, গহনবনে অন্ধকার শেষ আশ্রয়স্থল হইতে পরাজিত হইয়া দূরীভূত হইতেছিল। পঞ্চশত অশ্বারোহীর পশ্চাৎভাগে বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃত মহানায়ক অগ্নিগুপ্ত শুভ্র লৌহবর্ম্ম ধারণ করিয়া শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ছিলেন। শুভ্র তুষার-স্পর্শে হিমতর তুহিনকণাবাহী মারুতহিল্লোলে বৃদ্ধের দীর্ঘ শুভ্র-কেশ-গুচ্ছ শুভ্র শিরস্ত্রাণের পশ্চাতে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা দূরে পর্ব্বত-শৃঙ্গে শঙ্খনিনাদ হইল, শৃঙ্গান্তরে তূর্য্যনিনাদ হইল, অশ্বারূঢ় বৃদ্ধ চমকিত হইলেন।

পঞ্চশত অশ্বারোহী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল দূরে হিমানী-মণ্ডিত অভ্রচুম্বি পর্ব্বতশ্রেণী কৃষ্ণ-পিপীলিকার ন্যায় সহস্র সহস্র অশ্বারোহীতে আবৃত হইয়া গিয়াছে। মহাবলাধিকৃত শঙ্খধ্বনি করিলেন, পঞ্চশত অশ্বারোহী ফিরিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন, "বন্ধুগণ! অদ্য আমাদিগের পরীক্ষা। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র-পৌত্র নিহত হইয়াছে, নতুবা এই পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লক্ষ লক্ষ হূণ কখনই বক্ষুপার হইয়া বাহ্লীকাতীরে আসিতে পারিত না। চন্দ্রগুপ্তের ও কুমারগুপ্তের অন্নে এই দেহ পুষ্ট হইয়াছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শোণিত এখনও এই জীর্ণদেহে প্রবাহিত হইতেছে—অদ্য তাহার পরীক্ষা। বন্ধুগণ! তোমরা মগধবাসী, অদ্য মগধশৌর্য্যের পরীক্ষার দিন। পঞ্চশত পঞ্চলক্ষের গতিরোধ করিতে পারুক না পারুক বাধা দিতে পারে। যুগ যুগান্তর হইতে বাহ্লীকা পবিত্র আর্য্যভূমি, বর্ব্বরের পাদস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—শত শত বর্ষ ধরিয়া বাহ্লীকার শুভ্র বারিরাশি আর্য্য-শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে,

সুতরাং এই নদীতীর্থ আর্য্যের পবিত্র ক্ষেত্র। আজি শুভদিনে নবজাত রবিরশ্মিপাত-পূত পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে। যোদ্ধৃগণ! এই পরীক্ষার অন্ত নাই, ফল নাই, জয় নাই, পরাজয় নাই। নিষ্কাম-চিত্তে পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে সর্ব্বার্থ সমর্পণ করিয়া, যে পিতৃভূমির জন্য আত্মবলি দিতে চাহে, সে আমার সহিত অগ্রসর হউক। যাহার মাতা আছে, যাহার ভগিনী আছে, যাহার কন্যা আছে সে যেন এই পবিত্র ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে! মাতৃস্তন্যে যাহার দেহ পরিপুষ্ট, অন্ততঃ সে যেন পরাঙ্মুখ হইয়া কলঙ্কার্জ্জন না করে! এই নদীতীর্থ উত্তরাপথের তোরণ; মগধবাসী সহস্রবর্ষ যাবৎ এই তোরণ রক্ষা করিয়াছে—আজিও করিবে। আমি স্বয়ং আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়াছি, বাহ্লীকার তীর আমার চিতাশয্যা। বন্ধুগণ! পথ মুক্ত, জীবনে যাহার মমতা আছে, সে যেন বাহ্লীক নগরে ফিরিয়া যায়।”

পঞ্চশত অশ্বারোহী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাহ্লীকের মুক্তপথে একজনও অগ্রসর হইল না। সহসা পঞ্চশত অসি কোষমুক্ত হইল, সশব্দে লৌহময় শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিল; পঞ্চশত-কণ্ঠোত্থিত ভীষণ জয়ধ্বনি মহা-পর্ব্বতশ্রেণী কম্পিত করিয়া তুলিল। দূরে পর্ব্বতগাত্রে বর্ব্বর হূণ সেই হুঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্বের গতি সংযত করিল। বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃতের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া দুইটি মুক্তাবিন্দু পতিত হইল। বৃদ্ধ পুনরায় কহিলেন, “পুত্রগণ! সমুদ্রগুপ্তের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি, পঞ্চাশদ্বর্ষ ধরিয়া মগধবাসীকে তাহা শিখাইয়াছি, দেখিলাম তাহা বিস্মৃত হও নাই। পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া অসংখ্য হূণ নদীতীর্থে আসিতেছে, যতক্ষণ শিরায় রক্ত প্রবাহিত হইবে,—যতক্ষণ বাহুসঞ্চালন-শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ মগধবাসী উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিবে, কিন্তু পঞ্চশত পঞ্চলক্ষের গতিরোধ করিতে পারে না। পশ্চাতে বাহ্লীক নগরী আছে, শত শত অসহায় নর-নারী আছে, রমণী ও শিশু আছে, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আছে, তাঁহাদিগকে

রক্ষা করিতে হইবে। পুত্রগণ! অগ্নিগুপ্তের অনুরোধ, একজন বাহ্লীক-নগরে ফিরিয়া যাও।”

পঞ্চশত অশ্বারোহী পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃতের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া স্রোতের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। গদ্গদকণ্ঠে বৃদ্ধ পুনরায় কহিলেন, “আর্য্য! তোমার নাম সত্য। তোমার শিক্ষা, তোমার অনুসৃত পথ মগধবাসী এখনও বিস্মৃত হয় নাই। পুত্রগণ! যে বয়ঃকনিষ্ঠ, যে অল্পদিন পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বাহ্লীক নগরে প্রেরণ কর।”

একজন গৌল্মিক একজন তরুণ অশ্বারোহীকে মহাবলাধিকৃতের সম্মুখে আনিল, অশ্বারোহী অশ্ব ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, “পিতা, আমার দেহ মাতৃস্তন্যে পুষ্ট, পুরুষানুক্রমে গুপ্তবংশের অন্নে পালিত, আমি কোন্ মুখে বাহ্লীক-নগরে ফিরিয়া যাইব?” অগ্নিগুপ্ত তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, “পুত্র! সৈনিকের কর্ত্তব্য কঠোর। ইহাও কর্ত্তব্য, ফিরিয়া যাও। যদি কখনও পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে কুমারগুপ্তকে বলিও যে, অগ্নিগুপ্ত উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিয়াছিল।”

অশ্বারোহী বাহ্লীক অভিমুখে যাত্রা করিল। অগ্নিগুপ্ত পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলেন—একোনপঞ্চশত অশ্বারোহী বাহ্লীকাতীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বাহ্লীকার তুষার-শীতল জলে ঝম্প প্রদান করিল। তখন হূণসেনা নিকটে আসিয়াছে, মুষ্টিমেয় শত্রুসেনা দেখিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ভীষণ শব্দে পুনরায় পর্ব্বতমালা কম্পিত হইয়া উঠিল। একদিন সেই শব্দে সুদূর প্রতীচ্যে রোমকনগর কম্পিত হইয়াছিল।

পরপারে মাগধ-সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথ রুদ্ধ করিল, সে পথে পঞ্চজনের অধিক অশ্বারোহী এককালে চলা কঠিন। দেখিতে দেখিতে ঝঞ্চাপাতের ন্যায় বর্ব্বর সেনা সেই কৃষ্ণরেখা আক্রমণ করিল।

অগ্নিগুপ্তের সেনা লৌহনির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সিতপর্ব্বতগাত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। আর্য্য-রক্তের সহিত বর্ব্বর-শোণিত মিশ্রিত হইয়া বাহ্লীকার চরণতল অপূর্ব্ব অলক্তকে রঞ্জিত করিল। শুভ্র অশ্বারোহণে শ্বেতবর্ম্মাবৃত সিতকেশ বৃদ্ধ হৈমগরুড়ধ্বজ হস্তে সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। ধ্বজ হইতে দীর্ঘ শুভ্র পতাকা শীতল সমীরণে পতপত শব্দে উড়িতেছিল। মাগধ-সেনার ক্ষীণ কৃষ্ণরেখা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল। সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় রাশি রাশি হূণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। একে একে মাগধসেনা উত্তরাপথের তোরণ রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতেছিল। সহসা আক্রমণের বেগ বৃদ্ধি হইল, শতের পরিবর্ত্তে সহস্র হূণ-অশ্বারোহী সেই সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে পঙ্কাঙ্কিত মাগধ-সেনা আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন শতজন অশ্বারোহী অবশিষ্ট নাই, তাহা দেখিয়া অগ্নিগুপ্ত কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমরা অধিকক্ষণ নদীতীর্থ রক্ষা করিতে পারিব না কিন্তু আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ বর্ব্বরস্পর্শে কলঙ্কিত হইতে দিব না।" বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে হৈমধ্বজ বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহা এক একজন গৌল্মিকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পতাকা নিজ বক্ষস্থলে জড়াইয়া অবশিষ্ট মাগধ-সেনার সহিত হূণ-সেনা আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য বর্ব্বর হূণ পরশু হস্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে শ্বেতবর্ম্মাবৃত পলিতকেশ, মাগধ-বীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথ মানব ও অশ্বের মৃতদেহে রুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই রক্তমাংসনির্ম্মিত প্রাচীরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাত্র চারিজন মাগধসেনা তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইল। শত শত শর, পরশু ও ভল্ল সেই পঞ্চজনকে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর করিয়া দিল। মাগধ-মেধ, মাগধ-অস্থি, মাগধ-বসানির্ম্মিত প্রাচীরের উপর মাগধ-বীর মহাবলাধিকৃত মহানায়ক অগ্নিগুপ্ত মাগধ-সাম্রাজ্যের তোরণ রক্ষার্থ চির-বিশ্রাম লাভ করিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু বিজেতা হূণসেনা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণে উপত্যকার প্রান্তে অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলায় একখানি মেঘ দ্রুতবেগে বাহ্লীকার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তুষারমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গ হইতে আর একখানি মেঘ তাহার সহিত মিলিত হইতে আসিতেছিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে মেঘদ্বয় মিলিত হইল, সহস্র সহস্র হূণ নিহত হইল, সহস্র সহস্র বর্ব্বর অস্ত্রত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেই মাগধ-অস্থি-মেধ-বসানির্ম্মিত প্রাচীরের চারি-দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উত্তরে দাঁড়াইয়া জনৈক দীর্ঘাকার প্রৌঢ় যোদ্ধা অপর পারে অবস্থিত একজন তরুণ যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চক্রপালিত, অদ্য তোরণরক্ষায় কে ছিল?" যুবা অবনত বদনে কহিল, "দেব, মহানায়ক স্বয়ং।" প্রৌঢ় শিহরিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "সে কি! সহস্র অশ্বারোহী লইয়া দিগন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত ক্ষুদ্র বাহ্লীকের ক্ষুদ্র নদীতীর্থ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন? চক্রপালিত, বাহ্লীক নগরে কি গৌল্মিক ছিল না? সর্ব্বনাশ, যুবক! তুমি কি জানিতে না যে, বৃদ্ধ অগ্নিগুপ্তের শীর্ণ বাহুবলের উপর কুমারগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য-রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল? চক্রপালিত, হতাবশিষ্ট সেনা কোন্ দিকে গেল?"

"মহারাজপুত্র, একজনও অবশিষ্ট থাকিতে নদীতীর্থ অধিকৃত হয় নাই।"

সহসা এক গৌরবর্ণ খর্ব্বকায় যুবক প্রৌঢ়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষ্কাসিত অসি হস্তে অভিবাদন করিয়া কহিল, "পিতৃব্য! পাদুকা পরিত্যাগ করুন, আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের রণনীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই। সহস্র যুদ্ধের শূর উত্তরা-পথ ও দক্ষিণাপথের মহাবলাধিকৃত আপনার পিতৃব্য এবং আমার খুল্ল-পিতামহ মহানায়ক অগ্নিগুপ্ত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। পিতৃব্য, আত্মবিস্মৃত হইবেন না, গুপ্তবংশে কে কবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে? কে কবে পশ্চাৎপদ হইয়াছে? আর্য্য অগ্নিগুপ্ত এইখানেই আছেন।"

প্রৌঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবককে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

"স্কন্দ, সত্যই আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। পিতা পিতামহ পশ্চাৎ-পদ হইলেও, খুল্লতাত পশ্চাৎপদ হইতেন না। তবে যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইত, যাঁহার পরিচালনে লক্ষ লক্ষ সেনা এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি যে ক্ষুদ্র বাহ্লীকার ক্ষুদ্র উপত্যকায় সহস্র অশ্বারোহীর সহিত ক্ষুদ্র যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন, মন যে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না স্কন্দ ?"

গোবিন্দগুপ্তের আলিঙ্গনপাশমুক্ত হইয়া মাগধ যুবরাজ একলম্ফে মাগধ-অস্থি-মেধ-বসানির্ম্মিত প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া দেখি-লেন যে, সহাস্য বদনে মহাবীর মহানায়ক অগ্নিগুপ্ত গরুড়লাঞ্ছিত কেতন বক্ষে ধারণ করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত আছেন। যুবরাজের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। অশ্রুঅন্ধ-নেত্রে মহাবীরের শতধা-বিদীর্ণ দেহ দেখিতে দেখিতে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "আর্য্য! ইহাই আপনার যথাযোগ্য শয্যা, আপনার অনুসৃত পথচারণ করিয়া দিনান্তে যেন এই শয্যালাভ করি। আর্য্য, পঞ্চশত অশ্বারোহীর সহিত অমর যশোলাভ করিয়া অমরধামে গিয়াছ বটে, কিন্তু যে অষ্টমবর্ষীয় বালককে অসিধারণ করিতে শিখাইয়াছিলে, তাহার চির-প্রতিজ্ঞা যে ব্যর্থ করিয়া দিলে প্রভু! তোমার রক্ষার্থ তোমার প্রদত্ত অসি যে শত্রুশোণিত পান করিল না প্রভু!" স্কন্দগুপ্ত এই বলিয়া অগ্নিগুপ্তের রুধিরাপ্লুত দেহ আলিঙ্গন করিলেন। তাহা দেখিয়া গোবিন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্কন্দ, কি বলিতেছ? পিতৃব্য কোথায়?" যুবরাজ অশ্রুসিক্ত বদন উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "পিতৃব্য, পিতামহ আমার ক্রোড়ে।"

সহসা স্কন্দগুপ্ত সেই শব-নির্ম্মিত প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া অগ্নিগুপ্তের দেহ উত্তোলন করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত অসি কোষমুক্ত করিয়া তাহা শির-স্ত্রাণে স্পর্শ করাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ অসি কোষমুক্ত হইয়া মাগধ-সেনার শিরস্ত্রাণ চুম্বন করিল। তখন অসি সম্মুখে রাখিয়া

গোবিন্দগুপ্ত নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লক্ষ লক্ষ মাগধ-সেনা সেই মাগধ-অস্থি-বসানির্ম্মিত প্রাচীরের উপর অবস্থিত বৃদ্ধ মহানায়কের শবের সম্মুখে নতজানু হইয়া নতশির হইল।

মাগধগণ তখনও মরিতে জানিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভিক্ষু পর্ব্বতে

প্রভাতে পট্টমহাদেবী শ্যামা-মন্দিরের অন্তরালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দান করিতেছেন। হূণযুদ্ধে যুবরাজ জয়লাভ করিয়াছেন—যুবরাজের সেনা বক্ষুতীর অধিকার করিয়াছে, সেইজন্য মহাদেবীর আদেশে প্রাসাদের কোষাগার মুক্ত হইয়াছে। প্রাসাদের তৃতীয় চত্বরের অঙ্গনে মহাদণ্ড-নায়ক রামগুপ্ত দরিদ্রগণকে অন্ন, বস্ত্র, তৈজস বিতরণ করিতেছেন। যে সকল অর্থিজন বিশেষ প্রার্থনা করিবার জন্য পট্টমহাদেবীর দর্শনকামনা করিতেছিল, রামগুপ্তের আদেশে দণ্ডধরগণ তাহাদিগকে শ্যামা-মন্দিরে লইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের অন্তরালে নিম্নে মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি এক একজনকে মহাদেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিলেন।

দান শেষ হইয়া আসিয়াছে, সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া পট্টমহাদেবী ও যুবরাজ-ভট্টারককে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিল। এই সময়ে একজন দণ্ডধর তিনজন সন্ন্যাসীর

সহিত শ্যামামন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রতীহারকে কহিল, "দেব, এই তিনজন সন্ন্যাসী একসঙ্গে পট্টমহাদেবীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" কৃষ্ণগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক সঙ্গে, কেন?" একজন সন্ন্যাসী কহিল, "দেব, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।" বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। পট্টমহাদেবীর আদেশ ছিল, অন্য যে কেহ তাঁহার দর্শন-প্রার্থনা করিবে, মহাপ্রতীহার তৎক্ষণাৎ তাহাকে শ্যামামন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিবেন। কৃষ্ণগুপ্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আসুন।"

পট্টমহাদেবী অরুণাদেবীর সহিত শত শত অভিজাতকুলমহিলা পরিবৃতা হইয়া শ্যামানন্দিরের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত অন্তরালের নিম্নস্থিত সোপান হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন, "মহাদেবি, তিনজন সন্ন্যাসী একত্র আপনার দর্শন-প্রার্থনা করেন।" মহাদেবী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লইয়া আসিলে না কেন?" বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পরক্ষণে সন্ন্যাসীত্রয় পাষাণনির্ম্মিত অন্তরালে প্রবেশ করিল। মহাদেবী ও অরুণাদেবী তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীত্রয়ের মধ্যে একজন বয়সে নবীন, সে কহিল, "মহাদেবি, আমরা সন্ন্যাসী, সংসার ত্যাগ করিয়াছি সুতরাং অন্ন বস্ত্র ধনরত্নের প্রয়োজন রাখি না। আমরা সর্ব্বদা গুপ্তকুলের মঙ্গলকামনায় হোম করিয়া থাকি। গণনায় জানিয়াছি যে, সম্প্রতি সমুদ্রগুপ্তের বংশের বিশেষ অশুভ সময় উপস্থিত। গৃহদোষ নিবারণার্থ নূতন যজ্ঞ করিতে হইবে, এই যজ্ঞের জন্য আপনার মস্তকের একটি কেশ প্রয়োজন।" মহাদেবী সহাস্যবদনে কহিলেন, "দেব, স্বামী-পুত্রের মঙ্গলকামনার জন্য আর্য্যনারী সানন্দে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, একটি কেশ ত তুচ্ছ কথা।" মহাদেবী আলুলায়িত কেশরাশি হইতে একটি দীর্ঘ কেশ উৎপাটন করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিলেন। সহসা তরুণ সন্ন্যাসীর নয়নে তীব্র

দীপ্তি দেখা দিল, তাহা দেখিয়া অরুণাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী-ত্রয় আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণগুপ্ত দ্বিতীয়বার আসিয়া অন্তরালের সোপানে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। মহাদেবী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ, কি চাও?" মহাপ্রতীহার দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহাদেবি, দান শেষ হইয়াছে।" মহাদেবী কহিলেন, "উত্তম। কৃষ্ণ, তুমি মহাদণ্ডনায়ক, প্রাসাদের সমস্ত দৌবারিক ও দণ্ডধর অদ্য আমার অতিথি।" কৃষ্ণগুপ্ত তৃতীয়বার অভিবাদন করিলেন। মহাদেবী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কৃষ্ণ?" মহাপ্রতীহার গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "দেবি, আমি পুত্রতুল্য, পুরুষানুক্রমে গুপ্তরাজবংশের অন্নে প্রতিপালিত, দাসের প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

"কি হইয়াছে কৃষ্ণ?" "মাতা, চৌরোদ্ধরণে শুক্লকেশ হইয়াছি, এই সন্ন্যাসীত্রয় বোধ হয় আমার পরিচিত।" "কৃষ্ণ, অদ্য স্কন্দের বিজয়বার্ত্তা আসিয়াছে। স্বামী, পুত্র ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় যে দানকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি, পরম শত্রুও যদি তাহাতে প্রত্যর্থী হইয়া আসে, তাহা হইলে তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে নাই। কৃষ্ণ, স্কন্দ যেমন আমার পুত্র, তুমিও তেমন। মাতার অনুরোধ, উহাদিগকে স্পর্শ করিও না।" "মহা-দেবি, এই সন্ন্যাসীত্রয় যদি অদ্য আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলেও আপনার আদেশে কোন প্রতীহার বা দৌবারিক ইহাদিগের অঙ্গে হস্ত-ক্ষেপণ করিবে না। মাতা, আমার অন্য প্রার্থনা আছে।" "কি কৃষ্ণ" "মাতা, ইহারা সমবেত হইয়া আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল?" সন্ন্যাসীত্রয় গুপ্তকুলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ করিবে বলিয়া আমার মস্তকের একটি কেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহা দিয়াছি।" "কেশ? মহাদেবি, আপনার মস্তকের কেশ! ভিক্ষুণী বলিয়াছিল অদ্য কেহ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে।"

"ভয় নাই কৃষ্ণ, একটি কেশে কি অমঙ্গল হইতে পারে? আমার আদেশ উহাদিগকে স্পর্শ করিও না।"

বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিতে বিস্মৃত হইয়া দ্রুতপদে শ্যামা-মন্দির পরিত্যাগ করিলেন। দান শেষ করিয়া বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত প্রাসাদের অঙ্গনে একটি পাষাণনির্ম্মিত তোরণের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, সহসা নগ্নপদ নগ্নশীর্ষ বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারকে দ্রুতপদে তোরণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ, কোথায় যাও?" কৃষ্ণগুপ্ত মুখ না ফিরাইয়া কহিলেন, "পিতৃব্য, বিষম বিপদ, মহাপুরোহিতকে আহ্বান করুন।" রামগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" কিন্তু মহাপ্রতীহার তাহা শুনিতে পাইলেন না।

তৃতীয় চত্বরের তোরণে রামগুপ্তের সুসজ্জিত রথ দাঁড়াইয়াছিল, কৃষ্ণ-গুপ্ত তাহাতে আরোহণ করিয়া সারথিকে নগরে যাইতে আদেশ করিলেন। সারথি প্রথমে সামান্যব্যক্তি জ্ঞানে পরুষকণ্ঠে তাঁহাকে নামিয়া যাইতে আদেশ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহারকে চিনিতে পারিয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেব, কোথায় যাইব?"

"নগর প্রান্তে—ভিক্ষুপর্ব্বতে।"

অষ্টশতবর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের একমাত্র অধীশ্বর অশোক সংসারত্যাগী প্রিয়পুত্রের আবাসের জন্য পাটলিপুত্র নগরে একটি কৃত্রিম শৈল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার ধ্বংসা-বশেষ বিদ্যমান ছিল। মহাদণ্ডনায়কের রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণগুপ্ত অশোকনির্ম্মিত এই কৃত্রিম শৈলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাটলি-পুত্র নগরে অশোকের সংসারত্যাগী পুত্র "ভিক্ষুকুমার" ও কৃত্রিম শৈল "ভিক্ষুপর্ব্বত" নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাবধি পাটলিপুত্রিক নাগরিক "ভিখ্‌না কুঁয়ার" ও "ভিখ্‌না পাহাড়ী" নামদ্বয় বিস্মৃত হয় নাই। রথ

কৃত্রিম পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণগুপ্ত রথ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে শৈলসোপানশ্রেণী আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে একদল বৌদ্ধ নাগরিক ও নাগরিকা কৃত্রিম শৈল হইতে অবতরণ করিতেছিল, তাহারা নগ্নপদ ও নগ্নশীর্ষ মহাপ্রতীহারকে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে ভিক্ষুপর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

ভিক্ষুপর্ব্বতের উপরে পাষাণনির্ম্মিত একটি সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এক উন্মাদিনী ভিক্ষুণী বাস করিত। সঙ্ঘারাম ধ্বংস হইলে ভিক্ষুগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং উহা বহুকাল জনশূন্য ছিল। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে উন্মাদিনী আসিয়া সঙ্ঘারামের একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ, হিন্দু-বৌদ্ধনির্ব্বিশেষে তাহাকে ভক্তি অপেক্ষা ভয় করিত। বৃদ্ধা করকোষ্ঠি গণিতে জানিত, কিন্তু সে অশুভ সংবাদই জানাইত। মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "জানি না।" একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিলে গালি দিত অথবা প্রহার করিত। কৃষ্ণগুপ্ত যখন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভিক্ষুণী তখন একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া কতকগুলি শৃগালকে আহার দিতেছিল। সে মহাপ্রতীহারকে দেখিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আবার আসিয়াছিস্? তোকে ত বলিয়াছিলাম যে তোর মত মূর্খের দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের বংশের কোনও কল্যাণ হইবে না।" বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার ভর্ৎসিত হইয়া অবনত বদনে কহিলেন, "দেবি, আপনার বাক্য যথার্থ, তিনজন সন্ন্যাসী আসিয়া মহাদেবীর একটি কেশ লইয়া গিয়াছে।"

"তুই মূর্খ, তুই নির্ব্বোধ, তুই পুরুষ নহিস্ রমণী—তুই মানুষ নহিস্ বানর। সেই স্ত্রীলোকটি যখন নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল, তখন তুই কি করিতেছিলি?" "দেবি, আমি বুঝিতে পারি নাই।

আপনি বলিয়াছিলেন যে, অন্য কেহ মহাদেবীর কেশাগ্র, স্পর্শ করিলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে, সেইজন্য আমি কাহাকেও মহাদেবীর অঙ্গ-স্পর্শ করিতে দিই নাই।” “তুই বানর কি না, সেইজন্য গাছে বসিয়া কলা খাইতেছিলি, সেই অবসরে ইন্দ্রলেখা আসিয়া মহাদেবীর কেশ লইয়া গিয়াছে।” “ইন্দ্রলেখা?” “হাঁ, ইন্দ্রলেখা, চন্দ্রসেন, আর হরিবল।” “দেবি, তাহারা ত সন্ন্যাসী?” “তেমন সন্ন্যাসী গণিকা-পল্লীতে অনেক আছে। হরিবল এককালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল বটে কিন্তু ভিক্ষুণী-স্পর্শে তাহার পতন হইয়াছে।” “দেবি, এখন উপায়?” “তুই ত মহাদেবীকে বলিয়া আসিয়াছিস্ যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিবি না?” “সত্য।” “ওরে বানর, আমি কি মিথ্যা কহিয়া থাকি? হরিবল জিনরক্ষিত ও নাগার্জ্জুন বারাণসীতে মহাদেবীর কেশ লইয়া মারণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেইদিনই পাটলিপুত্রে মহাদেবীর মৃত্যু হইবে, আর তুই বানর প্রাসাদশীর্ষে বসিয়া কদলীভক্ষণ করিবি।” “দেবি, কি করিব?” “বলিলাম ত কলা খাইবি।” “কোনও উপায় কি নাই?” “না।” “সাম্রাজ্যের কি দশা হইবে?”

“বিংশতিবর্ষ মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য বালুকারাশির ন্যায় উড়িয়া যাইবে। বেশ্যাকন্যা আর্য্যপট্টে আরোহণ করিবে, তুই তখনও গাছে বসিয়া কলা খাইবি।” “দেবি, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?” “আছে। চন্দ্রগুপ্তের পবিত্র শোণিত তোর ধমনীতে প্রবাহিত। যেদিন উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথ-পরিত্রাতার রক্ষার জন্য সেই শোণিতে কলঙ্কিত পাটলিপুত্রের কলুষিত রাজপথ ধৌত হইবে, সেইদিন যুবরাজ ভট্টারক-পাদীয় মহাসাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্তের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।” “দেবি, সেদিন কবে আসিবে?” “বিলম্ব আছে। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত, বেশ্যাকন্যার কলুষিত পাদস্পর্শে পবিত্র আর্য্যপট্ট কলঙ্কিত করিবে, সহস্র সহস্র মাগধসেনা, লক্ষ লক্ষ আর্য্য নরনারী সুবিমল শোণিত-

ধারায় সে কলঙ্ককালিমা দূর করিবে। বেশ্যার দৌহিত্র যেদিন আর্য্যপট্টে পদার্পণ করিবে, সেইদিন প্রকৃত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধি-রাজের দেহরক্ষার জন্য কৃষ্ণগুপ্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।” “বেশ্যাকন্যা—বেশ্যাদৌহিত্র! আর্য্যপট্টে অনন্তার পুত্র! দেবি, বৃদ্ধ কৃষ্ণগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্তের সেনানী—সে কি ইহাই দেখিবার জন্য জীবিত থাকিবে?” “থাকিবে। গোবিন্দগুপ্ত থাকিবে, দামোদর শর্ম্মা থাকিবে, রামগুপ্ত থাকিবে। ইন্দ্রলেখার কন্যা যেদিন পট্টমহাদেবীর আসন গ্রহণ করিবে, সেইদিন মহারাজপুত্র মহাকুমার গোবিন্দগুপ্ত, মহারাজপুত্র যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা, যুবরাজ ভট্টারক-পাদীয় মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত, কুমারপাদীয় মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত, মহা-কুমার হর্ষগুপ্ত, কুমারপাদীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্র তাহার সম্মুখে নতজানু হইবে। যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত বাহ্লীকের তোরণে চিরনিদ্রায় অভিভূত, শীঘ্র ফিরিয়া যা।”

বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার স্তম্ভিত হইয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। উন্মাদিনী তাহা দেখিয়া তাঁহার অঙ্গে লোষ্ট্র ক্ষেপণ করিল, তখন কৃষ্ণগুপ্ত ধীরে ধীরে রথের দিকে ফিরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতা ও পুত্র

প্রবল বাত্যা যেমন ঘনকৃষ্ণমেঘ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া চারিদিকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ অগ্নিগুপ্তের ও গোবিন্দগুপ্তের রণনীতিকৌশলে হূণসেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পরাজিত ও বন্দী হইল। বাহ্লীকাতীরে আর্য্যাবর্ত্তের তোরণ রক্ষার্থ মহাবীর মহামনা মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত জীবন উৎসর্গ করিলে মাগধসেনা মনে করিয়াছিল যে, রণচণ্ডী মহাবলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্না হইয়াছেন,—হূণজাতি বিজিত হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এইবার যুবরাজ মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যাযাবর জাতির রণনীতিকুশল গোবিন্দগুপ্ত জানিতেন যে, প্রথম হূণ আক্রমণ,— হূণ যুদ্ধের প্রথম মেঘ, আবার হূণ আসিবে, আবার নদীতীর্থ রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয় অগ্নিগুপ্তের আবশ্যক হইবে। মাগধসেনার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব আছে। প্রথম হূণসেনা বিনষ্ট হইলে, বক্ষুর উভয়কূল অধিকৃত হইলেও প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রচারিত হইল না দেখিয়া সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইল। গোবিন্দগুপ্তের আদেশে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অগ্নিগুপ্তের ভস্মাবশেষ লইয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে গমন করিলেন।

বাহ্লীক ও কপিশার শকমণ্ডল তন্দ্রামগ্ন দেখিয়া বক্ষুপারে হূণগণ ভাবিয়াছিল যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অনায়াসে বিজিত হইবে। দেবপুত্র ষাহী ষাহানুষাহী উপাধিধারী শকনরপতিগণ হূণগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া অর্থ-প্রদানে হূণ-জাউলসমূহের অধিপতিগণকে বশীভূত করিতেন। জাউলপতিগণ কাপুরুষ শকনরপতিগণের

প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া সমগ্র বাহ্লীক ও কপিশা অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদিগের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে শক-নরপতিগণ জালন্ধরে অগ্নিগুপ্তের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। জাউল-পতিগণ মনে করিয়াছিল যে, অগ্নিগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তের সেনা শকরাজ-বাহিনীর ন্যায় তাহাদিগের রণহুঙ্কার শ্রবণ করিলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে। এই ভাবিয়া পঞ্চলক্ষ হূণ বক্ষু পার হইয়া দক্ষিণ তীরে গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, মাগধ সেনা তাহাদিগকে দেখিলেই পলায়ন করিবে। পলায়নের পরিবর্ত্তে যখন মাগধসেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, তখন জাউলপতিগণ বিস্মিত হইল। সুশিক্ষিত মাগধসেনা যখন অনায়াসে পঞ্চলক্ষ হূণ-অশ্বারোহীর তীব্র আক্রমণবেগ সহ্য করিল, তখন তাহাদের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল। মাগধ-অশ্বারোহী সেনা যখন পরাজিত হূণসেনার পশ্চাদ্ধাবন করিল, তখন সেই বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল। পরাজিত হূণসেনা যখন বক্ষুতীরে গিয়া দেখিল যে, স্কন্দগুপ্তের লক্ষ অশ্বারোহী প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, তখন তাহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। বাহ্লীকাতীরে সেই পঞ্চলক্ষের গতিরোধ করিতে গিয়া অগ্নিগুপ্ত আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ভানুমিত্র যে পথে যুবরাজের সন্ধানে গিয়াছিলেন, হূণসেনা সে পথে অগ্রসর হয় নাই। তিনি তিনদিন পরে বাহ্লীকাতীরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্তের আদেশে ভানুমিত্র যুবরাজের সহিত পুরুষপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পাইলেন। বাহ্লীকনগরে চক্রপালিতকে রাখিয়া সকলে কপিশায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভানুমিত্র ও স্কন্দগুপ্ত অগ্নিগুপ্তের ভস্মাবশেষ লইয়া কপিশা ও নগরহার হইয়া পুরুষপুরে আসিলেন। ভানুমিত্রকে পুরুষপুরে রাখিয়া স্কন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রে যাত্রা করিলেন। পথে প্রতিগ্রামে ও প্রতিনগরে মহোৎসব আরম্ভ হইল। মহাবীর অগ্নি-

গুপ্তের ভস্ম ও হূণবিজয়ী যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য আর্য্যাবর্ত্তবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তক্ষশিলায়, জালন্ধরে, স্থান্বীশ্বরে, মথুরায়, কান্যকুব্জে ও বারাণসীতে মহাসমারোহে যুবরাজ পুর-প্রবেশ করিলেন। পাটলিপুত্রনগরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মালব ও সৌরাষ্ট্র বিজয়ের পর সেরূপ মহাসমারোহ আর কেহ দেখে নাই। পঞ্চক্রোশ দূরে নাগরিকগণ বিজয়-তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, পঞ্চক্রোশ পথ পত্রপল্লব ও পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নগরতোরণে সম্রাট্ স্বয়ং পুত্রের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রাসাদের তোরণদ্বারে পট্টমহাদেবী শত শত কুলমহিলার সহিত হূণবিজয়ী পুত্রকে বরণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদ্বারে অগ্নিগুপ্তের ভস্মাবশেষ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া যুবরাজ পুর-প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর মহানগরে সপ্তাহব্যাপী সমারোহ চলিয়াছিল।

যুবরাজ বর্ষা ও শরৎকাল পাটলিপুত্রে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে মহাদেবী তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু বৃদ্ধ রামগুপ্ত বিবাহের প্রস্তাবে বাধা দিয়া কহিলেন যে, হূণযুদ্ধ শেষ না হইলে যোদ্ধা সেনাপতির বিবাহ অসম্ভব। অবশেষে মহাদেবীর আগ্রহাতিশয্যে কুমারগুপ্ত বসন্তকালে যুবরাজের সহিত অরুণাদেবীর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। রামগুপ্তের মতানুসারে স্থির হইল যে, আগামী গ্রীষ্মে হূণজাতি যদি যুদ্ধের আয়োজন না করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে। তদবধি অরুণাদেবী যুবরাজের সম্মুখে অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না।

বসন্তের প্রারম্ভে পাটলিপুত্রের প্রাসাদসীমায় মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর উদ্যান অভিনব পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে কুমারী অরুণা মহাদেবীর পূজার জন্য পুষ্পাহরণ করিতেছেন—সদ্যস্নাতা চম্পকবরণীর লাবণ্যে মনোরম উদ্যান উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অরুণা, জবাবৃক্ষ হইতে রক্তজবা আহরণ করিতেছেন, সহসা মালতী-বিতানের পশ্চাতে পদশব্দ হইল। অরুণা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,

মালতীবিতানের লতায় আত্মগোপন করিয়া যুবরাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। রজনীগন্ধার ন্যায় শুভ্র বদনমণ্ডল লজ্জায় অরুণবরণ হইয়া উঠিল, অরুণা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। স্কন্দগুপ্ত তখন লতাবিতান হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, "অরুণ, আর একবার দেখি।" অবগুণ্ঠন বর্দ্ধিত হইল। যুবরাজ কি করিবেন বা কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অরুণার দিকে পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যুবরাজ পুনরায় কহিলেন, "অরুণ, আমার একটি অনুরোধ রাখিবে?" অবগুণ্ঠন আরও বাড়িল। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা হইল, "কি?"

"আমাকে রজনীগন্ধার মাল্য রচনা করিয়া দিবে?" "দিব।"

যুবরাজ তথাপি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তখন অবগুণ্ঠনবতী পুনরায় কহিলেন, "আপনি সরিয়া যান, এখনই কে আসিয়া পড়িবে।" "ক্ষতি কি?" "ছি।"

পরক্ষণেই পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল, অরুণা অধিকতর লজ্জিতা হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবরাজ ফিরিয়া দেখিলেন জনৈক দণ্ডধর তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাহ?" দণ্ডধর অভিবাদন করিয়া কহিল, "যুবরাজ ভট্টারকের জয় হউক, হূণজাতি দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কপিশা হইতে মহারাজপুত্র দূত প্রেরণ করিয়াছেন, আপনাকে অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে।"

"যাও, যাইতেছি।" দণ্ডধর প্রস্থান করিল।

যুবরাজ অরুণাদেবীকে কহিলেন, "অরুণ, চলিলাম। যদি ফিরিয়া আসি তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবে—নতুবা নহে। আর একবার তোমার মুখখানি দেখিব।" মস্তকের অবগুণ্ঠন সরিল, যুবরাজ দেখিলেন অরুণার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ—রক্তাভ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। যুবরাজ পুনরায় কহিলেন, "অরুণ, হয় ত এই শেষ, আমার দিকে চাহিয়া

দেখ।” অরুণা মুখ তুলিলেন, নয়নকোণের উৎস উথলিয়া উঠিল। যুবরাজ কহিলেন, “অরুণ, কাঁদিও না, আর একটি ভিক্ষা আছে।” অরুণা রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি যুবরাজ?”

“তোমার হস্তের একটি অঙ্গুরীয়ক আমার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দাও, যদি মরি—”

ধীরে ধীরে যুবরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া কুসুমপেলব অঙ্গুলী হইতে হীরকখচিত অঙ্গুরী লইয়া অরুণাদেবী তাহা স্কন্দগুপ্তের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ কহিলেন, “অরুণ, আমার জন্য অপেক্ষা করিবে?” সহসা মস্তকের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল—অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অরুণা কহিলেন, “যুবরাজ, তোমাকে যখন স্পর্শ করিয়াছি, তখন হইতে তুমি আমার দেবতা; অপেক্ষা করিব,—ইহলোকে, পরলোকে, সর্ব্বত্র।”

ধীর পাদবিক্ষেপে যুবরাজ অন্তঃপুরের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নয়নপথের অন্তরাল হইলে মালতীবিতানের যে ধূলায় তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা আলিঙ্গন করিয়া সিক্তকেশে চম্পকবরণী যুবতী লুটাইয়া পড়িল।

দিবসের দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধ অতীত হইলে প্রাসাদের ও নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, কারণ বুঝিতে না পারিয়া পাটলিপুত্রিক নাগরিকগণ গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইল। যাহারা প্রাসাদের নিকটে বাস করিত তাহারা দেখিল যে, তৃতীয় চত্বরের প্রাঙ্গণে পঞ্চসহস্র মালবদেশীয় অশ্বারোহী যাত্রার জন্য সজ্জিত হইয়াছে। নাগরিকগণের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে চিনিত, তাহারা কহিল যে, ইহারা যুবরাজের শরীররক্ষী সেনা। মঙ্গলবাদ্য থামিল না দেখিয়া, দলে দলে নাগরিকগণ প্রাসাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকের রাজপথ ঘন জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যাহারা তৃতীয়

চত্বরের তোরণের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা লোকমুখে শুনিতে পাইল যে, যুবরাজ তখনই কপিশায় যাত্রা করিবেন। সেই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রাসাদতোরণ হইতে নগরতোরণ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইল। নগর-তোরণের নিকটে জনৈক বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ সৈনিক দাঁড়াইয়াছিল, সে সহসা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। হূণ-বিজয়ী স্কন্দগুপ্ত তখন পাটলিপুত্রের নাগরিকগণের নয়নপুত্তলিকা। বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি শেষ হইবার পূর্ব্বে ঘোররবে জনতা গর্জ্জন করিয়া উঠিল; লক্ষ কণ্ঠে স্কন্দগুপ্তের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। তোরণের নিকটে রাজপথের একপার্শ্বে দুই তিনজন ভিক্ষু দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন জয়ধ্বনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। প্রথম ভিক্ষু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আর কতদিন?" দ্বিতীয় ভিক্ষু অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "অধিক দিন নহে, ছয় মাস অপেক্ষা কর।" "ছয় মাস পরে কি হইবে?" "ইহারাই স্কন্দগুপ্তের নামে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে।"

তখন অন্তঃপুরে বাসুদেবমন্দিরের সম্মুখে পুরমহিলাগণ বরণসামগ্রী লইয়া যুবরাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে সম্রাট্ ও যুবরাজ অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বাসুদেবমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। মহাদেবী তখন মন্দিরের গর্ভগৃহে ধ্যানমগ্না ছিলেন। একজন অন্তঃপুরিকা তাঁহাকে সম্রাট্ ও যুবরাজের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল, মহাদেবী গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। বরণ আরম্ভ হইল, একদণ্ডকাল ধরিয়া গুপ্তবংশজাতা সমস্ত পুরস্ত্রী যুবরাজকে বরণ করিলে মহাদেবী বরণপাত্র লইয়া বরণ আরম্ভ করিলেন। সহসা তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, পাত্রস্থ লাজরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সম্রাট্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, কি হইল?" মহাদেবী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পরিচারিকা দ্বিতীয় বরণসামগ্রী লইয়া আসিল। মহাদেবী বরণান্তে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন।

কুমারগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন, “মহাদেবি, পুত্র যখন প্রথম হূণ-অভিযানে গিয়াছিল, তখন ত বিচলিত হও নাই?” অশ্রু-অন্ধ-নয়নে মহাদেবী কহিলেন, “প্রভু, স্কন্দের মুখখানি আর হয় ত দেখিতে পাইব না।”

“অমঙ্গলের কথা বলিতে নাই, হূণবিজয়ী পুত্র আবার হূণ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিবে।”

“মহারাজ, বাসুদেবের আশীর্ব্বাদে স্কন্দ আমার সর্ব্বত্র জয়লাভ করিবে, কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন হয় ত আমি আর থাকিব না।”

“দেবি, তুমি গুপ্ত-কুল-লক্ষ্মী,—এমন কথা মুখে আনিতে নাই।”

মাতা ও অরুণার অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল চিন্তা করিতে করিতে পাটলিপুত্রের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জয়ধ্বনির মধ্যে পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তদেব দ্বিতীয় হূণ-অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বশীকরণ

আবরুণা অসি পর্য্যন্ত প্রশস্তা, রম্যা বারাণসী নগরীর উপকণ্ঠে একটি রমণীয় উদ্যানে পুষ্পিত অশোক-তরুতলে রক্তবসনপরিহিত জনৈক কাপালিক সন্ধ্যাগমে হোমের আয়োজন করিতেছিল। তাহার নিকটে বসিয়া এক বিগত-যৌবনা সুন্দরী তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। রমণীয় উদ্যানের সুন্দর সরোবরের শ্বেত-কৃষ্ণ-মর্ম্মর-বিন্যস্ত সোপানে বসিয়া শিশির-স্নাত শেফালীর ন্যায় অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী গাত্র-মার্জ্জনা করিতে-

ছিল। রমণীসুলভ লজ্জা সে বোধ হয় বহুদিন পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছে। নিঃসঙ্কোচে অনাবৃত সরোবরঘট্টায় স্নান করিয়া তরুণী সোপানে দাঁড়াইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং প্রসাধনের দ্রব্যাদি লইয়া কেশ-বিন্যাসে মনঃসংযোগ করিল।

রাত্রি আসিল, অমাবস্যার অন্ধকার রজনীতে অন্ধকার অশোক তরুতল উচ্চশিখ-হোমানলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তীব্র উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া মধুরক্তনেত্র কাপালিক অনবরত মন্ত্র পাঠ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঘৃতসিক্ত রক্তজবা ও বিল্বদল হুতাশন বদনে নিক্ষেপ করিতেছিল। তরুণী প্রসাধন শেষ করিয়া সরোবরের ঘট্টায় বেদীর উপর বসিয়া তীব্র সুরাপান করিতেছিল, জনৈক পরিচারক তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল উল্কাহস্তে দণ্ডায়মান ছিল। সহসা হোমকুণ্ডের পার্শ্ব হইতে প্রৌঢ়া ডাকিল, "অনন্তা!" তরুণী কহিল "যাই।" তরুণী নিকটে আসিল, কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল এবং কাচপাত্রে লতাবিশেষের রস লইয়া তাহা মন্ত্রপূত করিল, আসব-বিহ্বলা তরুণী তাহা একনিশ্বাসে পান করিল। তখন কাপালিক প্রৌঢ়াকে কহিল, "যা, তোর কন্যার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এখন হইতে উহার নয়ন বন্ধন করিয়া রাখ্, যাহাকে তোর কন্যা কামনা করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাইলে দূর হইতে নয়নের বন্ধন মোচন করিয়া দিস্।"

কাপালিক পুনরায় বসিল, হবিঃস্পর্শে হোমশিখা আবার আকাশে উঠিল, প্রৌঢ়া ক্ষৌমবস্ত্রে তরুণীর নয়নবদ্ধ করিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া হোমকুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করাইল। পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইল, ঘৃতসিক্ত রক্তজবা ও বিল্বদল অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল, তখন কাপালিক পুনরায় আসন ত্যাগ করিল এবং একটি অর্দ্ধদগ্ধ রক্তজবা তরুণীর হস্তে দিয়া কহিল, "তুই যাহাকে কামনা করিস্, সে তোর নিকটে আসিলে তাহার অঙ্গে এই মন্ত্রপূত পুষ্প

নিক্ষেপ করিস্।" কাপালিক পুনরায় পূজায় বসিল, প্রৌঢ়া কন্যার সহিত উদ্যানের তোরণে আসিল এবং এক বৃহদাকার অশ্বত্থ বৃক্ষতলের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

দূরে বারাণসী নগরে সহস্র সহস্র মন্দির-তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার রাজপথে বহু অশ্ব-পদশব্দ শ্রুত হইল। তাহা শুনিয়া প্রৌঢ়া তরুণীর হস্ত ধরিয়া পথের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে উল্কাধারী শতশত অশ্বারোহী উদ্যান-তোরণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহাদিগের পশ্চাতে শতশত হস্তী ও উষ্ট্র ধীর পাদবিক্ষেপে উদ্যানের সম্মুখ দিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার পর সহস্র সহস্র উল্কাধারী-পরিবৃত একখানি বৃহৎ রথ দৃষ্ট হইল,তাহা দেখিয়া প্রৌঢ়া তরুণীর নয়নের বন্ধন মোচন করিল; সেই সময়ে রথ উদ্যান-তোরণের সম্মুখে আসিল। তরুণী বিদ্যুদ্বেগে রথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, সারথি বিস্মিত হইয়া অশ্বচতুষ্টয়ের গতি সংযত করিল।

সুবর্ণখচিত চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে একজন শুক্লকেশ প্রৌঢ় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" তাঁহার বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে শ্লথবসনা, কুন্দবরণা যুবতী লম্ফ দিয়া রথারোহণ করিয়া প্রৌঢ়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিল। চতুর্দ্দিক হইতে শতশত রক্ষী তাহাকে রথ হইতে অপসারিত করিতে আসিল, কিন্তু প্রৌঢ় অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সহস্র সহস্র উল্কার উজ্জ্বল আলোকে প্রশস্ত রাজপথে, উন্মুক্ত রথে অপরিচিতা তরুণীর প্রেমসম্ভাষণে বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" মাদকজড়িতকণ্ঠে তরুণী কহিল, "আমি—আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" শীতল নৈশ-সমীরণ তরুণীর চূর্ণ কুন্তলগুলি উড়াইয়া বৃদ্ধের মুখের উপরে নিক্ষেপ করিতেছিল, অঙ্গরাগ-গন্ধলেপ ও কেশতৈলের সুগন্ধ বৃদ্ধকে ধীরে ধীরে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। বৃদ্ধ সংযত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রকাশ্য রাজপথে

ন্বল আলোকে সহস্র সহস্র পরিচারকের সম্মুখে যুবতীর প্রেমসম্ভাষণ অসঙ্গত, বিবেক বার বার বৃদ্ধের কর্ণকুহরে এই কথা বলিতেছিল। কিন্তু সে কোমল স্পর্শ, সে মনোহর অঙ্গভঙ্গী, সে ভুবনমোহন রূপ, অনন্তার কেশতৈলের অপরূপ গন্ধ, তাহার আজানুলম্বিত তরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশরাশি ব্যতীত অন্য কোথাও উদ্ভূত হইতে পারে না। বারাণসীর পথে অমাবস্যার অন্ধকারময় রজনীতে প্রথম প্রহরান্তে অনন্তা কোথা হইতে আসিল? কণ্ঠলগ্না তরুণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "নিষ্ঠুর! আমাকে চিনিতে পারিলে না?" প্রৌঢ় তখন ভাবিতেছিলেন, ভ্রাতৃভক্ত গোবিন্দগুপ্ত একদিন বলিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয়বার অনন্তার করকবলিত হইলে সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য নিমিষের মধ্যে ধ্বংস হইবে। ইন্দ্রলেখার চক্রান্তে, অনন্তার কোমলস্পর্শের মোহে, তিনি একদিন স্কন্দগুপ্তের মাতাকে আর্য্যপট্ট হইতে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সুদূর পুরুষপুর হইতে গোবিন্দগুপ্ত সে মোহ দূর করিতে পাটলিপুত্রে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ পিতৃব্য গুপ্তসাম্রাজ্যের পূজনীয় মহামন্ত্রী, দামোদর শর্ম্মা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনন্তার জন্য পাটলিপুত্রের অভিজাত সম্প্রদায় ঝটিকাতাড়িত সমুদ্রবক্ষের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার অনন্তা! কোথা হইতে আসিল? কেমন করিয়া সংবাদ পাইল?

হঠাৎ বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থলে বিন্দুদ্বয় উষ্ণবারি পতিত হইল। পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, ফুল্লারবিন্দতুল্য কোমল গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া কুমারগুপ্তের সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল, বৃদ্ধ বহুমূল্য ক্ষৌমবস্ত্র দিয়া তরুণীর আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল মুছাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, "ছি অনন্তা, কাঁদিও না, আমি ভুলি নাই।" সুরাবিহ্বলা লজ্জাহীনা তরুণী সর্ব্বসমক্ষে বৃদ্ধের মুখচুম্বন করিল, বৃদ্ধ সম্রাট্

লজ্জায় অধোবদন হইলেন। লজ্জিত পরিচারকবর্গ দূরে সরিয়া গেল। অনন্তা কহিল, "বল, আমাকে আর ত্যাগ করিবে না ?"

আবার চিন্তা। অনন্তা অপ্সরাতুল্যা, দেবভোগ্যা—এমন রূপ জগতে অতুলনীয়া। অনন্তা সঙ্গে যাইতে চাহে; আবার পাটলিপুত্রে যাইতে চাহে। সে কি আবার পট্টমহাদেবী হইতে চাহিবে ? আবার কি বেশ্যা-কন্যার পাদস্পর্শে পবিত্র আর্য্যপট্ট কলুষিত হইবার ভয়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের অভিজাতকুল চঞ্চল হইয়া উঠিবে ? আর মহাদেবী ?—স্কন্দগুপ্তের মাতা ? তিনি ত গুপ্তকুললক্ষ্মী ! অনন্তা তাঁহার সহিত যদি পাটলিপুত্রে যায়, তাহা হইলে কি আবার সে শুভ্র প্রশান্ত ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিবে ? পতির সন্তোষবিধানের জন্য পতিপরায়ণা মহাদেবী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু করুণ বলিয়াছিল মহাদেবী শ্যামামন্দিরে দেবী-মূর্ত্তির হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অনন্তা কি আর্য্যপট্টে উপবেশন করিতে চাহিবে ? - হয় ত চাহিবে না। হয় ত চাহিবে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধে এমন কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাহার জন্য তরুণী রূপসী তাহাকে ভজনা করিবে !—অর্থলোভ ?—না রাজ্যলোভ ? পাটলিপুত্রে বহু গণিকা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী অপেক্ষা ধনশালিনী। আবার বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থলে উষ্ণ বারিবিন্দু পতিত হইল, বিবেকবাণী ভাসিয়া গেল, বৃদ্ধ সম্রাট্ আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "অনন্তা, কাঁদিও না, আর কখনও তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

অশ্রুধারা শুকাইয়া গেল, পাপীয়সী হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার বৃদ্ধের মুখ-চুম্বন করিল। সম্রাটের আদেশে রথ চলিল। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, চন্দ্র-গুপ্তের পুত্র, পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ কুমার-গুপ্তদেব বেশ্যাকন্যার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া পবিত্র অবমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

রথ চলিয়া গেল, উল্কার আলোক দূরে সরিয়া গেল, আবার অন্ধকার

আসিয়া রাজপথ অধিকার করিল। তখন অশ্বত্থতল হইতে সেই গৈরিক-পরিহিতা প্রৌঢ়া তোরণের নিকটে আসিয়া ডাকিল, "চন্দ্রসেন, ও চন্দ্রসেন! বলি হতভাগা এমন সময় কোথায় গিয়াছিস্?" বৃক্ষের উপর হইতে চন্দ্রসেন কহিল, "অন্তরাল হইতে তোমার কন্যা-জামাতার মিলন দেখিতেছিলাম।"

"শীঘ্র নামিয়া আয়।" "ব্যস্ত কেন?" "কাপালিক কোথায় গেল?" "অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।"

চন্দ্রসেন নামিয়া আসিল, তখন ইন্দ্রলেখা কহিল, "দেখিলি ত, কাহার বুদ্ধি বড়, বুড়া শিয়ালের না আমার?" "ইন্দ্রলেখে, আমি ত চিরদিন বলিতেছি যে, তুমি যদি পুরুষ হইতে তাহা হইলে কুমারগুপ্তের কাণ ধরিয়া আর্য্যপট্ট হইতে নামাইয়া দিয়া সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইতে?" "দেখ, যদি ফল্গুযশকে দেখিয়া না মজিতাম, তাহা হইলে কুমারগুপ্তকে অধিকদিন সিংহাসনে বসিতে হইত না।" "সে আবার কি কথা?"

"তোমার মুণ্ড আর তোমার মাথা। তোর মত মূর্খ আর কখনও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে নাই। যদি মহারাজ-পুত্রকে বশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমিই এতদিন পট্টমহাদেবী হইতে পারিতাম।" "আর আমার অদৃষ্টে কি হইত?" "শৌণ্ডিকবীথির সম্মার্জ্জনী।"

চন্দ্রসেন হাসিয়া উঠিল, ইন্দ্রলেখা পুনরায় কহিল, "দেখ ভাই, বড়ই সুবিধা হইয়াছে, বুড়া শিয়াল জালন্ধরে, গোবিন্দগুপ্ত আর স্কন্দগুপ্ত পুরুষপুরে। অনন্তা পাটলিপুত্রে যাইতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার কেহই নাই।" "ইন্দ্রলেখে, আজি বড় আনন্দের দিন, কল্য আমি কুমার-গুপ্তের শ্বশুর হইব, আজি এক কলস কাদম্ব ব্যয় করিয়া ফেল।" "সারাদিন উপবাস করিয়া আমারও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কাপালিককে ডাকিয়া আন্ আর ভাণ্ডার হইতে একটা কলস লইয়া আয়।"

চন্দ্রসেন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু অশোক-তরুতলে কাপালিককে খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে উদ্যানমধ্যস্থ অট্টালিকা হইতে কাদম্বপূর্ণ মৃৎকলস ও ভাণ্ড লইয়া আসিল এবং ইন্দ্রলেখাকে কহিল, "কাপালিককে খুঁজিয়া পাইলাম না।" "সে কোথায় গেল?" "কি জানি?"

"এখনও যে তাহার কার্য্য বাকি আছে! কাপালিকের মন্ত্রবল আছে, অনায়াসে কুমারগুপ্ত বশীভূত হইয়াছে, কল্য মারণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" "ভয় কি? কাদম্বের লোভে প্রভাতেই আসিবে।"

তখন কুমারগুপ্তের ভাবী শ্বশ্রূ নিশীথরাত্রিতে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদায়ে

বসন্ত-পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক-ধবলিত অলিন্দে অনিন্দ্যসুন্দরী চম্পকবরণী নবযুবতী কুসুমপেলব অঙ্গুলী দিয়া বীণাবাদন করিতেছিল। পুরুষপুর নগরের সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বতমালা শৃঙ্গে শৃঙ্গে হেমন্তের তুষারবরণ স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় রজতধবল শুভ্র-জ্যোৎস্না প্রতিফলিত করিতেছিল। নগরপ্রান্তে শুভ্র মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিশাল সৌধে দ্বিতীয় তলের মুক্ত-অলিন্দে বীণা বাজিতেছিল—তরুহীন মরুবৎ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি পর্ব্বতমালায় তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। তরুণীর পার্শ্বে বসিয়া স্নিগ্ধ ধবলকান্তি এক তরুণ পলকবিহীন-নেত্রে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

সাহানা বাজিতেছিল, মৃদু মধুরধ্বনি যেন সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্না জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল। সহসা বাদ্য থামিল, তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, "আমি বাজাইব না।" তরুণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন করুণ?" "তুমি ত শুনিতেছ না?" "না—শুনিতেছি।" "কি শুনিতেছ?" "কেন—বীণা?" "বল দেখি, কি বাজাইতেছিলাম?"

তরুণী হাসিয়া উঠিল, তাহার কলকণ্ঠের কলহাস্য সুদূর পর্ব্বতমালায় বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইল। তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি কি বাজাইতেছিলাম?" "ভীমপলশ্রী।" "কোথায় ভীমপলশ্রী শুনিয়া আসিলে?" "কেন—তোমার নিকটে।" "আমার মুখে বুঝি ভীমপলশ্রী বাজিতেছে?" "করুণ, তোমার মুখ—" "যথেষ্ট হইয়াছে, কবিবর। এখন আর আমার মুখের বর্ণনা করিতে হইবে না।" "করুণ, দেশে—গৌড়ে এমনই জ্যোৎস্না-পুলকিত পূর্ণিমা-নিশিতে উদ্যানের সরোবর-ঘট্টায় বসিয়া এই বীণায় একদিন ভীমপলশ্রী বাজাইয়াছিলে,—মনে পড়ে?" "যাও—" "মনে পড়ে কি না বল?" "পড়ে।" "সেদিন ঋষভ আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল।" অলিন্দের কোণ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "এবং আজিও রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে।"

তরুণী লজ্জারুণ বদন অবনত করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, তরুণ অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া বসিল। ঋষভদেব অলিন্দে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি! বড় মিঠা বাজিতেছিল। ঠাকুরাণীর রন্ধন ও বাদ্য উভয়ই গুড়ের ন্যায় মিষ্ট—তবে কোমল হস্তের চপেটাঘাত কি প্রকার মিষ্ট তাহা ভানুমিত্র বলিতে পারে।"

তরুণীর বেণীবদ্ধ মস্তক অধিকতর অবনত হইল। তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "ঋষভ, তোমার রোহিণী গোয়ালিনীর চপেটাঘাত কি এইরূপ মধুর?" স্থূলকায় ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "ভানু, সেটা এখনও আস্বাদিত হয় নাই, তবে ক্ষীর সর ও নবনী তেমন মধুর নহে, কারণ

আহারের সময়ে কিঞ্চিৎ শর্করা অথবা গুড় সংযোগ করিতে হয়, কিন্তু ঠাকুরাণীর ব্যঞ্জন যেন ইক্ষুগুড়।"

তরুণী এইবার মস্তক তুলিয়া কহিল, "ঠাকুর, আমি বুঝি ব্যঞ্জনে গুড় মিশ্রিত করি? আর কখনও তোমাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইব না।" "হাঁ হাঁ, ঠাকুরাণী কর কি! এমন কার্য্য কি তোমাকে দিয়া সম্ভব হইতে পারে? শ্রীমুখপঙ্কজের ন্যায় শ্রীকরপল্লবেও মধু আছে, তাহা না হইলে ভানুমিত্র কল্য গান্ধারী নর্ত্তকীর সন্ধানে যাইত।"

তরুণী রোষকষায়িত নেত্রে তরুণের দিকে চাহিল, তরুণ লজ্জিত হইয়া কহিল, "কল্য চক্রপালিতের গৃহে এক গান্ধারী নর্ত্তকী আসিয়াছিল, ঋষভ বোধ হয় তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছে।" তরুণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে-ই বুঝি ভীমপলশ্রী বাজাইয়াছিল?" আশু গৃহবিবাদ সম্ভবপর দেখিয়া ঋষভদেব কহিলেন, "ঠাকুরাণি, সে কেবল ক্ষীরের লড্ডুক বাজাইতেছিল, এখন তুমি একখানি ভীমপলশ্রী বাজাও—আমি একবার গৌড়ের মোদকটা মনে করিয়া লই।" "ঠাকুর, আমি ত রোহিণী নহি?" "আর গঞ্জনা দিও না ঠাকুরাণি।"

ঋষভ এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া ভানুমিত্র ও করুণা হাসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হাসিও না ঠাকুরাণি! রোহিণীকে আমি বড়ই স্নেহ করিতাম,—এখন তুমি ভীমপলশ্রী বাজাও।"

করুণা বীণা তুলিয়া লইলেন, চম্পকসদৃশ ক্ষুদ্র কোমল অঙ্গুলিগুলি ক্ষিপ্রগতিতে বীণার তারে আঘাত করিয়া সুরলহরী উৎপাদন করিল, জ্যোৎস্না যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, নীরব নিস্তব্ধ নিশায় সুপ্তিময় জগৎ যেন সহসা জাগিয়া উঠিল। অর্দ্ধদণ্ড বাজিয়া বীণা নীরব হইল, তখন ঋষভদেব পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া ভানুমিত্র বলিলেন, "ঋষভ, গোপবধূ রোহিণীর জন্য যে আকুল হইলে?" ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "বন্ধু, রোহিণীর জন্য নহে।

গৌড়ের উদ্যানে সরোবর-তীরে সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। ঠাকুরাণি, তুমি যখন গৌড়ে ফিরিবে, তখন আর একবার জ্যোৎস্নাধবল নিশিতে সরোবরের স্বচ্ছ জলে রক্ত-অলক্তকরঞ্জিত চরণ দুইখানি ডুবাইয়া ভানুকে ভীমপলশ্রী শুনাইও।”

ভানু। আমি তোমাকে ডাকিয়া লইব।

ঋষভ। আমি কি আর কখনও গৌড়ে যাইব?

করুণা। কেন যাইবে না ঠাকুর?

ঋষভ। কাপালিক বলিয়াছে।

ভানু। তবে আর রোহিণীকে দেখিতে পাইবে না?

ঋষভ। রহস্য রাখ ভানু, কাপালিক বলিয়াছে—তুমি ফিরিবে করুণা ফিরিবে, কেবল আমি আর গৌড়দেশ দেখিতে পাইব না।

এই সময়ে অলিন্দের প্রান্তে দাঁড়াইয়া একজন পরিচারিকা কহিল, “দেব, যুবরাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।” ভানুমিত্র চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, “যুবরাজ?” “যুবরাজ এইমাত্র পাটলি-পুত্র হইতে আসিয়াছেন।” “তিনি কোথায়?” “তোরণে—অশ্বপৃষ্ঠে—”

ভানুমিত্র দ্রুতপদে অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন। তখন করুণা ঋষভ-দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, কাপালিক কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিল?” “বলিয়াছিল যে, তোমরা দেশে ফিরিবে।” “কবে?” “ভানু শীঘ্রই ফিরিবে, কিন্তু তুমি বহুদিন পরে ফিরিবে।” “আমি বহুদিন পরে! একা কোথায় থাকিব ঠাকুর?” “কাপালিক ত তাহা বলে নাই।”

এই সময়ে স্কন্দগুপ্তের সহিত ভানুমিত্র অলিন্দে প্রবেশ করিলেন, করুণা যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, “করুণ, আমরা এখনই যাত্রা করিব, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ভানুও আমার সহিত যাইবে।”

সহসা করুণার হৃদয় কম্পিত হইল। কাপালিক বলিয়াছে, স্বামী শীঘ্রই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের বহু বিলম্ব আছে। কেন? হয় ত রাজকার্য্যে যুবরাজের সহিত তাঁহাকে পাটলিপুত্র যাইতে হইবে। না, পাটলিপুত্র ত তাঁহার স্বদেশ নহে, পাটলিপুত্র ত গৌড় নহে? তবে তিনি কোথায় যাইবেন? আমাকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন! পুরুষপুর, বহুদূর; একাকিনী কোথায় থাকিব, কাহার আশ্রয়ে থাকিব? কতদিন দর্শন পাইব না। কেবল দর্শনের জন্য—দিনান্তে মাসান্তে একবার মুখখানি দেখিবার জন্য পাটলিপুত্র, গৌড়, প্রাসাদ, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছি। কোথায় যাইব, একাকিনী কেমন করিয়া থাকিব? করুণার ফুল্লারবিন্দতুল্য মুখখানি শুকাইয়া গেল, সমস্ত শরীর স্বেদাপ্লুত হইল। তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা, তোর কি হইল?" করুণা নিরুত্তর। যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণ, তোমার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে?" বহু-কষ্টে শুষ্ককণ্ঠে করুণা কহিলেন, "না।" যুবরাজ বুঝিলেন এবং কহিলেন, "তুমি ভানুর যাত্রার উদ্যোগ কর, আমার প্রয়োজন আছে নগরে যাইব"। স্কন্দগুপ্ত ঋষভের হস্ত ধরিয়া অলিন্দ ত্যাগ করিলেন। তখন করুণা ভানু-মিত্রের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "দেবতা, উপবেশন কর, একবার দেখি; লজ্জায় কখনও নয়ন ভরিয়া—হৃদয় ভরিয়া দেখি নাই। একবার দেখি, বহুদিন দেখিতে পাইব না!" ভানুমিত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কেন করুণা?" "কাপালিক বলিয়াছে।" "কি বলিয়াছে করুণ?" "বলিয়াছে, তুমি শীঘ্রই দেশে ফিরিবে কিন্তু আমার প্রত্যাবর্ত্তনের বহু বিলম্ব আছে।" "কাপালিকের কথায় বিশ্বাস করিলে জগৎ চলিবে না।" "দেবতা, অনেকদিন আমার মন বলিতেছে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবে, দূরে থাকিবে।—তুমি আমার নিকটে আসিতে চাহিলে আসিতে পারিবে না।—আমি তোমার নিকটে থাকিলেও তোমার দর্শন পাইব না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কেন পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখন বলি নাই—আজ শুনিয়া যাও। অনেকদিন দর্শন পাইব না,—কতদিন তাহা জানি না। তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—দূরে থাকিতে হইবে—এই ভয়ে—পুরুষপুরে আসিয়াছিলাম। কখনও যে দূরে রাখ নাই—দশ বৎসর পরে হঠাৎ কেমন করিয়া দূর হইব? আজি মন বলিতেছে তুমি বহুদূরে যাইতেছ, বহুদিন পরে ফিরিবে, যখন ফিরিবে তখন হয় ত তোমার করুণ এখানে থাকিবে না। আমি জানি, তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে চাহিবে, চিরদিন যেমন করিয়া আমাকে ডাকিয়া থাক—তেমন করিয়াই ডাকিবে, কিন্তু উত্তর পাইবে না। আমি যেখানে থাকি,—যতদূরে থাকি—সেই স্থান, সেই দূরত্ব হইতে তোমার আহ্বান শুনিতে পাইব। দুঃখ করিও না। তুমি যোদ্ধা,—তুমি বীর—দাসীর জন্য ক্ষাত্রধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। দেবতা, তোমার করুণ মরিবে না—তোমাকে না দেখিয়া মরিতে পারিবে না। যখন হউক, যতদূরে হউক—আবার তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিব, আবার তোমার কথা শুনিব—”

ভানুমিত্র অশ্রু-অন্ধনয়নে পত্নীকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। সেই মুহূর্ত্তে অলিন্দের প্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই পরিচারিকা কহিল, “দেব! যাত্রার সময় হইয়াছে, যুবরাজ স্মরণ করিয়াছেন।”

দশম পরিচ্ছেদ

মারণ

বারাণসী নগরপ্রান্তে সেই রমণীয় উদ্যানে—সেই অশোকতরুতলে বসিয়া ইন্দ্রলেখা ও চন্দ্রসেন নিবিষ্টচিত্তে বিল্ববৃক্ষমূলে হোমরত কাপালিকের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। তখনও অমাবস্যা আছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর উজ্জ্বল রূপরাশি নিমিষের জন্য অন্ধকারের ঘন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিল্ববৃক্ষমূলে পঞ্চহস্ত পরিমিত বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়াছে, কাপালিকের দক্ষিণপার্শ্বে কলসময় ঘৃত ও বামপার্শ্বে কলসপূর্ণ সুরা। অন্ধকার রজনীতে তমসাচ্ছন্ন উদ্যানমধ্যে রক্তবসন-পরিহিত সুরারক্তনেত্র কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণ কাপালিক প্রেতবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

রজনীর প্রথম প্রহর শেষে কাপালিক ডাকিল, "ইন্দ্রলেখা, উঠিয়া আয়।" ইন্দ্রলেখা বিল্ববৃক্ষমূলে আসিলে কাপালিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কন্যার শত্রু কে?" ইন্দ্রলেখা কহিল, "রমণী।" "সে কে?" "কন্যার বাঞ্ছিতের পত্নী।" "সে কি করিয়াছে?" "তাহার জন্য অনন্তা পতিলাভ করিতে পারিতেছে না।" "তাহার কেশ আনিয়াছিস্?" "হাঁ।"

ইন্দ্রলেখা বস্ত্রমধ্য হইতে রজতনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিল এবং তাহা হইতে একগাছি দীর্ঘ কেশ বাহির করিয়া কাপালিকের হস্তে দিল। কাপালিক তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এই রমণী কি কলহপ্রিয়া?" ইন্দ্রলেখার হৃদয় কম্পিত হইল, সিদ্ধগণিকা

অভিপ্রেত সাধনের জন্য অনায়াসে মিথ্যা কহিল, "হাঁ।" "তাহার স্বভাব কি ক্রূর?" "অত্যন্ত।" "সত্য বলিতেছিস্? অগ্নিদেবতার সম্মুখে মিথ্যা কহিলে জীবন্ত নরকভোগ করিবি।" "সত্য বলিতেছি।" "মিথ্যা কহিলে জীবিত অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরে তোর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিবে।" "সত্য বলিতেছি।" "অগ্নি স্পর্শ করিয়া শপথ কর্।"

পাষাণহৃদয়া নারীর হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইল, ইন্দ্রলেখার হস্ত কম্পিত হইল। তাহা দেখিয়া কাপালিক পুনরায় কহিল, "শপথ কর্।" তাহার বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠস্বর উদ্যান কম্পিত করিল, সে পুনরায় কহিল, "শপথ না করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।" তখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহসে ভর করিয়া ইন্দ্রলেখা দক্ষিণহস্তে অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করিল, তাহা দেখিয়া কাপালিক কহিল, "বামহস্তে।" ইন্দ্রলেখা বামহস্ত দিয়া অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করিয়া কহিল, "অগ্নিদেবতা স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, অনন্তার বাঞ্ছিতের ধর্ম্মপত্নী কলহপ্রিয়া ও ক্রূরস্বভাবা, সে অনন্তাকে হত্যা করিতে চাহে।"

কাপালিকের রেখাঙ্কিত ললাট রেখাশূন্য হইল। ইন্দ্রলেখা বিল্ববৃক্ষমূল ত্যাগ করিয়া চন্দ্রসেনের নিকট পলায়ন করিল। দূরে বারাণসী নগরে তোরণে তোরণে ও শত শত দেবমন্দিরে প্রথম প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সেই সময়ে একজন দীর্ঘাকার বস্ত্রাবৃত পুরুষ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "ইন্দ্রলেখা!" ইন্দ্রলেখা তখন তীব্র কাদম্ব পান করিয়া শপথের ক্লান্তি ও ভীতি অপনোদন করিতেছিল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" চন্দ্রসেন অত্যন্ত ভীত হইয়া ইন্দ্রলেখার অঞ্চল আকর্ষণ করিতে করিতে কহিল, "কর কি? নিশ্চয় উপদেবতা অথবা কৃষ্ণগুপ্তের অনুচর!" ইন্দ্রলেখা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বস্ত্রাবৃত পুরুষ পুনরায় মৃদুস্বরে ডাকিল, "ইন্দ্রলেখা!" ইন্দ্রলেখা পাছে উত্তর দেয় এই ভয়ে চন্দ্রসেন ক্ষিপ্রহস্তে

তাহার মুখ আবৃত করিল। উত্তর না পাইয়া বস্ত্রাবৃত পুরুষ তৃতীয়বার ডাকিল, "ইন্দ্রলেখা! ভয় নাই, আমি হরিবল।" তখন চন্দ্রসেনের বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, সে কহিল, "ঠাকুর! তুমি ঠিক হরিবল ত? আর কেহ নহ? আমরা প্রেত, মানুষ নহি; বৌদ্ধভিক্ষু হইলে আহার করিব না, কিন্তু যদি অন্য কেহ হও তাহা হইলে তোমার মুণ্ডটি ভক্ষণ করিয়া কবন্ধটি পাটলিপুত্রে ফেলিয়া আসিব।" বস্ত্রাবৃত পুরুষ হাসিয়া কহিল, "চন্দ্রসেন, ভয় নাই, আমি কৃষ্ণগুপ্তের দূত নহি।" "বিশ্বাস কি?" "আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াও চিনিতে পারিলে না?" "কৃষ্ণগুপ্তের বহুবিধ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, অন্য প্রমাণ দিতে পার?" "পারি, কৃষ্ণগুপ্তের ভয়ে এক নিশীথরাত্রে তীর্থে গিয়াছিলে স্মরণ আছে?" "আছে, সে কোথায়?" "পাটলিপুত্র নগরপ্রান্তে, পুরাতন দীর্ঘিকার দুর্গন্ধময় শীতল জলে।"

চন্দ্রসেন হাসিয়া কহিল, "তুমিই বটে।" এই সময়ে কাপালিক পুনরায় ডাকিল, "ইন্দ্রলেখা, নিকটে আয়, আহুতি দিব।" ইন্দ্রলেখা, চন্দ্রসেন ও হরিবল অগ্নিকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলে কাপালিক সেই কেশ ঘৃতসিক্ত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। সহসা ঘোররবে মেঘগর্জ্জন করিয়া উঠিল, বিদ্যুচ্ছটায় দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া প্রলয়ের সূচনা আরম্ভ করিল, কাপালিক কলসপূর্ণ ঘৃত ও সুরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। অগ্নিশিখা একবার আকাশ স্পর্শের উদ্যম করিয়া নির্ব্বাপিত হইল।

সেই মুহূর্ত্তে একখানি চতুরশ্ববাহিত রথ পাটলিপুত্রের পশ্চিম তোরণে প্রবেশ করিল, রথ দেখিয়া দৌবারিকগণ সসম্মানে অভিবাদন করিল। রথের পশ্চাতে একজন অশ্বারোহী আসিতেছিল, রথ তোরণ ত্যাগ করিলে একজন দৌবারিক তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল এবং তৎক্ষণাৎ তোরণের মন্দুরা হইতে দ্রুতগামী অশ্ব গ্রহণ করিয়া দ্রুতগতিতে প্রাসাদাভিমুখে

ধাবিত হইল। রথ প্রাসাদের তৃতীয় তোরণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দৌবারিক অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইল এবং একজন দণ্ডধরকে নীলমণিযুক্ত একটি অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল। দণ্ডধর অঙ্গুরীয়ক লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

শ্যামামন্দিরে আরত্রিকের আয়োজন শেষ হইয়াছে, ধূপ-ধূমে পাষাণময় মন্দিরান্তরাল সহস্র প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকসত্ত্বেও অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছে, পুরোহিত দীপমালা হস্তে আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সহসা জনতা ভেদ করিয়া সেই দণ্ডধর মন্দিরান্তরালে প্রবেশ করিল এবং ধ্যানমগ্না মহাদেবীর ক্রোড়ে অঙ্গুরীয়ক নিক্ষেপ করিল। মহাদেবী বিস্মিতা ও চমকিতা হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হস্তে নীলমণিযুক্ত অঙ্গুরীয়ক পতিত রহিয়াছে। সহসা তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পার্শ্বে অরুণা বসিয়াছিলেন, তিনি মহাদেবীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি হইয়াছে?" পালিতা কন্যার কণ্ঠস্বর পট্টমহাদেবীর কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না, তাঁহাকে প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুরোহিত পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সমবেত কুলমহিলাগণ ভীতা ও সন্ত্রস্তা হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে জনকোলাহলমুখরিত মন্দিরান্তরাল শ্মশানের ন্যায় নীরব হইল। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অন্তরালের বহির্দ্দেশ হইতে বামাকণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, কে কহিল, "দেবি,—দেবি—মহারাজাধিরাজ—অনন্তা আসিয়াছে।" সহসা প্রতিমার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার খড়্গ হস্তচ্যুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবীর ছিন্নশীর্ষ শ্যামাপদযুগল চুম্বন করিল। রক্তরুধির শ্বেত মর্ম্মরাচ্ছাদন প্লাবিত করিল, মহাদেবী স্বহস্তে আর্য্যপট্টের পথ প্রশস্ত করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ
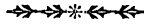
রাজপথে

শৌণ্ডিকবীথিতে বৃদ্ধ অক্ষয়নাগ বিপণীর সম্মুখে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। অদ্য শৌণ্ডিকবীথি জনশূন্য, পাটলিপুত্রের প্রশস্ত রাজপথ জনশূন্য। সন্ধ্যা আগতা তথাপি বিশাল নগরী অন্ধকার। স্থানে স্থানে নাগরিকগণ একত্র হইয়া মৃদুস্বরে বাক্যালাপ করিতেছে। সকলেরই মুখে এক কথা—অনন্তা আসিয়াছে, পট্টমহাদেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন, কল্য ইন্দ্রলেখা আসিবে। রজনীর প্রথম যাম অতীত হইলে মশকদংশনে অস্থির হইয়া বৃদ্ধ শৌণ্ডিক বিপণী পরিত্যাগ করিল এবং শৌণ্ডিকবীথির শেষভাগে রাজপথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। উভয় পথের সন্ধিস্থলে কতিপয় যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের সকলেই পরিচিত দেখিয়া অক্ষয়নাগ তাহাদিগের নিকট সরিয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে জনার্দ্দন! এ বৎসর কি দুই দিন শিবচতুর্দ্দশী হইয়াছে?" জনার্দ্দন বিষণ্ণবদনে কহিল, "আর দাদা, কল্য ইন্দ্রলেখা আসিবে, হয় ত অনন্তাই পট্টমহাদেবী হইবে, অনেকের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইবে।—সকলেই সেই ভয়ে অস্থির, সুতরাং ক্রয়বিক্রয় একবারেই বন্ধ।"

"দেখ জনার্দ্দন, তোমরা বিষম ভুল করিতেছ। যতক্ষণ পিতৃদত্ত মস্তকটা স্কন্ধে সংলগ্ন আছে, ততক্ষণ আনন্দ কর। অনন্তা আবার আসিয়াছে, পট্টমহাদেবী স্বর্গে গিয়াছেন, সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইবে। নিরর্থক আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছ কেন, তাহাতে কি মস্তক স্কন্ধে সংলগ্ন থাকিবে?"

"তাহা থাকিবে না। তবে কি জান, পুত্র-কলত্র আছে, গৃহ আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, কি হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

"সমস্তই থাকিবে, হয় ত তুমিই থাকিবে না। বৃথা চিন্তায় ফল নাই। জনার্দ্দন, অদ্য আমার বিপণীতে তোমাদিগের সকলের নিমন্ত্রণ, আমার সহিত আইস।"

জনার্দ্দনের সঙ্গিগণ অক্ষয়নাগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বিপণীতে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ শৌণ্ডিক পরিচারকগণকে বিপণীর সমস্ত আলোক জ্বালিয়া দিতে আদেশ করিল এবং গৌড়ী, মাধ্বী, মাধুক, কাদম্ব প্রভৃতি নানারূপ তীব্র সুরা আনয়ন করিল। বিপণীতে সুরার স্রোত প্রবাহিত হইল, দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইল, অক্ষয়নাগের অতিথিগণ সকলে একসঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃদ্ধ শৌণ্ডিক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "বন্ধুগণ, অদ্য আমার শুভদিন, শীঘ্রই ইন্দ্রলেখার কন্যা পট্টমহাদেবী হইবে, সুতরাং চন্দ্রসেন হয় মহাপ্রতীহার, না হয় মহামন্ত্রী হইবে। চন্দ্রসেন এককালে এই বিপণীতে বিনামূল্যে বহু মদ্য পান করিয়াছে। ইন্দ্রলেখাকে সহস্রাধিক সুবর্ণ দীনার মূল্যের মদ্য ধারে বিক্রয় করিয়াছি, সুতরাং কল্য আমার শুভদিন আরম্ভ হইবে। তোমরা সকলে আনন্দ কর, অদ্য সহস্র কলস মদ্য বিনামূল্যে বিতরণ করিব।" অক্ষয়নাগের অতিথিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, স্রোতের ন্যায় সুরা প্রবাহিত হইল, কোলাহলে আকর্ষিত হইয়া নাগরিকগণ দলে দলে অক্ষয়নাগের অতিথিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আসিল। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল, তখন অক্ষয় নাগ কহিল, "বন্ধুগণ, এইবার বিপণীর দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা প্রতীহার আসিয়া আমাদিগকে বৃদ্ধ রামগুপ্তের নিকট লইয়া যাইবে।" বৃদ্ধের অতিথিগণ সকলেই মত্ত হইয়াছিল, তাহারা সমস্বরে কহিল, "বিপণীর দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে না, যদি প্রতীহার আসে তাহাকে প্রহার করিব। বৃদ্ধ রামগুপ্ত যদি আমাদের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে, তাহা

হইলে ইন্দ্রলেখা আসিয়া তাহাকে খুলে দিবে।” অক্ষয়নাগ বাধ্য হইয়া বিপণীর দ্বার মুক্ত রাখিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে একজন প্রতীহার আসিল, সুরামত্ত নাগরিকগণ তাহাকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিল।

নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য আরব্ধ হইলে শৌণ্ডিকবীথি সহসা শত শত উল্কার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সহস্র অশ্বারোহী-পরিবেষ্টিত, চতুরশ্ববাহিত একখানি রথ অক্ষয়নাগের বিপণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আলোক দেখিয়া অক্ষয়নাগ ও তাহার অতিথি-গণ দুয়ারে ছুটিয়া আসিল, তখন রথ হইতে একজন গৌরবর্ণ যুবক দুইজন অশ্বারোহীর সাহায্যে অবতরণ করিতেছে। সে অক্ষয়নাগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “অক্ষয়, বড় তৃষ্ণা।” বৃদ্ধ শৌণ্ডিক ও তাহার অতিথিগণ সকলে এক এক পাত্র তীব্র কাদম্ব নবাগত অতিথির মুখের নিকটে ধরিল। দুই এক পাত্র তাহার উদরস্থ হইল, অবশিষ্ট তাহার বহুমূল্য কৌষেয় বসন সুগন্ধযুক্ত করিল।

তৃতীয় প্রহরের শেষভাগে অক্ষয়নাগের অতিথিগণ চেতনা হারাইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। তখন নবাগত অতিথি জনার্দ্দনকে কহিল, “জনার্দ্দন, চল প্রাসাদে যাই।” জনার্দ্দন মত্ত হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “প্রাসাদে যাইবি কেন?” “শয়ন করিতে।” “তাহা হইলে কি কল্য কেহ জীবিত থাকিবে?” “মারিবে কে?” “কেন, মহাপ্রতীহার?” “কল্য প্রভাতে তাহাকে দগ্ধ করিব।” “সম্রাট্?” “সে ত আমার কুক্কুর।” “চন্দ্রসেন, বিবেচনা করিয়া দেখ?” “অনেক বিবেচনা করিয়াছি, তুই চল্।”

অনেকে মত্ততাপ্রযুক্ত ইহাদের কথোপকথন শুনিতে পায় নাই, তাহারা জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইব?” চন্দ্রসেন কহিল, “প্রাসাদে।” যে কয়জনের চলচ্ছক্তি ছিল, তাহারা কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জড়িতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিল। অক্ষয়নাগের অতিথিগণ

কতক রথে, অবশিষ্ট পদব্রজে, সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে রজনীর চতুর্থ প্রহর যাপন করিতে চলিল।

পাটলিপুত্র নগরে অনন্তার পুনঃ প্রবেশের পর দিনযামিনী অতিবাহিত হইয়াছে, তখনও পট্টমহাদেবীর দেহ সৎকৃত হয় নাই। পাটলিপুত্র নগর, প্রাসাদ ও অন্তঃপুর জনশূন্য। অনন্তার আবির্ভাবে ও পট্টমহাদেবীর আত্মহত্যায় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইয়া রাজসেবকগণ পলায়ন করিয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বে ইন্দ্রলেখার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা অনন্তার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়াই নগর পরিত্যাগ করিয়াছিল। মহাদেবীর জীবনাবসান শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি পরদিন প্রভাতে প্রাসাদে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও সম্রাটের দর্শন পাইলেন না। সন্ধ্যা হইতে চেষ্টা করিয়া নিশীথরাত্রিতে বৃদ্ধ, পট্টমহাদেবীর সৎকারের আয়োজন করিলেন। প্রাসাদের গঙ্গাদ্বার রুদ্ধ, যে দণ্ডধর তাহা মুক্ত করিত সে কীলক লইয়া পলায়ন করিয়াছে, সুতরাং অন্তঃপুর হইতে চত্বরত্রয় পার হইয়া রাজপথে গঙ্গাতীরে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। রামগুপ্ত ও তাঁহার সঙ্গিগণ মহাদেবীর শব বহন করিয়া প্রাসাদের তৃতীয় তোরণ হইতে নির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে তোরণের অনতিদূরে শত শত উল্কার উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইল, শববাহিগণ বিস্মিত ও ভীত হইয়া দাঁড়াইল। আলোক দ্রুতবেগে তোরণের নিকটবর্ত্তী হইল, চন্দ্রসেন ও তাঁহার সঙ্গিগণ বিকট কোলাহল করিতে করিতে পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-তোরণের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া শববাহিগণ শব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বৃদ্ধ রামগুপ্ত একাকী অন্ধকারময় তোরণপথে পট্টমহাদেবীর শবের শিয়রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

উল্কাধারী অশ্বারোহিগণ ক্রমশঃ তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামগুপ্ত তখনও তোরণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন অশ্বারোহী

তাঁহাকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়াও শবের শিয়র পরিত্যাগ করিলেন না, তাহা দেখিয়া অশ্বারোহী তাঁহার গলদেশে হস্ত প্রদানের উদ্যোগ করিল। তখন সহসা আর একজন অশ্বারোহী তাহার সঙ্গীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "করিতেছিস্ কি ?" প্রথম অশ্বারোহী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" "চিনিতে পারিতেছিস্ না ?" "না।" "মহাদণ্ডনায়ক।" "কে ? রামগুপ্ত ?" "হাঁ।"

তখন অশ্বারোহীদ্বয় অসি কোষমুক্ত করিয়া কুমারপাদীয় বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ককে অভিবাদন করিল, বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?" প্রথম অশ্বারোহী কহিল, "আমরা মুদ্গগিরিগুল্মের অশ্বারোহী।"

"এখন কি জন্য আসিয়াছ ?" "প্রভু চন্দ্রসেন বারাণসী হইতে আসিয়াছেন, আমরা তাঁহার সহিত আসিয়াছি।" "কাহার আদেশে ?" "মহারাজাধিরাজের।" "বন্ধুগণ, তোমরা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সেনা, পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত। সম্মুখে পট্টমহাদেবীর দেহ, চন্দ্রগুপ্তের বধূ, কুমারগুপ্তের পত্নী ও স্কন্দগুপ্তের মাতা সামান্যা রমণীর ন্যায় গঙ্গায় চলিয়াছেন। দেখিও ইন্দ্রলেখার জার যেন তাঁহার অবমাননা না করে। অদ্য বৃদ্ধ রামগুপ্ত ব্যতীত বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যে আর কেহ নাই যে, স্বর্গগতা পট্টমহাদেবীর শবের শিয়রে দাঁড়াইয়া থাকে।"

বৃদ্ধের কণ্ঠরুদ্ধ হইল। অশ্বারোহীদ্বয় অসি কোষমুক্ত করিয়া শবের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে উল্কাধারী সহস্র অশ্বারোহী তোরণের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে স্কন্দগুপ্তের ও পট্টমহাদেবীর নাম উচ্চারিত হইল; বহু বৃদ্ধ সৈন্যের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তাহারা সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীকে চিনিত। এই সময়ে রথ আসিয়া তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইল, সহসা তোরণের পার্শ্বস্থিত অন্ধকারময়

কক্ষ হইতে জনৈক দীর্ঘাকার বর্ম্মাবৃত পুরুষ নির্গত হইয়া রথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার রথ, কোথায় যাইবে?" সারথি ভয়কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "প্রভু চন্দ্রসেনের রথ, প্রাসাদে যাইবে।"

"যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় ও কুমারপাদীয় অভিজাত ব্যতীত আর কেহ রথারোহণে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না। সারথি, তুমি সাম্রাজ্যের পরিচারক, তুমি কি প্রাসাদের রীতি অবগত নহ?"

সারথি মস্তক অবনত করিল, তখন রথ হইতে সুরামত্ত চন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" বর্ম্মাবৃত পুরুষ উত্তর না দিয়া শিরস্ত্রাণ মোচন করিল, তখন সহস্র অশ্বারোহী সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রামগুপ্ত বর্ম্মাবৃত পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণগুপ্ত, তুমি কোথায় ছিলে?" মহাপ্রতীহার কহিলেন, "প্রভু, আত্মকার্য্যে গয়ায় গিয়াছিলাম।" এই সময়ে অধীর হইয়া চন্দ্রসেন রথ হইতে বলিয়া উঠিল, "পথ ছাড়িয়া দে, নতুবা শূলে যাইবি।" কৃষ্ণগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন, "চন্দ্রসেন, কল্য শূলের ব্যবস্থা করিও, অদ্য ফিরিয়া যাও।" "কেন?" "সম্মুখে মহাদেবীর শব, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আর্য্যধর্ম্ম কি বিস্মৃত হইয়াছ?" "বুড়ীটা মরিয়াছে আপদ গিয়াছে, উহার পা ধরিয়া খালের জলে টানিয়া ফেলিয়া দে।"

সহসা সহস্র অশ্বারোহী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সারথি রথ ছাড়িয়া পলাইল। চন্দ্রসেন ও তাহার সঙ্গিগণ বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিল অবশেষে অশ্বারোহিগণ চন্দ্রসেনকে পরিখার জলে নিক্ষেপ করিল। তাহার সঙ্গিগণ পলাইল।

তখন মুদ্গগিরিগুল্মের সহস্র অশ্বারোহী পট্টমহাদেবীর শব বহন করিয়া গঙ্গাতীরে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
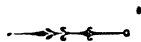
সভাস্থলে

পরদিন প্রভাতে পাটলিপুত্রের নাগরিক অরুণোদয়ে গৃহদ্বার মুক্ত করিল না, বণিক বিপণীতে দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া বসিল না, নিশিশেষে মন্দিরে মন্দিরে, বিহারে বিহারে আরত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল না সারা রাত্রি জনশূন্য রাজপথে মর্ম্মপীড়াব্যাকুল মাগধসেনা পট্টমহাদেবী ও স্কন্দগুপ্তের জয়ধ্বনি করিয়া বেড়াইল এবং রাত্রিশেষে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া চিতাভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া তৃতীয় তোরণে বসিয়া রহিল।

সে দিন তোরণে তোরণে প্রথম প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া থামিয়া গেল তথাপি সভামণ্ডপ জনশূন্য রহিল। মণ্ডপে রাজা নাই, প্রজা নাই, সভাসদ্ নাই, বিচারার্থী নাই। বিস্তৃত শূন্য সভামণ্ডপে দৌবারিক ও দণ্ডধরগণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবার পর পাটলিপুত্রে কেহ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণ এমন জনশূন্য দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, আবার মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, এই সময়ে দ্বিরদরদখচিত শিবিকায় প্রবীণ মহারাজাধিরাজ ও নবীনা পট্টমহাদেবী মণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত চিরাগত-প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ, অদ্য সাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহার, সম্রাট্ ও পট্টমহাদেবীর অভ্যর্থনার জন্য মুক্তকোষ অসি-হস্তে মণ্ডপের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন না। দীর্ঘকাল একই সময়ে, একই স্থানে, একই ব্যক্তির অভিবাদন বৃদ্ধ সম্রাটের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, অদ্য মণ্ডপদ্বারে মহাপ্রতীহারের চিরপরিচিত মূর্ত্তি না দেখিয়া সম্রাট্ জিজ্ঞাসা

করিলেন, “কৃষ্ণগুপ্ত কোথায়?” উত্তরে পট্টমহাদেবী কহিলেন, “আমি কি জানি, তুমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?” কুমারগুপ্ত অধিকতর বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন তোরণ জনশূন্য, অলিন্দ জনশূন্য, এমন কি প্রাসাদ-চত্বর পর্য্যন্ত জনশূন্য। অনতিদূরে একজন দণ্ডধর জনৈক দৌবারিকের সহিত আলাপ করিতেছিল, সম্রাটের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। কুমারগুপ্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণগুপ্ত কোথায়?” দণ্ডধর দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিয়া কহিল, “দেব, দাস অবগত নহে। আর্য্যপুত্র বোধ হয় নগরে নাই।” “সে কোথায় গিয়াছে?” “বলিতে পারি না।” “তোরণে প্রতীহার নাই কেন?” “দেব, তাহাও বলিতে পারি না।”

শ্রেণীবদ্ধ শূন্য সুখাসনরাশির মধ্য দিয়া প্রাচীন সম্রাট্ ও নবীনা সম্রাজ্ঞী আর্য্যপট্টের দিকে অগ্রসর হইলেন। দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ আর্য্যপট্টের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সেইদিন শূন্য সভামণ্ডপে কুমারগুপ্তের দ্বিতীয়া পট্টমহাদেবী পবিত্র আর্য্যপট্টে পদার্পণ করিলেন। নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিল না, শঙ্খধ্বনি হইল না, কুলমহিলাগণ মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করিলেন না,—কেবল এক বৃদ্ধ দৌবারিকের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সে প্রথমা পট্টমহাদেবীর আর্য্যপট্টে আরোহণ দর্শন করিয়াছিল।

শূন্য সভামণ্ডপে দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া নবীনা পট্টমহাদেবী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। তিনি আর্য্যপট্টে বসিয়া জনৈক দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতা কোথায়?” দণ্ডধর নূতন পট্টমহাদেবীর বংশপরিচয় অবগত ছিল না, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দেবি, আপনার পিতা?” “হাঁ।” “তাঁহাকে ত চিনি না।” “তুমি চন্দ্রসেন শর্ম্মাকে চেন না?” “তাঁহাকে চিনি, তবে—” “তিনি কোথায়?” “অন্তঃপুরে।” “তাঁহার কি নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই?” “না।”

কুমারগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, চন্দ্রসেন কি অন্তঃপুরে ?" মহাদেবী কহিলেন, "হাঁ, তিনি আর কোথায় যাইবেন ?"

"চন্দ্রসেন অন্তঃপুরে কোথায় আছে ?" "ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদে।" "সেখানে যে অরুণা আছে !"

"তাহাতে কি হইয়াছে, আমার পিতা ত ব্যাঘ্র নহেন ? কল্য রাত্রিতে মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত ও মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করিয়া প্রহার করিয়াছে, এখনই তাহার প্রতিবিধান না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।" "রামগুপ্ত কোথায়, কৃষ্ণগুপ্ত ত নগরে ছিল না ?" "ছিল, দণ্ডধর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনুক।"

বৃদ্ধ দণ্ডধর শিহরিয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে কহিল, "দেব, কুমার-পাদীয় মহানায়ক মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্তকে এবং গুপ্তকুলচূড়ামণি মহানায়ক মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্তকে বন্দী করা সামান্য দণ্ডধরের কার্য্য নহে। আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের প্রাচীন রীতি অনুসারে মহানায়ক ব্যতীত কেহ সাম্রাজ্যের মহানায়কের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।"

কুমারগুপ্ত। অদ্য কি কোন মহানায়ক সভায় উপস্থিত নাই ?

দণ্ডধর। দেব, অভিজাতকুলের কেহই উপস্থিত নাই।

অনন্তা। ক্ষতি নাই। যে কেহ সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে।

কুমার। দেবি, প্রাচীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে।

অনন্তা। প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে তাহাতে কি আসে যায় ? তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহা যদি করিতে না পার, তবে তুমি কিসের সম্রাট্ ?

কুমার। রামগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্ত ব্যতীত অন্য কোনও মহানায়ক দেশে উপস্থিত নাই। দেবি, তোমার প্রীতিবিধানের জন্য আমি স্বয়ং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিব।

এই সময়ে সভামণ্ডপের তোরণে দাঁড়াইয়া জনৈক গৈরিক বসন-পরিহিত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "মহারাজাধিরাজ, বৃদ্ধ রামগুপ্ত বিদ্রোহী নহে, কৃষ্ণগুপ্ত চিরানুগত সেবক, তাহারা স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াছে।" বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক ও বর্ম্মাবৃত মহাপ্রতীহার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন, বৃদ্ধ সম্রাটের মস্তক অবনত হইল।

রামগুপ্ত কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, স্বর্গগত চন্দ্রগুপ্ত আমাকে মহামুদ্রা প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যের প্রধান দণ্ডনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বহুদিন রাজসেবা করিয়াছি, যে ভাবে এত দিন চলিয়াছি সে ভাবে আর চলিতে পারিব না। কুমারগুপ্ত তুমি রাজা, আমি প্রজা, কিন্তু আমি তোমার পিতৃব্য, চন্দ্রগুপ্ত আমার প্রপিতামহ। যে দিন মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সে দিন তোমাকে ও গোবিন্দকে লইয়া আমি গঙ্গাদ্বার-পথে তাঁহার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আর সে দিন নাই, চন্দ্রগুপ্তের বধূ, কুমারগুপ্তের পত্নী, স্কন্দগুপ্তের মাতা দেহত্যাগ করিলে বিশাল পাটলিপুত্র নগরে এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার শব বহন করে। বহু চেষ্টায় বাহক সংগ্রহ করিয়া চিরপ্রথানুসারে আমি তাঁহার শব লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। গঙ্গাদ্বার রুদ্ধ ছিল বলিয়া তোরণপথে গঙ্গাতীরে যাইতেছিলাম, পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদতোরণে কুলটার জার, মদ্যপ, সামান্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, বৃদ্ধার শব পরিখার জলে নিক্ষেপ কর। পুত্র, রামগুপ্ত বৃদ্ধ, দণ্ডধারণ তাহার পক্ষে অসম্ভব, তোমার মুদ্রা তুমি গ্রহণ কর আমি বারাণসী যাত্রা করিলাম।"

বৃদ্ধ, সম্রাটের পাদমূলে মহামুদ্রা রক্ষা করিয়া পুনরায় অভিবাদন করিলেন। তখন কৃষ্ণগুপ্ত আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইয়া অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজা-

ধিরাজ, স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীকে উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে সকলে মাতা বলিয়া জানিত। পাটলিপুত্রে, প্রাসাদতোরণে, কারাগারের বন্দী, সামান্য কৃমি, তাঁহার মৃতদেহ অপমান করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে পরিখার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। মুদ্গগিরিগুল্মের সহস্র অশ্বারোহী তাহার সাক্ষী। আজি বেশ্যাকন্যা আর্য্যপট্টে উপবিষ্টা, নবীনা মহিষী মাতার জার অপমানিত হইয়াছে বলিয়া আর্য্যপট্টে বসিয়া পবিত্র গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। দেব, এই নূতন রাজ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বংশজাত কোনও ব্যক্তি আত্মসম্মান ও বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না। রাজ-প্রাসাদে দাস দীর্ঘকাল প্রতীহার রক্ষা করিয়াছে কিন্তু নূতন রাজ্যে কৃষ্ণগুপ্তের প্রতীহার রক্ষা অসম্ভব। মহারাজাধিরাজ, যখন স্মরণ করিবেন, দাস তখনই উপস্থিত হইবে।"

মহাপ্রতীহার কটিবন্ধ ও অসি আর্য্যপট্টের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। তখন একে একে মুদ্গগিরিগুল্মের সহস্র অশ্বারোহী আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়া মহাপ্রতীহারের অসির উপরে অসি ও চর্ম্ম নিক্ষেপ করিল এবং একে একে রামগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্তের পশ্চাতে সভামণ্ডপ হইতে নির্গত হইল। জনশূন্য সভামণ্ডপে দৌবারিক ও দণ্ডধর-পরিবৃত হইয়া প্রাচীন সম্রাট্ ও নবীনা পট্টমহাদেবী উপবিষ্ট রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অসহায়

কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত বাতায়নপথে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরের তীব্র সূর্য্যালোক শুভ্রমর্ম্মরনির্ম্মিত দর্পণের ন্যায় মসৃণ গৃহতলে পড়িয়া, প্রাচীরে ও ছাদে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই কক্ষে সুবর্ণরজতখচিত দ্বিরদরদনির্ম্মিত খট্বায় মুক্তাখচিত অংশুকের চন্দ্রাতপতলে এক গৌরবর্ণ যুবা নিদ্রিত ছিল। নিদ্রিত ব্যক্তি যৌবনের শেষসীমায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহাকে প্রৌঢ় বলিলেও চলে। কারণ, তাহার মস্তকের বহুকেশ শুভ্র হইয়াছে। তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয়ের কোণে, কাকপাদ দেখা গিয়াছে, বয়োধর্ম্মে প্রশস্ত ললাট রেখাঙ্কিত হইয়াছে। যুবক ব্রাহ্মণ, তাহার প্রশস্ত শুভ্র বক্ষস্থলে যজ্ঞোপবীত লম্বমান, তথাপি তাহাকে দেখিলে ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহার মুখের চতুষ্পার্শে অসংখ্য মক্ষিকা উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদিগের উপদ্রবে প্রৌঢ় যুবকের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল।

দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে জনৈক দণ্ডধর ধীর পাদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "প্রভু!" প্রভু তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন, দণ্ডধরের মৃদু আহ্বান গভীর কাদম্ববিহ্বলতা নিমেষের তরেও দূর করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দণ্ডধর ফিরিয়া গেল এবং অর্দ্ধদণ্ড পরে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার ডাকিল, "প্রভু!" তখনও তাহার আহ্বান মত্তপের কাদম্বরুদ্ধ কর্ণে প্রবেশ করিল না। সাহসে ভর দিয়া দণ্ডধর খট্বার নিকটে গেল এবং মত্তপের পদদ্বয় আকর্ষণ করিয়া ডাকিল, "প্রভু!"

মত্তপ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" দণ্ডধর ভয়ে দূরে সরিয়া গিয়া কহিল, "প্রভু, আমি প্রাসাদের একজন দণ্ডধর, মহারাজাধিরাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" "কেন?" "তাহা বলিতে পারি না।" "আমি যাইতে পারিব না।"

দণ্ডধর কক্ষ ত্যাগ করিলে যুবক ডাকিল, "ওরে, শোন।" দণ্ডধর পুনর্ব্বার কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কি আদেশ করিতেছেন?" "কাদম্ব আনিতে পারিস্?" "চেষ্টা করিয়া দেখি।"

দণ্ডধর কক্ষ ত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চর্ম্মনির্ম্মিত সুরাপাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। যুবক তাহাকে কহিল, "তুই চলিয়া যা, কুমারগুপ্তকে বলিস্, আমার শরীর অসুস্থ, কল্য বা পরশ্ব সভায় যাইব।" দণ্ডধর অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন তৃষ্ণার্ত্ত মত্তপ চর্ম্মপাত্র হইতে আকণ্ঠ মদ্যপান করিল, তীব্র সুরার প্রভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। সে কম্পিত পদে কক্ষত্যাগ করিয়া অলিন্দে আসিল। পট্টমহাদেবীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে অলিন্দ প্রভাত হইতে রজনীর দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জনপূর্ণ থাকিত, অদ্য তাহা জনশূন্য। গুপ্তকুললক্ষ্মীর প্রাসাদ-ত্যাগকাল হইতে গুপ্তবংশীয় সম্রাটের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রাসাদসীমা পরিত্যাগ করিয়াছিল। যুবক অস্থির চরণে অলিন্দের শেষে আসিয়া দাঁড়াইল। অলিন্দের শেষে দাঁড়াইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মস্তক পুনরায় ঘূর্ণিত হইল।

অলিন্দশেষে শুভ্রমর্ম্মরনির্ম্মিত মর্ম্মরাচ্ছাদিত গৃহের প্রাচীরে এক যোদ্ধার চিত্র লম্বিত ছিল। আলেখ্যে বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা পর্ব্বতের সানুদেশে শবস্তূপের সম্মুখে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সম্মুখে কামিনীদামসদৃশা গৌরবর্ণা অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি এক অপরূপ সুন্দরী পূজায় উপবিষ্টা। সুন্দরী সদ্যস্নাতা, পরিধানে বহুমূল্য অংশুক

কিন্তু অলঙ্কারহীনা। তাঁহার আর্দ্র কেশরাশি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধার চিত্রের নিকটে আর একখানি অসম্পূর্ণ আলেখ্য ছিল, তাহাতে মালতীবিতানে উপানৎ-পরিহিত পদযুগলমাত্র দেখা যাইতেছিল। রমণী দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে যে সচন্দন পুষ্পরাশি নিবেদন করিতেছিলেন, তাহা এই অসম্পূর্ণ আলেখ্যে মালতীবিতানস্থিত পদদ্বয়ে বর্ষিত হইতেছিল। এই দর্শনদুর্ল্লভ রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবক অলিন্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সুন্দরীর কমনীয় কান্তি তাহার কাদম্ববিহ্বল নয়নদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধ করিয়াছিল; তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, সে আশ্রয়ের জন্য গৃহের প্রাচীর অবলম্বন করিল।

সুন্দরী অলিন্দে যুবকের পদশব্দ শুনিতে পান নাই। যুবক প্রকৃতিস্থ হইয়া কক্ষের একমাত্র দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার ছায়া যোদ্ধার আলেখ্যের উপরে পতিত হইল, চমকিতা হইয়া উপাসিকা চাহিয়া দেখিলেন যে, জনৈক অপরিচিত পুরুষ কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান। জনশূন্য পুরীতে সহসা অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া উপাসিকার হৃদয় কম্পিত হইল; তিনি ভীতিজড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কাদম্বজড়িতকণ্ঠে যুবক উত্তর দিল, "ভয় কি সুন্দরি, আমি চন্দ্রসেন।" পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা হইল, "তুমি কি প্রকারে অন্তঃপুরে আসিলে?" যুবক কহিল, "কেন, তোরণপথে রথারোহণে আসিয়াছি। এখন এ প্রাসাদ আমারই।" "পিতা কি তবে জীবিত নাই?" "তোমার পিতা কে? কুমারগুপ্ত বুঝি? সেও এখন আমার; সুন্দরি, তুমি আমার নাতিনী। আমি কুমারগুপ্তের শ্বশুর, বুঝিলে ত?" "আপনি কি নূতন পট্টমহাদেবীর পিতা?" "এক রকম বটে, তবে কি জান, এমন রূপসী নাতিনী জুটিবে জানিলে অনেকে ইচ্ছা করিয়া অনন্তার পিতা হইতে চাহিবে। নাতিনী, তোমার মতন সুন্দরী জন্মে কখনও দেখি নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া উপাসিকার আপাদমস্তক কম্পিত হইল।

তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া মগুপ কহিল, "নাতিনী, ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তোমার সহিত রসালাপ করিতে আসিয়াছি। চন্দ্রসেনকে বুড়া মনে করিও না, এখন পাটলিপুত্র নগরে অনেক সুন্দরী তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত।" উপাসিকা আসন ত্যাগ করিয়া গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রসেন পুনর্ব্বার কহিল, "নাতিনী, তোমার নাম কি ভাই?—যূথিকা, মল্লিকা না মালতী? অমন রূপে আর কোন নাম মানাইবে না।" রমণী প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তখন মগুপ অস্থিরপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিল, যুবতী কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "পিতা।" পালিতা কন্যার কাতরকণ্ঠের আহ্বান মর্ম্মরময় শূন্য প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইল কিন্তু তাহা তরুণী অনন্তার রূপসাগরে আকণ্ঠনিমগ্ন, বৃদ্ধ সম্রাটের কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিল না। চন্দ্রসেন বলপূর্ব্বক রমণীর হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে কহিল, "নাতিনী, রাগ কর কেন ভাই? তুমি আমার নিকটে উপবেশন কর, আমি কুসুমদাম দিয়া তোমাকে অপরূপ অলঙ্কার রচনা করিয়া দিব।" তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রমণী কাতরকণ্ঠে কহিল, "দেব, আপনি পিতা, আমার হস্ত পরিত্যাগ করুন।" চন্দ্রসেন হাসিয়া কহিল, "তাহাও কি হয়? নাতিনী, কুসুমপেলব অঙ্গস্পর্শে ধন্য হইয়াছি, সে সুখে বঞ্চিত করিবে কেন?" যুবতী হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দেব, আমি আপনার কন্যা, হস্ত পরিত্যাগ করুন।" মগুপ বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "সম্পর্কবিরুদ্ধ কথা বল কেন ভাই? তুমি কুমারগুপ্তের কন্যা, আমার নাতিনী। ভাল, তোমার অনুরোধে হস্ত পরিত্যাগ করিলাম।" মদ্যপ হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বসনাঞ্চল গ্রহণ করিল। আর্দ্র কেশপাশ হইতে মসৃণ অংশুক-বসন সরিয়া গেল, অবগুণ্ঠনমুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া চন্দ্রসেন বলিয়া উঠিল, "নাতিনী,

এমন রূপে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মুগ্ধ হয়, চন্দ্রসেন কোন্ ছার।" রমণী তখন দৃঢ়মুষ্টিতে শিথিল-বসন ধারণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, "পিতা, পিতা, রক্ষা কর।" মন্তপ হাসিয়া কহিল, "নাতিনী, তুমি বড়ই অরসিকা।"

"পিতা, পিতা—"

"নাতিনী, পিতার কি আর রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে? অনন্তা অনুমতি দিলে তবে ত সে রক্ষা করিতে আসিবে!"

যুবতীর আর্ত্তনাদ শূন্য প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে, অলিন্দে অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু কেহই রক্ষা করিতে আসিল না। তখন চন্দ্রসেন দ্বিতীয়বার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিল, পৃষ্ঠবস্ত্রাবরণ মুক্ত হইল। যুবতী উভয় হস্তে বক্ষের বসন আকর্ষণ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "মা, মা, পিতা, রক্ষা কর—যুবরাজ—"

যোদ্ধার আলেখ্যের নিম্নে একটি গুরুভার লৌহনির্ম্মিত গদা পতিত ছিল; সহসা রমণীর দৃষ্টি তাহার উপরে পতিত হইল। সে ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া গদাগ্রহণ করিল, তথাপি মন্তপ বস্ত্রাঞ্চল পরিত্যাগ করিল না। তখন রমণী সবলে তাহার মস্তকে গদাঘাত করিল। চন্দ্রসেন চেতনা হারাইয়া ভূমিতে পতিত হইল; যুবতী ক্ষিপ্রপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পলাইল।

তরুণী দ্রুতপদে জনশূন্য অন্তঃপুরের দীর্ঘ অলিন্দ ও শত শত কক্ষ অতিক্রম করিয়া প্রাসাদের প্রথম চত্বরে উপস্থিত হইল। চত্বর জনশূন্য, তোরণে প্রতীহার নাই, যুবতী ক্রমশঃ তৃতীয় চত্বরের তোরণে উপস্থিত হইল। তোরণের পার্শ্বে পরিখার তীরে, বিল্ববৃক্ষমূলে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিল। ভীতিবিহ্বলা তরুণী বৃদ্ধের পদযুগল ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। বৃদ্ধ তাহার চেতনা সম্পাদন করিয়া পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলেন, "মা, পাটলিপুত্র তোমার

পক্ষে নিরাপদ নহে, তুমি কি স্থানান্তর গমনে প্রস্তুত আছ?" যুবতী কহিল, "আপনি পিতা, যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব।"

"তবে নগর ত্যাগ কর। তোমার বহুমূল্য বসন দেখিলে তোমাকে সন্দেহ করিবে, বস্ত্রত্যাগ করিয়া গৈরিক গ্রহণ কর।"

রমণী পরিখাতীরে, বৃক্ষান্তরালে মহার্ঘ অংশুক-বসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীপ্রদত্ত গৈরিক বসন পরিধান করিল। বৃদ্ধ স্বহস্তে তাহার আজানুলম্বিত কেশরাশি মুণ্ডন করিয়া দিলেন। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের পালিতা কন্যা—যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তের ভাবী পত্নী, সামান্যা ভিখারিণীর ন্যায় পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

নীলমণি

বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অনন্ত গিরিরাজির তুঙ্গ-শিখরমালায় তুষারাবরণের শুভ্র উষ্ণীষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে,—হেমন্ত আগতপ্রায়। দ্বিতীয় হূণযুদ্ধও শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহ্লীক ও কপিশার গিরিনদী ও উপত্যকা বহিয়া আর্য্য মাগধ ও অনার্য্য হূণের শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়াছে। হূণজাউলপতিগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সূর্য্যকরোজ্জ্বল শস্যশ্যামল-মগধবাসী এই তুষারময় অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য উপত্যকায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারিবে। প্রথম হূণযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সাম্রাজ্যের সেনা মগধে ফিরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া, অনায়াসে বাহ্লীক, কপিশা,

গান্ধার ও উদ্যানলুণ্ঠন-মানসে হূণসেনা দ্বিতীয়বার বক্ষু অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু প্রতি গিরিসঙ্কটে, প্রতি উপত্যকায়, প্রতি গিরিনদীতীর্থে, ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হূণজাতি বুঝিয়াছিল যে মাগধসেনা মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব কৌশলে গোবিন্দগুপ্ত চারিদিক হইতে হূণসেনা বেষ্টন করিতেছিলেন, তিনি ভরসা করিয়াছিলেন যে, আর এক পক্ষ কাল অতিবাহিত হইলে হূণসেনা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। পট্টমহাদেবীর মৃত্যুর দুই মাস পরে একদিন সন্ধ্যাকালে মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত শকনরপতিগণ-পরিবৃত হইয়া শিবিরের সম্মুখে বাহ্লীকার আর্দ্র সৈকতে উপবিষ্ট ছিলেন। হূণসেনা পরাজিতপ্রায় দেখিয়া কাপুরুষ শকরাজগণ অসঙ্কোচে মহারাজপুত্রের শিবিরে আগমন করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইহারা নির্লজ্জের ন্যায় রাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ পর্ব্বতশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তখন গোবিন্দগুপ্ত বলিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের সেনা জয়লাভ করিলে ইহারা লুণ্ঠনলব্ধ অর্থ যাচ্ঞা করিতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

সেইদিন প্রভাতে স্কন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র, চক্রপালিত, বন্ধুবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালিত দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য-উপত্যকায় হূণসেনার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দগুপ্ত সন্ধ্যাগমে অন্ধকার নদীতীরে তাঁহাদিগের প্রতীক্ষায় ভীরু শকরাজগণের সহিত কথালাপে মগ্ন ছিলেন। দূরে শিবিরে সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, ক্লান্ত পথশ্রান্ত মাগধসেনা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল। সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতীরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, পরক্ষণে জনৈক দণ্ডধর মহারাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "ভট্টারক, মগধ হইতে একজন অশ্বারোহী আসিয়াছে, সে আত্মপরিচয় দিতে চাহে না, কেবল বলিতেছে সে মন্দমলয়ানিল চাহে।" চমকিত হইয়া মহারাজপুত্র কহিলেন, "তাহাকে সত্বর লইয়া আইস।" দণ্ডধর

অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, মহারাজপুত্র শকরাজগণকে বিদায় দিয়া একাকী নদীতীরে উৎসুকচিত্তে আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধর আগন্তুককে লইয়া নদীতীরে আসিল। নবাগত ব্যক্তি মহারাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একটি অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল, অন্ধকারে অঙ্গুরীয়কের বর্ণ দেখিয়া গোবিন্দগুপ্ত শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" আগন্তুক কহিল, "আমি পাটলিপুত্র নগরের প্রতীহার।"

"কেন আসিয়াছ?"

"আপনাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিতে।" "কাহার, আদেশে আসিয়াছ?" "মহানায়ক মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্তদেবের।" "অঙ্গুরীয়ক আর কাহাকেও দেখাইয়াছ?" "মহাপ্রতীহারের আদেশে দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়ক পট্টমহাদেবীকে প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তৃতীয় অঙ্গুরীয়ক পুরুষপুরে মহামন্ত্রী দামোদরদেবকে দিয়াছি।" "অবশিষ্ট অঙ্গুরীয়ক কি করিয়াছ?" "মহাপ্রতীহারের আদেশে জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিয়াছি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া মহারাজপুত্রের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, তিনি বার বার শিহরিয়া উঠিলেন এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দেবি, তবে কি তুমি নাই? মাতা, তবে কি তুমি লোলরসনা শ্মশানমন্দিরে সত্যসত্যই আত্মবলি দিয়াছ? দূত, অঙ্গুরীয়ক কি বর্ণ তাহা দেখিয়াছ?"

"দেব, মহাপ্রতীহার আদেশ করিয়াছিলেন যে, অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিবে না।" বিকৃতকণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত ডাকিলেন, "কে আছ? শীঘ্র উল্কা আন।" সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া শত শত যুদ্ধের বীরগণ কম্পিত হইল, ক্ষিপ্রপদে উল্কাধারিগণ নদীসৈকতে আসিল। কম্পিত হস্তে মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত অঙ্গুরীয়কমণি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল, অঙ্গুরীয়ক হস্তচ্যুত হইল, সহস্র সহস্র যুদ্ধজয়ী কঠোর শকমণ্ডলের একমাত্র

অধীশ্বর পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজ গোবিন্দগুপ্ত নীলমণি দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া বাহ্লীকার আর্দ্রসৈকতে পতিত হইলেন।

যখন তাঁহার চেতনা ফিরিল তখন বাহ্লীকার পরপারে সহস্র সহস্র উল্কার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাসীরগণ সংবাদ আনিয়াছে যুবরাজ যুদ্ধজয় করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোবিন্দগুপ্ত অশ্ব ও বর্ম্মা আনয়ন করিতে আদেশ করিয়া মুরারিকে আহ্বান করিলেন। মুরারি আসিবার পূর্ব্বেই যুবরাজ আসিয়া পিতৃব্যের পাদবন্দনা করিলেন। মহারাজপুত্র আসন ত্যাগ করিয়া হূণবিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, সেই সময়ে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু স্কন্দগুপ্তের গণ্ডস্থলে পতিত হইল। যুবরাজ চমকিত হইয়া পিতৃব্যের মুখপানে চাহিলেন এবং দেখিলেন, মহারাজপুত্রের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতৃব্য, আপনার নয়নে অশ্রু কেন?" রুদ্ধকণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "পুত্র, চঞ্চল হইও না, আমি এখনই পাটলিপুত্র যাত্রা করিব।" "কেন তাত?" "রাজকার্য্যে, অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিও না। শুন পুত্র, শোণিতসম্বন্ধ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হও। আমি সেনাপতি, তুমি সৈনিক, যাহা আদেশ করিতেছি, বর্ণে বর্ণে তাহা প্রতিপালিত করিও, অন্যথা করিও না।"

স্কন্দগুপ্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিলেন। গোবিন্দগুপ্ত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পুত্র, রাজকার্য্যে পাটলিপুত্রে চলিয়াছি, কবে ফিরিব তাহা বলিতে পারি না, এখন হইতে তুমি মাগধসেনার সেনাপতি। স্মরণ রাখিও, লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধন, প্রাণ ও মান তোমার বাহুবলের, তোমার মানসিক শক্তির ও তোমার ধৈর্য্যের উপর নির্ভর করিবে। আত্মাভিমান বিস্মৃত হও, অহঙ্কার ত্যাগ কর। মনে জানিও, তুমি আর্য্যাবর্ত্তের তোরণের প্রতীহার মাত্র। রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধ জলধিজলে মগ্ন হউক, আত্মীয়-স্বজন ধরিত্রীবক্ষ হইতে বিলুপ্ত

হউক, তথাপি জীবন থাকিতে—বাহুতে শক্তি থাকিতে—তোরণপথ পরিত্যাগ করিও না।”

সহসা বহু আয়াসরুদ্ধ অশ্রুরাশি বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি রোধ করিল, অন্ধের ন্যায় অনুভবে অগ্রসর হইয়া প্রৌঢ় মহারাজপুত্র স্কন্দগুপ্তকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিলেন, “পুত্র, আর একটি অনুরোধ, মগধে ফিরিও না। কাহারও আদেশে অথবা অনুরোধে মগধের সীমান্তে পদার্পণ করিও না। আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর।” যুবরাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কহিলেন, “শপথ কেন তাত? আপনার আদেশ কি যথেষ্ট নহে?” “স্কন্দ, আমি অনুরোধ করিতেছি আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর।” “শপথ করিতেছি,—আপনার আদেশ ব্যতীত, পিতা আদেশ করিলেও মগধের সীমান্তে পদার্পণ করিব না।”

তখন যুবরাজকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া গোবিন্দগুপ্ত অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং গম্ভীরস্বরে ভানুমিত্রপ্রমুখ যুবরাজের সঙ্গিগণকে কহিলেন, “পুত্রগণ, আমার অনুরোধে তোমাদিগকে একটি শপথ করিতে হইবে, অসি মুক্ত কর।”

ভানুমিত্র, হর্ষগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত, দেবধর ও ইন্দ্রপালিত দক্ষিণহস্তে মুক্ত অসি গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, “পুত্রগণ, শপথ কর—যতক্ষণ বাহুতে শক্তি থাকিবে ততক্ষণ আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র ভরসাস্থল স্কন্দগুপ্তকে রক্ষা করিবে। যতক্ষণ চেতনা থাকিবে ততক্ষণ তাহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিবে না, ধমনীতে শোণিতবিন্দু অবশিষ্ট থাকিতে আর্য্যাবর্ত্তের তোরণ পরিত্যাগ করিবে না।”

কোষমুক্ত অসিসমূহ সশব্দে শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিল, প্রত্যভিবাদনে মহারাজপুত্রের অসি শিরস্ত্রাণ চুম্বন করিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, “পুত্রগণ, তোমাদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। অদ্য পাটলিপুত্রে চলিয়াছি, যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবেই ফিরিব, নতুবা নহে। আর্য্যাবর্ত্তের

ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সম্মুখে মগধের অগ্নিপরীক্ষা, পুত্রগণ, শিষ্যগণ, মগধের নাম রাখিও, ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা করিও, ইহাই বৃদ্ধের শেষ অনুরোধ। অগ্নিগুপ্ত আত্মবলি দিয়াছে, ভবিষ্যতে শত শত অগ্নিগুপ্তের আবশ্যক হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিও। 'আত্মবিস্মৃত হইও না, স্কন্দকে পরিত্যাগ করিও না, মগধে পদার্পণ করিও না; চক্রধর তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন।"

অর্দ্ধদণ্ড পরে মুরারির সহিত অশ্বারোহণে গোবিন্দগুপ্ত শিবির ত্যাগ করিলেন। স্কন্ধাবারের শেষ সীমায় দেবধর বিদায়-গ্রহণকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব কি হইয়াছে?" গোবিন্দগুপ্ত তাঁহাকে নীলমণি-খচিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া কহিলেন, "দেবধর, গুপ্তবংশের জ্যোৎস্নাধবল যশোরাশি কলঙ্কের নীলিম-প্রভায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, যদি মানবের সাধ্য হয় তাহা হইলে তাহা দূর করিব, নতুবা সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত মাগধসেনার রক্তে রঞ্জিত করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সন্দেশবহ

পুরুষপুর নগরে কনিষ্কচৈত্যের সীমায় ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী-তীরে বসিয়া জনৈক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন। তাঁহার ললাট গভীর চিন্তায় রেখাঙ্কিত, বদনমণ্ডল অপ্রসন্ন। ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিতেছেন, "ইহাও কি সম্ভব? চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মালব-সৌরাষ্ট্র-বিজয়ী কুমারগুপ্ত, সে কি স্বেচ্ছায় স্বদেশ,

স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিবে? গোবিন্দ, আর্য্যাবর্ত্তের ললাটে কি লিখিয়া রাখিয়াছ তাহা কে বলিতে পারে?"

সন্ধ্যা আসিল তথাপি সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হইল না। কনিষ্কচৈত্য তিমিরের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত হইল, চৈত্যে ও বিহারে ঘৃতের শত শত ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রজ্বালিত হইল, আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল তথাপি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সান্ধ্যকৃত্য সমাপিত হইল না। ব্রাহ্মণ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মা, এত ক্ষুধা! বক্ষু হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত মাগধসেনার রক্তে প্লাবিত হইয়াছে, তথাপি কি রণচণ্ডীর শোণিতপিপাসা তৃপ্ত হয় নাই? নূতন মগধসাম্রাজ্যের আয়ু, মগধসাম্রাজ্যের বয়ঃক্রম এখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। মা, ইহারই মধ্যে কি সংহারমূর্ত্তি ধরিলে?"

ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় আচমন করিলেন, এবং অসমাপ্ত সন্ধ্যা-বন্দনা আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা, বৌদ্ধ পাষণ্ড হরিবল আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য অঙ্গু-রীয়ক প্রেরণ করিয়াছে।" সহসা পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল, "মিথ্যা নহে, ধ্রুব সত্য।" ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিলেন এবং আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, মিথ্যা মিথ্যা। তুমি যে হও, বল, সংবাদ মিথ্যা—বৌদ্ধচক্রান্ত। বলিও না—চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, ইন্দ্রলেখার কন্যা, অনন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। বলিও না—চন্দ্রগুপ্তের বধূ, কুমারগুপ্তের ধর্ম্মপত্নী, স্কন্দগুপ্তের মাতা আর ইহধামে নাই। শত্রু হও, মিত্র হও, ব্রহ্মহত্যা করিও না।"

অন্ধকার ভেদ করিয়া এক খর্ব্বাকৃতি মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের পাদমূলে প্রণত হইল। ব্যাকুল ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" "পিতৃব্য চিনিতে পারিলেন না?" "কে, কৃষ্ণ? তুমি পুরুষপুরে?" "দেব, মগধমণ্ডলে কৃষ্ণগুপ্তের স্থান নাই।" "তবে কি সমস্তই সত্য?" "সমস্তই সত্য।" "মহাদেবী?" "গুপ্তকুলবধূর কর্ত্তব্য

প্রতিপালন করিয়াছেন, গুপ্তকুলের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে, আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের রাষ্ট্রনীতির ব্যতিক্রম হয় নাই, এক মহাদেবীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়া মগধসাম্রাজ্যের আর্য্যপট্টে পদার্পণ করেন নাই।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া সহসা সিক্তসৈকতে উপবেশন করিলেন, এইরূপে অদর্দ্ধণ্ড অতিবাহিত হইল। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দামোদর শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ, আমার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল?" কৃষ্ণগুপ্ত কহিলেন, "ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে। যে মুহূর্ত্তে মহারাজাধিরাজ অনন্তার সহিত পাটলিপুত্রের নগরতোরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে একজন প্রতীহার অশ্বারোহণে তোরণ হইতে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিল এবং শ্যামামন্দিরে পট্টমহাদেবীর হস্তে নীলমণিখচিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ নগর ত্যাগ করিয়া আপনার ও মহারাজপুত্রের উদ্দেশে গান্ধারে আসিয়াছে।" "কৃষ্ণ, অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছি তবে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, মগধ-আর্য্যপট্টে বেশ্যাকন্যা উপবেশন করিয়াছে। মহাদেবী কোথায়?"

কৃষ্ণগুপ্ত সহস্র সহস্র তারকা-খচিত আকাশ দেখাইয়া বলিলেন,—"কৈলাসে।" "কখন——?" "দেব, শ্যামা স্বয়ং মাতাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" "নগরে কি কেহ ছিল না?" "বৃদ্ধ রামগুপ্ত ছিলেন। আমি আত্মকার্য্যে গয়ায় গিয়াছিলাম, পরদিন আসিয়া শুনিলাম, মহাদেবীর শব এখনও শ্যামা-মন্দিরে পতিত আছে। প্রাসাদ জনশূন্য, নগর নরক, মহারাজাধিরাজ অনন্তার করতলগত।"

"তুমি পুরুষপুরে আসিলে কেন?" "স্বেচ্ছায় আসি নাই প্রভু! মগধমণ্ডলে, এমন কি বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যে বোধ হয় কৃষ্ণগুপ্তের স্থান নাই।" "কেন কৃষ্ণ?" "তাত, ভাবিয়াছিলাম - বলিব না, পাপকথা মুখে আনিব না।" "কৃষ্ণ, এখন হইতে আর্য্যাবর্ত্তে পাপ পুণ্য ও পুণ্য পাপ।"

"তবে শুনুন। সেইদিন পাটলিপুত্র নগরে এমন কেহ ছিল না যে,

মহাদেবীর শব রক্ষা করে। অষ্টপ্রহর পরে বহুকষ্টে বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক, রামগুপ্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া আমি একাকী শব বহনের আশায় তৃতীয় চত্বরের তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলাম। গঙ্গাদ্বার রুদ্ধ, দৌবারিকগণ পলায়ন করিয়াছে, সেই জন্য রামগুপ্ত ও বাহকগণ স্বর্গীয় পট্টমহাদেবীর দেহ লইয়া তোরণ-পথে গঙ্গাদ্বারে যাইতেছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় চত্বরের তোরণে আসিলে—" "থামিলে কেন?" "তখন ইন্দ্রলেখার জার নরকবাসী অনুচরবর্গের সহিত প্রাসাদে রাত্রিযাপন করিতে আসিতেছিল। দেব, পাটলিপুত্র নগরে, প্রাসাদতোরণে আমার ও রামগুপ্তের সাক্ষাতে বেশ্যার উপপতি মদ্যপ চন্দ্রসেন, স্কন্দগুপ্তের মাতার মৃতদেহের গতিরোধ করিয়াছিল।" "এখন সমস্তই সম্ভব।" "কেবল তাহাই নহে। আমার সমক্ষে, রামগুপ্তের সমক্ষে, সহস্র মগধ-অশ্বারোহীর সম্মুখে বিষ্ঠাকৃমি চন্দ্রসেন বলিয়াছিল, বৃদ্ধার শব পরিখার জলে নিক্ষেপ কর।" "সুন্দর, চক্রধর, অতি সুন্দর! দর্পহারী, এতদিনে আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে। আমি নিশ্চিন্তমনে গান্ধারে সীমান্ত রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু পর্ণকুটিরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম তাহা স্মরণ ছিল না। লোকে বলে আমি কৌটিল্য-নীতিপরায়ণ—হে চক্রি তোমার কুটিল নীতি কি মানবের বোধগম্য? আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু দেব, কি পাপে ভারতবর্ষ মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল?"

উভয়ে দণ্ডাধিক কাল অন্ধকার নদীতীরে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে মহামন্ত্রী সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণ, তুমি কি কারণে মগধ ত্যাগ করিয়াছ বলিলে না?" "দেব, পরদিন প্রভাতে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র শূন্য সভা-মণ্ডপে দৌবারিক ও দণ্ডধরগণ পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলেখার জারজ কন্যাকে আর্য্যপট্টে স্থাপন করিয়াছিলেন।" "অতি সুন্দর!" "আর্য্যপট্টে উপবেশন করিয়া নবীনা পট্টমহাদেবী, মাতার জারকে অপমান করিয়াছি বলিয়া

সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে আমার বিরুদ্ধে মহারাজাধিরাজের নিকট অভিযোগ করিতেছিলেন, তাহা স্বকর্ণে শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সাম্রাজ্যের প্রতীহার রক্ষা ভবিষ্যতে কৃষ্ণগুপ্তের পক্ষে সম্ভব নহে।” “উত্তম করিয়াছ, কোথায় যাইবে?” “যমালয়ে।” “অতি উত্তম স্থান, কোন্ পথে চলিয়াছ?” “হূণযুদ্ধে।” “কৃষ্ণ, যদি পাটলিপুত্রে প্রতীহার রক্ষার আবশ্যক হয়?” “ফিরিব।” “কবে?” “যে দিন স্কন্দ ফিরিবে।” “সাধু! এখন কোথায় যাইবে?” “স্কন্দের নিকটে।” “আশীর্ব্বাদ করি জয়লাভ কর।” “না তাত, অন্য আশীর্ব্বাদ করুন।” “কি আশীর্ব্বাদ বল?” “আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন মগধে না ফিরিতে হয়।” “কৃষ্ণ, তোমাকে ফিরিতে হইবে। আমি চলিলাম।” “কোথায় পিতৃব্য?” “কেন পাটলিপুত্রে?” “পাটলিপুত্র নরক।” “কৃষ্ণ, নরক আমার পক্ষে অতি সুন্দর, মনোরম, সুশীতল স্থান।” “কি দেখিতে যাইবেন?” “যে গৃহ স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহারই তপ্ত অঙ্গার।”

অঙ্গার

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরস্কার

প্রভাতে বাহ্লীকা-নগর-প্রাকারের বহির্দ্দেশে ক্ষীণকায়া বাহ্লীকা-তীরে,—তরুতলে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া কথালাপে মগ্ন ছিলেন। যৌবনে দুশ্চিন্তা সহসা কাহাকেও অভিভূত করিতে পারে না, গোবিন্দগুপ্তের বাহ্লীক পরিত্যাগ ও পাটলিপুত্রের সংবাদাভাব, যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে দীর্ঘকাল চিন্তান্বিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। তরুণ যুবরাজ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ নিশ্চিন্তমনে বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন ছিলেন। নদীতীর অবলম্বন করিয়া জনৈক প্রৌঢ় ভিক্ষুক তাঁহাদিগের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। ভিক্ষুক ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া মাগধী ভাষায় কহিল, "নারায়ণ মঙ্গল করুন, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবেন কি?" যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জনৈক বলিষ্ঠদেহ ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া আছে। স্কন্দগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মগধবাসী?" ভিক্ষুক কহিল, "হাঁ প্রভু।" "তুমি বাহ্লীকে আসিয়াছ কেন?" "আমি ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষার্থ দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই।" "কতদিন মগধ পরিত্যাগ করিয়াছ?" "তিন মাস—না তিন বৎসর পূর্ব্বে।" "এখন কোথায় যাইবে?" "যেখানে ভিক্ষা মিলিবে।" "তুমি কি জাতি?" "ক্ষত্রিয়।" "ক্ষত্রিয় হইয়া দেহে বল থাকিতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ কেন?" "কি করিব?

উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি।" "অস্ত্রধারণ করিতে জান ?" "জানি।" "সাম্রাজ্যের সেনাদলে প্রবেশ করিবে ?"

আনন্দে ভিক্ষুকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে সহাস্যবদনে কহিল, "এখনই।" যুবরাজ, চক্রপালিতের স্কন্ধ হইতে ধনু গ্রহণ করিয়া, ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন, সে অনায়াসে বামহস্তে জ্যা রোপণ করিল। যুবরাজ তাহা দেখিয়া কহিলেন, "পরপারে একটি বক বসিয়া আছে উহাকে মারিতে পার ?" ভিক্ষুক চক্রপালিতের নিকট হইতে শর গ্রহণ করিয়া পঞ্চশত হস্ত দূরে অবস্থিত বকের শিরশ্ছেদন করিল। তাহা দেখিয়া স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "আর অস্ত্র-পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই, তুমি অশ্বারোহণ করিতে জান ?" ভিক্ষুক কহিল, "জানি।"

"তোমাকে অদ্য হইতে আমার শরীররক্ষী নিযুক্ত করিলাম"। ভিক্ষুক যষ্টি মস্তকে স্পর্শ করিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল। তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভানুমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুক, তুমি কি পূর্ব্বে সৈনিক ছিলে ?" "ছিলাম।" "কোথায় ?" "দেশে, পাটলিপুত্রিক নবম গুল্মে।" "ত্যাগ করিয়াছিলে কেন ?" "কিছুদিন গৃহী হইয়াছিলাম।"

এই সময়ে নদীতীরে পদশব্দ শ্রুত হইল, সকলে চাহিয়া দেখিলেন একজন দণ্ডধর রজতনির্ম্মিত আধারে একটি গুরুভার পদার্থ লইয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দণ্ডধর নিকটে আসিয়া যুবরাজকে কহিল, "দেব, পাটলিপুত্র হইতে পরমভট্টারক পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজের মহামুদ্রাঙ্কিত পত্র আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে।" দণ্ডধরের বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণ তৃণাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং অসি কোষমুক্ত করিয়া মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। তখন দণ্ডধর বৃহৎ কাষ্ঠফলকে আবদ্ধ কৌষেয়-বস্ত্রাবৃত পত্র যুবরাজের হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ আবরণ মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাগধ-সেনানিগণ উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে পাষাণ-

প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিতে করিতে স্কন্দগুপ্তের মুখ সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইল, পরক্ষণে ক্রোধে তাহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের বর্ণ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। পত্র-পাঠ শেষ হইল, যুবরাজ পত্র উষ্ণীষ স্পর্শ করাইয়া তাহা ভানুমিত্রের হস্তে প্রদান করিলেন এবং দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমার তরবারি গ্রহণ করিবে?" দণ্ডধর বিস্মিত হইয়া যুবরাজের পাদমূলে পতিত হইল এবং কহিল, "দেব, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি দাস।"

পত্র পাঠ করিতে করিতে ভানুমিত্রের চক্ষুর্দ্বয় জবার ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, কপালের শিরাদ্বয় স্ফীত হইল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে যুবরাজের বাল্যসহচর গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত বলিয়া উঠিলেন, "যুবরাজ ভট্টারক——পদচ্যুত——বন্দী——মহারাজাধিরাজের শ্বশুর——চন্দ্রসেন——হূণযুদ্ধে মহাসেনাপতি——যুবরাজ——স্কন্দ——পত্র মিথ্যা——মহামুদ্রা কৃত্রিম——"

মাগধ সেনানিগণ ভানুমিত্রের নিকটে আসিয়া একাগ্রমনে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মুখমণ্ডলও রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল। কোষমুক্ত অসিসমূহ সশব্দে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া যুবরাজ কহিলেন, "বন্ধুগণ শান্ত হও, মহামুদ্রা কৃত্রিম নহে, মগধে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রলেখার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং পরমবৈষ্ণবা পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজের আদেশে আমি বন্দী, তোমরা একজন আমার তরবারি গ্রহণ কর। আমি মাতৃহীন, বাহ্লীকায় স্নান করিয়া প্রেতপিণ্ড অর্পণ করিব"।

যুবরাজ কটিবন্ধ ও অসি হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না; তখন যুবরাজ বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন,

"সেনানিগণ, আপনারা সাম্রাজ্যের ভৃত্য, আমি সম্রাটের প্রতিনিধি। আমি আদেশ করিতেছি, আপনারা আমার অসি গ্রহণ করিয়া আমায় বন্দী করুন। ভানু, অগ্রসর হও"। কম্পিতপদে ভানুমিত্র অগ্রসর হইলেন। যুবরাজ কহিলেন, "আমার অসি গ্রহণ কর।" অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ভানুমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ—স্কন্দ—অবশেষে—আমি?"

"হাঁ, ভানুমিত্র, তুমিই। সাম্রাজ্যের কার্য্যে স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, মমতা নাই। মহারাজাধিরাজের আদেশ অবশ্য প্রতিপালিত হইবে, আমার অসি গ্রহণ কর।" ভানুমিত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যুবরাজের অসি গ্রহণ করিলেন, এবং তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইয়া দণ্ডধরের হস্তে প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসিগ্রহণ করিয়া ভানুমিত্র জানুস্পর্শে তাহা দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং ভগ্ন অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডধরকে কহিলেন, "দণ্ডধর, পাটলিপুত্রের দূতকে কহিও, গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্র বিদ্রোহী, সে যুবরাজভট্টারকের অসি গ্রহণে সমর্থ নহে।" সঙ্গে সঙ্গে হর্ষগুপ্ত, চক্রপালিত, হরিগুপ্ত, ও বন্ধুবর্ম্মা স্ব স্ব অসি জানুস্পর্শে ভগ্ন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিলে?" সহাস্যবদনে কুমার হর্ষগুপ্ত কহিলেন, "আর্য্য, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র।"

"হর্ষ, আমরা যে উত্তরাপথের তোরণে! পিতৃব্যের আদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছ? মহারাজাধিরাজ আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করিয়াছেন, তোমরা কি জন্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছ?"

ভানু। বুঝিতে পারি নাই স্কন্দ, তোমার ন্যায় কর্ত্তব্যবোধ আমাদিগের নাই, আমরা যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি।

হর্ষ। আর্য্য, আমরা সাম্রাজ্যের ভৃত্য, মহারাজাধিরাজের দাস, কিন্তু আমরা গুপ্তবংশজাত, আমিও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, কোন্ মুখে শিরস্ত্রাণে অসি স্পর্শ করাইয়া ইন্দ্রলেখার জারকে অভিবাদন করিব?

হরি। যুবরাজ, গুপ্তবংশজাত কেহ বারবনিতার কন্যাকে পবিত্র আর্য্যপট্টে উপবিষ্ট দেখিতে পারিবে না অথবা বেশ্যার উপপতির অধীনে অস্ত্রধারণ করিবে না।

বন্ধু। যুবরাজ, পাটলিপুত্রে বেশ্যাকন্যা আর্য্যপট্টে উপবেশন করিতে পারে কিন্তু মালবে তাহা সম্ভব নহে। উজ্জয়িনী বা দশপুর ইন্দ্রলেখার কন্যাকে অভিবাদন করিবে না।

চক্রপালিত। যুবরাজ, পুরুষানুক্রমে গুপ্তবংশের সেবা করিয়াছি কিন্তু বেশ্যাকন্যার সেবা আনর্ত্তে বা সৌরাষ্ট্রে সম্ভব নহে।

স্কন্দ। বন্ধুগণ, সমস্তই সত্য কিন্তু মহারাজপুত্রের উপদেশ বিস্মৃত হইও না, ক্ষণকালের জন্য মগধ বিস্মৃত হও। ক্ষুদ্র মগধ উত্তরাপথের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। বন্ধুগণ, আর্য্যাবর্ত্তবাসী আমাদিগকে পিতৃভূমির তোরণরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছে, তোরণপথ পরিত্যাগ করিও না, অভিমানে আত্মবিস্মৃত হইও না। তোমরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে এমন কে আছে যে, বাহ্লীকাতীরে আসিয়া উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিবে?

ভানু। কেন চন্দ্রসেন? যিনি তোমাকে বন্দী করিতে আদেশ করিয়াছেন, তিনিই চন্দ্রসেনকে তোরণরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

স্কন্দ। ভানু, ইহা তোমার উপযুক্ত কথা নহে। পিতা বৃদ্ধ, যদি তাঁহার মতিভ্রম হইয়া থাকে,—যদি মন্ত্রণাভাবে সাম্রাজ্যের দণ্ড বিপথে চালিত হয়, তাহা হইলে কি তোমরা রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে অস্ত্রত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর বর্ব্বর হূণ শস্যশ্যামলা পবিত্রা আর্য্যভূমি পদদলিত করিবে?

সহসা বৃদ্ধ ভিক্ষুক যুবরাজকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "পুত্র, বহুদিন শুনি নাই। চন্দ্রগুপ্ত নাই, ধ্রুবস্বামিনী নাই, অগ্নিগুপ্ত নাই, বহুদিন মগধবাসী এমন কথা শুনে নাই। আবার বল,

পুত্রগণ শুন, আমিও গুপ্তবংশ জাত, আমিও রোষে, ক্ষোভে অভিমানে পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়াছি। কুমারগুপ্তও উন্মত্ত হইয়াছে কিন্তু গোবিন্দ ও স্কন্দ জীবিত আছে। আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইবে, হূণের পাদস্পর্শে উত্তরাপথ কলঙ্কিত হইবে না। মগধ বিস্মৃত হও, ক্ষুদ্র মগধ বারবনিতা ও নটনটীর রঙ্গমঞ্চ হউক ;—কুমারগুপ্ত রসাতলে যাউক, তথাপি তোরণ রক্ষা করিতে হইবে। বংশগৌরব, আত্মাভিমান বিস্মৃত হও, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে হইবে, দেবতা ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে হইবে! পুত্রগণ, যুদ্ধব্যবসায়ে কেশ শুক্ল করিয়াছি, তথাপি অপমান ও অভিমান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শিশু স্কন্দ তাহা দূর করিয়াছে।

স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি—আপনি কে ?" বৃদ্ধ ভিক্ষুক ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিনিতে পারিলে না স্কন্দ ?" তখন সেই দণ্ডধর যুক্তকর হইয়া কহিল, "প্রভু, আমি চিনিয়াছি, কুমারপাদীয় মহানায়ক কৃষ্ণগুপ্তদেব আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

সকলেই বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত কহিলেন, "স্কন্দ, শোকের সময় নহে, মহাদেবী তনুত্যাগ করিয়াছেন। বহুপূর্ব্বে জাহ্নবীতীরে আমি তাঁহার প্রেতপিণ্ড দিয়া আসিয়াছি। স্নান করিয়া শুচি হও, শোক পরিত্যাগ কর, আমি হূণরক্তে পট্টমহাদেবীর তর্পণ করিতে বাহ্লীকে আসিয়াছি। ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তকুললক্ষ্মী বিচলিতা। গুপ্তকুলরবি! তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আর্য্যাবর্ত্তে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই।"

অশ্রুমোচন করিয়া নীরবে স্কন্দগুপ্ত ও মাগধসেনানিগণ বাহ্লীকাসলিলে অবতরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বজ্র

মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্তের বাহ্লীকাগমনের মাসদ্বয় পরে একদিন প্রভাতে পাটলিপুত্রে দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ সভামণ্ডপে বীণার ঝঙ্কার শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা সভয়ে মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সিংহাসনের সম্মুখে, চতুষ্পার্শ্বে এবং মণ্ডপের প্রতি সুখাসনের উপরে এক একটি সুন্দর বীণা রক্ষিত হইয়াছে। আর্য্যপট্টের দক্ষিণপার্শ্বে মৎস্যদেশীয় ধবল মর্ম্মর-বেদিকায় উপবিষ্ট হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে বীণা-বাদন করিতেছিলেন। স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর তনুত্যাগের পরে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; পুরাতন ভৃত্যগণ মর্য্যাদাহানির ভয়ে এবং উৎপীড়নের আশঙ্কায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিল। দুই একজন পুরাতন দৌবারিক ও দণ্ডধর তখনও পুরাতন প্রভুর মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা বৃদ্ধকে চিনিল এবং সসম্মানে অভিবাদন করিয়া আত্মগোপন করিল। নূতন দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ তাহাদিগকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, পুরাতন ভৃত্যগণ অস্ফুটস্বরে কহিল, "যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহামণ্ডলেশ্বর মহানায়ক মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মদেব।"

প্রথম প্রহর অতীত হইল তথাপি সভামণ্ডপে কেহ আসিল না, বৃদ্ধ অমাত্য বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, পাটলিপুত্রে সভামণ্ডপে আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের নীতি রক্ষিত হয় না।—শয্যাত্যাগ করিতে বিলম্ব হয় বলিয়া সম্রাট্ দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে সভায় আসিতে পারেন না।

সম্রাটের অসুস্থতার জন্য দিনে একদণ্ড মাত্র সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। দিবসের বয়স বাড়িতে লাগিল, বৃদ্ধের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতেছিল, তথাপি কেহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতেছিল না। বৃদ্ধ উপায়ান্তর না দেখিয়া বার বার বীণা বাদন করিতেছিলেন। দুশ্চিন্তা সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিতেছিল; বৃদ্ধ দামোদর শর্ম্মা দেখিতেছিলেন, যত্নাভাবে আর্য্যপট্টের মসৃণ মর্ম্মর মলিন হইয়া গিয়াছে, প্রাচীরে পারাবতকুল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে; আর্য্যপট্টের চন্দ্রাতপ দীর্ঘকাল পরিস্কৃত হয় নাই, তাহার শিশির-শুভ্র মুক্তাগুচ্ছ মসীমলিন হইয়াছে। মণ্ডপের ক্ষেত্রে চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুখাসনগুলি যত্নাভাবে বিনষ্ট হইতেছে, অলিন্দে অভিজাত-সম্প্রদায়ের দ্বিরদরদখচিত বিচিত্র আসনগুলি বিকলাঙ্গ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ সুদীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মা, তুমি বিচলিতা হইয়াছিলে বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

প্রাসাদের ও নগরের তোরণে তোরণে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সভামণ্ডপে দুই একজন সভাসদ্ আসিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বীণাহস্তে সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধকে আর্য্যপট্টের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা বৃদ্ধকে চিনিত না, বৃদ্ধও তাহাদিগকে চিনিতেন না। অর্দ্ধদণ্ড পরে সুবর্ণখচিত শিবিকায় এক গৌরবর্ণ কৃশকায় যুবক মণ্ডপে আসিল, অন্য সভাসদ্‌গণ তাহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিল, বৃদ্ধ সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরারক্তনেত্র যুবক মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার আসনে একটি বীণা রহিয়াছে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, সভয়ে দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ ছুটিয়া আসিল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আনিয়াছিস্ কেন?" দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ কহিল, "প্রভু, আমরা ত আনি নাই!" "তবে কে আনিল?" "আমরা বলিতে পারি না প্রভু!"

বেদিকা হইতে দামোদর শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "ক্রুদ্ধ হইতেছ কেন বাপু? আমি আনিয়াছি। বহু অর্থব্যয় করিয়া বহুকষ্টে বারাণসী হইতে এতগুলি বীণা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।" "তুমি কে?" "আমি,—আগন্তুক।" "তুই প্রাসাদে আসিয়াছিস্ কেন?" "প্রয়োজন আছে।" "কোন্ সাহসে মহামন্ত্রীর বেদিকায় বসিয়া আছিস্?" "অভ্যাস-দোষ বাপু, দুই তিন পুরুষের অভ্যাস কি না, ছাড়িতে পারি নাই। তুমি কে?" "আমি, তোর বাবা।" "উত্তম, চিনিতে পারি নাই পিতা, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। বীণাটি আপনার জন্য উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন।" "তুই কি করিয়া জানিলি যে আমি বীণাবাদন করিতাম?" "সম্পর্ক যে অতি নিকট!" "ইহার জন্য তোকে শূলে যাইতে হইবে।" "দণ্ডাজ্ঞা লিখিয়া আনিতে বলুন, স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি।" "তুই স্বাক্ষর করিবার কে?" "ঐ যে বলিয়াছি অভ্যাসদোষ,—পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাসটা একেবারে ছাড়িতে পারি নাই। এখন বল দেখি তুমি কে?" "তুই জিজ্ঞাসা করিবার কে?" "আমি,—আমার নাম দামোদর, পিতার নাম সঙ্কর্ষণ, ইহাই আমার জীবিকা। নামটা কি পূর্ব্বে শুনিয়াছ বাপু?"

যুবক মহামন্ত্রীর নাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং কহিল, "তুমি—আপনি মহামন্ত্রী?" "হাঁ বাপু, এখনও আছি, তবে কতক্ষণ থাকিব তাহার স্থিরতা নাই।" "আপনি—আ-আপনি—ক—ক—কবে আসিলেন?" "এইমাত্র, এখনও গৃহে পদার্পণ করি নাই, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে বাপু, আমার প্রত্যাবর্ত্তন যে তোমাদের অভিপ্রেত নহে তাহা স্মরণ ছিল না। তুমি কে?" "আমি সাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহার।" "নাম কি?" "শিবনন্দী।" "পূর্ব্বে কোথায় বীণা বাদন করিতে বাপু?"

যুবক লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। দামোদর শর্ম্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দ্রলেখার গৃহে কি?" যুবক মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ।"

"ইন্দ্রলেখা তোমার কে ?" "তিনি আমার মাতা।" "উত্তম কথা, তোমার পিতা কে ? ফল্গুযশ না চন্দ্রসেন ?" "নটচূড়ামণি ফল্গুযশ আমার পিতা।" "শিবনন্দী, তোমার কর্ত্তব্য কি তাহা জান ?" "হাঁ, জানি।" "আমি সাম্রাজ্যের যুবরাজভট্টারকপাদীয় মহানায়ক।" "আমিও মহানায়ক।" "বটে, সাম্রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিতেছি! তথাপি আমি তোমার প্রভু, প্রভুকে অভিবাদন করিতে হয় একথা কি কেহ তোমাকে বলিয়াছিল ?"

যুবক লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে কটিদেশে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল কটিবন্ধ বা অসি নাই। তখন সে অধোবদন হইয়া মহামন্ত্রীকে কহিল, "দেব, ভুলিয়া অসিখানা গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছি।" মহামন্ত্রীর উচ্চহাস্যে সভামণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল, দামোদর শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "সাধু শিবনন্দী, তুমি কৃষ্ণগুপ্তের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। ফল্গুযশ নগরে ক্ষৌরকার ছিল,অসিখানি পিতৃ-ব্যবসায়ে ব্যবহার করিও, সাম্রাজ্যের কার্য্যে মহাপ্রতীহারকে আর অসিধারণ করিতে হইবে না।"

সেই সময়ে তোরণে তূর্য্যধ্বনি হইল, সম্রাট্ ও নূতন পট্টমহাদেবী শিবিকায় আরোহণ করিয়া মণ্ডপের তোরণে উপস্থিত হইলেন। সভাসদ্গণ আসন ত্যাগ করিল, তোরণে মঙ্গলধ্বনি হইল, বৈতালিকগণ স্তোত্র পাঠ করিল, মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিলেন, সম্রাট্ ও মহাদেবী মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দামোদর শর্ম্মা বেদিকার উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ স্বাগত!" সহসা পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক কুমারগুপ্ত বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সভাসদ্গণ বিস্মিত হইল, পট্টমহাদেবী সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ সম্রাটের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "পুত্র, বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়াছি, অগ্রসর হও, গুপ্তবংশের প্রাচীন পরিচারক যথারীতি অভিবাদন করিবে।" দেবী

অনন্তা সম্রাটের হস্তাকর্ষণ করিয়া আর্য্যপট্টের নিকটে আনিলেন, মহামন্ত্রী তখনও বেদিকায় দণ্ডায়মান। আর্য্যপট্টের উপরে বীণা দেখিয়া কর্কশ-কণ্ঠে মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলা কে আনিল?" গম্ভীরস্বরে মহামন্ত্রী কহিলেন, "বৎসে, ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি ও লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী যখন স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য বাহ্লীকাতীরে আত্মবলি দিতেছিল, তখন সমুদ্রগুপ্তের বংশধর, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, মগধের প্রাচীন আর্য্যপট্ট রঙ্গমঞ্চে পরিণত করিয়া যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। প্রীত হইয়া এই উপহার আনিয়াছি, বিস্মিত হইও না।"

বৃদ্ধ সম্রাটের মস্তক অধিকতর অবনত হইল, দামোদর পুনরায় কহিলেন, "পুত্র, তুমি আমার নিকট কেবল সম্রাট্ নহ, বাল্যসখার পুত্র। শৈশবে আমার অঙ্কে পালিত হইয়াছ, তোমার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আর্য্যাবর্ত্তের তোরণে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু গোবিন্দ, স্কন্দ, অগ্নি, মগধ হইতে শত শত যোজন দূরে তোরণ রক্ষা করিতেছে, অবসর বুঝিয়া প্রাচীন মগধের প্রাচীন আর্য্যপট্টে তুমি যে রঙ্গাভিনয় করিয়াছ তাহা জগতে অতুলনীয়। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।"

বৃদ্ধ সম্রাট্ নীরব, সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ, মণ্ডপের তোরণে দাঁড়াইয়া এক গতযৌবনা, রূপসী ক্রোধে ও ভয়ে কম্পিতা হইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া দামোদর কহিলেন, "ইন্দ্রলেখে, অগ্রসর হও, তোমার জয় আমার পরাজয়। সম্রাট্ তোমার, সাম্রাজ্য তোমার, তুমি সম্রাটের শিরে আসিয়া উপবেশন কর। তোরণে দাঁড়াইয়া আছ কেন?"

নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তীব্রদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। তখন নূতন পট্টমহাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বোধ হয় দামোদর শর্ম্মা?" স্থিরস্বরে উত্তর হইল, "হাঁ।" "আমি কে তাহা জান?" "জানি, তুমি ফল্গুযশের কন্যা, কুমারগুপ্তের পত্নী।" "আমি

পট্টমহাদেবী তাহা কি জান না?" "অসম্ভব।" "কেন?" "বেশ্যাকন্যা পট্টে আরোহণ করিলে পট্টমহাদেবী হয় না।" "কি?"

"সমুদ্রগুপ্তের কোনও বংশধর যদি প্রাচীন রীতি বিস্মৃত হইয়া বেশ্যা-কন্যাকে আর্য্যপট্টে স্থাপন করে, তাহা হইলে জারজা পবিত্র প্রাচীন মহাসাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী হইতে পারে না।" "বৃদ্ধ, তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ, মহারাজাধিরাজ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তোমার কি মৃত্যুভয় নাই?" "বৎসে, মৃত্যুভয় যদি থাকিত, তাহা হইলে দামোদর শর্ম্মা পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিত না।" "তুমি আমাকে অভিবাদন করিলে না কেন?" "তোমার স্বামীকে অভিবাদন করিতে পারি কিন্তু যে মস্তক ধ্রুবস্বামিনী ও স্কন্দগুপ্তের মাতার নিকট নমিত হইয়াছিল, তাহা ফল্গুবংশের কন্যার চরণতলে নত হইবে না।" "ব্রাহ্মণ তুমি অবধ্য, কিন্তু এই ধৃষ্টতার জন্য আজীবন অনুতাপ করিবে।" "বৎসে, জীবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, তরলমতি কুমারগুপ্তকে একাকী মগধে রাখিয়া গিয়াছিলাম, ইহাই একমাত্র অনুতাপের কারণ। দামোদরের অপর অনুতাপ নাই।" "তুমি অভিবাদন করিবে না?" "না।" "কেন?" "তুমি অভিবাদনের অযোগ্যা, জারজা বেশ্যা-কন্যাকে যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক মহামন্ত্রী দামোদর কখনও অভিবাদন করে নাই, আজিও করিবে না।" "শিবনন্দী, বৃদ্ধকে বন্দী কর।"

শিবনন্দী কম্পিতপদে অগ্রসর হইল, সে বৃদ্ধের বেদিকার নিকটবর্ত্তী হইলে দামোদর কহিলেন, "ক্ষৌরকার-পুত্র, সাবধান!" অপমানে অভিমানে, ক্রোধে, ক্ষোভে নূতন পট্টমহাদেবী অনন্তা বলিয়া উঠিলেন, "শিবনন্দী, শীঘ্র উহাকে বন্দী কর্, নতুবা তুই শূলে যাইবি।" শিবনন্দী মহামন্ত্রীকে স্পর্শ করিবামাত্র বৃদ্ধের প্রচণ্ড পদাঘাতে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। উচ্চহাস্য করিয়া দামোদর কহিলেন, "অনন্তা, তোমার রাজ্যের মহাপ্রতীহার, তোমার মহানায়ক, চন্দ্রগুপ্তের বয়স্যের অঙ্গে হস্তক্ষেপ

করিতে পারে না।" জ্ঞানশূন্যা অনন্তাদেবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে আছিস্, শীঘ্র ইহাকে বন্দী কর্।" কয়েকজন নূতন দৌবারিক ও দণ্ডধর অগ্রসর হইল। তখন বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, আমাকে বন্ধন করা কি তোমার অভিপ্রেত ?" বৃদ্ধ সম্রাট্ অবনতবদনে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া নূতন পট্টমহাদেবী কহিলেন, "শীঘ্র বল।" সম্রাট্ নীরব। অনন্তাদেবী পুনরায় কহিলেন, "বল, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কুমারগুপ্ত বিচলিত হইয়া আর্য্যপট্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পট্টমহাদেবী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া অধীরা হইয়া কহিলেন, "তুমি বলিবে না ?" বাধ্য হইয়া আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ সম্রাট্ কহিলেন, "দেব, পট্টমহাদেবীর আদেশে আপনি বন্দী।"

সহসা মণ্ডপের তোরণে শত শত অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজন দীর্ঘাকার যোদ্ধা এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি সম্রাটের উক্তির শেষাংশ শুনিতে পাইয়াছিলেন। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আগন্তুক বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে কে দামোদর শর্ম্মাকে বন্দী করে ?" অশ্রু-অন্ধ-নেত্রে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী শিশুর ন্যায় হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কে গোবিন্দ ?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাবানল

যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করিবার আদেশ লইয়া পাটলিপুত্র হইতে সম্রাটের দূত যেদিন বাহ্লীকে পৌঁছিল, সেই দিন হূণযুদ্ধের নবনিযুক্ত সেনাপতি চন্দ্রসেন, সুদীর্ঘপথ অশ্বারোহণে অতিবাহিত করিয়া উত্থানদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত নগরহারনগরে উপস্থিত হইলেন। নূতন পট্টমহাদেবী অনন্তাদেবীর দৃঢ় আদেশসত্ত্বেও চন্দ্রসেন পরদিন নগরহার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অশ্বারোহণে অনভ্যাসবশতঃ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য সপ্তাহকাল উত্থানের রাজধানী নগরহারে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে শিবিকারোহণে এক পক্ষের পথ একমাসে অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রসেন শর্ম্মা বাহ্লীকনগরে উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রেসনের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্কন্দগুপ্তের আদেশে ভানুমিত্র ও চক্রপালিত বাহ্লীক হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। নূতন সেনাপতি বাহ্লীকনগরে আসিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তিনি সপ্তাহকাল বাহ্লীকরাজের প্রাসাদে বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে নূতন মহাবলাধিকৃত যেদিন শিবিরে আসিলেন, সে দিন যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্ণগুপ্তের পরামর্শে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্তের পদচ্যুতি ও বন্ধনের আদেশ শিবিরে প্রকাশিত হয় নাই। সৈন্যগণ জানিত যে মহারাজপুত্রের অভাবে যুবরাজই তাহাদিগের সেনাপতি।

শিবিরে প্রবেশ করিয়া নূতন সেনাপতি জনৈক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "স্কন্দগুপ্ত কোথায়?" সাম্রাজ্যে যুবারাজভট্টারকের নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া প্রহরী বিস্মিত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি যুবরাজভট্টারকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যুবরাজ স্বীয় বস্ত্রাবাসে আছেন।" "বস্ত্রাবাসে! সে কারাগারে নাই?"

প্রহরী আগন্তুককে উন্মত্ত মনে করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং কহিল "বাপু হে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে মগধবাসী মনে হইতেছে, কিন্তু তুমি ত মানুষের মর্য্যাদা বুঝিয়া কথা কহিতে শিখ নাই? যুবরাজভট্টারক মহারাজপুত্রের অভাবে সাম্রাজ্যের সেনার মহাবলাধিকৃত, তিনি কারাগারে যাইবেন কেন?" "তবে কি পাটলিপুত্র হইতে দূত আসে নাই?" "একমাস পূর্ব্বে একজন আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে যুবরাজ কারাগারে যাইবেন কেন?" "সম্রাটের আদেশে।" "সম্রাটের আদেশ?" "আমি তোমার সহিত বাক্‌যুদ্ধ করিবার জন্য বাহ্লীকে আসি নাই। স্কন্দগুপ্ত কোথায়? আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল।"

দুইবার যুবরাজের নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া প্রহরীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে কহিল, "বাপু হে, তুমি কি ভদ্রাচার জান না? দুইবার যুবরাজের নাম উচ্চারণ করিয়াছ, তৃতীয়বার করিলে উত্তম-মধ্যম প্রহার খাইবে।" নূতন সোনপতি রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে তাহা জান?" সৈনিক কহিল, "না, কিন্তু তুমি যে-ই হও, তৃতীয়বার যদি কুমারের নাম গ্রহণ কর, তাহা হইলে লগুড়াঘাতে তোমার অস্থিগুলি চূর্ণ করিব।"

"তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ তাহা জান না বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি হূণযুদ্ধের নূতন মহাবলাধিকৃত।" সৈনিক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং কহিল, "কাল রাত্রিতে কি সুরার মাত্রা চড়াইয়াছিলে? অগ্নিগুপ্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন বটে, মহারাজপুত্র পাটলিপুত্রে গিয়াছেন, কিন্তু যুবরাজভট্টারক রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত

গৌড়ের ভানুমিত্র, সৌরাষ্ট্রের চক্রপালিত, মালবের বন্ধুবর্ম্মা, হরিগুপ্ত, ভাস্করগুপ্ত, আদিত্য বর্ম্মা, কুমার হর্ষগুপ্ত ইঁহারা থাকিতে তুমি হইলে মহাবলাধিকৃত ?" "তুই জানিস্ আমি কে ?" "এই মাত্র ত পরিচয় দিয়াছ চন্দ্রবদন, আবার কি বলিবে ?" "আমি মহারাজাধিরাজের শ্বশুর তাহা জানিস্ ?" "না জানিতাম না, তাহা হইলে তুমি আমারও শ্বশুর। বলি বস্ত্রমধ্যে কিছু লুকাইয়া আনিয়াছ না কি ? শ্বশুর মহাশয়, তিন দণ্ড পরিশ্রম করিয়া কণ্ঠ মরুভূমি হইয়াছে।"

এই সময়ে একজন গৌল্মিক সেই স্থানে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" গৌল্মিক বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রসেন উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ইতর ভাষায় কহিল, "তুই কে রে বাপু ? তুই কি কালা ?"

গৌল্মিক কহিল, "আমি যে-ই হই, সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি ? প্রহরী, এ ব্যক্তি কে ?" প্রহরী কহিল, "প্রভু এ নিশ্চয় পাগল, কথায় কথায় যুবরাজভট্টারকের নাম উচ্চারণ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, সে নূতন মহাবলাধিকৃত।" গৌল্মিক অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তুমি কে ? কি উদ্দেশ্যে শিবিরে আসিয়াছ ?" চন্দ্রসেন কহিল, "আমি হূণযুদ্ধের নূতন মহাবলাধিকৃত, আমার নাম চন্দ্রসেন।" "মহাবলাধিকৃত, যুবরাজভট্টারকের কি হইয়াছে ?" "অনন্তার আদেশে স্কন্দগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত পদচ্যুত, আমি হূণযুদ্ধের নূতন সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছি।" "অভদ্রোচিত ভাষা ব্যবহার করিবেন না, মহারাজপুত্র ও যুবরাজভট্টারকের নাম গ্রহণ করিলে সাম্রাজ্যের সেনা তাহা সহ্য করিবে না। আপনি যদি মহাবলাধিকৃত, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনার নিকট আর্য্যপট্ট আছে ?"

চন্দ্রসেন বস্ত্রমধ্য হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত আর্য্যপট্ট বাহির করিল, গৌল্মিক ও প্রহরী তাহা দেখিয়া কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইয়া অভিবাদন

করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সত্য সত্যই মহাবলাধিকৃত নিযুক্ত হইয়াছেন?" চন্দ্রসেন অঙ্গভঙ্গি করিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "না, তোমার সহিত রহস্য করিবার জন্য পাটলিপুত্র হইতে বাহ্লীকে আসিয়াছি।" "আপনি কোথায় যাইবেন?" "স্কন্দগুপ্ত কোথায়?" "শিবিরে।" "তাহাকে কারাগারে রাখ নাই কেন?" "কারাগারে! কাহাকে?" "স্কন্দগুপ্তকে, সম্রাট্ ত তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিয়াছেন।" "বন্দী?" "হাঁ।" "কে বন্দী করিবে?" "কেন, তোমরা?" "উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে কেহ যুবরাজভট্টারকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবে না।" "কেন?" "যাহা জানি তাহাই কহিলাম। মহাশয় এখন কোথায় যাইবেন?" "স্কন্দের শিবিরে।"

গৌল্মিক চন্দ্রসেনকে লইয়া স্কন্দগুপ্তের বস্ত্রাবাসের দিকে চলিয়া গেল, তখন শত শত গৌড়ীয় ও মাগধ-সেনা আসিয়া প্রহরীকে বেষ্টন করিল। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুদ্বেগে শিবিরময় রাষ্ট্র হইল যে, সম্রাটের আদেশে যুবরাজ পদচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, পাটলিপুত্র হইতে এক পাগল হূণযুদ্ধের সেনাপতি হইয়া আসিয়াছে। শত শত যুদ্ধের সঙ্গী, মাগধ ও গৌড়সেনার নয়নপুত্তলি, সর্ব্বজনপ্রিয়, বদান্য, প্রিয়ভাষী যুবরাজের পদচ্যুতি ও বন্ধনের কথা শুনিয়া, ক্ষোভে ও রোষে সাম্রাজ্যের সেনা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল, যাহারা দেহের শোণিত দিয়া উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিয়াছে, যাহারা অগ্নিগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তের পার্শ্বচর, যাহারা আজীবন সাম্রাজ্যের সৈন্যচালনা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে কে হূণযুদ্ধে মহাসেনাপতি হইবে? যুবরাজভট্টারক বন্দী, কি অপরাধে? বিনা অনুরোধে, বিনা আদেশে পঞ্চলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সুসজ্জিত হইয়া যুবরাজের শিবির বেষ্টন করিল।

চন্দ্রসেন গৌল্মিকের সহিত যখন যুবরাজের বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন,

তখন স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের নায়কগণ পরিবৃত হইয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতেছিলেন। গৌল্মিক বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল, এবং কহিল, "দেব, নূতন মহাসেনাপতি আসিয়াছেন। যুবরাজ মস্তকোত্তোলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, চন্দ্রসেন?" উত্তর হইল, "হাঁ।" "তাঁহাকে লইয়া আইস।"

পরক্ষণে চন্দ্রসেন গৌল্মিকের সহিত বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আসন ত্যাগ করিলেন, চন্দ্রসেন প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কন্দগুপ্ত কে? যুবরাজ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি।" "তুমি কারাগারে যাও নাই কেন?" "আদেশ পাই নাই বলিয়া।" "তুমি পদচ্যুত।" "তাহা শুনিয়াছি।" "তুমি বন্দী।" "উত্তম, কোথায় যাইব?" "সম্প্রতি কারাগারে। কে আছ, ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।" চন্দ্রসেনের আজ্ঞা শুনিয়া ভানুমিত্র বলিয়া উঠিলেন, "মহাবলাধিকৃত, মগধ হইতে কি নূতন সেনা আনিয়াছেন?" চন্দ্রসেন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "এখানে যাহারা আছে, তাহারা কেহ যুবরাজের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবে না।" "কেন?" "তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই পারেন!" "সম্রাটের আদেশেও নহে? "সম্রাট্ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলেও নহে।" "ইহা যে বিদ্রোহ!" "ইহা যদি বিদ্রোহ হয়, তাহা হইলে জানিবেন সাম্রাজ্যের সমস্ত সেনাই বিদ্রোহী।" "তোমরা—আপনারা—করিবেন্ না?" "যুবরাজভট্টারক আদেশ করিলে আপনাকে এখনই বন্দী করিতে পারি, কিন্তু আপনার আদেশে যুবরাজ কেন, পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিব না।" "আপনি জানেন আমি মহাবলাধিকৃত?" "জানি, কিন্তু আমরা আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহি।" "কেন?" "যে দিন যুবরাজভট্টারকের পদচ্যুতির আদেশ আসিয়াছে, আমরা সেই দিনই পদত্যাগ করিয়াছি।" "সকলেই?" "সকলে।" "তবে যুদ্ধ করিবে কে?" "তাহা আপনিই জানেন।"

"অনন্তার আদেশ, স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করিতেই হইবে।" "পারেন ত আপনিই করুন।" "আমিই করিব।"

চন্দ্রসেন যুবরাজের মস্তক হইতে বহুমূল্য উষ্ণীষ খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিল, বন্ধনকালে মাগধ-নায়কগণের অসির ঝঙ্কার শ্রুত হইল, কিন্তু যুবরাজ ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। বন্ধন শেষ হইলে চন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিল, "কারাগার কোথায়?" যুবরাজ কহিলেন, "চলুন, আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।" সহসা ভানুমিত্র বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রসেন, যুবরাজের আদেশে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু বহির্দ্দেশে সাম্রাজ্যের পঞ্চলক্ষ সেনা আছে, বার বার বলিতেছি সাবধান।"

চন্দ্রসেন যুবরাজের বন্ধনরজ্জু হস্তে লইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বস্ত্রাবাসের চতুর্দ্দিকে সাম্রাজ্যের পঞ্চলক্ষ সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যুবরাজের হস্তে রজ্জু দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, মহাসাগরের উন্মত্ত ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় পঞ্চলক্ষ মাগধ-সেনা চন্দ্রসেনকে বেষ্টন করিল। শান্তভাবে যুবরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষুণ্ণমনে মাগধ-সেনা চন্দ্রসেনের রক্তদর্শনে নিরস্ত হইল, স্বেচ্ছায় সমস্ত সেনা ও নায়কপরিবৃত হইয়া যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বাহ্লীকনগরের পাষাণনির্ম্মিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্ধন মুক্তি

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে তথাপি পুরুষপুর নগরের রাজপথ জনশূন্য। চারিদিন পার্ব্বত্য পথে নগরহার হইতে স্বার্থবাহগণ আসে নাই, কপিশা ও বাহ্লীক হূণগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, নূতন মহাবলাধিকৃত চন্দ্রসেন নিরুদ্দেশ, মহারাজপুত্র পাটলিপুত্রে, যুবরাজ কোথায় তাহা কেহ জানে না, অসহায় পুরুষপুরবাসী ভরসাহীন হইয়া নগরে অবস্থান করিতেছে। পুরুষপুরে পাটলিপুত্রের সহস্র পদাতিক আছে, তাহারা নায়কশূন্য, বিষয়পতি সুরাবিহ্বল, কণিষ্কচৈত্যের সঙ্ঘস্থবির নাগরিকগণের একমাত্র ভরসা।

দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগে গিরিসঙ্কটের সম্মুখে ধূলিরাশি উত্থিত হইল, বুদ্ধভদ্রের আদেশে নগরতোরণসমূহ রুদ্ধ করিয়া নাগরিকগণ ইষ্টনামস্মরণে প্রবৃত্ত হইল। গিরিসঙ্কটে মেঘের পর মেঘ উত্থিত হইল, ধূলায় পশ্চিমদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল, শত শত, সহস্র সহস্র নাসিকাবিহীন খর্ব্বাকার হূণ-অশ্বারোহী পুরুষপুরের নগরপ্রাকার বেষ্টন করিল। মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া সহস্র মাগধ-সেনা অস্ত্র লইয়া প্রাকারে দাঁড়াইল। লক্ষের সহিত সহস্রের যুদ্ধ সম্ভব নহে, মাগধ-বীরগণ দুই দণ্ড প্রাকার রক্ষা করিয়াছিল, তাহার পর সহস্র সহস্র হূণ চারিদিক হইতে নগরে প্রবেশ করিল।

নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি জনশূন্য অট্টালিকায় করুণাদেবী ও ঋষভদেব বাস করিতেন। বিপদের সূচনা দেখিয়া প্রতীহার, প্রহরী, দণ্ডধর,

পরিচারক ও পরিচারিকা পলায়ন করিয়াছিল। হূণসেনা যখন নগর অধিকার করিল, তখন অট্টালিকায় ঋষভ ও করুণা ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। দেখিতে দেখিতে হূণগণ অট্টালিকার নিকটে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগের গর্জ্জন শুনিয়া ঋষভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরাণি, কি করিবে?" করুণা শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "কি আর করিব ঠাকুর?"

"ঠাকুরাণি, আমি তোমার পিতার বয়সী কিন্তু তুমি মাতার ন্যায় আমাকে পালন করিয়াছ। তুমি বয়স্যপত্নী হইলেও তোমাকে মনে মনে মাতা বলিয়াই জানি। আজি শেষ দিন, এত দিন ঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিয়াছি, আজি মা বলিয়া ডাকিব। মা, চোখের সম্মুখে জ্ঞান থাকিতে তোমার লাঞ্ছনা দেখিতে পারিব না। কোন্ পুত্র কবে মাতার নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকে?"

"ঠাকুর, আজি তোমার ভয় গেল কোথায়?"

"কি জানি মা? আজি অন্য কথা মনে আসিতেছে না। মা, তুমি কি করিবে? তুমি তরুণী ও রূপবতী, বর্ব্বরহস্তে তোমার যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না, তুমি ক্ষত্রকুল-বধূ, চিরন্তন প্রথায় স্বামীকুল ও শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা রক্ষা কর।"

"ঋষভ, আমি এখন মরিব না।"

"সে কি কথা মা? তুমি আমার মা, ভানুমিত্রের পত্নী, তোমার কেন মরণে ভয় থাকিবে?"

"যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে ঋষভ। করুণা মরণে ডরে না। আমি ত এখন মরিব না—তিনি আসিবেন, আবার তাঁহার মুখখানি দেখিব, তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে হয় ত মরিব।"

"হূণের নিগ্রহ সহ্য করিতে পারিবে মা?"

"স্বচ্ছন্দে পারিব।"

"ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিবে মা?"

"বাবা, জগতে এমন কেহ নাই যে, করুণার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে।"

সেই সময়ে হূণগণ অট্টালিকা বেষ্টন করিল, সশব্দে কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে শতাধিক হূণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা কক্ষমধ্যে করুণাকে দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। একজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া করুণার দিকে অগ্রসর হইল, তখন সেই প্রেতভীতিবিচলিত উদরপরায়ণ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং অনায়াসে তাহার গ্রীবা ধারণ করিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। একের স্থানে দশজন হূণ কক্ষে প্রবেশ করিল, নিরস্ত্র ঋষভ করুণাকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত হইলেন, দক্ষিণ হস্ত স্কন্ধচ্যুত হইল, পদে শূল বিদ্ধ হইল, অবশেষে গদাঘাতে চেতনা বিলুপ্ত হইল; তখন হূণগণ করুণার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। গৃহত্যাগকালে শুষ্কনেত্রে শুষ্ককণ্ঠে করুণাদেবী কহিলেন, "বাবা, মিত্রবংশের অন্নঋণ তুমি পরিশোধ করিলে!"

তখন নগর অধিকৃত হইয়াছে, নাগরিকগণ নিহত হইয়াছে, বৃদ্ধা ও শিশুগণ দগ্ধ হইয়াছে—আর রূপবতী যুবতীগণ আবদ্ধ হইয়া রাজপথে আনীত হইয়াছে। যাহারা করুণাকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে লইয়া সেই স্থানে আনয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন হূণনায়ক হতভাগিনী বন্দিনীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। যাহারা রূপলাবণ্যবিহীনা তাহারা সেনাগণের জন্য রহিল, অধিকতর সুন্দরীগণ নায়কগণের অংশে পড়িল। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী পঞ্চবিংশ রমণী হূণরাজের ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

দহ্যমান পুরুষপুর নগরের কেন্দ্রে বিস্তৃত প্রান্তরে হূণরাজ বিশ্রাম করিতেছেন, চারিদিক হইতে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শ করিতেছে, প্রান্তরের চারিদিকে লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যসম্ভার,—হূণরাজ রমণীগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নায়ক বন্দিনীগণকে হূণরাজের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। হূণরাজ একে একে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া করুণাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন, পরুষ বর্ব্বরস্পর্শে করুণা শিহরিয়া উঠিলেন।

বর্ব্বররাজ তাঁহার বসনাকর্ষণ করিলেন, অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল, করুণা বক্ষের বসন উভয় হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রহিলেন। হূণরাজের পার্শ্বে এক নিরস্ত্র হূণবৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিল, হূণরাজ দ্বিতীয়বার বসনাকর্ষণ করিলে করুণা সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ অগ্রসর হইল। তৃতীয়বার বস্ত্র আকর্ষিত হইলে মস্তকের দীর্ঘকেশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল, শ্লথমুষ্টিতে ধৃত বসন বক্ষ পরিত্যাগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অগ্নিশিখা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বিকট হাস্যে প্রাচীন পুরুষপুরের ধ্বংসাবশেষ মুখরিত হইয়া উঠিল, হূণরাজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সহসা ঊর্দ্ধদিকে হস্তবিস্তার করিয়া করুণা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি, এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আসিয়াছ, চল —যাই—।" ভীতিত্রস্ত বর্ব্বররাজ দশহস্ত দূরে সরিয়া গেল। তখন সেই হূণবৃদ্ধ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, আবার বিকট হাস্যে পুরুষপুরের অঙ্গাররাশি কম্পিত হইল, আবার অগ্নিশিখা দ্বিগুণবেগে গগন স্পর্শ করিল, ভয়ে ও বিস্ময়ে বৃদ্ধ হূণ প্রায়বিবসনা তরুণীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল। সহসা হূণভাষায় উচ্চারিত হইল, "মা!" দূরে নতজানু হূণরাজ ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মা," চারিদিকে হূণপ্রধান ও নায়কগণ নতজানু হইয়া মাতৃনাম উচ্চারণ করিল। বৃদ্ধ হূণ ধীরে ধীরে বক্ষের স্খলিত বসন যথাস্থানে স্থাপন করিল এবং লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যসম্ভার হইতে বহুমূল্য আস্তরণ লইয়া আসিয়া ভূমিতে বিছাইয়া দিল। মাতৃনাম শ্রবণ করিয়া করুণার নয়নদ্বয়ে রোষদীপ্তবহ্নি ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইল। করুণা উপবেশন করিলেন।

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়ী হূণসেনার মধ্যে প্রচারিত হইল যে মাতা আসিয়াছেন, দলে দলে হূণসৈনিক মাতৃদর্শন করিতে আসিল এবং দূর হইতে দেবী দর্শন করিয়া উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃনামে গগন বিদীর্ণ করিল। হতাবশিষ্ট পুরুষপুরবাসী রক্ষা পাইল।

রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে এক খঞ্জ হস্তহীন রুধিরাপ্লুত-দেহ বৃদ্ধ, নগরের পথে পথে কাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। পুরুষপুরে নাগরিকগণ নিহত হইয়াছিল, পিতৃহীনা, ভর্ত্তৃহীনা, পুত্রহীনা, হৃতসর্ব্বস্বা রমণীগণ পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ খঞ্জ একে একে সকলের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিল কিন্তু সে যাহার অন্বেষণ করিতেছিল তাহাকে পাইতেছিল না। সে ধীরে ধীরে নগরের রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কেন্দ্রস্থিত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হূণসেনা তখন নিদ্রিত, ভয়ে নগরবাসী সেস্থানে আসে নাই। বৃদ্ধ দেখিল, অন্ধকারে প্রান্তরের মধ্যস্থলে বহুমূল্য আস্তরণের উপরে এক প্রায়বিবসনা তরুণী বসিয়া আছে। বৃদ্ধ দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" উত্তর হইল, "আমি মা।" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, বৃদ্ধ তারস্বরে, "মা, মা," বলিতে বলিতে তরুণীর দিকে অগ্রসর হইল। তরুণীর পার্শ্বে সেই বৃদ্ধ হূণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল, সে ভারতীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া তরুণীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘারামে রাষ্ট্রনীতি

নবীনা পট্টমহাদেবী অনন্তা প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের অতি প্রাচীনতর আর্য্যপট্টে আসন গ্রহণ করিলে, পাটলিপুত্র নগরের অতি প্রাচীন কপোতিক সঙ্ঘারাম সহসা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রবীণ মহাবিহারস্বামী সহসা

যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন। প্রাচীন সাম্রাজ্যের পুরাতন রাজপুরুষগণ যখন দেশান্তরে, মাগধসেনা ও সেনানিগণ যখন সীমান্তে, তখন জীর্ণ বহুকালপরিত্যক্ত কপোতিক সঙ্ঘারাম সহসা নবীন সজ্জায় সুশোভিত হইয়া উঠিল, মহাবিহারে নিত্য মহোৎসব আরব্ধ হইল কিন্তু তাহাতে পাটলিপুত্র-নাগরিক বিস্মিত হইল না, কারণ তখন তাহারা বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

প্রাচীন কপোতিক সঙ্ঘারামে শতসহস্র চৈত্য ও বুদ্ধবোধিসত্ত্ব-মন্দিরে দণ্ডে দণ্ডে পূজা, প্রহরে প্রহরে আরত্রিক আরব্ধ হইল। বিশাল মহাবিহার সর্ব্বদা উপাসক ও উপাসিকাগণের কোলাহলে মুখরিত হইত, পুষ্প, চন্দন ও গন্ধ ধূপদীপে সঙ্ঘারামের চারিদিক আমোদিত হইত। রাত্রিতেও উপাসক-উপাসিকার অভাব হইত না, সঙ্ঘারামের তোরণচতুষ্টয় দিবারাত্রি মুক্ত থাকিত। যে দিন পাটলিপুত্রের প্রাচীন সভামণ্ডপে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা বীণাবাদন করিয়াছিলেন, সেই দিন নিশীথরাত্রিতে মঞ্জুশ্রী-বিহারের আরত্রিক হইতেছিল, ক্ষুদ্র বিহার উপাসক ও উপাসিকায় পরিপূর্ণ। মহাবিহারস্বামী হরিবল গন্ধদীপ ও বজ্রঘণ্টাহস্তে মঞ্জুঘোষের আরত্রিকে ব্যাপৃত। নূতন সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত উজ্জ্বল মঞ্জুশ্রী শত-শত দীপালোকে হাস্য করিতেছিল। আরত্রিক শেষ হইলে সমবেত উপাসকগণ পত্রপুটে শুভ্র কুসুমদাম মহাবিহারস্বামীর হস্তে অর্পণ করিল। শুভ্র রজতখণ্ড দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া হরিবল শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত শুভ্র কুন্দ-কুসুমরাশি মঞ্জুশ্রীর পাদপীঠে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। সর্ব্বশেষে এক অবগুণ্ঠনাবৃতা উপাসিকা বটপত্রপুটে কুন্দের পরিবর্ত্তে শ্বেত করবীর মাল্য মহাবিহারস্বামীর হস্তে অর্পণ করিল। হরিবল মাল্য গ্রহণ করিয়া চমকিত হইলেন। শ্বেত করবীর মাল্যগ্রন্থিতে একটি ক্ষুদ্র রক্তকরবী ছিল। হরিবল উপাসিকার মুখের দিকে চাহিলেন, অবগুণ্ঠনাবৃত-বসনমধ্য হইতে রক্ত-প্রবালখচিত সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া মহাবিহারস্বামীকে প্রদান

করিল। ত্রস্তপদে মঞ্জুশ্রীবিহার পরিত্যাগ করিয়া হরিবল কপোতিক সঙ্ঘারামের ত্রিতলে আরোহণ করিলেন, অবগুণ্ঠনাবৃতা তাঁহার অনুসরণ করিল। ত্রিতলের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া হরিবল দ্বার রুদ্ধ করিলেন, রমণী অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। প্রৌঢ় মহাবিহারস্বামী ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? এখনও অভিসারের বাঞ্ছা আছে কি?" রমণী আকুল হইয়া কহিল, "রঙ্গ-রহস্যের সময় নহে হরিবল, সর্ব্বনাশ উপস্থিত!" "তোমার আর সর্ব্বনাশ কি ইন্দ্রলেখে? সাম্রাজ্য তোমার করতলগত, সম্রাট্ তোমার কন্যার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত, তোমার সর্ব্বনাশ কে করিতে পারে?" "যে করিতে পারে সে আসিয়াছে।" "দামোদর?" "হাঁ।" বিষদন্তহীন বৃদ্ধ সর্প দংশন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার সর্ব্বনাশ হয় না।" "আর একজন আসিয়াছে।" "কে, গোবিন্দ?" "তাহাও শুনিয়াছ, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ কেমন করিয়া?"

"বৃথা আশঙ্কা করিতেছ। ইন্দ্রলেখে, যতদিন অনন্তার যৌবন আছে, রূপ আছে, নয়নকোণে কটাক্ষ আছে, ভ্রূভঙ্গি আছে, ততদিন কোন চিন্তা নাই। অনন্তার রূপযৌবন গত হইবার বহুপূর্ব্বে কুমারগুপ্ত চিতাশয্যা গ্রহণ করিবে। সাম্রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র কুমারগুপ্তের সমকক্ষ, গোবিন্দগুপ্তের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কাহারও আছে কি সন্দেহ, কিন্তু শকমণ্ডলেশ্বর গোবিন্দগুপ্ত কয়দিন পাটলিপুত্রে থাকিবে? চক্ষুর অন্তরাল হইলে কুমারগুপ্ত গোবিন্দের কথা বিস্মৃত হইবে, তখন অনন্তার তীক্ষ্ণকটাক্ষ সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ও হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গুপ্তরাজ্য শাসন করিবে।" "তুমি কি জান না ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছে?" "কি হইয়াছে?" "প্রভাতের সভায় যাহা হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছ?" "শুনিয়াছি। ইন্দ্রলেখে, অনন্তা বালিকা, তাহাকে যে পদে বসাইয়াছি তাহার উপযুক্ত শিক্ষা সে পায় নাই, তাহাকে সাবধানে চালাইও।

নূতন করিয়া গড়িতে গেলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, পুরাতন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।” “কি করিব, অভিজাত সম্প্রদায়ের কেহ অনন্তাকে পট্টমহাদেবী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। তাহাকে অভিবাদন না করিলে সে পাগল হইয়া উঠে।” “তাহাকে সহ্য করিতে বল, রাষ্ট্রনীতির পথ সুগম নহে, তাহাকে ধীরে চলিতে শিখাও নতুবা সত্য সত্যই সর্ব্বনাশ হইবে।” “প্রাসাদে কি হইয়াছে, শুনিয়াছ ?” “গোবিন্দ আসিয়া দামোদরকে মুক্ত করিয়াছে ত ?” “না, ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছে।” “কি হইয়াছে ?” “বুড়া গোবিন্দকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, সে স্বীকার করিয়াছে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, বৃদ্ধ শৃগাল যাহা করিবে তাহাই হইবে, বুড়া অনন্তার সহিত ধ্রুবস্বামিনীর গৃহে বাস করিবে, দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন পাইবে, সে আর কিছুই চাহে না।” “উত্তম।” “তুমি কি বলিতেছ ? পাগল হইলে না কি ?” “কেন ?” “বৃদ্ধ শৃগাল যদি রাজ্যশাসন করিবে, তবে আমরা কি করিব ? কি জন্য বৃদ্ধ বানরের কণ্ঠে শুভ্র মুক্তাহার পরাইয়া দিয়াছি ?” “অনন্তা কি করিতেছে ?” “সে প্রসাধন-অঙ্গরাগ ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, অনশনে আমার সোণার কমল শুকাইয়া গিয়াছে।” “তাহাকে স্থির হইতে বল, গোবিন্দ চলিয়া গেলে আবার সমস্ত ক্ষমতাই ফিরিয়া পাইবে। ধীরে ইন্দ্রলেখা, ধীরে, ব্যস্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। যাহারা অনন্তাকে অভিবাদন করিতে চাহে না, তাহারা পাটলি-পুত্রের পথে পথে ভিক্ষা করিবে। বৈষ্ণব-অভিজাত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ না করিয়া হরিবল ক্ষান্ত হইবে না। স্কন্দগুপ্ত কি বন্দী হইয়াছে ? “ভ্রাতার অনুরোধে বুড়া সে আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছে।” “ভাল, আবার দুইদিন পরে নূতন আদেশ প্রচারিত হইবে ?” “গোবিন্দ যুদ্ধের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছে।” “কেন ?” “হূণজাতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।” “উত্তম কথা।” “শত্রু দমন না করিলে সাম্রাজ্যের যে

সর্ব্বনাশ হইবে ?” “হউক, তাহাতে আমাদিগের পরম লাভ।” “সে কি কথা ? সাম্রাজ্য গেলে শাসন করিব কি ?” “কেন, মগধ।” “মগধ অতি ক্ষুদ্র।” “তোমার আমার পক্ষে যথেষ্ট, হূণ যেমন শত্রু, গোবিন্দ, দামোদর, স্কন্দ আর বৈষ্ণব-অভিজাত-সম্প্রদায় তেমনি শত্রু, শত্রুবিনাশে শত্রু ক্ষয় হউক, সাম্রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট।” “প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত গুপ্তসাম্রাজ্য এমন করিয়া নষ্ট করিব ?” “ক্ষতি কি ?” “গুপ্তবংশ যে অনন্তার শ্বশুরবংশ।” “ইন্দ্রলেখে, এত মমতা কত দিন হইয়াছে ? মন্দমলয়ানিলের আকর্ষণ কি বাড়িয়াছে, না কি ?” “লোকে বলিবে কি ?” “চিন্তা করিও না, সখি, ফল্গুযশ মরিলে যেমন চন্দ্রসেন জুটিয়াছিল, বুড়া মরিলে তেমন করিয়া অনন্তার নূতন শ্বশুরবংশ জুটাইয়া দিব।” “আমি যাহা করিয়াছি তাহা করিয়াছি, অনন্তাকে যেন আর তাহা করিতে না হয়।” “পতিব্রতে, আরম্ভটা বড়ই মঙ্গলময় হইয়াছে।” “তুমিই ত, তাহার কারণ, প্রাসাদে যে দিন নৃত্য করিতে গিয়াছিলাম, তখন তোমারই আদেশে অনন্তা আমার সহিত গিয়াছিল।” “আমার আদেশ পালন না করিলে অনন্তা কি এত দিন আর্য্যাবর্ত্তে বসিত ? দেখ ইন্দ্রলেখে, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সমস্তই মানুষের গঠন, আমিও মানুষ, তবে আমি নূতন করিয়া গড়িব না কেন ? আমার পাপ নূতন, পুণ্য নূতন, ধর্ম্ম নূতন, অধর্ম্ম নূতন। উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে সদ্ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমি যাহা করিয়া গেলাম, তাহার জন্য ত্রিভুবন ত্রিকাল আমার যশোগান করিবে।” “দেখ হরিবল, আমি সামান্য গণিকা, বহু পাপ করিয়াছি, বহু মহাপাতকী দেখিয়াছি কিন্তু তোমার ন্যায় দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, মহাপাতকী কখনও দেখি নাই। ত্রিকালে ত্রিভুবন তোমার যশোগান করিবে না, তোমার নামে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিবে। তুমি অনায়াসে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশাল আর্য্যাবর্ত্ত, বিস্তৃত গুপ্তসাম্রাজ্য, পবিত্র পিতৃভূমি বর্ব্বর হূণের হস্তে তুলিয়া দিতে চাও,

নরকেও তোমার স্থান হইবে না।" "ইন্দ্রলেখে, রাগ করিলে নাকি? ক্রোধ পরিত্যাগ কর, যাহা বলি তাহা শুন।" "কি বলিতেছ বল?" "অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাহা হয় না। অনন্তাকে আর্য্যপট্টে বসাইয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য সুশাসিত করা সম্ভব নয়। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ধ্বংস না করিলে, বৈষ্ণব-অভিজাত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ না করিলে, সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে না, অনন্তা ও পট্টমহাদেবী দীর্ঘকাল আর্য্যপট্টে প্রতিষ্ঠিতা থাকিবে না।" "কেন?" "অত কথা তুমি বুঝিতে পারিবে না, ইন্দ্রলেখে।" "কেন পারিব না, তুমি বল।" "সে অনেক কথা। বুড়া মরিলে স্কন্দগুপ্ত যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে রাজ্যাধিকার করিতে দিব না। প্রাচীন অভিজাতসম্প্রদায়ের সকলে স্কন্দগুপ্তকে সাহায্য করিবে, কারণ তাহারা যে নীতির দীক্ষা পাইয়াছে, স্কন্দগুপ্ত সেই রীতিতে দীক্ষিত। এই রাষ্ট্রনীতির সহায়তায় সদ্ধর্ম্ম, মহাসঙ্ঘ ও বৌদ্ধরাজ্য বিনাশ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য বৈষ্ণব-অভিজাত-সম্প্রদায় ও সমুদ্রগুপ্তের রাষ্ট্রনীতি সমূলে উৎপাটন না করিলে সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে না, বা আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে না। অনন্তার পুত্র সদ্ধর্ম্মী হইবে, সে মগধের রাজা হইবে। কিন্তু সাম্রাজ্য গঠনে সময় লাগিবে। ইন্দ্রলেখা, যাহা গঠন করিতে শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে তাহা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়, কিন্তু পুনঃগঠনে আবার শতাব্দী পরিমিত কাল অতিবাহিত হয়। তুমি ফিরিয়া যাও, অনন্তাকে সাবধানে চলিতে বলিও নতুবা বিপদ হইবে। বলি, আজি কি সঙ্ঘারামে রাত্রিবাস করিবে?" "মরণ আর কি, যৌবন ত অনেক দিন গিয়াছে, মহাবিহার-স্বামীর পাপকার্য্যে মতি এখনও যায় নাই? বুড়া হইয়াছ, মরিতে চলিয়াছ, দুইদিন পরে চিতায় উঠিবে এখন পাপচিন্তা পরিত্যাগ কর।" "সখি; দেহের যৌবন অতীত হইলেও মনের যৌবন এখনও যায় নাই। পাপপুণ্যের কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার পাপ, আমার

পুণ্য, আমি আমার আবশ্যকমত মনের মধ্যে গড়িয়া লই। বলি চন্দ্রসেন ত শকমণ্ডলে, আজি সঙ্ঘারামে রাত্রিবাস করিলে ক্ষতি কি?” “তুমি মর, চিতায় আরোহণ কর, আমার রাত্রিবাসের সাধ অনেক দিন মিটিয়াছে, দেহের ও মনের যৌবন উভয়ই অতীত হইয়াছে।” “কেবল চন্দ্রসেনকে দেখিলে ষোড়শীর মতিগতি ফিরিয়া আসে না?” “তুমি মর, তোমার মুখে আগুন।”

এই বলিয়া চত্বারিংশদ্বর্ষ দেশীয়া প্রৌঢ়া নবযুবতীর ন্যায় অঙ্গ দুলাইয়া বক্র হাস্য করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাহাকার

তরুণী পট্টমহাদেবী লাভ করিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ কুমারগুপ্ত যখন বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদে যখন নিত্য মহোৎসব হইতেছিল, কাদম্ব গৌড়ীয় সুরাস্রোতে যখন ধবল মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রাসাদের কক্ষগুলি প্লাবিত হইতেছিল, তখন প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে এক আজন্মসুখপালিত শ্রান্তিক্লেশানভ্যস্ত পঞ্চবিংশ-বর্ষীয় যুবা আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইতেছিল। যে মুহূর্ত্তে নবীনা পট্টমহাদেবী অনন্তা বৃদ্ধ সচিব দামোদর শর্ম্মার দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে সেই যুবা ধূলিধূসরিত হইয়া অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল অশ্বপৃষ্ঠে পুরুষপুরের নিকটবর্ত্তী তুঙ্গগিরি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকুলনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর

কেবল ভস্ম ও ধ্বংসাবশেষ, গন্ধার ও উদ্যানের জগদ্বিখ্যাত শ্যামল প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে ধূলিধূসর ভীষণ মরুভূমিমাত্র যুবার নয়নগোচর হইতেছিল। সম্মুখে পুরুষপুর নগর ভস্মাচ্ছাদিত পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাকার জনশূন্য। যুবা পলকবিহীন-নেত্রে সেই ভস্মস্তূপের দিকে চাহিয়াছিলেন। পশ্চাদ্দেশ হইতে আর একটি জীর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার সমবয়স্ক আর একটি যুবক আসিয়া প্রথম যুবার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কি দেখিতেছেন?" প্রথম যুবা হস্তস্পর্শে চমকিত হইলেন, পরে দ্বিতীয় যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কে, হর্ষ! বহুদিন পরে পুরুষপুর নগর দেখিতেছিলাম।" "কি দেখিলে?" "যাহা দেখিব মনে করিয়া আসিতেছিলাম তাহাই দেখিতেছি।" "দাদা, ভানুকে কি বলিয়া বুঝাইব?" "ভাই, অসি যাহার ব্যবসা তাহাকে বুঝাইবে কি বলিয়া? ক্ষত্রিয় সর্ব্ববিধ শোক-দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়া যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করে। অসি ক্ষত্রিয়ের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, মাতা, ভগিনী, কন্যা। হর্ষ, অসিই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র বনিতা, একমাত্র দেবতা। ভাই, ভানুমিত্র বীর, শত শত যুদ্ধে অগ্নিমিত্রের পুত্র, অসামান্য শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, ভানুকে অধিক বুঝাইতে——"

সহসা যুবার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অনশনক্লিষ্ট পাণ্ডুর গণ্ডস্থল বহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দ্বিতীয় যুবা তাহা দেখিয়া কহিল, "দাদা, আপনিই ত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, না জানি ভানু কি করিবে?" রুদ্ধকণ্ঠে যুবরাজ কহিলেন, "ভাই, করুণ মাতার বড় আদরের—করুণ এমন করিয়া যাইবে তাহা কে জানিত?" "দাদা তবে কি করুণ বাঁচিয়া নাই?" "ভাই, তুমি এখনও শিশু রহিয়াছ। করুণ ক্ষত্রিয়-কন্যা,—ক্ষত্রিয়-বনিতা, সে মরিতে জানে।" "করুণ হূণের হস্তে বন্দী না হইয়া মরিয়াছে, ইহা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।" "হর্ষ, তুমি কি মনে করিয়াছিলে, হূণ-সেনা করুণাকে বন্দী করিয়াছে?" "হাঁ।" "তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না, আমি স্বয়ং তাহাকে

অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি। হর্ষ, করুণ আত্মরক্ষা করিতে জানে, মরিতেও জানে।”

সহসা গিরিশৃঙ্গের নিম্নে সঙ্কীর্ণ গিরিপথে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, হর্ষগুপ্ত চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “দাদা—ভানু—”

তাঁহার উক্তি শুনিয়া যুবরাজের পাণ্ডুবর্ণ মুখ শুভ্র হইয়া গেল, তিনি কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হর্ষ, সেনাদল কোথায়?” “তাহারা গিরিপথে প্রবেশ করিয়াছে।” “তুমি শীঘ্র যাও, চক্রপালিত ও বন্ধুবর্ম্মাকে মালব ও সৌরাষ্ট্রের অশ্বারোহী লইয়া দ্রুতগতিতে পুরুষপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ কর।” “আপনি কোথায় যাইবেন?” “আমি ভানুকে একাকী শত্রুহস্তে বন্দী হইতে দিব না।”

উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে যুবরাজ অশ্বচালনা করিলেন, তাহা দেখিয়া কুমার হর্ষগুপ্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, “দাদা, আপনি এক-মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন এখনই অশ্বারোহী-দল—” বিরক্ত হইয়া যুবরাজ কহিলেন, “বাধা দিও না ভাই, বহুকাল সঞ্চিত অপরিশোধ্য ঋণে ভানুর নিকট আবদ্ধ আছি, আজি বাসুদেব তাহার কণামাত্র পরিশোধের অবসর দিয়াছেন। তুমি আমার জন্য বিলম্ব করিও না, শীঘ্র মালব ও সোরাষ্ট্রগুল্ম লইয়া পুরুষপুরের তোরণে আসিও।” “আর্য্য, যদি আপনার বিপদ হয় তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ হইবে?” “ভাই, দূতমুখে শুনিয়াছ মগধ-সাম্রাজ্যে স্কন্দগুপ্তের আর প্রয়োজন নাই, তবে কাহার সর্ব্বনাশ হইবে? বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিও না, যত শীঘ্র পার পুরুষপুরের তোরণে আসিও, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে ভানুর বা আমার দেহের কণামাত্রও দেখিতে পাইবে না।”

যুবরাজ দ্রুতবেগে ভানুমিত্রের অনুসরণ করিলেন, হর্ষগুপ্ত মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, “দেব, তুমি যদি আর্য্যপট্টে উপবেশন কর তবেই মগধ-সাম্রাজ্য রক্ষা হইবে নতুবা স্বয়ং বাসুদেব চক্রধারণ

করিলেও আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইবে না।" তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতশীর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কুমার হর্ষগুপ্ত গিরিশঙ্কটে প্রবেশ করিলেন।

যুবরাজের কৃশকায় অশ্ব অর্দ্ধদণ্ডমধ্যে তাঁহাকে গিরিশঙ্কটের মুখ হইতে পুরুষপুরের পশ্চিমতোরণে উপস্থিত করিল। এক হস্তে কোষমুক্ত অসি ও অপর হস্তে সুদীর্ঘ ভল্লগ্রহণ করিয়া তোরণের সম্মুখে যুবরাজ অশ্বের বল্গা পরিত্যাগ করিলেন, শিক্ষিত অশ্ব সশব্দে পাষাণাচ্ছাদিত পথে বিশালকায় মুক্ত তোরণে প্রবেশ করিল। স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তোরণ, রাজপথ, অট্টালিকাবলী ও নগর জনশূন্য, তোরণের অর্দ্ধদগ্ধ ভগ্নকবাটদ্বয় পার্শ্বে পতিত আছে! প্রাকারে ও তোরণে শত শত শব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, শৃগাল কুক্কুরগণ তাহা নিশ্চিন্ত মনে ভক্ষণ করিতেছে। ভীষণ যুদ্ধের সমস্ত চিহ্নই বিদ্যমান কেবল নগরে বিজয়ী হূণ-সেনার অস্তিত্বের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুবরাজ তোরণপথে অশ্বের গতি সংযত করিলেন। অর্দ্ধদণ্ডমধ্যে হূণ আসিল না দেখিয়া যুবরাজ পুনরায় অশ্ব চালনা করিলেন, অশ্ব করুণার আবাসাভিমুখে চলিল। নগরপ্রান্তে যে অট্টালিকায় করুণাদেবী ও ঋষভদেব বাস করিতেন, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থিত উদ্যান বহু অশ্ব ও মানবের পাদপেষণে বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই স্থানে ভানুমিত্রের অশ্ব নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া পঞ্চবিংশ পদ দূরে যুবরাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আকুলকণ্ঠে তারস্বরে স্কন্দগুপ্ত ডাকিলেন, "ভানু," পুরুষপুরের পাষাণনির্ম্মিত কঠিন প্রাকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে আকুল-আহ্বান উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন উন্মত্তপ্রায় স্কন্দগুপ্ত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া অসিহস্তে জনশূন্য অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। ত্রিতলে আসিয়া যুবরাজ দেখিতে পাইলেন, অলিন্দে নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার ন্যায় বর্ম্মাবৃত ভানুমিত্র দাঁড়াইয়া আছে। আবার আকুলকণ্ঠে উচ্চারিত হইল "ভানু!" কিন্তু তাহা গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃতের কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিল না। স্কন্দগুপ্ত অগ্রসর হইয়া ভানুমিত্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন, প্রতিমা টলিল, যুবরাজ বয়স্যকে বহুপাশে আবদ্ধ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানু—করুণ।"

সহসা পাষাণপ্রতিমার অসি কোষমুক্ত হইল, ফলক সশব্দে লৌহ-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিল, পরক্ষণেই অসিশীর্ষ গৃহতলে শুষ্কপ্রায় শোণিতপ্রবাহের দিকে প্রদর্শিত হইল। এইবার পাষাণপ্রতিমা কথা কহিল। ভানুমিত্র কহিলেন, "ঐ—ঐ মাত্র আছে, ঐ শোণিতপ্রবাহ কল্য তাহার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছিল।" পাষাণপ্রতিমা আবার টলিল, শত শত যুদ্ধের বীর কোমলাঙ্গীর কোমল অঙ্গের শোণিতবিন্দু দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন স্কন্দগুপ্ত গৃহতলের রক্তরঞ্জন করুণার শোণিত মনে করিয়া অশ্রুঅন্ধ নয়নে সেই দিকে চাহিয়াছিলেন। যুবরাজ ভাবিতেছিলেন, আশৈশব সুখ-লালিতা করুণা কেমন করিয়া কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছিল? কেমন করিয়া অনায়াসে মৃত্যুর কঠোর মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল? বর্ম্মাবৃতদেহ সশব্দে গৃহতল স্পর্শ করিলে যুবরাজ চমকিত হইলেন। স্কন্দগুপ্ত হতচেতন ভানুমিত্রের মস্তক উৎসঙ্গে উঠাইয়া লইলেন এবং রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন "ভানু, ইহা দেখাইবার জন্যই কি তোমাকে পুরুষপুরে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম? করুণাকে ছাড়িয়া কতদিন বাঁচিবে, হূণযুদ্ধে তোমার মৃত্যুই শ্রেয়।"

তিনি ভানুমিত্রের শিরস্ত্রাণ ও অন্তরক্ষ উন্মোচন করিয়া বসিয়া রহিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসিল, ভানুমিত্র বেগে উঠিয়া বসিলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানু সুস্থ হইয়াছ?" সহসা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভানুমিত্র বলিয়া উঠিলেন, "স্কন্দ, কখন আসিলে? করুণ কোথায় গেল?" যুবরাজ ধীরে ধীরে বয়স্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "ভাই, নারায়ণ দিয়াছিলেন নারায়ণ গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি

ক্ষত্রিয়, তুমি বীর, শোক পরিত্যাগ কর। ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষত্রিয়পত্নী, নারী, ধর্ম্মরক্ষার জন্য নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। করুণার অতুলনীয়া রূপ-রাশির চিহ্নস্বরূপ শুভ্র মর্ম্মরে রক্তরঞ্জন মাত্র অবশিষ্ট আছে—"

সহসা উচ্চহাস্যে জনশূন্য অট্টালিকা কম্পিত হইল, তাহার ভীষণতর প্রতিধ্বনি মুহূর্ত্তমধ্যে পাষাণনির্ম্মিত নগরপ্রাকার হইতে ফিরিয়া আসিল। "তুমি নির্ব্বোধ—স্কন্দ তুমি বুদ্ধিহীন, মনে করিতেছ করুণ মরিয়াছে?" "ভাই, করুণা মগধ-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীর পালিতা কন্যা, বর্ব্বর হূণের কলুষিত করস্পর্শ কখনই তাহার জ্যোৎস্নাধবল অমল দেহ কলুষিত করিতে পারে নাই।"

আবার উচ্চহাস্যে অট্টালিকা কম্পিত হইল, ভানুমিত্র কহিলেন, "ভুল—স্কন্দ, ভুল—করুণ মরিতে: পারিবে না—আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, মিথ্যা কহি নাই—করুণ মরে নাই—মরিতে পারিবে না।" "ভাই, চিত্ত স্থির কর, সম্মুখে সমূহ বিপদ। প্রতিশোধ লইতে হইবে। যুদ্ধে কুলবধূ নিহত হইয়াছে,—অসহায়া, অস্ত্রহীনা রমণী বর্ব্বরের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। রাজ্য রসাতলে যাক্, রাষ্ট্রনীতি জলধিজলে মগ্ন হউক তথাপি প্রতিশোধ চাই, শুন—" "তুমি পাগল স্কন্দ, করুণ মরিতে পারে না। এই অলিন্দে শুভ্র-ধবল জ্যোৎস্নায় আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিল, সে মরিবে না, যখন হউক, যেখানে হউক আবার ফিরিয়া আসিবে। স্কন্দ, করুণ লুকাইয়া আছে, গৃহান্তরে কবাটের অন্তরালে অথবা বাতায়নপথে লীলাময়ী আত্মগোপন করিয়া আছে, এখনই তাহার কলহাস্যে অট্টালিকা মুখরিত হইয়া উঠিবে—করুণ—করুণ।"

কাতরকণ্ঠের আহ্বান নগরপ্রাকার হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু বাতায়নপথে লীলাময়ীর হাস্যময় কোমল আস্য প্রদর্শিত হইল না, গৃহতলের পাষাণ আচ্ছাদনে কোমল পদশব্দ শ্রুত হইল না,

কৌতুকপরায়ণার চঞ্চল অঙ্গে নূপুর-কিঙ্কিনিবলয় বাজিয়া উঠিল না। করুণার উদ্দেশে কাতরকণ্ঠের করুণ আহ্বান উচ্চ হইতে উচ্চতর মাত্রায় উচ্চারিত হইল, তাহা সুদূর হূণশিবিরে হতচেতন করুণার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল কি না তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

সহসা দ্রুতপদে ভানুমিত্র পার্শ্বস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মনে হইল কবাটের পার্শ্বে চম্পকবরণীর শুভ্র বসনাঞ্চল ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া গেল। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে, জনশূন্য অট্টালিকার চারিদিকে ভানুমিত্র ক্ষিপ্তের ন্যায় করুণার ছায়ামূর্ত্তির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে স্কন্দগুপ্তও তাহার অনুগামী হইলেন। সেই সময়ে ক্লান্ত, পথশ্রান্ত শত শত মাগধসেনা অট্টালিকার সম্মুখে সমবেত হইতেছিল, তাহাদিগের বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের শব্দ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ভানুমিত্রের নিকট নূপূরবলয়-নিক্কণবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। অট্টালিকার তোরণে বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত ও কুমার হর্ষগুপ্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। লৌহবর্ম্মে অসির আঘাত লাগিয়া যে শব্দ উৎপন্ন হইল, তাহা করুণার অঙ্গের অলঙ্কার-ঝঙ্কারের ন্যায় ভানুমিত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে দ্বিতলের সম্মুখের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "করুণ—এইবার ধরিয়াছি—করুণ—আর না— করুণ—বহুদিন দেখি নাই—করু—"

অস্তাচলগামী সূর্য্যকিরণ মাগধ-সেনার বর্ম্মে প্রতিফলিত হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভানুমিত্র নিমেষের তরে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বেদনাকাতর গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃতের অবস্থা দেখিয়া মাগধ-সেনা মস্তক অবনত করিল। তাহারা কাতরকণ্ঠে উচ্চারিত করুণার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াছিল, অনেকে সম্রাটের পালিতা কন্যা ও মহাবীর গৌড়ীয় বলাধিকৃতের পত্নীকে চিনিত। তাহারা জানিত যে, স্বামী-বিরহ-ভীতা করুণা স্বেচ্ছায় পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষপুরে আসিয়াছিলেন। পুরুষপুর-

নগরের পরিণাম দেখিয়া তাহারা ভানুমিত্রের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। যে সকল সেনা গৃহে পুত্রকন্যা রাখিয়া অসিয়াছিল, তাহারা নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিল, যাহারা যুবক, তাহারা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সহসা একজন যুবা অসি কোষমুক্ত করিয়া শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইল, সঙ্গে সঙ্গে শত শত অসি কোষমুক্ত হইল। অসিশীর্ষ লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিয়া অশ্রু-অন্ধ-নয়নে ক্লান্ত, পথশ্রান্ত, মাগধ-সেনা বীরপত্নীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অভিবাদন করিল। তাহা দেখিয়া বন্ধুবর্ম্মা, হর্ষগুপ্ত ও চক্রপালিত সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিলেন। স্কন্দগুপ্ত ভানুমিত্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শোকবিচলিত মাগধ-সেনার উত্তেজনা দেখিয়া তিনিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। স্কন্দগুপ্ত অসি কোষমুক্ত করিতে-ছেন দেখিয়া ভানুমিত্রের চমক ভাঙ্গিল, তিনি যুবরাজের হস্তধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না—তুমি না—স্কন্দ, কাহাকে অভিবাদন করিতেছ,—করুণ—কখনই মরে নাই,—মিথ্যা নহে,—ভাই—স্কন্দ—যুবরাজ—বাল্যসখা—সে আমার—সে মরিতে পারিবে না—সে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিল—সে মিথ্যা কহিবে না—যুবরাজ, ভাই, তুমি না—তুমি জ্যেষ্ঠ, করুণের অকল্যাণ করিও না—মরে নাই—শোক নাই—দুঃখ নাই—আবার আসিবে—আমাকে না দেখিয়া মরিবে না—বলিয়াছে মরিতে পারিবে না—না—তুমি না—আর যে হয় বাধা নাই—কিন্তু—করুণ—করুণ—কেন লুকাইয়া আছ?"

দৃঢ় হস্তে ক্ষিপ্ত ভানুমিত্রের হস্তধারণ করিয়া যুবরাজ অসি কোষমুক্ত করিয়া শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইলেন। ভানুমিত্রের নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "স্কন্দ—তুমিও তবে—সত্য—তবে নাই—করুণ—করুণ—"

ভানুমিত্রের সংজ্ঞাহীন দেহ দ্বিতীয়বার সশব্দে গৃহতল চুম্বন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদ্দেশ

অনায়াসে পুরুষহীন শত্রুহীন পুরুষপুর নগর অধিকার করিয়া যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত মনে করিয়াছিলেন যে,তিনি দ্রুতপদে আততায়ী হূণ-সেনার পশ্চাদনুসরণ করিবেন। কিন্তু ভানুমিত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সে আশা দূর হইল। ভানুমিত্র উন্মাদ হন নাই বটে কিন্তু সকলেই তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়াছিল। করুণা ও ঋষভদেব যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহে, কক্ষতলে শোণিতের চিহ্ন দেখিয়া ভানুমিত্র ব্যতীত সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, করুণা হূণহস্তে ধর্ম্মরক্ষার্থ নিহত হইয়াছেন। কেহই ভানুমিত্রকে বুঝাইতে পারিল না যে, করুণাদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সুতরাং সকলেই স্থির করিল যে, শোকে গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃতের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। দুইদিন পুরুষপুরে অতিবাহিত হইল, ক্রমে স্বামীহীনা, পিতৃহীনা, পুত্রহীনা, রমণীগণ যুবরাজভট্টারকের নিকটে আসিয়া হূণবিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল, তাহারা একবাক্যে কহিল যে, হূণদিগের এক দেবী তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছেন। হূণদেবীর কথা শুনিয়া স্কন্দগুপ্ত ও মাগধ-সেনানায়কগণ বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু জীবিতা দেবীর সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিবসে কপিশা, গন্ধার ও উদ্যানের হতাবশিষ্ট মাগধ-সেনা পুরুষপুর নগরে উপস্থিত হইল, যুবরাজভট্টারক তক্ষশিলাভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাত্রাকালে এক স্থবিরা পতিপুত্রহীনা পুরুষপুরবাসিনী

ছিন্ন ভূর্জ্জপত্রে লিখিত একখানি পত্র বন্ধুবর্ম্মার নিকটে আনিল, বন্ধুবর্ম্মা তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি ভূর্জ্জপত্রখণ্ড যুবরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রপাঠ করিয়া স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

পত্রে লিখিত ছিল ;—"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শাণ্ডিল্যাসিতদৈবল-প্রবর সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির গৌড়নগরনিবাসী, পবিত্র সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্য গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রদেবের বাল্যসখা ব্রাহ্মণ ঋষভদেব শর্ম্মাকর্ত্তৃক লিখিত। গন্ধারমণ্ডলে গন্ধারভুক্তিতে পুরুষপুর নগরে মার্গশীর্ষের প্রথম দিবসে শুক্লা সপ্তমীতিথিতে আমার মাতৃকল্পা পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেবের পালিতা কন্যা কুমারপাদীয় গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রদেবের ধর্ম্মপত্নী—করুণাদেবী হূণহস্তগতা। ব্রাহ্মণের আদেশ আর্য্যাবর্ত্তবাসী ভাগবতমাত্রেই এই পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে এবং যদি কখনও মাগধ-সেনা অথবা কোনও মগধবাসী পুরুষ-পুর নগরে আগমন করে, তাহার হস্তে এই পত্র প্রদান করিবে। বাসুদেব আমার ভয় দূর করিয়াছেন, আমার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন। আমি করুণাদেবীকে রক্ষা করিতে গিয়া হূণহস্তে আহত হইয়াছি। যতদিন দেহে শক্তি থাকিবে মাতৃকল্পা করুণার সন্ধানে ফিরিব। দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিয়াছে আমি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।—গোপকন্যা রোহিণী গৌড়নগরে ক্ষীর সর নবনীত দধি দিয়া আমার সেবা করিত, —আমার গৌড়নগরের গৃহ, তৈজসপত্র ও গাভীদ্বয় তাহাকে প্রদান করিলাম। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা যেন পুরুষপুর হইতে গৌড় পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়।"

পত্রপাঠ করিয়া যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত দণ্ডাধিককাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। যুবরাজ তাহার পর বন্ধুবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, এ পত্র কোথায় পাইলে ?" বন্ধুবর্ম্মা কহিলেন, "এক বৃদ্ধা

নগরবাসিনী আনিয়াছিল।” “সে কোথায়?” “এই নগরেই আছে।” “তাহাকে লইয়া আইস।”

বন্ধুবর্ম্মা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অর্দ্ধদণ্ড পরে বিধবা পুরুষপুরবাসিনীর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। পুরুষপুর নগরে যে অট্টালিকায় করুণাদেবী ঋষভদেবের সহিত বাস করিতেন, সেই অট্টালিকায় যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত ভানুমিত্রের সহিত বাস করিতেছিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিল, স্কন্দগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই পত্র কোথায় পাইয়াছিলে?” বৃদ্ধা কহিল, “এই অট্টালিকায়।” “এই অট্টালিকায় কোথায়?” “দ্বিতলের একটি কক্ষে।” “তুমি এই অট্টালিকায় কেন আসিয়াছিলে?”

“হূণ আসিবার পূর্ব্বে এই অট্টালিকায় যে দেবী বাস করিতেন, তাঁহার পরিচারকবর্গ গৃহমার্জ্জনার জন্য আমাকে দাসী নিযুক্ত করিয়াছিল।” “পত্র কবে পাইয়াছিলে?” “যেদিন হূণসেনা নগরত্যাগ করিয়াছিল।” “সে দিন কি জন্য এই অট্টালিকায় আসিয়াছিলে?” “দেবীর সন্ধানে।” “কি দেখিলে?”

“দেখিলাম অট্টালিকা জনশূন্য, ধনরত্ন লুণ্ঠিত ও অপহৃত, দ্বিতলের একটি কক্ষে গৃহতলে শোণিতচিহ্ন ও তাহার পার্শ্বে এই পত্রখণ্ড পতিত আছে।” “যে দেবী এই অট্টালিকায় বাস করিতেন, তিনি কি হূণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন?” “না।”

অকস্মাৎ যুবরাজের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, বন্ধুবর্ম্মা শিহরিয়া উঠিলেন, হর্ষগুপ্তের কোষবদ্ধ অসির ঝনৎকার শ্রুত হইল। স্কন্দগুপ্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবী কোথায় বলিতে পার?” সহসা বৃদ্ধা যুবরাজের পাদমূলে পতিত হইল এবং সাশ্রুনয়নে কহিল, “দেব, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মূঢ়া রমণী, তিনি দেবতা। পাপমুখে দেবকথা ব্যক্ত করিতে পারিব না—” “মাতা, তিনি দেবী নহেন মানবী,—সম্পর্কে আমার ভগিনী, তুমি নির্ভয়ে তাঁহার কথা ব্যক্ত কর।” “তিনি কখনই মানবী নহেন,

দেবতা তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। হূণরাজ-পুরোহিত তাঁহার দেবলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছেন।" "সত্য সত্যই কি করুণা জীবিতা ?" "দেব, হূণগণ তাঁহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে ভরসা করে নাই।" "হূণগণ যখন এই গৃহে আসিয়াছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে ?" "আমি লুকাইয়া ছিলাম। হূণসেনা কখন অট্টালিকায় আসিয়াছিল তাহা আমি জানি না।" "তবে তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে দেবী রক্ষা পাইয়াছেন ?" "পরে দেখিয়াছি।" "কি দেখিয়াছ ?" "দেব, পাপ মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিব না।" "তোমার ভয় নাই, তিনি দেবী নহেন, সত্য সত্যই আমার ধর্ম্মভগিনী।"

"দেব, আমি অতি দরিদ্রা—"

যুবরাজ বস্ত্রমধ্য হইতে একমুষ্টি সুবর্ণ দীনার বাহির করিয়া বৃদ্ধাকে দেখাইলেন এবং কহিলেন, "সত্য কথা কহিলে পুরস্কার পাইবে।" আশাতীত পুরস্কার লাভের আশায় বৃদ্ধা ভয়বিস্মৃতা হইল এবং কহিল, "দেব, আমি একেবারে সকল কথা বলিতে পারিব না। আপনি এক একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন, আমি বলিতেছি।" "হূণগণ নগর অধিকার করিবার পরে করুণাকে কবে দেখিয়াছিলে ?" "হূণসেনা লুণ্ঠন করিয়া যখন রমণীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন দেখিয়াছিলাম।" "হূণগণ কি করুণাকে বন্দী করিয়াছিল ?" "দেব, করুণা কে বুঝিতে পারিলাম না।" "যে দেবী এই অট্টালিকায় বাস করিতেন তাঁহার নাম করুণা।" "হাঁ, তিনি বন্দী হইয়াছিলেন।"

রোষে উন্মত্তপ্রায় হর্ষগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব!"

স্কন্দ। ভাই শান্ত হও; আজি ইন্দ্রলেখা-নর্ত্তকীর কন্যা আর্য্যপট্টের অধীশ্বরী, এখন উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে সমস্তই সম্ভব।

হর্ষ। করুণা,—মহাদেবীর কত আদরের করুণা, সামান্যা দাসীর ন্যায় বর্ব্বরের হস্তে লাঞ্ছিতা হইয়াছে—অসহ্য—প্রতিশোধ—

স্কন্দ। শান্ত হও ভাই, সে অভাগিনী সত্য সত্যই জীবিতা কি না—তাহার সন্ধান আবশ্যক। মাতা, তুমি কি সত্য সত্যই করুণাকে হূণহস্তে বন্দিনী দেখিয়াছ?

বৃদ্ধা। দেব, সত্য সত্যই তিনি হূণহস্তে বন্দিনী।

স্কন্দ। তাহার পরে কি হইল?

বৃদ্ধা। নগরের সমস্ত রূপসী যুবতী হূণরাজের আদেশে নগরমধ্যে প্রান্তরে নীত হইল। হূণসেনা তাহাদিগকে ভাগ করিয়া লইল, দেবী হূণরাজের পরিচর্য্যার জন্য নির্দ্দিষ্টা হইলেন—

স্কন্দ। মাতা, আর কি শুনাইবে, সম্রাট্‌পুত্রী বর্ব্বরের ক্রীতদাসী, মাতার স্নেহের পুত্তলী হূণকরস্পর্শে কলুষিতা—ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—অপেক্ষা কর—মুহূর্ত্তমাত্র—সমস্তই শুনিব—পুরস্কার দিব—ভীতা হইও না—

বৃদ্ধা। দেব, বিচলিত হইবেন না, দেবী কুশলে আছেন।

হর্ষ। কি বলিলে?

বৃদ্ধা। আর্য্য, সত্য সত্যই দেবী কুশলে আছেন।

স্কন্দ। ভাই, করুণ মরিল না কেন?

হর্ষ। ভীষণ সমস্যা—

বন্ধুবর্ম্মা। স্কন্দ, তোমরা উভয়েই কাতর হইয়া পড়িয়াছ, সকল কথা শুনিয়া যাহা উচিত বিবেচনা কর, করিও।

স্কন্দ। তাহার পর কি হইল?

বৃদ্ধা। রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে হূণসেনা যখন নগরে অগ্নিপ্রয়োগ করিল, তখন হূণরাজ দেবীর অঙ্গ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিলে দেবী অকস্মাৎ আকাশের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন কাহাকে আহ্বান করিলেন, কোনও অদৃষ্টশক্তি আসিয়া হূণরাজকে দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণতর বেগে

চারিদিকে অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিল। বৃদ্ধ হূণপুরোহিত দেবীকে ভক্তিভরে মাতৃসম্বোধন করিল, তখন দেবীর নয়ন হইতে অগ্নিশিখা ছুটিতেছিল, তাহা দেখিয়া ভয়ে বিংশতিহস্ত দূরে থাকিয়া নতজানু হূণরাজ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিল—

হর্ষ। কি বলিলে মাতা, আবার বল—আবার বল—

স্কন্দ। মাতা, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

বৃদ্ধা। দেব, যুবতী নাতিনীকে হূণগণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া নগরকেন্দ্রের প্রান্তরে লতাগুল্ম মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহার পরে দেবীর জ্বালাময়ী দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে হূণনায়কগণ আসিয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিল, বৃদ্ধ হূণপুরোহিত কহিল, তাহারা পুরুষপরম্পরাক্রমে দেবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছে। তদবধি দেবী হূণদেবীরূপে পরিচিতা।

স্কন্দ। মাতা, তোমার নাতিনীকে ফিরিয়া পাইয়াছ?

বৃদ্ধা। দেবীর আদেশে পুরুষপুরের সকল রমণী বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

বন্ধু। দেবী কোথায়?

বৃদ্ধা। সোণার রথে চড়াইয়া, পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে করিতে হূণরাজ তাঁহাকে তক্ষশিলায় লইয়া গিয়াছে।

স্কন্দ। তবে সত্য সত্যই করুণ মরে নাই?

সহসা যুবরাজের পশ্চাতে কক্ষের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, আবেগরুদ্ধকণ্ঠে একজন বলিয়া উঠিল, "না, মরে নাই, আমি মিথ্যা কহি নাই। স্কন্দ, সে বলিয়াছিল মরিবে না, মরিতে পারিবে না, যখন হউক, যেখানে হউক, আবার ফিরিয়া আসিবে। উঠ, চল, পুরুষপুরে আর না। তক্ষশিলা, জালন্ধর যেখানে করুণা আছে, সেইখানে চল।"

যুবরাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া কহিলেন, "চল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্ষমা

সন্ধ্যাকালে খরস্রোতা প্রশস্তা বিপাশাতীরে সহকারবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী একমনে চন্দ্রালোকে বিপাশাবক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গী দেখিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার বৃদ্ধ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বারবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। বিপাশার পূর্ব্বতীরে ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে ধ্বংসাবশেষমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া বহু মানবের কণ্ঠস্বর নীরব বিপাশা-তীর কাম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। সহকারবৃক্ষের অনতিদূরে প্রাচীন অশ্বত্থমূলে চারিজন সশস্ত্র বিদেশীয় সৈনিক বিশ্রাম করিতেছিল। বিপাশাগর্ভে সৈকতে শত শত হস্ত ব্যবধানে সশস্ত্র সৈনিকগণ দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে মনে হইতেছিল নদীতীরে বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ অবশেষে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখনও কি বুঝিতে পার নাই?" তরুণী হাসিয়া কহিল, "কিছু না।" "ভানুকে একবার মনে পড়িল না?" "কে ভানু!" "মা, গৌড়ের প্রাসাদ, উপনগরের উদ্যান, ভানুর হৃদয়ভরা ভালবাসা, সমস্তই কি ভুলিয়া গিয়াছ?" "বাবা, তুমি কি বলিতেছ? আমি ত এ সকল কথা কখন শুনি নাই?" "মধুসূদন এ কি করিলে? বিপদের দিনে দরিদ্রের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়াছিলে, বিপত্রাণ করিয়া আবার কোন্ বৈষ্ণবী-মায়ায় আচ্ছন্ন করিলে? নারায়ণ বল দাও, উদ্ধার কর। মন দুর্ব্বল, হৃদয় দুর্ব্বল, দেহ ক্ষণভঙ্গুর। বাসুদেব, দীননাথ, আর্ত্তত্রাণ কর।"

"বাবা, কাহাকে ডাকিতেছ, পুরোহিতকে ? সে ত এইমাত্র আরতি করিয়া গিয়াছে, আবার ভোগের সময় আসিবে।" "গোবিন্দ, এ কি ছলনা! বিশ্বম্ভর, গৌড়ে ফিরিতে চাহি না, সুখ চাহি না, সম্পদ্ চাহি না, এই মূঢ়া বালিকাকে সত্বর বিরহব্যাকুল স্বামীক্রোড়ে ফিরাইয়া দাও।" "বাবা, গোবিন্দ কে ?" "যিনি এই পৃথিবীর চিত্তবিনোদ করেন, যিনি সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ, তিনিই গোবিন্দ।" "অত কথা বলিলে বুঝিব কেমন করিয়া ?" "মা, চিত্ত স্থির কর, অবশ্যই বুঝিতে পারিবে।" "বাবা, তোমার গোবিন্দ দেখিতে কেমন ?" "মা, তিনি বহুরূপী।" "তুমি বেশী কথা বলিও না, আমি বুঝিতে পারিব না।"

"হে মধুসূদন, সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ, অনাথা আশ্রয়হীনা বালিকার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর।" "বাবা, তোমার গোবিন্দের কি ভাল নাম নাই ?" "আছে মা, গোপাল, কৃষ্ণ, তাঁহার কি নামের সংখ্যা আছে ?" "এই নামটা এতক্ষণ বল নাই কেন ? গোপাল দেখিতে কেমন ?" "মা, কাল যে রাখাল-বালককে মুক্তি দিয়াছ তাহারই মত।" "সে বড় সুন্দর, তাহার চক্ষুভরা জল দেখিয়া আমার চক্ষেও জল আসিয়াছিল। বাবা, তোমার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ভাল নাম নয়, গোপাল বড় সুন্দর।" "মা, সত্য সত্যই গোপাল বড় সুন্দর, বহুরূপী নারায়ণের যে রূপ তোমার মনে লাগে, সেইরূপ চিন্তা কর, এই দুস্তর বিপদসাগরে মধুসূদন ভিন্ন অন্য গতি নাই।" "মধুসূদন কি করিবে ?" "যেদিন তাঁহার দয়া হইবে, সেইদিন তুমি ভানুমিত্রের নিকট উপস্থিত হইবে।" "ভানুমিত্র কে ? আমি তাহার নিকট যাইব না।" "মা, অন্য চিন্তা ত্যাগ কর, গোপালকে স্মরণ কর।" "কেমন করিয়া স্মরণ করিব বাবা ?" "কালিকার সেই রাখাল-বালককে স্মরণ কর।" "তোমার মত চক্ষু মুদিলে আমার কোন কথা মনে আসে না।" "যেমন করিলে মনে আসে তেমন করিয়াই চিন্তা কর।" "আমার কি মনে হয় জান ?" "বল ?" "মনে হয় চারিদিক হইতে কত লোক

আমাকে ডাকিতেছে, তাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া নিকটে আসে, কিন্তু আমি তাহাদিগের দিকে চাহিলে দূরে পলাইয়া যায়। তাহারা কে বাবা?" "নারায়ণ, অনাথার দুশ্চিন্তা দূর কর, চঞ্চলমতি বালিকার চঞ্চল-চিত্ত তোমার পদারবিন্দে স্থির কর। মা, বল দেখি গোপাল কেমন?" "এই যে বলিলে সেই রাখাল-বালকের মত?" "বল দেখি তাহার মুখখানি কেমন সুন্দর?" "অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি যে অশ্রুভরা!" "মা, গোপাল বড় কোমলহৃদয়, বড় দুঃখকাতর। জগতে দুঃখ দেখিলে গোপালের আকর্ণবিশ্রান্ত নীল নয়ন দুইটি জলে ভরিয়া যায়।" "গোপাল যদি দুঃখ বিমোচন করেন তবে তিনি নিজে দুঃখ পান কেন?" "মা, সে কর্ম্মফল।" "আবার শক্তকথা বলিতেছে বাবা; তুমি ঘুমাও, আমি গোপালের ধ্যান করিতেছি।"

সেই সময়ে বিপাশার পশ্চিমতীরবর্ত্তী বনমধ্যে অন্ধকারে ষোড়শজন বাহক একখানি বহুমূল্য শিবিকা লইয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল, নদীর নিকটে আসিয়া পরপারস্থিত হূণস্কন্ধাবারের কোলাহল শুনিয়া বাহকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শিবিকা হইতে আরোহী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, দাঁড়াইলি কেন?" একজন বাহক কহিল, "প্রভু, পথ ভুলিয়া বোধ হয় অনেক দূর উত্তরে চলিয়া আসিয়াছি, অন্ধকারে কোন্ দিকে যাইতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; দূর হইতে গোলমাল শুনা যাইতেছে। আজি আর পথ চলিয়া কাজ নাই।" "তোর বুদ্ধি শুনিয়া আবার আমি হূণের হাতে ধরা পড়ি আর কি? যুদ্ধ করিতে হয় ত ইন্দ্রলেখা আসিয়া করিবে এ আমার কার্য্য নহে।" "প্রভু রাত্রিটা এই বনে কাটাইলে ভাল হইত।" "শীঘ্র চল নতুবা নামিয়া সকলকেই কাটিয়া ফেলিব।"

বাহকগণ অগত্যা শিবিকা উঠাইল এবং অর্দ্ধ দণ্ডমধ্যে বিপাশাতীরে হূণস্কন্ধাবারের পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈকতে দাঁড়াইয়া বাহকগণ পুনর্ব্বার কহিল, "প্রভু, আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই, পরপারে

হূণশিবির বলিয়া বোধ হইতেছে।" শিবিকার আরোহী কহিল, "তোর মুণ্ড, আমরা শতদ্রুতীরে আসিয়াছি, পরপারে জালন্ধর নগর।" "প্রভু এ যেন বিপাশা বলিয়া বোধ হইতেছে, শতদ্রু গম্ভীরা।" "তোরা চল্ নতুবা সমুচিত শাস্তি পাইবি"—

আরোহীর বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে শত শত খর্ব্বাকার অশ্বারোহী শিবিকা বেষ্টন করিল, তাহাদিগের পদশব্দ শুনিয়া আরোহী কহিল, "তোমরা কে? আমি সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত কুমারপাদীয় ভট্টারক চন্দ্রসেন।" একজন অশ্বারোহী বিকৃত ভারতীয় ভাষায় কহিল, "আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলাম।" দ্বিতীয় অশ্বারোহী চন্দ্রসেনের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে শিবিকা হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং সকলে মিলিয়া তাহার অঙ্গের হীরকখচিত মণিমুক্তাজড়িত সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার ও অবশেষে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহরণ করিল। চন্দ্রসেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কহিল, "ইন্দ্রলেখে, এইবার মরিলাম—বুড়া মরিবার পূর্ব্বেই মরিলাম—রাজা হইবার সাধ ঘুচিয়া গেল—" একজন অশ্বারোহী তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল।

বিপাশাতীরে হূণরাজ ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসে বিশ্রাম করিতেছিলেন, অশ্বারোহিগণ চন্দ্রসেনকে উলঙ্গাবস্থায় সেই বস্ত্রাবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিল। হূণরাজ বস্ত্রাবাসের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অশ্বারোহিগণ হূণভাষায় কহিল, "মহারাজ, এই ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সেনাপতি।" তাহা শুনিয়া হূণরাজ হাসিয়া উঠিলেন। তিনি ভারতীয় ভাষায় চন্দ্রসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত? গোবিন্দগুপ্ত ত খর্ব্বাকার নহে; বঙ্কুতীরে গোবিন্দগুপ্তকে দেখিয়াছি সে মানুষ, বানর নহে!" চন্দ্রসেন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "না।" "তুমি কি যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত?" "না।" "তবে তুমি কি গৌড়ীয় ভানুমিত্র?" "না।" "তবে তুই কে?"

"আমি—আ—মি—চ—ন্দ্রসেন।" "তুই নিশ্চয় প্রতারক?" "না বাবা না।" "তুই বলিয়াছিস্ যে, তুই গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত?" "না বাবা, আমি বলি নাই।"

একজন অশ্বারোহী বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, এই ব্যক্তি শিবিকা হইতে বলিয়াছিল যে, সে কুমারপাদীয় ভট্টারক মহাবলাধিকৃত।" "আমার নিকট মিথ্যা বলিতেছিস্?" "না বাবা—হাঁ—না—তা—হাঁ—বলিয়াছি।" "তুই কেমন করিয়া মহাবলাধিকৃত হইয়াছিলি?" "আমি হই নাই বাবা—আমি হই নাই,—আমি কি ইচ্ছা করিয়া সাধের পাটলিপুত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি?" "তবে কে তোকে মহাবলাধিকৃত করিয়াছে?" "ইন্দ্রলেখা; তাহার বড় সাধ ছিল বুড়া মরিলে আমাকে লইয়া আর্য্যপট্টে বসিবে। ইন্দ্রলেখে, তোর মনে এই ছিল!" "ইন্দ্রলেখা কে?" "কুমারগুপ্তের শাশুড়ী।" "তোর কে?" "আমার—আমার—কেহ না বাবা।" "তবে সে তোকে মহাবলাধিকৃত করিল কেন?" "তা—তা—সে-ই জানে।" "তুই জানিস্, মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত কোথায়?" "পাটলিপুত্রে গিয়াছে।" "কপিশায় কে সেনাপতি ছিল?" "আ—আ—মি—" "যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত কোথায়?" "বাহ্লীকে, কারাগারে।" "কারাগারে! কেন?" "আমার আদেশে।" "গৌড়ীয় ভানুমিত্র কোথায়?" "স্কন্দের নিকট কারাগারে।" "তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম, যাহারা বাহ্লীকাতীরে অথবা বক্ষুতীরে মাগধ-সেনা চালন করিয়াছিল, তাহারা এবার বাহ্লীকে কপিশায় বা গন্ধারে ছিল না। আমরা যখন কপিশা আক্রমণ করিয়াছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে?" "সিন্ধুদেশে।" "কপিশায় সেনাপতি কে ছিল?" "কেহ না।" "তবে তুমি কি করিতে আসিয়াছিলে?" "ইন্দ্রলেখার অনুরোধে স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করিতে।" "যুদ্ধ করিবে কে?" "জানি না বাবা, যুদ্ধ টুদ্ধ আমার কার্য্য নহে। বিশেষতঃ যে দেশে গৌড়ী পাওয়া যায় না, সে দেশে কি চন্দ্রসেন টিকিতে পারে?"

হূণরাজ অশ্বারোহিগণকে কহিলেন, "ইহাকে দেবীর নিকট লইয়া যাও, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিও।" তখন নদীতীরে সহকার-তলে ঋষভদেব নিদ্রিত, করুণা চিন্তামগ্না, অশ্বারোহিগণ দূরে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিল, একজন অগ্রসর হইয়া ঋষভের অঙ্গে হস্তার্পণ করিল, ঋষভ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সেই সময়ে করুণা চক্ষু মেলিলেন, হূণঅশ্বারোহিগণ বলিয়া উঠিল, "মাতা, এই ব্যক্তি বলিতেছে যে, সে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।" ঋষভদেব নিকটে গিয়া বহু উল্কার তীব্র আলোকে চন্দ্রসেনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং কহিলেন, "মিথ্যা কথা।" অশ্বারোহিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মহারাজের আদেশ, মাতা শাস্তি বিধান করিবেন।"

ঋষভদেব করুণার মুখের দিকে চাহিলেন, করুণা কহিলেন "বাবা, ইহারা কি বলিতেছে?" ঋষভদেব কহিলেন, "এই ব্যক্তি প্রতারক, মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে, হূণরাজ দণ্ডবিধানের জন্য ইহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" "দণ্ড কি?" "প্রাণদণ্ড অথবা তুষানল।" "ছি, গোপাল কাঁদিবে, ছাড়িয়া দাও।"

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

সন্দেশবহ

বর্ষায় ভাগীরথী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, পাটলিপুত্রের বিশাল প্রাসাদসীমায়, মাত্র ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদ শত শত উল্কা, সহস্র সহস্র দীপের আলোকে উজ্জ্বল, অবশিষ্ট ঘন তমসাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা হইয়াছে, মরীচিমালী বিন্ধ্যের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অস্তাচলগামী দিবাকর-

প্রভায় পশ্চিমগগন তখনও অরুণরঞ্জনে রঞ্জিত। প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হইয়াও অতীতের কীর্ত্তিপ্রভায় সমুজ্জ্বল; সেই দিন প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী, অতি প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর দেখিয়া কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না যে, সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তিম-কাল সমীপবর্ত্তী। প্রাচীন সম্রাট্ ও নবীনা পট্টমহাদেবী নিত্য নূতন মহোৎসবে আকণ্ঠনিমগ্ন, মহারাজপুত্র মহামন্ত্রীকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পঞ্চনদ যাত্রা করিয়াছেন, বৃদ্ধ মহামন্ত্রী প্রাচীন সাম্রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত। তখন নর্ত্তকী ইন্দ্রলেখা ও বৌদ্ধাধম হরিবল জীর্ণ তরণীর কর্ণধার।

আলোকমালা-শোভিত ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদসম্মুখে এক দীর্ঘাকার বৃদ্ধ অলিন্দের শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত স্তম্ভাবলম্বনে অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন। প্রাসাদমধ্যে বিস্তৃত অঙ্গনে বহুমূল্য চন্দ্রাতপতলে শত শত রূপসী যুবতী নৃত্য করিতেছিল, চঞ্চল চরণযুগের শত শত নূপুর, বীণা ও মুরলীর লয়ে ধ্বনিত হইতেছিল; তাহা বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। অঙ্গনের চতুষ্পার্শের অলিন্দসমূহ শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ, অসংখ্য সখীজনপরিবৃতা নবীনা পট্টমহাদেবীর পার্শ্বে যুবজনসুলভ বিচিত্র বহুবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ কুমারগুপ্ত উপবিষ্ট। পশ্চিমগগন যখন রজনীর অধিকারে আসিল, যখন অভিসারিকার সূক্ষ্ম বসনাঞ্চলে আবৃত হীরকালঙ্কারের ন্যায় গগনপটে শত সহস্র তারকা ফুটিয়া উঠিল, তখন একজন দীর্ঘাকার যুবা অলিন্দ ত্যাগ করিয়া জাহ্নবীতীরে বৃদ্ধের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, চিন্তাস্রোত বাধা পাইল, বৃদ্ধ মস্তকোত্তোলন করিলেন। যুবা অস্ফুটস্বরে কহিল, "প্রভু, সংবাদ আসিয়াছে।" বৃদ্ধ জাহ্নবীস্রোতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "লইয়া আইস।" যুবা তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে চলিয়া গেল, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া একটি অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকালপরে পূর্ব্বোক্ত যুবা অন্য

পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" যুবক অস্ফুটস্বরে কহিল, "অঙ্গুরীয়ক।" "কে পাঠাইয়াছে?" "মহা-প্রতীহার," "কোন্ মহাপ্রতীহার, নূতন না পুরাতন?" "দেব, সাম্রাজ্যের অভিজাতসম্প্রদায় কৃষ্ণগুপ্ত ব্যতীত অপর মহাপ্রতীহার জানে না।" "সংবাদ আনিয়াছে কে?" "একজন মাগধ-সেনা।" "তাহাকে লইয়া আইস।"

যুবা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুহূর্তমধ্যে জনৈক বর্ম্মাবৃত সেনার সহিত ফিরিয়া আসিল। সৈনিক বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" সৈনিক কহিল, "সিন্ধুদেশ হইতে।" বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ?" "সিন্ধুদেশ হইতে।" "তোমার নিবাস কি সৌরাষ্ট্রে?" "দেব, আমি মাগধ, আমার নিবাস এই পাটলিপুত্র নগরে।" "সিন্ধুদেশে গিয়াছিলে কেন, কৃষ্ণগুপ্ত কোথায়?" "কপিশা হইতে সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলাম। মহাপ্রতীহার মরুভূমি পার হইয়া সিন্ধু হইতে মালবে যাত্রা করিয়াছেন।" "পলায়ন! সিন্ধু! মালব! যুবা, আমি কি তোমার পরিহাসের পাত্র? তুমি জান আমি কে?" "দেব, পাটলিপুত্রে আমার জন্ম, আমরা পুরুষানুক্রমে সাম্রাজ্যের অন্নে প্রতিপালিত, জন্মাবধি আপনাকে আর্য্যপট্টের দক্ষিণপার্শ্বে দেখিয়া আসিতেছি, আপনার সহিত রহস্য! সত্য কহিয়াছি, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, বাহ্লীকে ও কপিশায় সাম্রাজ্যের সেনা পরাজিত হইয়াছে।" "পরাজিত! স্কন্দ কোথায় ছিল?" "কপিশার কারাগারে।" "সৈনিক, তুমি কি বাতুল! মহারাজ-পুত্র যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত কপিশার কারাগারে?" "দেব, সমস্তই সত্য। নূতন মহাবলাধিকৃত চন্দ্রসেন বাহ্লীকে উপস্থিত হইয়াই যুবরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" "হর্ষগুপ্ত, ভানুমিত্র, বন্ধুবর্ম্মা ইহারা কোথায় ছিল?" "তাঁহারা পদত্যাগ

করিয়া স্বেচ্ছায় যুবরাজের সহিত কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ শুনিয়া পঙ্গপালের ন্যায় হূণসেনা বাহ্লীক ও কপিশা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা বাহ্লীক নগর অধিকার করিবার পূর্ব্বেই নূতন মহা-বলাধিকৃত পলায়ন করিয়াছিলেন।" "স্কন্দ কোথায়?" "দেব, তাহা বলিতে পারি না।" "কৃষ্ণগুপ্ত স্কন্দগুপ্তকে ত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে গেল কেন?" "বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইলে হূণসেনা উত্থান ও গন্ধার আক্রমণ করিয়াছিল, মহাপ্রতীহার ছত্রভঙ্গ সাম্রাজ্যের সেনাদল একত্র করিয়া তাঁহাদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" "হূণগণ কতদূর আসিয়াছে জান?" "শুনিয়াছি তাহারা পুরুষপুর ও তক্ষশিলা অধিকার করিয়াছে।" "পুরুষপুর! নারায়ণ, করুণা যে পুরুষপুরে ছিল?" "দেব, মহাপ্রতীহার কহিয়াছেন, বিষম বিপদ উপস্থিত, সত্বর প্রতীকার না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।" "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অন্যান্য নায়কগণ কোথায়?" "দেব, নিশ্চয় বলিতে পারি না, তাহারা বোধ হয় যুবরাজের সহিত কপিশায় বন্দী।" "কৃষ্ণগুপ্ত তোমাকে কোন নিদর্শন দিয়াছিল?" "হাঁ।"

সৈনিক বস্ত্রমধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহা গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ যুবাকে উল্কা আনিতে আদেশ করিলেন। সহসা উল্কার উজ্জ্বল আলোকে ক্ষুদ্র কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বৃদ্ধ অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার দক্ষিণহস্তে নীল-মণিযুক্ত সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক উল্কার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে কক্ষের পার্শ্বে ক্ষীণ পদশব্দ শ্রুত হইল, যুবা দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, শুভ্রবস্ত্রাবৃত দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি দূরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। প্রাচীন সাম্রাজ্যের বৃদ্ধ মহাসচিব তখন মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ধূলিময় গৃহতলে উপবেশন করিয়াছেন।

সেই রজনীতে তৃতীয় প্রহরের শেষভাগে কপোতিক সঙ্ঘারামে মহাবিহারে মহাবিহারস্বামী মগধমণ্ডলের সঙ্ঘস্থবিরপদ লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলেন। মহাবিহার জনশূন্য, প্রশস্ত গর্ভগৃহের কোণে একটি বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতে অন্ধকার দূর না হইয়া অধিকতর ঘন বোধ হইতেছিল। অকস্মাৎ গর্ভগৃহের মুক্তদ্বারে শুভ্রবস্ত্রাবৃত দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল, নূতন সঙ্ঘস্থবির শিহরিয়া উঠিলেন, তাহা দেখিয়া আগন্তুক মস্তকের আবরণ দূর করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন সঙ্ঘস্থবির হরিবল সহাস্যবদনে কহিলেন, "কে ও, ইন্দ্রলেখে? তোমার পাদস্পর্শে মহাবিহার আজি পবিত্র হইল।" প্রৌঢ়া সুন্দরী কলহাস্যে গর্ভগৃহ মুখরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তবু ভাল, চিনিতে পারিলে! তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি প্রেতিনী?" "সে কি কথা দেবি, আমি নয়ন মুদিয়া তোমার অপরূপ রূপ ধ্যান করিতেছিলাম।" "তবে শিহরিয়া উঠিলে কেন?" "মনে হইতেছিল, যেন তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি।" "বলি রসরাজ, রসিকতা ছাড়িবে কবে?" "যতদিন তোমার রূপ-রস-গন্ধ ধ্যান করিব ততদিন ত নহে!" "বড় শুভ সংবাদ আনিয়াছি এখন কি পুরস্কার দিবে বল?" "ইন্দ্রলেখে, দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই ত চরণারবিন্দে সমর্পণ করিয়াছি, আর কি আছে যে দিব?" "যাহা চাহিব তাহা দিবে?" "দিব।" "অতি শুভ সংবাদ, স্কন্দগুপ্ত হূণহস্তে বন্দী, হর্ষগুপ্ত, ভানুমিত্র, বন্ধুবর্ম্মা প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়া স্কন্দগুপ্তের সহিত বন্দী হইয়াছে, আর হূণসেনা বাহ্লীক, কপিশা ও গন্ধার অধিকার করিয়াছে।" "অতি সুন্দর ইন্দ্রলেখে, অতি সুন্দর, তোমার ন্যায় সুন্দর।" "মরণ আর কি?" "দেবি, তোমাকে কিছু অতিরিক্ত পুরস্কার দিব।" "আর অতিরিক্তে কাজ নাই যাহা চাহিব তাহা দিলেই হইল।" "লইবে না?" "তুমি মর, রাত্রি শেষ হইয়াছে, আমি প্রাসাদে চলিলাম।"

দশম পরিচ্ছেদ

শতদ্রুতীরে

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শতদ্রুতীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা সমরবেশে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগের সম্মুখে শতদ্রুবক্ষে বিস্তীর্ণ সৈকতে অষ্টজন বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী জনৈক খর্ব্বাকৃতি যুবককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুবকও অশ্বপৃষ্ঠে কিন্তু তাঁহার মস্তক আবরণশূন্য, গুরুভার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ অশ্বের আসনে আবদ্ধ। যুবার মস্তকের পিঙ্গলবর্ণ সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি সান্ধ্যসমীরণের মৃদুতাড়নায় সুন্দর শুভ্র ললাটে নৃত্য করিতেছিল। যুবার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, নয়নদ্বয় দীপ্ত, কোমল ওষ্ঠে হাস্যের রেখা। বিস্তীর্ণ গুপ্তসাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর যুবরাজভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজ স্কন্দগুপ্তদেব এক-হস্তে দীর্ঘ অসি ও অপর হস্তে গুরুভার হৈমদণ্ড ধারণ করিয়া মালবেশ্বর বন্ধুবর্ম্মাকে আদেশ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নিশ্চলভাবে ভানুমিত্র অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। হর্ষগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিতপ্রমুখ সেনানিগণ নিবিষ্টচিত্তে যুবরাজের বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিলেন।

যুবরাজ বলিতেছিলেন, "বন্ধু, যাহারা ফিরিয়া যাইতে চাহে, যাহাদিগের স্ত্রী-পুত্র আছে, পুত্র-কলত্রের মুখদর্শনের বাসনা আছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। তুমি রাজপুত্র, আমার সংসর্গে আসিয়া বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছ, বহুদিন শস্যশ্যামল মালব দর্শন কর নাই, তুমিও ফিরিয়া যাও।" উচ্চ হাস্য করিয়া বন্ধুবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা ত ফিরিয়া যাইব

যুবরাজ, তুমি কোথায় যাইবে?" "কোথায় যাইব যদি তাহা দেখিবার বাসনা থাকে বন্ধু, এই শতদ্রুতীরে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিও। দেখিতে আসিয়া যদি খুঁজিয়া পাও, যাহা পাইবে তাহা শতদ্রুর তরঙ্গমালায় ঢালিয়া দিও।" "কেন যুবরাজ?" "বন্ধু, যাহা শিখি নাই, যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া তাহাই করিয়াছি, বহুদূর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, আর না। বন্ধু, আজি অদৃষ্টকে উপহাস করিব, এই শতদ্রুতীরে ভাগ্য-পরীক্ষা করিব মনে করিয়াছি।" "কি বলিলে যুবরাজ?" "স্থির হও, আমি উন্মত্ত নহি, যাহা বলি শুন। বাহ্লীক হইতে পলায়ন করিয়া কপিশায় আসিয়াছিলাম, কপিশা হইতে শতদ্রুতীরপর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি; বন্ধু, আজি স্থির করিয়াছি, পুণ্যতোয়া শতদ্রুতীরে ভাগ্য-পরীক্ষা করিব।" "কি বলিতেছ বুঝিলাম না।" "অদ্য নিশিথে হূণরাজ শতদ্রু-তীর্থে আসিবে, স্থির করিয়াছি বাহুবল পরীক্ষা করিব।" "সর্ব্বনাশ, যুবরাজ, কত সেনা আছে জান?" "জানি দ্বাদশ সহস্র হইবে না।" "দশ সহস্র হয় কি না সন্দেহ।" "ক্ষতি কি?" "এই দশ সহস্র সেনা লইয়া শতসহস্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে?" "বন্ধু, গুপ্তবংশের প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর, দশ সহস্র কি কখন শতসহস্রের সম্মুখীন হয় নাই? স্মরণ কর, মাত্র দশ সহস্র শকসেনার গতিরোধ করিয়াছিল। বন্ধু, ফিরিয়া যাও, স্কন্দগুপ্তের প্রত্যাবর্ত্তন নাই, ফিরিবার স্থান নাই, আশ্রয় নাই, তোমার সব আছে—" "কেন স্কন্দ, তোমার পিতা, তোমার রাজ্য, তোমার রাজধানী, তোমার দেশ, তোমার স্বদেশবাসী সকলেই তোমার—" "মোহ, বন্ধু, সমস্তই মোহ, পিতা বিমুখ, মাতা স্বর্গে, বিমাতা বিনাশ-প্রয়াসী, অদৃষ্ট নির্দ্দয়। মগধে—আর্য্যাবর্ত্তে—ভারতবর্ষে আজি স্কন্দগুপ্তের স্থান নাই, আশ্রয় নাই—" "যুবরাজ, অন্য কথা বল।" "শুন বন্ধু, ব্যথিত হইও না, আমার অন্য গতি নাই, সেই জন্য আজ অদৃষ্টকে উপহাস করিব, নিয়তির গতি পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিব, মরি

ক্ষতি নাই। হয় ত একদিন আর্য্যাবর্ত্তবাসী শতদ্রুর যুদ্ধের কথা স্মরণ করিবে, হয় ত কোন সহৃদয় মগধবাসী মাতৃহীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন গুপ্ত-কুলপুত্রের কথা স্মরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, বন্ধু শত শত বর্ষ পরেও সেই বারিবিন্দু পরপারে আমার আত্মাকে তৃপ্ত করিবে। ফিরিয়া যাও, শতদ্রুর যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই, যে ফিরিতে চাহে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দাও—" "যুবরাজ, কি বলিতেছ! ফিরিয়া যাইব, কেন? আর্য্যাবর্ত্ত-রক্ষার জন্য একাকী দশ সহস্র সেনা লইয়া লক্ষ লক্ষের গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, আর আমি ফিরিয়া যাইব? মনে করিয়াছ যে, মালব-ললনা লাজ-পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিবে? তাহা নহে, তাহারা সীমন্তে সিন্দূর দিয়া আমাকে অন্তঃপুরিকা করিয়া রাখিবে। যুবরাজ, মনে রাখিও এই কয়জনের অদৃষ্টচক্র একত্র গ্রথিত, যদি ভাগ্য-পরীক্ষা কর সকলেরই ভাগ্য পরীক্ষিত হইবে, যদি অদৃষ্টকেও উপহাস কর, সে বিদ্রূপ সকলেরই ভাগ্যদেবতার পদপ্রান্তে পৌঁছিবে। যুবরাজ, যে ফিরিয়া যাইতে চাহে যাক, মালবে কেহ ফিরিবে না।"

অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে বিস্তীর্ণ শতদ্রুবক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল, সমস্বরে অবশিষ্ট সপ্তজন বলিয়া উঠিল, "যে যাইতে চাহে সে যাক্।" দূরে নদী-তীরে সমবেত সহস্র সহস্র অশ্বারোহী তাহা শুনিতে পাইল, দশসহস্র তরুণকণ্ঠে উচ্চারিত কলহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল, সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "প্রত্যাবর্ত্তন নাই, যে যাইতে চাহে সে যাক্।" যুবরাজের নয়নকোণ হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের গৃহ আছে, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-কলত্র আছে, তোমরা কেন আমার সহিত শমনকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে?"

আবার উচ্চহাস্যে শতদ্রুবক্ষ কম্পিত হইল, তরুণকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইল, "যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা করিব, তোমার সহিত মরিতে আসিয়াছি, মরিব।"

তীরে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী তাহা শুনিল এবং তারস্বরে কহিল, "যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা করিব, তোমার সহিত মরিতে আসিয়াছি, মরিব।"

রজনীর দ্বিতীয় যামের মধ্যভাগে অন্ধকারময় শতদ্রুতীর সহসা সহস্র সহস্র উল্কার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বিকট চীৎকার করিতে করিতে অসংখ্য অশ্বারোহী দ্রুতবেগে শতদ্রু-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, শতদ্রুর সহস্র হস্ত দূরে হঠাৎ তাহাদিগের গতিরোধ হইল, চীৎকার থামিয়া গেল, সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা মুহূর্ত্তমধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের সম্মুখে সহস্র সহস্র বর্শা ও শূলফলকনির্ম্মিত প্রাচীর, নদীতীর্থের পথ রোধ করিয়াছিল। বহুকাল পরে বাধা পাইয়া হূণসেনা স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সে স্তম্ভন ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত্তপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হূণসেনা শূলফলক ও নরদেহনির্ম্মিত প্রাচীর আক্রমণ করিল। সে ভীষণ আক্রমণের বেগেও প্রাচীর কম্পিত হইল না, সহস্র সহস্র হতাহত বন্দী পশ্চাতে রাখিয়া হূণসেনা পশ্চাদ্‌পদ হইল। তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া দক্ষিণ ও বামদিক হইতে শূল ও ভল্লে গঠিত আর দুইটি প্রাচীর ভীষণ-বেগে হূণসেনা আক্রমণ করিল, বর্ব্বর সে আক্রমণের বেগ সহিতে না পারিয়া যে যেদিকে পাইল, সেইদিকে পলায়ন করিল। অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া দুইদল অশ্বারোহী এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল, যে সমস্ত হূণ পলায়ন করিল, তাহারা হূণসেনার নাসীর মাত্র। পশ্চাতে অগণিত, অসংখ্য পদাতিক ও অশ্বারোহী আসিতেছিল, তাহারা পলায়নপর নাসীরগণকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুতীরে ব্যূহের নিকট ফিরিয়া গেল, ব্যূহশীর্ষে একজন তরুণ যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল, একজন অশ্বারোহী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হর্ষ, সংবাদ কি?" তরুণ যোদ্ধা কহিল, "আর্য্য, সংবাদ শুভ।" "যাহারা পলাইল তাহারা নাসীর মাত্র, প্রকৃত হূণবাহিনী এখনই আসিবে।"

"ক্ষতি কি, মাত্র দশ বার জন আহত হইয়াছে।"

তখন স্কন্দগুপ্তের আদেশে অশ্বারোহী সেনা লইয়া দক্ষিণে ভানুমিত্র ও বন্ধুবর্ম্মা, বামে আদিত্যবর্ম্মা ও চক্রপালিত, এবং পদাতিক সেনা লইয়া দক্ষিণে দেবধর ও বামে বিষ্ণুগুপ্ত অন্ধকারে লুক্কায়িত রহিলেন। যাত্রাকালে যুবরাজ হর্ষগুপ্তকে কহিলেন, "ভাই, আমি ত চলিলাম, অর্দ্ধদণ্ডমধ্যে হূণবাহিনী ব্যূহ আক্রমণ করিবে, আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের রণনীতির তিনটি কথা স্মরণ রাখিও। প্রত্যাবর্ত্তন নাই, বর্ব্বরের সহিত নৈশযুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ হইও না, আর দেহে বল থাকিতে অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।" কুমার হর্ষগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "তাত! স্মরণ আছে, ব্যূহ পশ্চাদ্‌পদ হইবে না, ধমনীতে যতক্ষণ শোণিতবিন্দু সঞ্চালিত হইবে, মাগধ-সেনা ততক্ষণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না।"

"ভাই, তুমি বালক, স্মরণ রাখিও গোবিন্দগুপ্ত তোমার পিতা, চন্দ্রগুপ্ত তোমার পিতামহ। গুপ্তবংশের শুভ্র ধবল যশঃ নির্ম্মল রাখিও, আমার গরুড়ধ্বজ রক্ষা করিও, যদি কেহ এই যুদ্ধ হইতে—"

"তাত, কেহই ফিরিয়া যাইবে না।"

"ভাই, আশীর্ব্বাদ করি অসিহস্তে ভূমি চুম্বন করিও।"

স্কন্দগুপ্ত এই বলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে শত সহস্র উজ্জ্বল উল্কার আলোকে সহস্র সহস্র হূণ ব্যূহ আক্রমণ করিল। তখন দক্ষিণ ও বামদিক হইতে সাম্রাজ্যের পদাতিক ও অশ্বারোহী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উল্কা নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকারে শত্রুমিত্র ভেদ রহিল না, সাম্রাজ্যের সেনাপতিগণের নাম উচ্চারণ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইল "যুবরাজ স্কন্দের জয়, কুমার হর্ষের জয়, ভানুমিত্রের জয়, বন্ধুবর্ম্মার জয়, চক্রপালিতের জয়।" বিশাল হূণবাহিনী টলিল। সেই দশ সহস্রের অসহনীয় আক্রমণ-বেগ লক্ষ হূণ সহ্য করিতে পারিল না।

সহস্র সহস্র হতাহত বন্দী রাখিয়া হূণরাজ খিঙ্খিল শতদ্রুতীর হইতে পলায়ন করিলেন। বহুকাল পরে পঞ্চনদে ও মালবে বৃদ্ধ হূণগণ শতদ্রুতীরে নৈশ-যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ে কম্পিত হইত। গৌড়ে, মগধে, মালবে ও সৌরাষ্ট্রে বৃদ্ধ সৈনিকগণ পুত্র-পৌত্রের নিকট সগর্ব্বে শতদ্রুর যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিত, স্ফীতবক্ষে নৈশ-যুদ্ধের আঘাতচিহ্ন দেখাইত, আর্য্যাবর্ত্তের দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুর পরিত্রাতা স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বৃদ্ধ সেনার অশ্রুবিন্দু-মাত্র উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে আর্য্য স্কন্দগুপ্তের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছিল।

পূর্ব্বগগনে যখন তরুণ উষার শুভ্র বরণ প্রতিফলিত হইল, তখন দশ-সহস্রের দ্বিসহস্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। অকস্মাৎ শতদ্রুর পূর্ব্বপারে বহু উল্কার উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইল, স্কন্দগুপ্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন। রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিক একত্র হইল। যুবরাজ কহিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা অসাধ্যসাধন করিয়াছ, দশ সহস্র শতদ্রুতীরের লক্ষের গতিরোধ করিয়াছে; জয়দৃপ্ত হূণ পরাজিত হইয়াছে, খিঙ্খিল পলায়ন করিয়াছে কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয় নাই। বন্ধুগণ, পরপারে নূতন হূণসেনা, আমাদের দ্বিসহস্র মাত্র অবশিষ্ট আছে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, ইষ্টনাম স্মরণ কর। শেষবার আদিত্যের উদয় দর্শন কর। যে চাহ ফিরিয়া যাও।"

হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা বামহস্তে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "স্কন্দ, আমাদিগকে কি উপহাস করিতেছে? কল্য সন্ধ্যায় দশ সহস্র তোমার আদেশে মরিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদিগের দ্বিসহস্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তাহাদিগের অন্য কামনা আছে কি না।" যুবরাজ রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বন্ধুগণ—"

তখন কুমার হর্ষগুপ্ত সহসা বলিয়া উঠিলেন, "তাত বুঝিয়াছি, দেবধর, চক্রব্যূহ!" "মুহূর্ত্তমধ্যে চক্রাকার ব্যূহ গঠিত হইল, অবশিষ্ট সেনা সহ-

যাত্রিগণের অনুগমনে প্রস্তুত হইল। যখন তরুণ তপনের হেমাভ কিরণে শিশিরসিক্ত তরুশির সুবর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত হইল তখন স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সহস্র সহস্র পদাতিক, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী, শত শত হস্তী ও রথ শতদ্রুবক্ষে শুষ্ক সৈকতে সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুইজন বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুবরাজের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল, তিনি বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, হূণসেনা দূত প্রেরণ করিতেছে, হূণরাজ আমাদিগকে বন্দী করিতে চাহে, প্রস্তুত হও।" দ্বিসহস্র সেনা তারস্বরে যুবরাজের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া অর্দ্ধপথে অশ্বারোহীদ্বয় অশ্বের গতি সংযত করিল।

জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে একজন অশ্বারোহী অপরকে কহিতেছিলেন, "কৃষ্ণ, এ কাহার সেনা, এ কি হূণসেনা? মনে হইতেছে গরুড়ধ্বজ দেখিতে পাইতেছি।" দ্বিতীয় অশ্বারোহী কহিল, "অসম্ভব মহারাজ, এখন আর শতদ্রুর পরপারে গরুড়ধ্বজ স্থাপন করিবে কে?"

"সত্য কৃষ্ণ অসম্ভব, যদি স্কন্দ থাকিত, যদি প্রথম অভিযানের সেনা থাকিত, তাহা হইলে সম্ভব হইত।"

এই সময়ে চক্রব্যূহ হইতে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল, অশ্বারোহীদ্বয় গতি সংযত করিলেন, কম্পিতকণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণ, এ যে আর্য্য-ভাষা—স্কন্দগুপ্তের নাম—নিশ্চয় মাগধ-সেনা—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে—পুত্র আমার আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্রাণ করিয়াছে।"

শুভ্র বনায়ুজ তীরবেগে চক্রব্যূহের দিকে অগ্রসর হইল, কৃষ্ণগুপ্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ব্যূহের নিকটে আসিয়া গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারগুপ্তের জয় হউক, তোমরা কাহার সেনা?" প্রত্যুত্তরস্বরূপ দ্বিসহস্রকণ্ঠ হইতে যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের নাম উচ্চারিত হইল।

প্রৌঢ় গোবিন্দগুপ্ত এক লম্ফে অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া বূ্যহের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শিশুর ন্যায় উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন, "পুত্র—স্কন্দ—যুবরাজ—" স্কন্দগুপ্ত বূ্যহের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক হস্তে গরুড়ধ্বজ ও অপর হস্তে কোষমুক্ত অসি লইয়া যুবরাজ অগ্রসর হইলেন। দৃঢ়স্বরে স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হূণরাজ-দূত? বলিও চন্দ্রসেন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল কিন্তু আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের রণনীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই—বলিও স্কন্দগুপ্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। ফিরিয়া যাও যুদ্ধ শেষ হউক—"

"পুত্র—আমি—"

"কে তুমি?"

ক্ষিপ্রহস্তে মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্ত শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিলেন, হতচেতন স্কন্দগুপ্ত পিতৃব্যের পাদমূলে পতিত হইলেন, আবার সহস্রকণ্ঠে যুবরাজভট্টারকের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। তখন কৃষ্ণগুপ্তের সহিত নূতন মাগধসেনা চক্রবূ্যহের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা জয়ধ্বনি শুনিল, আবার লক্ষকণ্ঠে যুবরাজভট্টারকের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল, শতসহস্র মাগধসেনা কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করাইয়া শতদ্রুতীরে প্রথম প্রভাতে হূণবিজয়ী দ্বিসহস্র বীরকে অভিবাদন করিল। প্রৌঢ় মহারাজ-পুত্রের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণ, আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইয়াছে, স্কন্দ সত্য সত্যই গুপ্তকুলরবি। মাগধ-সেনা পিতামহের রণনীতি বিস্মৃত হয় নাই কিন্তু যাহার জন্য পঞ্চলক্ষ বীর বাহ্লীকে, কপিশায়, গন্ধারে ও পঞ্চনদে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, সে কোথায়?" কৃষ্ণগুপ্ত বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "পাটলিপুত্রে—প্রমোদ-উদ্যানে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বক্ষুতীরে

পরাজিত হইয়া হূণসেনা ক্ষিপ্রগতিতে উত্তরাপথ পরিত্যাগ করিল, অধিকৃত গ্রাম, নগর ও দুর্গ রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া শতদ্রুতীর হইতে বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু পার হইয়া কপিশায় পলায়ন করিল। সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী সেনা তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া হেমন্তের শেষভাগে কপিশায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণগুপ্ত পদাতিক সেনা লইয়া গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাহ্লীকে উপস্থিত হইলেন, তখন বক্ষুতীরে স্কন্দগুপ্ত ও ভানুমিত্র, বাহ্লীকে হর্ষগুপ্ত, কপিশায় বন্ধুবর্ম্মা, গন্ধারে চক্রপালিত, পারসিকসীমান্তে দেবধর ও সিন্ধুদেশে গোবিন্দগুপ্ত গুপ্তবংশের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধীরে ধীরে হতাবশিষ্ট প্রথমাভিযানের সেনাগণ ফিরিয়া আসিয়াছে, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ভানুমিত্রের সহিত হূণদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন।

প্রভাতে বক্ষুতীরে তুষার-শুভ্র শীর্ষ গিরিমালাবেষ্টিত উপত্যকায় অক্ষোটতরুতলে বস্ত্রাবাসের নিম্নে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়াছেন। বহুদূর হইতে বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত, আদিত্যবর্ম্মা ও দেবধর বক্ষুতীরে আসিয়াছেন। তাঁহার আদেশে বাহ্লীক নগর হইতে হর্ষগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্ত পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, বক্ষুর পরপারে অবস্থিত হূণরাজ্য আক্রমণের পরামর্শ হইতেছিল। স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "আমি ও ভানু নিশ্চয় যাইব, আর কে যাইবে?" সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সকলেই।" যুবরাজ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সকলে যদি যাইবে তবে

তোরণ রক্ষা করিবে কে ?" সহসা পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ কৃষ্ণগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "যুবরাজ, যতদিন বক্ষুতীরে স্কন্দগুপ্তের নাম শ্রুত হইবে, ততদিন হূণসেনা বক্ষু পার হইতে ভরসা করিবে না।"

স্কন্দ। সত্য হইতে পারে,—কিন্তু মহাপ্রতীহার, যদি মরি ?

কৃষ্ণ। যুবরাজ, নবীনা পট্টমহাদেবীর ভ্রাতা শিবনন্দী নূতন মহাপ্রতীহার, মগধ সাম্রাজ্যে কৃষ্ণগুপ্ত মরিয়াছে, বক্ষুতীর্থ রক্ষার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমরা একজনের কথা বিস্মৃত হইয়াছি, চেতনা থাকিতে হূণসেনা বাহ্লীকাতীরে আসিবে না।

হর্ষ। কেন ?

কৃষ্ণ। কেন! কুমার, বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্তের কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? হূণ-বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিও, বক্ষুর পরপারে হূণদেশে হূণরাজকে জিজ্ঞাসা করিও, তাহারা বলিবে পঞ্চশত মাগধ-বীর লইয়া বৃদ্ধ মহাবলাধিকৃত সতত বাহ্লীকাতীর্থ রক্ষা করিয়া থাকেন, জীবদ্দশায় কোন হূণ বাহ্লীকাতীর্থে আসিবে না।

হর্ষ। তবে কোন্ পথে খিঙ্গিল বাহ্লীক, কপিশা, গন্ধার ও উদ্যান অতিক্রম করিয়া শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইয়াছিল ?

কৃষ্ণ। অন্যপথে কুমার। স্মরণ রাখিও তখন স্কন্দগুপ্ত কারাগারে, গোবিন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রে, আর ইন্দ্রলেখার জার সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত।

স্কন্দ। আর্য্য, প্রাতঃস্মরণীয় অগ্নিগুপ্তের ভরসায় বাহ্লীক ও কপিশা নায়কশূন্য করিতে পারিব না, বক্ষুতীরে একজনকে থাকিতে হইবে।

বন্ধুবর্ম্মা। কে থাকিবে ?

স্কন্দ। স্থির কর।

বন্ধু। কে স্থির করিবে যুবরাজ, শতদ্রুতীরের কথা স্মরণ রাখিও,

যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা করিব, তোমার জন্য মরিতে আসিয়াছি মরিব। তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

হর্ষ। আর্য্য, আমাকে বক্ষুতীরে রাখিয়া গেলে আমি বিদ্রোহী হইব।

বন্ধু। যুবরাজ, স্মরণ রাখিও আমি মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণে বক্ষুতীরে আসি নাই।

চক্র। আমি অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক, যুবরাজ, তীর্থরক্ষা চক্রপালিতের পক্ষে অসম্ভব।

আদিত্য। আমি ও চন্দ্রধর স্থির করিয়াছি, আমাদিগকে বক্ষুতীরে রাখিয়া গেলে লুকাইয়া হূণদেশে যাইব।

স্কন্দ। আর্য্য, ইহারা তরুণ কেহই থাকিতে চাহে না, বক্ষুতীর্থ, বাহ্লীক ও কপিশা রক্ষার ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণ। যুবরাজ—আমার হস্তে? ক্ষমা কর স্কন্দ, মগধ-সাম্রাজ্যে কৃষ্ণগুপ্তের স্থান নাই, বৃদ্ধ সেইজন্য কপিশায় মরিতে আসিয়াছিল। হয় ত বক্ষুর পরপারে শমনদর্শন মিলিতে পারে, বৃদ্ধকে কেন বঞ্চিত করিবে?

স্কন্দ। আর্য্য, হূণযুদ্ধ শেষ হয় নাই, হেমন্তে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, শমনদর্শনের অভাব হইবে না।

কৃষ্ণ। পুত্র, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

এই সময়ে একজন দণ্ডধর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিল এবং কহিল, "দেব, গৌড়, মাগধ, মালব ও সৌরাষ্ট্রের সেনাদলের একজন প্রতিনিধি যুবরাজের দর্শনপ্রার্থনা করে।" মন্ত্রণা শেষ হইয়াছিল, যুবরাজ কহিলেন, "অপেক্ষা করিতে বল আমি আসিতেছি।" পরক্ষণেই সকলে বস্ত্রাবাস ত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে আসিলেন, সৈনিক-চতুষ্টয় তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল, স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাহ?" সৈনিকচতুষ্টয় কহিল, "দেব, আমরা বিদ্রোহী।"

"মাত্র তোমরা চারিজন?" "না, সমগ্র গৌড়, মাগধ, মালব ও সৌরাষ্ট্রগুল্ম।" "আমার সেনা বিদ্রোহী?" "দেব, ইহা প্রকৃত কথা, তাহারা দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।" "বিদ্রোহের দণ্ড কি তাহা জান?" "মৃত্যু। দেব, দশ সহস্র সেনার অন্য কামনা নাই।" "কিরূপে মারিতে চাহ?" "যুদ্ধে।" "বক্ষুর পরপারে হূণদেশ আক্রমণ করিব, আমার সহিত যাইবে?"

উত্তর না দিয়া সৈনিকচতুষ্টয় অভিবাদন করিল, তখন হর্ষগুপ্ত পশ্চাৎ হইতে হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "দাদা, বিদ্রোহ মিথ্যা, ইহারা মিথ্যাবাদী।" যুবরাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ইহারা হূণযুদ্ধে যাইতে চাহে, পাছে অন্য গুল্ম ইহাদিগের পূর্ব্বে বক্ষু পার হয় সেই ভয়ে বিদ্রোহের ভান্ করিতেছে।" যুবরাজ সৈনিক চতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ গুল্ম বিদ্রোহী হইয়াছে?" একজন সৈনিক কহিল, "দেব, সমস্তই।" "তোমরা কোন্ কোন্ গুল্মের সেনা?" "গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের, যুবরাজভট্টারকের, রাজা বন্ধুবর্ম্মার এবং সৌরাষ্ট্রীয় চক্রপালিতের।" "গৌড়, মাগধ, মালব ও সৌরাষ্ট্রের সমস্ত সেনাই অদ্য বক্ষু পার হইবে, তোমরা অদ্য নাসীর।"

সৈনিকচতুষ্টয় অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। শিবিরে শিবিরে তুমুল শঙ্খনিনাদ আরম্ভ হইল, মধ্যাহ্নে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সমভি-ব্যাহারে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বক্ষুপার হইলেন। পরপারে হূণসেনা তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, গৌড়ীয় সেনা তীরবেগে স্বল্পতোয়া তুষার-শীতল-সলিলা বক্ষুর জলরাশি অতিক্রম করিয়া পরপার আক্রমণ করিল, আর্দ্র সৈকত শত শত গৌড়ীয় অশ্বারোহী ও বনায়ুজ অশ্বের রুধিরে রঞ্জিত হইল। অন্য সেনা নদীপার হইবার পূর্ব্বে হূণসেনা পশ্চাদ্পদ হইল। সৈকতে দাঁড়াইয়া গরুড়ধ্বজহস্তে একজন অশ্বারোহী বলিয়া উঠিল, "করুণ!" বক্ষুবক্ষে অর্দ্ধপথে সে নাম, সে ধ্বনি শ্রবণ

করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র সাম্রাজ্যের সেনা স্তম্ভিত হইল। পরপারে সৈকত অধিকৃত হইলে গৌড়ীয় সেনা নদীর উচ্চতীরে লুক্কায়িত শত্রুসেনা আক্রমণ করিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত সেনা তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল। সে উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখে বিশাল হূণবাহিনী তিষ্ঠিতে পারিল না, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া নদীতীরে বালুকা-পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

বক্ষুর উত্তরতীরে সমস্ত সেনা সমবেত হইলে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া ভানুমিত্র দ্বিতীয়বার হূণসেনা আক্রমণ করিলেন, তাহা দেখিয়া যুবরাজ ও অন্যান্য সৈনিকগণ বিশ্রাম বা পরামর্শের অবকাশ পাইলেন না। অবশিষ্ট চত্বারিংশৎ সহস্র যখন বালুকাময় পর্ব্বতশ্রেণীর পারে আসিল, তখন তাহারা পলায়নপর হূণসেনার মধ্যে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মাগধ, মালব ও সৌরাষ্ট্রগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, দশ সহস্রের আক্রমণে হূণসেনা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ঘোড়শাশ্ব-বাহিত বিচিত্র রথে দাঁড়াইয়া এক রূপসী তরুণী তাহাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে।

হতাবশিষ্ট গৌড়ীয় সেনা মাতৃনামে গগন বিদীর্ণ করিয়া চারিদিক হইতে রথ বেষ্টন করিয়াছে, শতহস্ত দূর হইতে ভানুমিত্র আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছেন, "করুণ, করুণ!"

অকস্মাৎ স্কন্দগুপ্তের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, অজ্ঞাতসারে যুবরাজের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "করুণা—" সহসা দীর্ঘ পীতবর্ণ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল,—যুবরাজের অশ্ব তীরবেগে রথাভিমুখে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, লৌহ ও নরদেহনির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী হূণসেনার উপরে পতিত হইল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জনৈক দীর্ঘাকার হূণ রথ হইতে তরুণীকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া পলায়ন করিল, পরমুহূর্ত্তে হূণসেনা অদৃশ্য হইল।

বক্ষুর উত্তরতীরে অর্দ্ধক্রোশপরিমিত ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল, তাহার পরে ভীষণ মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছে। পরাজিত হূণসেনা মরুপারে অজ্ঞাত আশ্রয়ের উদ্দেশে বক্ষুতীর ত্যাগ করিল, সাম্রাজ্যের সেনা ভীষণ মরু মধ্যে তাহাদিগের সন্ধান পাইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পথশ্রান্ত রণক্লান্ত অশ্বারোহিগণ একে একে বক্ষুতীরে ফিরিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, নদীতীর্থে সিন্ধুদেশীয় সহস্র অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগের পুরোভাগে শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে অচল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা অভিবাদন করিল, বর্ম্মাবৃত পুরুষ প্রত্যভিবাদন করিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা নবাগত সেনাদলের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজনীর প্রথম প্রহরে পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র সেনা বক্ষুতীরের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সর্ব্বশেষে যুবরাজ ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধে ভানুমিত্র সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া হতচেতন হইয়াছে। দশ সহস্র গৌড়ীয় অশ্বারোহীর মধ্যে সপ্তসহস্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। যুবরাজ অশ্বারূঢ় বর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দূর হইতে অভিবাদন করিলেন, অশ্বারোহী প্রত্যভিবাদন করিল না। স্কন্দগুপ্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, আর্য্য?" তখন অশ্বারোহীর চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি কহিলেন, "কে, স্কন্দ?" "হাঁ, আমি।" গোবিন্দগুপ্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুবরাজকে আলিঙ্গন করিলেন, শিরস্ত্রাণের বাতায়নের পথ হইতে কতকগুলি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু যুবরাজের কপালে ও গণ্ডস্থলে পতিত হইল। শিহরিয়া উঠিয়া স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, কি হইয়াছে?" অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে মহারাজপুত্র কহিলেন, "পুত্র, স্নেহময়ী মাতা পুত্রকে স্মরণ করিয়াছেন, তোমাকে পাটলিপুত্রে যাইতে হইবে।" "মাতা?" "অনন্তা।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে উচ্চারিত হইল, "মহারাজপুত্র, যুবরাজ একাকী পাটলিপুত্রে যাইবেন না, আমরাও যাইব।" বিস্মিত হইয়া মহারাজপুত্র চাহিয়া দেখিলেন, হর্ষগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা চক্রপালিত, আদিত্যবর্ম্মা, দেবধর ও বিষ্ণুগুপ্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদিগের কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণ চুম্বন করিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মদনিকা

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে রমণীয় অট্টালিকার সম্মুখে বিগতযৌবনা রমণীযুগল সুখাসনে বসিয়া কথালাপ করিতেছিল। তখন মার্ত্তণ্ডদেব অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বসন্তের অপরাহ্নে স্নিগ্ধ শীতলবায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি দুই জন দাসী রমণীদ্বয়কে ব্যজন করিতেছে। তাহাদিগের সম্মুখে হস্তীদন্তনির্ম্মিত আসনে নানাবিধ কাচপাত্রে বিবিধ বর্ণের মদিরা সজ্জিত আছে, মধ্যে মধ্যে একটি পরমাসুন্দরী তরুণী ক্রীতদাসী সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণীদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিতেছে, তাহারা অলসের ন্যায় সুখাসনে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একটি রমণী কম্বুকণ্ঠ প্রসারণ করিয়া কহিল, "সখি, অনন্তার পুত্র কত বড় হইয়াছে?" দ্বিতীয়া কহিল, "ছয় মাসের।" "কে জানিত অনন্তা রাজমাতা হইবে! তোমরা যখন কপোতিক সঙ্ঘারামে থাকিতে, তখন অনন্তার রূপ দেখিয়া পথের লোক চমকিত হইত। ইন্দ্রা, অনন্তার পুত্র যখন রাজা হইবে, তখন না জানি তুমি কি করিবে?" "রাজা হইবে কি না কেমন করিয়া বলিব ভাই?" "কেন?" "কণ্টক

ত এখনও দূর হয় নাই ?" "শত্রুর শেষ কি রাখিতে আছে, সেটাকে দূর করিতেছে না কেন ?" "সহজ কাজ নয় সই, স্বয়ং গোবিন্দগুপ্ত তাহার সহায়।" "সই, সে ত তোমারই ?" "সে কথা বলিও না, মন্দমলয়ানিল এখন বিষধর সর্প হইয়াছে।" "তবে তাহাকেও দূর কর না কেন ?" "চেষ্টায় আছি, এখন ভগবান বুদ্ধের অনুগ্রহ ভরসা। হয় অনন্তার কণ্টক দূর করিব, না হয় মরিব।" "বুড়া কি বলে ?" "তাহার কি কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রাখিয়াছি ? সে অনন্তার কথায় উঠে বসে।" এই সময়ে আর একটি তরুণী সুন্দরী ক্রীতদাসী আসিয়া প্রথমাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "ভট্টারিকা, কুমারপাদীয় সঙ্ঘস্থবির হরিবল আসিয়াছেন।" প্রথমা রমণী কুসুমভারে শিথিল কবরী যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া তাহাকে কহিল, "এইখানে লইয়া আয়।" দাসী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, আর একজন ক্রীতদাসী একখানি সুখাসন লইয়া আসিল। তৃতীয়া ক্রীতদাসী রজতাধারে চন্দন, কুঙ্কুম ও গন্ধপুষ্পের মাল্য লইয়া আসিল, তখন সহাস্যবদনে শুভ্রশীর্ষ সঙ্ঘস্থবির সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্রলেখা হাসিয়া কহিল, "কি গো রসিকরাজ, মুখে যে হাসি ধরে না ?" বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির কহিলেন, "অমৃতের উৎস দর্শনে শুষ্ক তরু পল্লবিত হইয়াছে।" কৃত্রিম ক্রোধের ভান্ করিয়া ইন্দ্রলেখা কহিল, "আমি কি এতই কুৎসিত যে আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ ?"

"তোমাকে কি ব্যঙ্গ করিতে পারি ইন্দ্রলেখে ? তারা মঞ্জুশ্রী ভুলিয়া তোমার নাম জপ করি।"

"যাও, তোমার মিষ্টি কথায় কাজ নাই। আমি কুৎসিতা, আমি বুড়া, আমার নিকট কেন ? নবযৌবনভারে অবনমিতদেহা তন্বীর নিকটে যাও।"

বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির প্রৌঢ়া গণিকার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া যুক্তকরে কহিল, "দেবি, রাতুল চরণে কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি কেন বিমুখ হইলে ?" তখন ইন্দ্রলেখা বৃদ্ধের হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাঁহাকে সুখাসনে

বসাইল। তরুণী রূপসী ক্রীতদাসী সুবর্ণপাত্রে রক্তাভ মদিরা ঢালিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিতে গেল, বৃদ্ধ কহিল, "দেবি, এখন উপোসথ, মদ্যপান করিব না।" প্রথমা রমণী কহিল, "তোমার ধর্ম্মমতি কতদিন হইয়াছে ?" ইন্দ্রলেখা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "মদনিকে, উহার সহিত বাক্যালাপ করিও না, আমি কুৎসিতা, বৃদ্ধা, আমার অনুরোধ কেন রাখিবে ? পথে যদি কোন নবযৌবনপুষ্পিতা তরুণী অনুরোধ করে তাহা হইলে আকণ্ঠ গৌড়ী পান করিয়া ধূলিশয্যা গ্রহণ করিবে।" বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির উত্তর না দিয়া দাসীর হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণ করিল এবং এক নিশ্বাসে পাত্র শেষ করিয়া কহিল, "দেবি, ভগবান বুদ্ধকে তোমার চরণে জলাঞ্জলি দিলাম, এইবার প্রসন্না হও। বলি ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার চন্দ্রসেন এত কি সুকৃতি করিয়াছিল ?" মদিরা-রক্ত নেত্র ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রলেখা কহিল, "রসিকতা রাখ, অনেক সংবাদ আছে।" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির কহিল, "দেবি, অনন্তাকে আর্য্যপট্টে স্থাপন করিয়াছি, বৃদ্ধ কুমারগুপ্তকে মেষশাবকের ন্যায় তোমার কন্যার প্রেম-রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছে ; বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য তোমার চরণারবিন্দে নৈবেদ্য দিয়াছি, তথাপি পদপ্রান্তে রাখিলে না ইন্দ্রলেখে ? চন্দ্রসেন তোমার কি করিয়াছে ?" মদনিকা হাসিয়া কহিল, "তাহা যদি বুঝিতে, তাহা হইলে কি এমন করিয়া মরিতে ?" ইন্দ্রলেখা কহিল, "সঙ্ঘস্থবির, স্থির হও, নূতন সংবাদ শুনিয়াছ ?" "না।"

"স্কন্দ বারাণসীতে আসিয়াছে।"

মদনিকা। তবে এইবার কণ্টক দূর করিবে বুঝি ?

হরি। চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

ইন্দ্র। আগে সকল কথা শুন, তাহার পরে চেষ্টা করিও।

হরি। আর কি সংবাদ আছে ?

ইন্দ্র। বৃদ্ধ শৃগাল কি করিতেছে জান ?

হরি। না।

ইন্দ্র। নগর হইতে সমস্ত বৌদ্ধসেনা দূরে পাঠাইয়া দিয়াছে, রোহিতাশ্ব ও মণ্ডুলা হইতে দশসহস্র নূতন বৈষ্ণব সেনা আসিয়াছে।

হরি। ক্ষতি কি? বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত যতক্ষণ অনন্তার কৃতদাস আছে, ততক্ষণ চিন্তা নাই।

ইন্দ্র। স্কন্দ একা আসিতেছে না।

হরি। আবার কি গোবিন্দগুপ্ত আসিতেছে নাকি?

মদ। তাহা হইলে বিপদের কথা বটে!

ইন্দ্র। গোবিন্দগুপ্ত নিজে আসিতেছে না, তবে হর্ষগুপ্ত আসিতেছে, আর বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত, আদিত্যবর্ম্মা, দেবধর ও বিষ্ণুগুপ্ত পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া পাটলিপুত্রে আসিতেছে।

হরি। ভানুমিত্র কোথায়?

ইন্দ্র। সে আহত হইয়াছে, বাহ্লীকে আছে।

হরি। বাহ্লীকে আর কে রহিল?

ইন্দ্র। কৃষ্ণগুপ্ত।

হরি। ইন্দ্রলেখে, বিষম বিপদ উপস্থিত, ভগবান বুদ্ধভট্টারকের সেবার জন্য আমাকে সত্বর পাটলিপুত্র ত্যাগ করিতে হইবে।

মদ। বলি ও বীরপুরুষ, তুমি না সাম্রাজ্যশাসন করিবে? পঞ্চাশ হাজার সেনা আর দুইটা বালকের ভয়ে পাটলিপুত্র ছাড়িয়া পলাইতে চাহ?

হরি। জান না সখি, বৃদ্ধ শৃগাল একাই সহস্র, তাহার উপর যদি হর্ষ, বন্ধু, চক্রপালিত ও দেবধর আসিয়া জুটে, তাহা হইলে ভগবান বুদ্ধের সেবার ব্যাঘাত হইবে।

ইন্দ্র। বল না কেন তোমার মুণ্ডপাত হইবে?

হরি। কেবল মুণ্ডপাত নহে ইন্দ্রলেখে, সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডদান।

ইন্দ্র। এখনও বাঁচিবার সাধ আছে! বয়স কত হইল?

হরি। ষষ্টিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু তোমার নীলেন্দীবর-তুল্য নয়নযুগ্মের কৃপাকটাক্ষপাতে,—অয়ি বরাননে, হৃদয়ের বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ অতিক্রম করে নাই।

ইন্দ্র। মরণ আর কি, বুড়ার রকম দেখ! বলি, যম তোমায় ভুলিয়া আছে কেন?

হরি। দেবি, যে তোমার চরণারবিন্দের সেবক, শমন কি তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে?

মদ। তবে পাটলিপুত্র ছাড়িয়া পলাইতেছ কেন?

হরি। ঐ ফুল্লারবিন্দতুল্য অধরে হাস্যের রেখা দেখিতে পাইব না বলিয়া।

ইন্দ্র। রসরাজ, তুমি ত পলাইতেছ, এখন আমরা কি করি বল দেখি?

হরি। সখি, ইন্দ্রে, চল তোমাকে তীর্থপর্যাটন করাইয়া আনি।

ইন্দ্র। আর তীর্থভ্রমণে কাজ নাই, যে পুণ্য করিয়াছি তাহার ফলভোগ করি। স্কন্দ আসিলে আমি কোথায় যাইব বল দেখি?

হরি। তুমি নিশ্চিন্তমনে কুমারগুপ্তের শ্বশ্রূ হইয়া প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাস করিবে, আর আমি সুদূর গৌড়ে বুদ্ধ-মঞ্জুশ্রী তারা বিস্মৃত হইয়া তোমার মুখচন্দমা ধ্যান করিব।

ইন্দ্র। স্কন্দ যদি আমাকে মারিয়া ফেলে?

হরি। সাধ্য কি?

মদ। সেই বুড়া বাঁচিয়া থাকিতে নহে।

ইন্দ্র। যদি গোবিন্দগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হয়?

হরি। কন্যা-জামাতা লইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে।

তরুণী রূপসী ক্রীতদাসী স্বর্ণপাত্রে হেমাভ মদিরা বিতরণ করিল। উদ্যানস্বামিনী মদনিকার হস্ত হইতে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া হরিবল কম্পিত-পদে আসন ত্যাগ করিলেন। এইসময়ে আর একজন ক্রীতদাস সেইস্থানে

আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "দেব, গন্ধার দেশীয় মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" সুরাবিহ্বল সঙ্ঘস্থবির কহিলেন, "কি আপদ, সেটাকে এখানে আনিল কে?"

"দেব, দাস অবগত নহে।"

"সে কোথায়?"

"উদ্যানের তোরণে একাকী দাঁড়াইয়া আছেন।"

"একাকী? কিসে আসিয়াছে?"

"পদব্রজে।"

"সে কখনই মহাস্থবির নহে। ইন্দ্রলেখে সাবধান, বোধ হয় চর আসিয়াছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাতৃস্নেহ

বহুদিন পরে বহু দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রে ফিরিয়াছেন; হূণবুদ্ধজয়ী রাজপুত্রের অভ্যর্থনার জন্য পাটলিপুত্রের নাগরিক ও নাগরিকাগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তোরণে তোরণে অষ্টপ্রহর মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, রাজপথসমূহ পত্র-পুষ্প-নির্ম্মিত কৃত্রিম তোরণে সুসজ্জিত হইয়াছে, অট্টালিকাসমূহ পুষ্পস্তবক মাল্য ও পতাকায় ভূষিত হইয়াছে, নাগরিক পথে পথে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের বিজয়গীতি গাহিয়া বেড়াইতেছে। বৃদ্ধ নাগরিকগণ বলিতেছে, দীর্ঘকাল পাটলিপুত্রের রাজপথে এমন দৃশ্য দৃষ্ট হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে শোণতীর হইতে যুবরাজের বাহিনী নগরের পশ্চিম

তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমবেত লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তোরণে যুবরাজ-ভট্টারকপাদীয় মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা, নগরের উপরিক নূতন মহাপ্রতীহার ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ যুবরাজভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজ স্কন্দগুপ্তকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন এবং সেই অবসরে তাঁহার কর্ণমূলে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভাই, সভামণ্ডপে সাবধান!" যুবরাজের সঙ্গিগণ যখন দামোদর শর্ম্মাকে প্রণাম করিলেন, তখন বৃদ্ধ কহিলেন, "হূণ-যুদ্ধে যেমন মাগধসেনার মুখ রাখিয়াছ, তেমন করিয়া আজ গুপ্তবংশের সম্মান রক্ষা করিও।" সকলে সহাস্যবদনে সামরিক প্রথায় বৃদ্ধ মহামন্ত্রীকে অভিবাদন করিলেন।

যুবরাজের সহিত বাহ্লীক হইতে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী আসিয়াছিল, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিল, সর্ব্বশেষে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত সঙ্গিগণ পরিবৃত হইয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহের অলিন্দ ও বাতায়ন হইতে মুষলধারে লাজ, শ্বেতপুষ্পমালা কুঙ্কুম ও গন্ধবারি বর্ষিত হইতে লাগিল। শোভাযাত্রা কিয়ৎক্ষণ চলিয়া একটি কৃত্রিম তোরণের নিম্নে উপস্থিত হইল, সহসা জয়ধ্বনি থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শত শত বামাকণ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল।

"কে যায়? কাহার বিজয়বাহিনীর পদভরে পাটলিপুত্র নগর কম্পিত হইতেছে? কে সে? একদিন তাহার প্রপিতামহ পবিত্র মগধভূমি হইতে অনার্য্য শকজাতিকে বিতাড়িত করিয়াছিল, অনার্য্য-পাদস্পর্শে কলুষিত পিতৃভূমি মাগধরক্ত-প্লাবনে ধৌত করিয়াছিলেন। একদিন শত শত নরপতির মুকুটমণি তাঁহার পিতামহের গরুড়ধ্বজ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, একদিন সমুদ্রগুপ্তের বিজয়বাহিনীর পদভরে সমুদ্র

হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ কম্পিত হইয়াছিল।"

"কে সে? মাগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্ত্তা, বক্ষু, বাহ্লীক ও শতদ্রুর যুদ্ধজেতা। বন্ধুগণ, সে মাগধ, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরমাত্মীয়, তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত।"

"বক্ষুপারে পরাজিত হূণরাজকে জিজ্ঞাসা করিও, শতদ্রুতীরে বিস্তৃত প্রান্তরে কে দশ সহস্র হূণ-সেনার গতিরোধ করিয়াছিল? হূণবিজয়ী মাগধসেনাকে জিজ্ঞাসা কর, বিচলিত কুললক্ষ্মী স্তম্ভনকালে চিরকাল কুসুমশয়নে অভ্যস্ত হইয়াও কে কঠিন ভূমি-শয্যায় ত্রিযামা রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, রমণী ও শিশু, মন্দির ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য কে সুদূর উত্তরাপথের তোরণে বিশাল বক্ষ দিয়া হূণ-প্লাবনের গতিরোধ করিয়াছিল? বালুকার স্তূপ লইয়া কে মহাসমুদ্রের উর্ম্মিরাশির গতিরোধ করিয়াছিল?"

"মাগধগণ, সেও মাগধ, পাটলিপুত্রিকগণ সেও পাটলিপুত্রিক। সে আমাদের বন্ধু, মিত্র, পরমাত্মীয়। নাগরিকগণ, স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার হূণজয়ী বীরপুত্র মাগধসেনাপতি যুবরাজ স্কন্দগুপ্তকে আহ্বান কর। নাগরিকাগণ, লাজকুসুমকুঙ্কুমচন্দন দিয়া হূণবিজয়ী রাজপুত্রকে সম্মানিত কর, হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মাকে অভ্যর্থনা কর, হূণযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নায়কগণকে আদর কর, হূণবিজয়ী পঞ্চাশৎ সহস্র বীরকে সাদরে অভ্যর্থনা কর।"

গীত শেষ হইল, আবার লক্ষ লক্ষ কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনিতে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ভিত্তি কম্পিত হইল, শোভাযাত্রা প্রাসাদাভিমুখে চলিল।

প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের সভামণ্ডপ আজি জনপরিপূর্ণ; অলিন্দে,

মণ্ডপে ও বেদির উপরে তিলমাত্র স্থান নাই। স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর দেহত্যাগের পর নট ফল্গুযশের কন্যাকে অভিবাদন করিবার ভয়ে সাম্রাজ্যের অভিজাত-সম্প্রদায় সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি তাঁহারা যুবরাজভট্টারকের অভ্যর্থনা করিবার জন্য নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহা দেখিয়া রোষে ও ক্ষোভে নবীনা পট্টমহাদেবীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদের চত্বরত্রয় হূণবিজয়ী রাজপুত্র-দর্শনলোলুপ জনসঙ্ঘে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুমারগুপ্তের মালব ও সৌরাষ্ট্র অভিযানের বৃদ্ধ সেনাগণ মণ্ডপের চতুষ্পার্শে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধীরে ধীরে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে হূণবিজয়ী রাজপুত্র প্রাসাদসীমায় প্রবেশ করিলেন। হূণবিজয়ী সেনা প্রাসাদের অসংখ্য প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সভামণ্ডপের তোরণে অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া যুবরাজ সঙ্গিগণের সহিত মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপের বাহিরে ও ভিতরে জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; সম্রাট্ কুমারগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপের সকলে আসন ত্যাগ করিলেন। সহসা অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শ্রুত হইল। সভাসদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, নবীন ও প্রবীণ অভিজাত সম্প্রদায় কোষমুক্ত অসি শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইয়া হূণবিজয়ী যুবরাজভট্টারককে অভিবাদন করিতেছেন; তৎক্ষণাৎ যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণের অসি কোষমুক্ত হইল, ফলক সশব্দে শিরস্ত্রাণ চুম্বন করিল, স্কন্দগুপ্ত কোষমুক্ত অসিহস্তে আর্য্যপট্টের দিকে অগ্রসর হইলেন। বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্কন্দগুপ্ত পুনর্ব্বার অসি শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করাইলেন এবং তাহা বেদীর উপরে পিতার চরণপ্রান্তে স্থাপন করিলেন। সাশ্রুনয়নে বৃদ্ধ সম্রাট্ তাহা গ্রহণ করিয়া উষ্ণীষে স্পর্শ করাইলেন এবং তাহা পুত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত আর্য্যপট্টের সম্মুখে নতজানু হইয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

সম্রাট্ আর্য্যপট্ট হইতে অবতরণ করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভূমিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অনন্তার দিকে অঙ্গুলি চালনা করিয়া কহিলেন, "পুত্র, তোমার মাতা।" পশ্চাৎ হইতে বজ্রনাদে কে বলিয়া উঠিল, "বিমাতা, কিন্তু পট্টমহাদেবী নহে।" সকলে বক্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ মহামন্ত্রী বেদীর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোষমুক্ত অসি কোষে পুনঃস্থাপন করিয়া স্কন্দগুপ্ত বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধা নবীনা পট্টমহাদেবী রোষরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, তুমি আমাকে অভিবাদন করিলে না?" বেদীর উপর হইতে দামোদর শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বিমাতা, সেইজন্য স্কন্দ তোমাকে প্রণাম করিয়াছে কিন্তু তুমি মগধ সাম্রাজ্যের যুবরাজভট্টারকের অভিবাদনের অযোগ্যা।"

বিশাল সভামণ্ডপ নীরব, সহসা অলিন্দ হইতে একজন বৃদ্ধ মহানায়ক বলিয়া উঠিলেন, "স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর জয়।" সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনসঙ্ঘ স্কন্দগুপ্তের মাতার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সভামণ্ডপের বহির্দ্দেশে সমবেত নাগরিক ও সেনাগণ স্বর্গগতা পট্টমহাদেবীর পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করিল। জয়ধ্বনি থামিলে স্কন্দগুপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া কোষমুক্ত অসিশীর্ষ ললাটে স্পর্শ করাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নায়ক ও মহানায়কগণের অসি কোষমুক্ত হইল। যাহারা কখন নবীনা পট্টমহাদেবীকে অভিবাদন করে নাই, তাহারা স্বর্গগতা পট্টমহাদেবীর উদ্দেশে আকাশের দিকে চাহিয়া যথারীতি অনন্তাদেবীর সম্মুখে অভিবাদন করিল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "মাতা! পুত্রগণ অভিবাদন করিতেছে, স্বদেশের কল্যাণকামনায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া যেখানে গিয়াছ, সেই স্থান হইতে আশীর্ব্বাদ কর।"

নবীনা পট্টমহাদেবী এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বসিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আর্য্যপট্ট ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাটের বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমার পুত্র আমাকে অভিবাদন করিবে

না, তবে আমাকে কি জন্য আর্য্যপট্টে স্থাপন করিয়াছিলে ?" বৃদ্ধ সম্রাট্ নিরুত্তর। দ্বিতীয়বার অধিকতর বেগে সম্রাটের বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া অনন্তা কহিল, "শীঘ্র বল, কেন আমাকে বার বার অপমান করিতেছ।" সম্রাট্ তথাপি নিরুত্তর। তখন অবগুণ্ঠনশূন্যা উন্মত্তা যুবতী বৃদ্ধ স্বামীর হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, "তোমার পুত্র বিদ্রোহী—তাহার দণ্ডবিধান কর, নতুবা আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।" দণ্ডের কথা শুনিয়া অভিজাত সম্প্রদায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা বামহস্তে অসি কোষমুক্ত করিলেন, অলিন্দে শত শত অসির ঝঞ্জনা শ্রুত হইল। তখন নটকন্যা বিপদ বুঝিয়া সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিল। আকুলকণ্ঠে—"অনন্তা অনন্তা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বৃদ্ধ সম্রাট্ তাহার অনুসরণ করিলেন। তখন দামোদর শর্ম্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া স্কন্দগুপ্তকে কহিলেন, "ভাই! প্রাসাদে থাকিও না, তোমরা আমার আবাসে চল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দেবকুলে

অরুণোদয়ের পূর্ব্বে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত মহামন্ত্রীর আবাস হইতে নির্গত হইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জনৈক অশ্বসাদী সুসজ্জিত শুভ্র বনায়ুজ অশ্ব লইয়া আসিল। স্কন্দগুপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের উদ্যোগ করিতেছেন, এই সময়ে দ্বিতলের একটি বাতায়নপথ হইতে বন্ধুবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ, প্রত্যূষে কোথায় যাইতেছ, প্রাসাদে?" যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "বন্ধু, যখন প্রাসাদে যাইব, তখন সকলকে বলিয়া

যাইব। এক্ষণে প্রাতর্ভ্রমণে যাইব।” “কোথায়?” “নগরপ্রান্তে। অনেক-দিন পরে মগধে আসিয়াছি, একবার পবিত্র মগধভূমি দেখিয়া আসি।” “পাটলিপুত্রে কি মগধ ভূমি নাই?” “আছে, তবে গিরিনদীক্ষেত্রবিহার-স্তূপ-দেবকুলমণ্ডিত মগধ ভূমির বিশালতা নাই,—নগর সঙ্কীর্ণ।” “কোথায় যাইবে স্থির করিয়া বল। পিতামহকে বলিয়াছ?” “না, তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। কোথায় যাইব স্থির নাই, তবে যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকেই যাইব।” “একাকী যাইও না।” “বন্ধু, আমি কি একাকী আত্মরক্ষায় সমর্থ নহি?” “গুপ্ত-ঘাতকের হস্ত হইতে নহে।” “চিন্তা নাই, আমাকে কেহ হত্যা করিবে না। মাতৃহীন, সহায়হীন স্কন্দগুপ্তকে হত্যা করিয়া কে কলঙ্কিত হইতে চাহিবে? পিতা ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রলেখার দৌহিত্রকে আর্য্যপট্ট প্রদান করিতে পারেন। যাঁহার আদেশে মাতা আর্য্যপট্ট হইতে তাড়িতা হইয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশে আমি আর্য্যপট্ট হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে পারি, আমাকে হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই।” “স্কন্দ! মহাদেবী আত্মোৎসর্গ করিয়া তোমাকে আর্য্যপট্টের সোপানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনে ভাবিও না যে, মহা-রাজাধিরাজের মহামুদ্রাঙ্কিত পত্রে স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর পুত্র আর্য্যপট্ট হইতে অপসারিত হইবে। পঞ্চলক্ষ পাটলিপুত্রিক নাগরিক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, কালিকার কথা স্মরণ রাখিও। শতদ্রু-তীরের কথা স্মরণ রাখিও—সাম্রাজ্যের সেনা জয়ধ্বনি করিবার সময়ে অন্য নাম উচ্চারণ করে না। একাকী যাইও না, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।”

বাতায়ন রুদ্ধ হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে সুসজ্জিত হইয়া বন্ধুবর্ম্মা অশ্বারোহণে যুবরাজের সহিত মিলিত হইলেন। স্কন্দগুপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া বন্ধুবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্কন্দ, কোন্ দিকে যাইবে?” যুবরাজ কহিলেন, “চল,

রাজগৃহের পথে যাই, কত দিন যাই নাই। করুণার বিবাহ হইলে ভানুমিত্রের সহিত এই পথে গৌড়নগরে গিয়াছিলাম, আজি কোথায় করুণা! আর কোথায় ভানুমিত্র—!"

উত্তর না দিয়া বন্ধুবর্ম্মা রাজগৃহ-তোরণের পথাবলম্বন করিলেন। নগরের এক একটি তোরণ একটি প্রধান নগরের নামে পরিচিত ছিল, কেবল পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকের তোরণ দিকের নামেই অভিহিত হইত,—যেমন পশ্চিম তোরণ, পূর্ব্ব তোরণ ইত্যাদি। দক্ষিণ ও রাজগৃহ-তোরণের পথের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, বহুবর্ণের বহুমূল্য চীনাংশুক বসনে সুসজ্জিত হইয়া দেবধর রজতনির্ম্মিত শিবিকায় দক্ষিণ তোরণাভিমুখে চলিয়াছেন। যুবরাজ ও বন্ধুবর্ম্মাকে দেখিয়া তাঁহার মুখ লজ্জায় অরুণ হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া স্কন্দগুপ্ত হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। বন্ধুবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবধর, নব বর সাজিয়া প্রভাতে কোথায় যাইতেছ?" বাহকগণ শিবিকা ভূমিতে নামাইল, দেবধর অবতরণ করিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন এবং বন্ধুবর্ম্মাকে কহিলেন, "ভাই, বিশেষ কার্য্যে একবার দক্ষিণ তোরণে যাইব।" বন্ধুবর্ম্মা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি গৃহে ফিরিতেছ, না—দেবী দর্শনে যাইতেছ? পরিচ্ছদ ত অভিসারের; দিবসে কি দক্ষিণ তোরণে মৃগাক্ষী আকাশবরণ-বসনার দর্শন মিলিবে?" "না ভাই, ও সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। রোহিতাশ্বের যুবরাজভট্টারকপাদীয় মহানায়ক মহানৌবলাধিকৃত জয়ধবলদেবের দর্শনে যাইতেছি।" দীর্ঘ বিশেষণগুলি উচ্চারণ করিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। যুবরাজ ও আমি উভয়েই জয়ধবলকে জানি। ওঃ!—অমিয়ার আকর্ষণে যাইতেছ বুঝি?"

দেবধরের কর্ণমূল জবার বর্ণ ধারণ করিল, যুবরাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পথে দুই একটি করিয়া নাগরিক ও নাগরিকা সমবেত হইতে-ছিল, তাহারা দূর হইতে হূণবিজয়ী শতদ্রু-তীরের বিখ্যাত যুদ্ধের বীরদ্বয়কে

দর্শন করিতেছিল। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, তুমি অমিয়াকে কোথায় দেখিলে?"

বন্ধু। কেন, স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর নিকটে, শ্যামা-মন্দিরে, বাসুদেব-মন্দিরে, নৃত্য সভায়!

স্কন্দ। তুমিও কি হৃদয় হারাইয়াছ?

দেব। বন্ধু, তাহা হইলে বিপদ।

স্কন্দ। দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবি ত?

বন্ধু। পাগল, আমি কি শুভ্রবর্ণ দেখিয়া ভুলিবার পাত্র?

দেব। যুবরাজ, বাঁচিলাম।

স্কন্দ। আমারই ভুল; মালবে যে কাঞ্চনবরণী মৃগাক্ষী দুর্গস্বামিনী এখনও অপেক্ষা করিতেছেন!

বন্ধু। ভাই, যাহার যেমন রুচি।

স্কন্দ। দেবধর, অমিয়ার কথা ত আমাকে কোনও দিন বলিস্ নাই?

দেব। যুবরাজ, তুমি কি ইচ্ছা করিয়া কোনও দিন অরুণার কথা আমাদের বলিয়াছ? একদিন প্রাসাদের উদ্যানে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে অরুণাকে দেখিতেছিলে, মনে আছে? ধরা পড়িয়া তবে ত স্বীকার করিয়াছ?

স্কন্দ। সে কথা ভুলিয়া যাও ভাই।

দেব। হতাশ হইও না যুবরাজ, সংবাদ শুভ।

বন্ধু। কি সংবাদ ভাই?

দেবধর যুবরাজের কর্ণমূলে মৃদুস্বরে কি বলিল, যুবরাজ তাহা বন্ধুবর্ম্মার কর্ণমূলে উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবধর পুনরায় কহিলেন, "রোহিতাশ্বের পথে যাও, দুই তিন ক্রোশ গেলেই দেবকূলের চূড়া দেখিতে পাইবে।"

স্কন্দ। দেব, আজি যে উপকার করিলে তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না, কিছু প্রার্থনা কর।

দেব। যুবরাজ, তোমার বন্ধুত্বই আমার পুরস্কার, আর একটি প্রার্থনা আছে।

স্কন্দ। কি ?

দেব। শতদ্রুর যুদ্ধের একটি নিদর্শন প্রার্থনা করি।

স্কন্দগুপ্ত কোষ হইতে ভগ্ন অসি নিষ্কাশিত করিয়া কহিলেন, "দেব, পিতৃদত্ত অসি শতদ্রুর যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছিল, ইহাতে সুবর্ণাক্ষরে আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের নাম অঙ্কিত আছে, গ্রহণ কর।" দেবধর ভগ্ন অসি গ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তখন বন্ধুবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, নিদর্শন কি করিবি ?"

দেব। সে অনেক কথা ভাই, আর একদিন বলিব।

বন্ধু। না, এখনই বল্।

দেব। বেলা বাড়িয়া চলিল, তোমাদের অনেক পথ চলিতে হইবে।

স্কন্দ। বল না ভাই, কতই বা বিলম্ব হইবে ?

দেব। আমিও স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবীর কক্ষে অমিয়াকে দেখিয়াছিলাম, সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর দুই একবার নাট্যশালায় দৃষ্টি-বিনিময় হইয়াছিল—

স্কন্দ। বন্ধু, তোর পিতৃপুণ্যফলে মালব-দুর্গস্বামিনী পূর্ব্বেই তোর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, নতুবা তোকে দেবধরের হস্তে মরিতে হইত।

বন্ধু। পাগল আর কি, দুর্গস্বামিনী আর অমিয়াতে অনেক প্রভেদ !

দেব। সাবধান বন্ধু।

স্কন্দ। আর বীরত্বে কাজ নাই, আমি স্বীকার করিতেছি যে, উভয়েই অপ্সরাবিনিন্দিতা। তাহার পর কি হইল ?

দেব। আর কি ! নয়নকোণের ভাষায় বুঝিলাম দেবী আমার প্রতি প্রসন্না। একদিন মহানায়ক জয়ধবলের নিকট ঘটক প্রেরণ

করিলাম। বুড়া ঘটককে প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার পরে শ্যামা-মন্দিরে দেবী-দর্শন মিলিল, দেখিলাম, দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণা। স্বয়ং বুড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বুড়া বলিল যে আমার ন্যায় দুশ্চরিত্র যুবকের হস্তে তিনি কন্যা সমর্পণ করিবেন না ; বানরের গলায় মুক্তামালা দিতে নাই। অনেক সাধ্য-সাধনার পর বৃদ্ধ কহিল, যদি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, রাজার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পার, প্রায়শ্চিত্তান্তে জীবিত থাক, তখন ফিরিয়া আসিও। বিপাশার যুদ্ধে বহুবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি কিন্তু শমন আমাকে গ্রহণ করে নাই। সেই দিন বুঝিয়াছি যে একদিন অমিয়াকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইব। অভিসার, নৃত্য-গীত ভুলিয়া গিয়াছি বন্ধু, হূণ-যুদ্ধরূপ দাবানলে শুচি হইয়া জয়ধবলের গৃহে চলিয়াছি।

স্কন্দ। সাধু দেবধর, বাসুদেব তোমাকে জয়যুক্ত করুন। বিবাহের দিন বিপাশার যুদ্ধের সমস্ত সেনাকে নিমন্ত্রণ করিও।

দেব। যুবরাজ, তোমরা সকলে না আসিলে আমার বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে না।

স্কন্দগুপ্ত ও বন্ধুবর্ম্মা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যে জীবিত থাকিবে, সে-ই আসিবে।" যুবরাজ রোহিতাশ্ব-তোরণাভিমুখে চলিলেন, দেবধর শিবিকায় আরোহণ করিলেন। তোরণে উপস্থিত হইয়া যুবরাজ দেখিলেন, শত অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে কেন ?" "যুবরাজের সহিত যাইব।" "কি করিয়া জানিলে আমি রোহিতাশ্ব-তোরণে আসিব ?" "মহারাজ, নগরের অষ্টাদশ তোরণে বিপাশার যুদ্ধের অষ্টাদশ শত অশ্বারোহী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইহা মহামন্ত্রীর আদেশ।" "চল।"

শরীর-রক্ষী শত অশ্বারোহী তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, সমবেত শত শত নাগরিক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, যুবরাজ ও বন্ধুবর্ম্মা তোরণ অতিক্রম

করিয়া রোহিতাশ্বের পথ অবলম্বন করিলেন। তিন ক্রোশ অতিক্রান্ত হইলে প্রাচীন দেবমন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ চূড়া দৃষ্ট হইল, পঞ্চম ক্রোশে পথিপার্শ্বে উদ্যান দৃষ্ট হইল। উদ্যানে মৃগযূথপরিবৃতা গৈরিকবসনা দেবী-মূর্ত্তি সহকারতলে উপবিষ্টা ছিলেন। স্কন্দগুপ্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, বন্ধুবর্ম্মা অশ্বারোহিগণের সহিত দেবমন্দিরের তোরণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্কন্দগুপ্ত কম্পিতপদে সহকারতরুতলে চলিলেন; পদশব্দ শুনিয়া দেবী বদনোত্তোলন করিলেন। মৃগযূথ উঠিয়া দাঁড়াইল, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া যুবরাজের পদস্খলন হইল, বিচিত্র উষ্ণীষ শিরশ্চ্যুত হইল, কনকবরণ কেশরাশি মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া দেবীমূর্ত্তির আপাদমস্তক কম্পিত হইল, যুবরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, উষ্ণীষ শালিশস্যক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল। কম্পিত আবেগরুদ্ধকণ্ঠে যুবরাজ ডাকিলেন, "অরুণ !" সে স্বর শুনিয়া দেবী কম্পিতা হইলেন, পদদ্বয় দেহের ভার ধারণে অক্ষম হইল, ধীরে ধীরে দেবী ভূমিতে উপবেশন করিলেন। মৃগযূথ বিপদ বুঝিয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ নিকটে আসিলেন, বিকৃতকণ্ঠে পুনর্ব্বার ডাকিলেন, "অরুণ !"

শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হইল, "দেবতা—তুমি—বাসুদেব—" "অরুণ, আবার পাটলিপুত্রে ফিরিয়াছি, বহুকষ্টে দেবধর তোমার সন্ধান করিয়াছে, আবার তোমায় দেখিতে—" "দেবতা—যুবরাজ—সত্য—তুমি—" "সত্যই আমি, অরুণ—উঠ, চাহিয়া দেখ, তোমার দর্শনলাভের আশায় জীবিত আছি। অরুণ, অরুণ !"

মৃগযূথ দূরে সরিয়া গেল, সুরোন্মত্তের ন্যায় কম্পিতপদে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া স্কন্দগুপ্ত অগ্রসর হইলেন কিন্তু দেবীমূর্ত্তি দূরে সরিয়া গেল, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া স্কন্দগুপ্ত সহকার-শাখা আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা রুদ্ধশ্বাস প্রবাহিত হইল, কণ্ঠস্বর দৃঢ় হইল, অরুণা কহিলেন, "চিত্ত স্থির কর যুবরাজ—আমি অস্পৃশ্যা—দেখিতেছ না গৈরিক ধারণ করিয়াছি? এই উদ্যান পবিত্র স্থান, ইহা বাসুদেবের সম্পত্তি।" বিস্মিত হইয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অস্পৃশ্যা! কেন, অরুণ?" অরুণা কহিলেন, "কিছুই কি শুন নাই যুবরাজ?" "সমস্তই শুনিয়াছি। কিন্তু তথাপি তুমি কেন আমার অস্পৃশ্যা হইবে? তরুণ বয়সে কেন গৈরিক ধারণ করিলে অরুণ?" "যুবরাজ, মহাদেবী স্বর্গারোহণ করিলে, দেবভোগ্যা বসুন্ধরা পবিত্র মগধভূমি যখন পিশাচের লীলাস্থল হইল, পরমভট্টারিকা স্বর্গীয়া ধ্রুবস্বামিনীর প্রাসাদে সামান্যা গণিকার জার যখন দিবালোকে আমার হস্তধারণ করিল, তখন পিতৃপুণ্য-বলে আত্মরক্ষা করিয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলাম। তৃতীয় তোরণের পারে গুরুদেব আমার প্রতীক্ষায় উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই মঠে আসিয়াছি, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহারই আদেশে দেহ মন প্রাণ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছি, গৈরিক ধারণ করিয়াছি। তদবধি সন্ন্যাসিনী হইয়া এই মঠে বাস করিতেছি।"

যুবরাজ সহসা ভূমিতে উপবেশন করিলেন, কাতরকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "অরুণ!" অরুণা কহিলেন, "যুবরাজ, অপরাধ ক্ষমা করিও, তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত দেহ বেশ্যাজারের কলুষিত করস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাসুদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, সুদূর কপিশায় স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ,—দেবতা আমার, তুমি নশ্বর দেহ উৎসর্গ করিয়াছ,—সেই অবধি বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কখনও চিত্ত স্থির করিতে পারি নাই। গুরুদেবকে বলিয়া-ছিলাম যে, আমি তোমার বাগ্দত্তা পত্নী, বাসুদেবকে ধ্যান করিতে সদা চিত্তপটে তোমার দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি উদয় হয়, আমি অবলা নারী, চিত্ত-

স্থির আমার পক্ষে অসম্ভব। গুরুদেব বলিয়াছিলেন যে, তুমি নররূপী নারায়ণ, আর্য্যাবর্ত্ত ও আর্য্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছ। তাঁহার আদেশে চতুর্ভুজ বাসুদেবের পরিবর্ত্তে তোমার অপরূপ রূপ ধ্যান করি। অন্তর্যামী বাসুদেব জানেন, কাহার মূর্ত্তি শয়নে স্বপনে জাগরণে সদা আমার নয়নপথে বিদ্যমান।" "তবে কেন অরুণ মরি নাই! আর একবার তোমাকে দেখিবার জন্য মরিতে পারি নাই। অরুণ প্রাসাদে চল।" "কেমন করিয়া যাইব দেবতা?" "চল অদ্যই বিবাহ হউক।" "গুরু কি আদেশ দিবেন?"

সহকারবৃক্ষকাণ্ডের পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "দিব, কিন্তু বিলম্ব আছে।"

দীর্ঘাকার প্রশান্তবদন সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসিলেন। অরুণাদেবী দূর হইতে গুরুকে প্রণাম করিলেন, যুবরাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, "পুত্র, মঠে আইস, অদ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। আমার অনেক বক্তব্য আছে।" স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "প্রভু, যতক্ষণ অরুণকে দেখিতে পাই নাই, ততক্ষণ চিত্ত স্থির ছিল, কিন্তু বাল্যসখী ও বাগ্‌দত্তা-পত্নীকে দেখিয়া চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। প্রভু, অরুণাকে কি প্রাসাদে ফিরিতে অনুমতি দিবেন?"

"সময় হইলেই দিব কিন্তু এখনও বিলম্ব আছে। অরুণাদেবী তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী,—স্বর্গীয়া পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবীর পালিতা তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। অরুণা চন্দ্রসেন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইবে জানিয়াই সেই দিন পাটলিপুত্রের প্রাসাদসীমায় পরিখাতীরে অপেক্ষা করিতেছিলাম। বলিয়াছি ত অনেক বক্তব্য আছে, মঠে আইস।"

যুবরাজ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মঠাভিমুখে চলিলেন, অরুণা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। দেবালয়ের

চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া মঠনির্ম্মিত হইয়াছিল ; পাষাণনির্ম্মিত মঠের স্নিগ্ধ অলিন্দের শীতল ছায়ায় বসিয়া বন্ধুবর্ম্মা বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিলেন, স্কন্দগুপ্তকে দেখিয়া শতায়ুধ-চিহ্নিত মুখে ঈষৎ হাস্যের রেখা দেখা দিল। সন্ধ পশ্চাতে অরুণাদেবী আসিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মালবরাজ শিহরিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই দীর্ঘ অসি কোষমুক্ত হইল, ফলক ললাট স্পর্শ করিল। বজ্রগম্ভীর-কণ্ঠে বন্ধুবর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "মহাদেবীর জয় হউক।" দূরে আম্রকাননে শতদ্রু-সৈকতের ভীষণ যুদ্ধের শত বীর বিশ্রাম করিতেছিল, তাঁহারা সে জয়ধ্বনি শুনিল ; শতকণ্ঠে উচ্চারিত মহাদেবী অরুণার জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, অশ্রুধারায় দুঃখিনী অরুণার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল। তখন নীলনভঃস্থলের এক অজ্ঞাত কোণে ভাগ্য-দেবতা হাস্য করিতেছিলেন।

জয়ধ্বনি প্রশমিত হইলে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া অরুণা বন্ধুবর্ম্মাকে কহিলেন, "মালবরাজ, সহকারতরুতলে বসিয়া কতদিন স্বপন ঘোরে এই দৃশ্য দেখিয়াছি।" বন্ধুবর্ম্মা হাসিয়া কহিলেন, "দেবি, আজি স্কন্দের মুখে যে দীপ্তি দেখিতেছি, তাহা বহু দিন দেখি নাই। বাহ্লীকাতীরে, কপিশায়, গন্ধারে, পুরুষপুরে, শতদ্রুতীরে কতবার মনে হইয়াছে, যুবরাজের মুখের সে প্রশান্ত ভাব আর কি কখনও ফিরিবে? আজি তোমার দর্শনে সে দীপ্তি ফিরিয়াছে ; দেবি, তুমি গুপ্তকুললক্ষ্মী, তুমি বিচলিতা হইয়াছিলে সেইজন্য, সাম্রাজ্য রসাতলের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ফিরিয়া চল দেবি, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসুক, আমি মালবে—"

"দুর্গ-স্বামিনীর নিকট ফিরিয়া যাই।" যুবরাজ এই কয়টি কথা বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। অশ্রু-অন্ধনেত্রে বন্ধুবর্ম্মা তাঁহাকে দৃঢ় বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "তাহাই হউক স্কন্দ, সেও দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে।"

এই সময়ে সন্ন্যাসী কহিলেন, "পুত্রগণ, বিশ্রাম কর, সেবা গ্রহণ কর।" তাহা শুনিয়া যুবরাজ কহিলেন, "প্রভু, অরুণার উপর আমার ভাগ্য নির্ভর করে, অরুণার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শেষ না হইলে আমার পক্ষে বিশ্রাম অসম্ভব ; যাহার চিত্ত বিভ্রান্ত তাহার কি বিশ্রাম সম্ভব ?" "তবে আসন গ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী আসন আনয়ন করিলে সকলে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "পুত্র, আমার দুই একটি প্রশ্ন আছে।" যুবরাজ কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন।" "অরুণাকে যদি এখন বিবাহ কর, তাহা হইলে কোথায় লইয়া যাইবে ?" "পাটলিপুত্রে।" "কোথায় রাখিবে, প্রাসাদে ?" "অসম্ভব, মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মার গৃহে।" "লোকে মহারাজাধিরাজকে নিন্দা করিবে, অথচ প্রাসাদ এখন আর ভদ্রকন্যার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে।" "মালবে অথবা সৌরাষ্ট্রে ?" "সম্ভব। আর একটি কথা বিবেচনা কর। যুবরাজ, তুমি গুপ্তবংশের একমাত্র ভরসাস্থল। পুত্র, কেবল গুপ্তবংশ বা সাম্রাজ্য নহে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আজি তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি আর্য্যাবর্ত্ত ও আর্য্যধর্ম্মের একমাত্র সম্বল। তুমি ব্যতীত ভারতে এমন কেহ নাই যে, হূণসমরে আর্য্যপ্রাধান্য রক্ষা করে। স্কন্দগুপ্ত, এখন কি তুমি বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, না স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে ?" "বিবাহান্তে কি স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ রক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে ?" "অসম্ভব হইবে না কিন্তু তোমার চিত্ত স্থির থাকিবে না।" "তাহা সত্য।"

ব্রীড়াবনতবদনে অরুণাদেবী কহিলেন, "দেব, যে বেশ্যাকন্যার আবির্ভাবের জন্য পট্টমহাদেবী দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে জীবিতা থাকিতে যুবরাজের বিবাহে সম্মতা হইবে না, আর সে সম্মতা না হইলে সম্রাট্ অনুমতি দিতে পারিবেন না।"

বন্ধু। সত্য মহাদেবী।

সন্ন্যাসী। পিতার অনুমতি ব্যতীত অরুণার পাণিগ্রহণ করিলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসী তোমার অপযশ ঘোষণা করিবে।

স্কন্দ। তাহাও সত্য, কিন্তু প্রভু, দীর্ঘকাল পরে অরুণাকে পাইয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।

সন্ন্যাসী। ত্যাগ করিতে হইবে না, মন্দিরে চল।

সশব্দে মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সকলে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী বিগ্রহের সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া আচমন করিলেন এবং পাষাণনির্ম্মিত বাসুদেবমূর্ত্তির পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, স্কন্দগুপ্তদেব, এই পবিত্র নারায়ণ-বিম্ব স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, তুমি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবে, তখন তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী অরুণাদেবীকে আমি ব্রতমোচন করিয়া ফিরাইয়া দিব এবং যতদিন তুমি তাহাকে না গ্রহণ করিবে, ততদিন কন্যার ন্যায় তাহাকে পালন করিব এবং আজীবন শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিব। মা, অগ্রসর হও, আচমন কর।"

অরুণা আচমন করিয়া প্রতিমা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "দেবতা, বাসুদেব জানেন আমি তোমার পত্নী, অদ্য বাসুদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া দেহ মন প্রাণ তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম, যখন তুমি আহ্বান করিবে, প্রাসাদে হউক, কুটীরে হউক তোমার সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব।"

এই সময়ে সন্ন্যাসী কহিলেন, "মাতা, গৈরিক পরিত্যাগ করিয়া আইস।" অরুণা মুহূর্ত্তমধ্যে গৈরিক ত্যাগ করিয়া রক্ত চীনাংশুক ধারণ করিয়া আসিলেন। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, "মাতা, বিগ্রহের কণ্ঠের মাল্য নিজকণ্ঠে ধারণ কর।" অরুণা চম্পকদাম শোভিত মাল্য পাষাণ-প্রতিমার কণ্ঠ হইতে গ্রহণ করিয়া কম্বুকণ্ঠে ধারণ করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "মাল্য পতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও।" কম্পিত হস্তে অরুণা যুবরাজের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন, স্কন্দগুপ্ত নিজ বহুমূল্য মুক্তাহার অরুণাদেবীর কণ্ঠে

পরাইয়া দিলেন। তখন অরুণা কহিলেন, "দেবতা একটি প্রার্থনা আছে।" যুবরাজ সহাস্যবদনে কহিলেন, "তোমাকে কি অদেয় আছে অরু?" "যদি কখন শুনি যে তুমি—" "যদি আমি মরি?" "অনুমতি দাও, চিতাশয্যা গ্রহণ করিব।" "করিও।"

এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া কহিল, পাটলিপুত্র হইতে একজন অশ্বারোহী আসিয়াছে, সে এই অঙ্গুরীয়ক যুবরাজের হস্তে প্রদান করিতে কহিয়াছে। যুবরাজ অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অরুণাদেবী স্কন্দগুপ্তের হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" যুবরাজ অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, "অমঙ্গলের সূচনা, চল বাহিরে যাই।" সকলে মঠের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একজন ঘর্ম্মাপ্লুত অশ্বারোহী মৃতপ্রায় অশ্বের বল্গাধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "কুমার, হর্ষগুপ্ত অঙ্গুরীয়ক প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, বিষম অনর্থ ঘটিয়াছে। মহামন্ত্রী মহারাজাধিরাজের আদেশে মণ্ডলায় গিয়াছেন। আপনি কল্য প্রথম প্রহরে সভামণ্ডপে উপস্থিত না হইলে বিষম বিপদ হইবে।" স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, বলিতে পার?" "না, দেব। তবে কুমার অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন।" "হর্ষ পাগল। তুমি বিশ্রাম কর, আমি অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

অপরাহ্নে অরুণা ও স্কন্দগুপ্ত মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন, বন্ধুবর্ম্মা মণ্ডপে প্রতীহার স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিলেন। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "আধার বিদায়।" অশ্রু-অন্ধ নয়নদ্বয় গোপন করিবার জন্য অরুণা মস্তক অবনত করিলেন। যুবরাজ কহিলেন, "অরু, কখনও তোমাকে স্পর্শ করি নাই, আজি করিব?" অরুণা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। বহুক্ষণ পরে আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। যুবরাজ নিজ অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া

অরুণা দেবীর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিতেছেন, এই সময়ে কুমার হর্ষগুপ্ত দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "দাদা, শীঘ্র আসুন, কুলগৌরব রক্ষার্থ দেবধর বোধ হয় এতক্ষণ আত্মবলি দিয়াছে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অভিজাত কুলগৌরব

যুবরাজ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবধর শিবিকারোহণে রোহিতাশ্ব দুর্গাধিপতি জয়ধবলদেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুবরাজভট্টারকপাদীয় জয়ধবল, প্রসিদ্ধ বলবংশীয় মহানায়ক, তিনি সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান দুর্গ রোহিতাশ্বের অধিপতি, গৌড়ের ও বঙ্গের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী। ধনে, মানে, প্রতাপে জয়ধবলদেব মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। পাটলিপুত্রে দক্ষিণ তোরণের নিকট তাঁহার বিশাল অট্টালিকা ছিল, মহানায়ক গ্রীষ্মে রোহিতাশ্বে ও হেমন্তে পাটলিপুত্রে বাস করিতেন।

অট্টালিকার সম্মুখে শিবিকা উপস্থিত হইলে জয়ধবলের পরিচারকগণ আরোহীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণীর উপর বহুমূল্য আস্তরণ বিছাইল। ছত্র আসিল, চামর আসিল, গন্ধবারি আসিল,—একজন পরিচারক গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। দেবধর শিবিকাত্যাগ করিলেন, তাঁহার মস্তকের উপর রক্তবর্ণ ছত্র ধৃত হইল, দুই-জন পরিচারক ব্যজন করিতে লাগিল। অট্টালিকার দ্বিতীয় তলে বর্ষীয়ান্ মহানায়ক জয়ধবলদেব দেবধরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, দেবধর কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবধর

প্রণাম করিবার অবসর পাইলেন না, বৃদ্ধ মহানায়ক কহিলেন, "পুত্র, অপরাধ গ্রহণ করিও না। আমিও যৌবনে যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলাম, যুদ্ধ কাহাকে বলে এখনও বিস্মৃত হই নাই। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার সপ্তকের যশঃ ত্রিভুবনে ঘোষিত করিয়াছে। অমিয়া তোমারই, উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া আমি ধন্য হইব, চন্দ্রধরের পুত্রের হস্তে কন্যা ন্যস্ত হইলে ধবলবংশ ধন্য হইবে।"

বহুকষ্টে বৃদ্ধের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া দেবধর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ মহানায়ক একজন দণ্ডধরকে মাল্য ও চন্দন আনিতে আদেশ করিলেন ও আর একজনকে অমিয়াদেবীকে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। দেবধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা, মাল্য?" বৃদ্ধ যোদ্ধা হাসিয়া কহিলেন, "পুত্র ক্ষত্রিয়ের বিবাহে বিলম্ব করিতে নাই, বিশেষতঃ যখন মহাযুদ্ধ চলিতেছে, তখন এখনই বিবাহ হউক।" "বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন?" "এখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ হউক, ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পরে হইবে।"

দেবধর উত্তর না পাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পুত্র, এক বৎসরে হূণ যুদ্ধ শেষ হইবার নহে, শীঘ্রই সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অগ্নিগুপ্ত প্রভুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, জরা যদি আমাকে গ্রাস না করিত, তাহা হইলে আমিও পাটলিপুত্র ত্যাগ করিতাম। চন্দ্রগুপ্ত সেই ধ্রুবস্বামিনীর ন্যায়, বৃদ্ধ জয়-ধবলের যশঃ তাঁহাদিগের সহিত লুপ্ত হইয়াছে—" "শুনিয়াছি।" "কাহার নিকট?" "পিতামহ মহামন্ত্রীর।" "দামোদর আছে বটে! মনে করিতেছি বীরধবলকে এই বৎসরে কপিশায় প্রেরণ করিব। বিবাহান্তে তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিব। ভরসা করি, বালক বীরধবল একদিন তোমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শতদ্রু যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধে ধবলবংশ উজ্জ্বল করিবে?"

এই সময়ে একজন দণ্ডধর আসিয়া কহিল, "দেব, মহানায়িকা ও অমিয়াদেবী ধবলেশ্বর মন্দিরে পূজা করিতেছেন।" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "অতি উত্তম কথা, পুত্র, চল দেবমন্দিরে কন্যা সম্প্রদান করিব।" বৃদ্ধের সহিত দেবধর ধবলবংশের প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে মহানায়িকা কন্যার হস্তধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেবধর ভাবী শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন। মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক দেবধরকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পুরোহিত আসিলেন, বিবাহের দিন স্থির হইল। তিন দিন পরে বিবাহ হইবে, বিবাহ অবধি অমিয়াদেবী পিতৃগৃহে অবস্থান করিবেন। তখন মহানায়িকা ও পুরোহিত অন্তরালে গমন করিলেন, মন্দিরের গর্ভগৃহে বরকন্যা মালা-বিনিময় করিলেন। দেবধর বহুমূল্য কণ্ঠহার পত্নীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অমিয়াদেবী লজ্জিতা হইলেন, কারণ, তিনি পূজার পূর্ব্বে স্নানকালে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেবধর ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমিয়া, আমাকে একটা নিদর্শন দিবে না?" অমিয়াদেবী কহিলেন, "স্বামি, স্নানের পূর্ব্বে আমার অলঙ্কার সমস্তই ত ত্যাগ করিয়াছি, কি দিব?"

"এক গুচ্ছ কেশ দাও কণ্ঠে ধারণ করিব।" "এখানে ত অস্ত্র নাই, আপনার অসি একবার আমাকে দিন।" "কেন?" "কেশগুচ্ছ কাটিব।"

দেবধর অসি কোষমুক্ত করিলেন; অমিয়াদেবী আপাদলম্বিত কেশরাশি হইতে একটি গুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া পতির হস্তে অর্পণ করিলেন, দেবধর তাহা মাল্যবৎ কণ্ঠে ধারণ করিলেন। অমিয়াদেবী ও মহানায়ক জয়ধবল-দেবের নিকট বিদায় লইয়া দেবধর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দক্ষিণ ও রাজগৃহ তোরণের রাজপথের সন্ধিস্থলে শিবিকার গতি রুদ্ধ হইল। অসংখ্য দণ্ডধর ও প্রতীহার বেষ্টিত একখানি শিবিকা, পথের সন্ধিস্থলে বহু রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও শিবিকার গতিরোধ করিয়া আছে। দেবধর

বিস্মিত হইয়া একজন বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবিকা কাহার?" বাহক কহিল, "দেব, বলিতে পারি না"। "ইহা কি প্রাসাদের শিবিকা?" "না।" "তবে কাহার শিবিকা দিবালোকে পাটলিপুত্রের রাজপথ রুদ্ধ করিয়াছে?"

পথিপার্শ্ব হইতে একজন নাগরিক কহিল, "মহানায়িকা মদনিকার।"

দেবধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহানায়িকা মদনিকা? কাহার পত্নী?" নাগরিক কহিল, "তাহা বলিতে পারি না।" অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল তথাপি শিবিকা উঠিল না দেখিয়া দেবধর নিজ শিবিকা ত্যাগ করিয়া পথের সন্ধিস্থলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একজন দণ্ডধর তাঁহার গতিরোধ করিল। দেবধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু হে, কাহার শিবিকা বলিতে পার?" "মহা-নায়িকা মদনিকার।" "তাহা শুনিয়াছি, তিনি কাহার পত্নী?" "মহানায়িকা এখনও অবিবাহিতা।" "তিনি কোন্ মহানায়কের কন্যা?"

বারবনিতা মদনিকা যে কাহার কন্যা তাহা তাহার গর্ভধারিণী পর্য্যন্ত অবগত ছিল না, সুতরাং প্রতীহার অবনত মস্তকে চিন্তা করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পথিপার্শ্বের অপর একজন নাগরিক দেবধরের বস্ত্রাকর্ষণ করিল, দেবধর আকৃষ্ট হইয়া প্রতীহারের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। নাগরিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কত দিন পাটলিপুত্রে আসিয়াছেন?" দেবধর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ভদ্র, আমাকে দেখিলে বিদেশীয় বা গ্রামবাসী বলিয়া বোধ হয়?" "না, কিন্তু কোনও পাটলিপুত্রবাসী জিজ্ঞাসা করিত না মদনিকা কে?" "কেন?" "আপনি বোধ হয় বহুদিন বিদেশে ছিলেন?" "বহুদিন না হউক কিছুদিন বটে।" "মদনিকা মহারাজাধিরাজের শ্বশ্রূ মহানায়িকা ইন্দ্রলেখাদেবীর সখী।" "বুঝিয়াছি। পাটলিপুত্রের সমস্ত বারবনিতা এখন মহানায়িকা হইয়াছে?" "সমস্ত না হউক, দুই চারিজন বটে।" "মহানায়িকা রাজপথের সন্ধিস্থলে

কি করিতেছেন?” “পূর্ব্বপরিচিতা তাম্বূলবিক্রেত্রীর সহিত আলাপ করিতেছেন।” “সেজন্য রাজপথে গমনাগমন নিষিদ্ধ কেন?” “মহানায়িকার আদেশ।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবধরের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে শিবিকার দিকে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “শিবিকা দূরে লইয়া যা।” পূর্ব্বোক্ত প্রতীহার দেবধরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয় চীৎকার করিতেছেন কেন, মহানায়িকা বিরক্ত হইবেন।” “মহানায়িকা বিরক্ত হইলে আমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি নাই, শিবিকা দূরে লইয়া যাইতে বল।” “কেন?” “পথরুদ্ধ আছে।” “তোমার ন্যায় ব্যক্তির আদেশে মহানায়িকা মদনিকাদেবীর শিবিকা অপসারিত হয় না। মঙ্গল চাহ ত দূরে সরিয়া যাও।” ক্রোধে অন্ধ হইয়া দেবধর পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “শিবিকা দূরে লইয়া যা, পথ ছাড়িয়া দে।” পূর্ব্বোক্ত প্রতীহার ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, “কাহার আদেশে?” “মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধরের আদেশ।”

নাম শুনিয়া প্রতীহার হস্তত্রয় পশ্চাতে হটিয়া গেল ও অভিবাদন করিয়া কহিল, “দেব, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি মহানায়িকাকে আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।” তাহার বিনীতভাব দেখিয়া দেবধরের ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তিনি কহিলেন, “আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে না, পথ ছাড়িয়া দিতে বল।” প্রতীহার ধীরে ধীরে শিবিকার দিকে অগ্রসর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবিকা হইতে ক্রুদ্ধস্বরে মদনিকা বলিয়া উঠিল, “পথ ছাড়িয়া দিব না। আমার যতক্ষণ ইচ্ছা হইবে এইস্থলে বসিয়া থাকিব, যদি কাহারও সাধ্য থাকে আমাকে সরাইয়া দিক।” দেবধরের ক্রোধাগ্নি পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইল, তিনি তীব্রস্বরে কহিলেন, “যদি মঙ্গল চাহ তাহা হইলে শীঘ্র পথ ছাড়িয়া দাও।”

মদিরাবিহ্বলা মদনিকা শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, তাহাকে দেখিয়া নাগরিকগণ ভয়ে দূরে সরিয়া গেল, সে দেবধরের দিকে অস্থির গতিতে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "তুই কি মনে ভাবিয়াছিস্? তোর কি প্রাণের ভয় নাই? জানিস্ তোকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইতে পারি?" দেবধর ধীরে ধীরে কহিলেন, "যদি মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে পথ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাও।" "পথ কি তোর পিতার সম্পত্তি?" "দেখ মদনিকা, আসব পান করিয়া তোমার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে, সরিয়া যাও।" "আসব পান করিয়া তোর পিতামহীর বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল।" "তুই সামান্যা গণিকা, সাবধান।" "তোর মাতা বেশ্যা, পিতামহী বেশ্যা, প্রপিতামহী বেশ্যা। আমি গণিকা?"

দেবধরের পশ্চাৎ হইতে একজন বাহক মদনিকাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিল। মদনিকার প্রতীহারগণ বাহককে আক্রমণ করিল, তখন নিরস্ত্র বাহকগণের রক্ষার্থে দেবধর অসি কোষমুক্ত করিলেন। দণ্ডধর ও প্রতীহারগণ সশস্ত্র, বাহকগণ নিরস্ত্র, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা পরাজিত হইল। দেবধর তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মদনিকার অনুচরগণকে বাধা দিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রচালনা দেখিয়া পথ জনশূন্য হইয়াছিল, বিংশতিজন দণ্ডধর ও প্রতীহার সহায়হীন দেবধরকে আক্রমণ করিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া গণিকা মদনিকা তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিল। দেবধর বিপদ বুঝিয়া এক অট্টালিকার প্রাচীরে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া আত্মরক্ষার উদ্যম করিতেছিলেন, বাহকগণ পলায়ন করিয়াছিল। সহসা দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, মদনিকার অনুচরগণ ভীত হইয়া আক্রমণে বিরত হইল, পরক্ষণেই শতাধিক অশ্বারোহীর সহিত কুমার হর্ষগুপ্ত আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দণ্ডধর ও প্রতীহারগণ হত ও বন্দী হইল, মদনিকা পলায়নের উদ্যম করিতেছিলেন, একজন অশ্বারোহী তাহার কেশাগ্র ধারণ করিয়া

পদাঘাত করিল, সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া দেবধর কহিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও।" হর্ষগুপ্ত কহিলেন, "এত সহজে নহে।" "কি করিবে?" "দেখ।"

কুমারের আদেশে অশ্বারোহিগণ মদনিকাকে তাহার শিবিকায় বন্ধন করিল এবং কশাঘাতে তাহার পৃষ্ঠ জর্জ্জরিত করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিল। মৃতকল্পা গণিকা মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিল। তখন দেবধর হর্ষগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার তুমি কোথায় যাইতেছিলে?" হর্ষগুপ্ত কহিলেন, "প্রাসাদে, পথে তোমার বাহক বিপদের কথা জানাইল।" "মদনিকা কে তাহা জান?" "জানি, ইন্দ্রলেখার সখী।" "আজিকার ঘটনা এই স্থানে শেষ হইবে না।" "নিশ্চিন্ত থাকিও, আমি গোবিন্দ-গুপ্তের পুত্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কিন্তু একাকী রাজপথে বাহির হইও না।" "কেন?" "দাদা ফিরিয়া আসুন তখন বলিব, আজি পিতামহ পর্য্যন্ত নগরে নাই। দেবধর প্রতিজ্ঞা কর।" "কেন কুমার ভয় কি?" "কি জানি, পাটলিপুত্র নগরকে বিশ্বাস নাই। যেস্থানে দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে গণিকার অনুচর সাম্রাজ্যের মহা-নায়ককে আক্রমণ করে, সেস্থানে সর্ব্বদা সাবধান হওয়াই উচিত।" "ভাল প্রতিশ্রুত হইলাম, যুবরাজ না ফিরিলে একাকী নগরে বাহির হইব না।"

দেবধর শিবিকারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহর শেষ হইলে একজন দাস সুষুপ্ত দেবধরকে জাগাইয়া তাঁহাকে জানাইল যে মহাপ্রতীহারের আদেশে জনৈক চৌরোদ্ধরণিক তাহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে। দেবধর বিস্মিত হইয়া দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৌরোদ্ধরণিক? বন্দী করিতে?" দাস কহিল, "হাঁ প্রভু"। "কাহাকে?" "আপনাকে।" "আমাকে? তুমি ভুল শুনিয়াছ।" "দেব, চৌরোদ্ধরণিক কহিল মহাপ্রতীহারের আদেশে সে

আপনাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে।” “অসম্ভব, তুমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।”

দাস অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “দেব, চৌরোদ্ধরণিক আপনার দর্শন প্রার্থনা করে।”

দেবধর চৌরোদ্ধরণিককে সেই স্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। অবিলম্বে দাস চৌরোদ্ধরণিকের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিল এবং গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। দেবধর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি চৌরো-দ্ধরণিক?” সে লজ্জিত হইয়া কহিল, “হাঁ প্রভু”। “মহাপ্রতীহারের আদেশে আমাকে বন্দী করিতে আসিয়াছ?” “হাঁ।” “তুমি জান আমি কে?” “হাঁ প্রভু।” “তুমি জান যে সামান্য চৌরোদ্ধরণিকের পক্ষে সাম্রাজ্যের মহানায়কগণের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব।” “জানি।” “তবে কেন আসিয়াছ?” “মহাপ্রতীহারের আদেশে।” “তুমি জান যে মহামুদ্রাঙ্কিত পত্র ব্যতীত স্বয়ং মহাপ্রতীহারও আমাকে বন্দী করিতে পারেন না?” “দেব, আমি দশবৎসর রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছি, সাম্রাজ্যের প্রাচীন রীতি মহাপ্রতীহারের সমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম!” “শিবনন্দী ত হূণযুদ্ধে, নূতন মহাপ্রতীহার কে?” “অক্ষয়নাগের পুত্র ভবরুদ্র।” “নূতন মহাপ্রতীহারকে কহিও যে, মহানায়ক দেবধরের গৃহ শৌণ্ডিকবীথি নহে।”

চৌরোদ্ধরণিক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, দেবধর বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে পূর্ব্বোক্ত দাস আসিয়া অভিবাদনান্তে কহিল, “দেব, নগরের মহাপ্রতীহার আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।” দেবধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলি? মহাপ্রতীহার?” দাস কহিল, “হাঁ প্রভু! শতাধিক দণ্ডধর ও প্রতীহার গৃহ বেষ্টন করিয়াছে।” “গৃহে কত যোদ্ধা আছে?”

"দ্বিশতের অধিক।" "তাহাদিগকে প্রস্তুত হইয়া মণ্ডপে আসিতে আদেশ কর।"

দাস অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সার্দ্ধদ্বিশত বর্ম্মাবৃত যোদ্ধার সহিত দেবধর মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপে সুখাসনের সম্মুখে নূতন মহাপ্রতীহার ভবরুদ্র অপেক্ষা করিতেছিল। শৌণ্ডিকপুত্র দেবধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর?" উত্তর হইল, "হাঁ।" "আপনার জন্য মহামুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র আনিয়াছি।"

দেবধর অসি কোষমুক্ত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সার্দ্ধদ্বিশত অসি কোষমুক্ত হইল, ভবরুদ্র জনৈক দণ্ডধরের হস্ত হইতে রজতপাত্র গ্রহণ করিলেন। অসি ললাটে স্পর্শ করিয়া দেবধর পাত্র হইতে তালপত্রে লিখিত পত্র গ্রহণ করিলেন, তখন সার্দ্ধদ্বিশত অনুচর রাজকীয় মুদ্রা অভিবাদন করিল। পত্রে লিখিত ছিল;—

"মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর মহানায়িকা মদনিকাকে প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। মহাপ্রতীহার চন্দ্রধরের পুত্র দেবধরকে, আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, বন্দী করিয়া কারাগারে আনয়ন করিবেন এবং আগামী কল্য প্রভাতে বিচারার্থ সভামণ্ডপে উপস্থিত করিবেন। স্বহস্তোয়ং মম মহারাজাধিরাজস্য শ্রীকুমারগুপ্তস্য। সম্বৎ ১২৬ ভাদ্রপদদিনে ৭।"

আদেশপত্র পাঠ করিয়া দেবধরের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি মহাপ্রতীহারকে কহিলেন, "মহাপ্রতীহার, মহারাজাধিরাজের আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি সাম্রাজ্যের মহানায়ক, বিচারের পূর্ব্বে আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের নীতি অনুসারে কোনও মহানায়ক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। আপনি প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আমি প্রভাতে মণ্ডপে উপস্থিত থাকিব।" ভবরুদ্র কহিল, "পট্টমহাদেবীর

আদেশ আপনাকে এখনই কারাগারে নিক্ষেপ করিতে হইবে।” “পট্টমহাদেবীকে কহিও গুপ্তসাম্রাজ্যে রাষ্ট্রনীতি বিরুদ্ধ আদেশ প্রতিপালিত হয় না।” “পট্টমহাদেবী আদেশ করিয়াছেন যে আপনি আত্মসমর্পণ না করিলে আপনাকে বলপূর্ব্বক কারাগারে আবদ্ধ করিতে হইবে।” “সাবধান শৌণ্ডিকপুত্র, পশ্চাতে বক্ষু ও শতদ্রু-তীরের সার্দ্ধদ্বিশত বীর অপেক্ষা করিতেছে, বলপ্রয়োগের উদ্যম করিলে তোমার দেহ শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া জাহ্নবী-জলে মকর-কুম্ভীরের আহার্য্য হইবে।” দেবধরের উক্তি শেষ হইলে পশ্চাতে সার্দ্ধদ্বিশত অসি কোষে শব্দিত হইল, বিপদ বুঝিয়া শৌণ্ডিকপুত্র অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিল। দেবধর অর্দ্ধদণ্ডকাল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে তিনজন সৈনিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “প্রিয়নন্দি, তুমি এই কেশগুচ্ছ লইয়া রোহিতাশ্বের অধিপতি মহানায়ক জয়ধবলদেবের আবাসে গমন কর, তাঁহার কন্যা অমিয়াদেবীর হস্তে ইহা অর্পণ করিও।” দেবধর কণ্ঠস্থিত সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রথম সৈনিকের হস্তে প্রদান করিলেন, সে অভিবাদন করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন তিনি দক্ষিণ হস্তের অনামিকা হইতে হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় সৈনিকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, “তুমি ইহা মহাকুমার হর্ষগুপ্তের হস্তে প্রদান করিও।” দ্বিতীয় সৈনিক কক্ষ ত্যাগ করিলে, দেবধর কোষ হইতে ভগ্নশীর্ষ অসি নিষ্কাসিত করিয়া তাহা তৃতীয় সৈনিকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, “এই অসি শতদ্রু-তীরের বিখ্যাত যুদ্ধে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, যুবরাজ নগরে ফিরিয়া আসিলে ইহা তাঁহাকে অর্পণ করিও।” সৈনিক বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবধর অবশিষ্ট সৈনিকগণকে কহিলেন, “বন্ধুগণ, বিপদে ও সম্পদে বহুদিন ধরিয়া তোমরা আমার সহচর, পুরুষানুক্রমে ধরবংশের

হিতাকাঙ্ক্ষী। অদ্য ধরবংশ লুপ্ত হইবে। সামান্যা গণিকা, প্রকাশ্য রাজপথে, অযথা মাতৃনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, সেইজন্য শতদ্রু-তীরের বীরগণ তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। সেই অপরাধে শতবর্ষের সেবা বিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ চন্দ্রধরের পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সিপ্রা ও শুভ্রমতীতীরে চন্দ্রধরের কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন। গণিকার জামাতা গণিকার অনুরোধে চন্দ্রধরের পুত্রকে সামান্য দস্যু-তস্করের ন্যায় কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। বন্ধুগণ, উত্তরাপথে, ধরবংশের প্রয়োজন নাই, অদ্য চিরাগত প্রথানুসারে ধরবংশের অমলধবল যশঃ কলঙ্ক কালিমা লেপন হইতে রক্ষা করিব। উৎসবের আয়োজন কর—”

দেবধরের উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে সশব্দে কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল, কুমার হর্ষগুপ্ত দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া দেবধরকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন এবং আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “দেবধর কি হইয়াছে, পিতৃদত্ত অঙ্গুরীয়ক ফিরাইয়া দিয়াছ কেন?” হর্ষগুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া দেবধর কহিলেন, “হর্ষ, ভাই, আজি আর কুমার বলিয়া তোমাকে বেদনা দিব না। অঙ্গুরীয়ক মহারাজ-পুত্রকে ফিরাইয়া দিও, আর কহিও চন্দ্রধরের পুত্র বংশগৌরব রক্ষার্থ চিরাগতপ্রথার অনুসরণ করিয়াছে।” “কি হইয়াছে দেবধর?” “ভাই, মদনিকাকে অপমান করিয়াছিলাম বলিয়া মহারাজ আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, মহাপ্রতীহার আমাকে বন্দী করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি। কল্য প্রভাতে সভামণ্ডপে বারাঙ্গনাবমাননা অপরাধে আমার বিচার হইবে। সাম্রাজ্যের মহানায়কগণকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিও।” “দেবধর, পিতামহ নাই—দাদা নাই—” “ক্ষতি কি ভাই? অসি আছে। কল্য প্রভাতে আমার শব সম্রাট্ সকাশে লইয়া যাইও। শপথ করিয়াছি প্রভাতে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইব, সত্যরক্ষা

করিও।” “দেবধর, দাদা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।” “কেন্? স্কন্দ কি করিবে? ভাই আজি গণিকার কন্যা সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী, গণিকার জামাতা গণিকার অপমান ক্ষমা করিবেন না, যোদ্ধার সম্বল অশ্রু নহে, অসি।” “দেবধর, মিনতি করি অপেক্ষা কর, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর।”

হর্ষগুপ্ত দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দ্রধরের বিশাল প্রাসাদ আলোক-মালায় সুশোভিত হইল, কুসুমদাম ও পুষ্পমালা সুশোভিত মণ্ডপে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল, অনুচরগণ বেষ্টিত গৃহস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে দুই খানি বস্ত্রাবৃত শিবিকা ধরবংশের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম শিবিকা হইতে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ও দ্বিতীয় শিবিকা হইতে এক ষোড়শী যুবতী অবতরণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলে দেবধর চমকিত হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “অমিয়া—জয়ধবলদেব?” বৃদ্ধ মহানায়ক জয়ধবল কন্যার হস্তধারণ করিয়া সুখাসনের নিকট আসিয়া কহিলেন, “দেবধর, তুমি চন্দ্রধরের পুত্র সেই জন্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম নতুবা প্রসিদ্ধ ধবলবংশের অপমান—” দেবধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব—অপমান—?” “অমিয়ার কেশগুচ্ছ ফিরাইয়া দিয়াছ কেন?” “দেব, পথে গণিকার মুখে—” “সমস্তই শুনিয়াছি। পুত্র, ধবলবংশের কন্যা গণিকা নহে, জয়ধবল প্রভাতে ধবলেশ্বর সাক্ষী করিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে সে কন্যা সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়া লইতে পারে না।” “কিন্তু—দেব—” “পুত্র, চিরানুগত গৌরবোজ্জ্বল প্রথা কেবল ধরবংশেই বিদিত নহে। চন্দ্রধরের পুত্র যাহা সহজসাধ্য বিবেচনা করে জয়ধবলের কন্যাও তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে।” “অমিয়া—”

অশ্রুধারায় দেবধরের গণ্ডস্থল সিক্ত হইয়াছিল, আবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ

হইয়াছিল, তিনি ধীরে ধীরে উভয় বাহু প্রসারণ করিলেন, ধবলদুহিতা পতির সহিত মিলিতা হইলেন। নর্ত্তকীগণ মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিল, যোদ্ধগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, বৃদ্ধ মহানায়ক মুখ ফিরাইয়া অশ্রুমোচন করিলেন।

সশব্দে রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, কুমার হর্ষগুপ্ত ঝটিকার ন্যায় দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া মধ্যপথে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া দেবধর কহিলেন, "হর্ষ, আজি আমার বিবাহ।" হর্ষগুপ্ত কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেবধর, আমার একটি ভিক্ষা আছে?" প্রশান্তবদনে দেবধর কহিলেন, "ভাই তোমাকে অদেয় কিছুই নাই, কি চাহ বল?" "দ্বিতীয় প্রহর পর্যান্ত অপেক্ষা করিও।" "করিব।" "আমি স্বয়ং বাসুদেব মন্দিরে চলিলাম।" কুমার হর্ষগুপ্ত দ্বিতীয়বার মণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন।

পুনরায় নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল, কন্যা জামাতা সুখাসনে স্থাপন করিয়া মহানায়ক জয়ধবলদেব দূরে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনীর প্রথম প্রহরদ্বয় অতিবাহিত হইল। নগরতোরণে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া দেবধর আসন ত্যাগ করিলেন। জয়ধবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, সময় হইয়াছে?" দেবধর কহিলেন, "হইয়াছে।" তখন বৃদ্ধ কটিবন্ধ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা গ্রহণ করিয়া কন্যার হস্তে দিয়া কহিলেন, "মাতা, কুলগৌরব রক্ষা কর।" সহাস্যবদনে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া অমিয়াদেবী হস্ত ও পদের শিরা কর্ত্তন করিলেন। দেবধর সেই ছুরিকা গ্রহণ করিয়া নিজ হস্ত ও পদের ধমনী ছেদন করিলেন। তখন জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক অগ্রসর হইয়া কহিল, "দেব, পরপারে প্রভুর সেবা আবশ্যক হইবে, আমরাও স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হই নাই।" দেবধরের পাণ্ডুবর্ণ মুখে হাস্যের ক্ষীণরেখা দেখা দিল, তিনি কহিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

সশব্দে সার্দ্ধদ্বিশত অসি সার্দ্ধদ্বিশত হৃৎপিণ্ডে আমূলবিদ্ধ হইল, শতদ্রুতীরের সার্দ্ধদ্বিশত সৈনিক স্বামীর অনুসরণ করিল। দেখিতে দেখিতে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া পতি-পত্নী সুখাসনে ঢলিয়া পড়িলেন। বিস্তৃত মণ্ডপের দীপমালা নিবিয়া আসিল, সহসা সশব্দে কক্ষের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, স্কন্দগুপ্ত ও হর্ষগুপ্ত দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন, "দেবধর।" সুখাসনশীর্ষে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ মহানায়ক জয়ধবল শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "ধীরে স্কন্দগুপ্ত—ধীরে হর্ষগুপ্ত—কন্যা জামাতা নিদ্রিত হইয়াছে।"

ভস্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র হইতে শকজাতীয় মহাক্ষত্রপকে দূরীভূত করিয়া যখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আর্য্যপট্ট স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন হইতে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত কেহ আর্য্যপট্টের উপরে তৃতীয় সিংহাসন স্থাপিত হইতে দেখে নাই। মহানায়ক দেবধরের তনুত্যাগের পরদিন পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, আর্য্যপট্টের উপরে দুই খানি সিংহাসনের পরিবর্ত্তে চারিখানি সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। সম্রাট্ ও পট্টমহাদেবী আসন গ্রহণ করিলে অভিজাত-সম্প্রদায় ও সভাসদ্‌বর্গ বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, গণিকা ইন্দ্রলেখা ও গণিকা মদনিকা অবশিষ্ট সিংহাসনদ্বয়ে উপবেশন করিল। বৈতালিকগণের সঙ্গীত শেষ হইলে পট্টমহাদেবী, অনন্তাদেবী মহাপ্রতীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবরুদ্র, পাষণ্ডাধম দেবধর কোথায়?" শৌণ্ডিকপুত্র আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল এবং কহিল, "দেবি, মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর আমাকে কল্য কহিয়াছিলেন যে, তিনি অদ্য বিচারকালে সভামণ্ডপে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি বোধ হয় মণ্ডপের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছেন।" "তাহাকে ডাকিয়া আন।" "তিনি কি আমার আহ্বানে আসিবেন?" "কেন আসিবেন না?" "তিনি সাম্রাজ্যের মহানায়ক, সাম্রাজ্যের প্রাচীন প্রথানুসারে মহানায়ক ব্যতীত অপর মহানায়ককে বন্দী করিতে পারে না।"

পট্টমহাদেবী সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, ইহা কি সত্য?"

সম্রাট্ কহিলেন, "ইহা সত্য।" তখন পট্টমহাদেবী মহাপ্রতীহারকে কহিলেন, "ভবরুদ্র, তুমি দেবধরকে সম্রাটের নামে সভামণ্ডপে আহ্বান কর।" মহাপ্রতীহার অভিবাদনান্তে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সহিত অলিন্দে উপবিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায় সভামণ্ডপ ত্যাগ করিল। অৰ্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল তথাপি কেহ আসিল না দেখিয়া ইন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "অনন্তা, দেবধর পলায় নাই ত?" পট্টমহাদেবী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, "সাধ্য কি, নগরের প্রতি তোরণে ভবরুদ্র দণ্ডধর সমাবেশ করিয়াছে, তাহারা সকলেই দেবধরকে চিনে।"

মহাদেবীর উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে সভাসদ্‌বর্গ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সম্রাট্ ও পট্টমহাদেবী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক অশীতিপর বৃদ্ধ রোহিতাশ্বের অধিপতি জয়ধবলদেব নগ্নশীর্ষে নগ্নপদে মণ্ডপের তোরণে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া জয়ধবল কহিলেন, "ধীরে কুমারগুপ্ত ধীরে, কন্যা জামাতা নিদ্রিত হইয়াছে—বহুকষ্টে নিদ্রিত হইয়াছে।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত খট্বা স্কন্ধে লইয়া যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, কুমার হর্ষগুপ্ত, মালবরাজ বন্ধুবর্ম্মা ও সৌরাষ্ট্রের মহাপাত্র চক্রপালিত মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বাহকগণ নগ্নশীর্ষ ও নগ্নপদ, তাঁহাদিগকে পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাটলিপুত্রে যে সমস্ত মহানায়ক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নগ্নশিরে ও নগ্নপদে মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। আর্য্যপট্টের সম্মুখে আসিয়া বাহকগণ খট্বা ভূমিতে নামাইল এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ সম্রাট্ ও তরুণী পট্টমহাদেবী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন শুভ্রকুসুমশয্যায় শুভ্রকুসুমের অলঙ্কার ধারণ করিয়া মহানায়ক চন্দ্রধরের পুত্র,

মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর ও মহানায়ক জয়ধবলের কন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

বৃদ্ধ সম্রাট্ স্তম্ভিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন জয়ধবল আর্য্যপট্টের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন: "কুমারগুপ্ত, তুমি বিচারার্থ দেবধরকে মণ্ডপে আদেশ করিয়াছিলে, সে উপস্থিত হইয়াছে। বিস্মিত হইও না, ধবলবংশের কন্যা কখনও সভামণ্ডপে আসে নাই, কিন্তু মরণেও তাহারা পরস্পরকে ত্যাগ করে নাই, সেই জন্যই অমিয়াকেও আনিয়াছি। সম্রাট্, কন্যা জামাতা নিদ্রিত, ব্যথা লাগিবে বলিয়া বলপ্রয়োগ করি নাই।"

কুমার হর্ষগুপ্ত আর্য্যপট্টের নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক, স্বর্গগত গুল্মাধিকৃত মহানায়ক দেবধরের অনুরোধে তাঁহার শব সম্রাট্-সকাশে উপস্থিত করিয়াছি। দেবধর আমাকে সম্রাট্-সকাশে নিবেদন করিতে কহিয়াছিল যে, গণিকার অনুরোধে সাম্রাজ্যের কোনও মহানায়ক অদ্যাবধি বিচারার্থ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে আনীত হয় নাই। আপনি গণিকা মদনিকার লাঞ্ছনাপরাধে দণ্ডিত হইবার জন্য দেবধরের নিকট মহামুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহামুদ্রার সম্মান রক্ষিত হইয়াছে, দেবধরের দেহ বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ধরবংশের অমলধবল শুভ্রযশঃ কলঙ্কলেপন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবধর চিরন্তন প্রথায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

হর্ষগুপ্ত পশ্চাৎপদ হইলেন, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক, আর্য্য অগ্নিগুপ্তের তনুত্যাগের পরে মহামুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্রানুসারে আমি সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত। অভিজাতকুল গৌরব রক্ষার্থ মহানায়ক চন্দ্রধরের পুত্র মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর আত্মবলি দিয়াছেন, ধরবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ! আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের

রাষ্ট্রনীতি অনুসারে ধরবংশের লাঞ্ছনকেতন সমূহ সম্রাট্-সকাশে উপস্থিত করিয়াছি।” যুবরাজ সমবেত মহানায়ক-মণ্ডলীর হস্ত হইতে এক একটি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আর্য্যপট্টের সম্মুখে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহারাজাধিরাজ, মহানায়ক দেবধরের পিতামহ মহানায়ক শশাঙ্কধর আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের সহচর ছিলেন, সুদূর দাক্ষিণাত্যে শশাঙ্কধর পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুর অধিকার করিয়াছিলেন সেইজন্য বিষ্ণুগোপের রত্নখচিত ধ্বজ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত যখন যমুনাতীরে সমবেত ষাহীয় ষাহানু-ষাহীয় শকরাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তখন শশাঙ্কধর একাকী শকব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকে স্বনামাঙ্কিত অসি প্রদান করিয়াছিলেন। পিতামহ যখন মালব আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সীপ্রাতীরের ভীষণযুদ্ধে মহানায়ক চন্দ্রধর মহারাজাধিরাজের পার্শ্বচর ছিলেন, আপনার অনুরোধে পিতামহ উজ্জয়িনী-রাজের মকরকেতন চন্দ্রধরকে প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজাধিরাজ বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হন নাই। শুভ্রামতী-তীরে সাম্রাজ্যের সেনা যখন পরাজিতপ্রায় পলায়নোন্মুখ তখন মহানায়ক চন্দ্রধর সহস্র মাগধসেনা লইয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি সে যুদ্ধে আপনি স্বয়ং এবং মহারাজপুত্র উপস্থিত ছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ স্বয়ং স্বহস্তে মুকুট হইতে এই মুক্তামালা গ্রহণ করিয়া মহানায়ক চন্দ্রধরের উষ্ণীষে স্থাপন করিয়াছিলেন। শকরাষ্ট্র অধিকৃত হইলে এই অশ্বপুচ্ছত্রয় শোভিত পতাকা শকরাজের নিকট হইতে স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পরম ভট্টারিকা মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী ইহা মহানায়ক চন্দ্রধরকে প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি ইহা ধরবংশের লাঞ্ছন। মহানায়ক চন্দ্রধর জীবনের শেষদিনে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া মহারাজাধিরাজের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, সম্রাট্ বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হন নাই। বিপাশাতীরে সহস্র সেনা লইয়া চন্দ্রধরের পুত্র

মহানায়ক দেবধর উপস্থিত ছিলেন, স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ হূণযুদ্ধে ভগ্নশীর্ষ পিতৃদত্ত এই অসি আমি দেবধরকে প্রদান করিয়াছিলাম—”

সহসা বৃদ্ধ সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন, “অপেক্ষা কর যুবরাজ, দেবধরকে কে হত্যা করিয়াছে ?”

যুবরাজ কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ মহানায়ক দেবধর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।” “কেন ?” “কুলগৌরব রক্ষা করিবার জন্য।” “কি হইয়াছিল ?” “গণিকা মদনিকার লাঞ্ছনাপরাধে দেবধর সম্রাট্-সকাশে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।” “কে আদেশ লইয়া গিয়াছিল ?” “মহাপ্রতীহার ভবরুদ্র।” “ভবরুদ্র, তুমি আদেশ পত্র কাহার নিকট পাইয়াছিলে ?”

ভব। পট্টমহাদেবীর নিকট।

সম্রাট্। দেবি, তুমি আদেশ-পত্র কোথায় পাইলে ?

অনন্তা। আমি স্বয়ং আদেশ দিয়াছি।

সম্রাট্। মহামুদ্রাঙ্কিত পত্র ব্যতীত কোনও মহানায়ক বন্দী হইতে পারে না, দেবি, তুমি কি আদেশ-পত্রে মহামুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলে ?

অনন্তা। মহারাজাধিরাজ নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া আমি স্বয়ং আদেশ-পত্রে মহামুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলাম।

সম্রাট্। সর্ব্বনাশ !

এই সময়ে বন্ধুবর্ম্মা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “মহারাজাধিরাজের জয় হউক, সম্রাটের আদেশে মহানায়ক দেবধর বিচারার্থ সভামণ্ডপে আনীত হইয়াছেন। মহারাজ, আমরা অপরাধীর বিচার প্রার্থনা করি।” সম্রাট্ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার মস্তক অবনত হইল। তখন বৃদ্ধ জয়ধবল আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, “মহারাজাধিরাজের জয় হউক, আমি আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের পার্শ্বচর, ভরসা করি সম্রাট্ আমাকে বিস্মৃত হন নাই ?” সম্রাটের মস্তক অধিকতর অবনত হইল। জয়ধবল পুনরায় কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ, ধবলবংশ আবহমানকাল গুপ্তবংশের

সেবা করিয়া আসিয়াছে, দেহের শোণিত দিয়া সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সেবা করিয়াছে, ইহাই কি তাহার পুরস্কার ?" আবেগ-রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ সম্রাট্ বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা কর জয়ধবল, ক্ষমা কর—বালিকার চপলতা -" বৃদ্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "কুমারগুপ্ত, কল্য বৃদ্ধ জয়ধবল নয়নপুত্তলী একমাত্র দুহিতাকে শমনক্রোড়ে অর্পণ করিয়াছে ; যে ছুরিকা তাহার কোমল অঙ্গের ধমনীগুলি ছেদন করিয়াছিল তাহা স্বহস্তে অর্পণ করিয়াছে, মৃত্যুশয্যায় শিয়রে দাঁড়াইয়া কন্যা জামাতার মুখে মৃত্যুর নালিমচ্ছায়া অগ্রসর হইতে দেখিয়াছে, ক্ষমা তাহার পক্ষে অসম্ভব, বহুদূর।" বৃদ্ধ সম্রাট্ উভয়হস্তে বদনাবৃত করিলেন।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমি চন্দ্রগুপ্ত ও ধ্রুবস্বামিনীর পুত্র, সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, চতুঃসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর, বিচার কর। যাহারা চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের পার্শ্বচররূপে মাগধ সাম্রাজ্য শোণতীর হইতে বক্ষুতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল তাহারা সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করে।"

সহসা তোরণে পদশব্দ শ্রুত হইল, মহানায়কগণ পথ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া জয়ধবল বলিয়া উঠিলেন, "স্বাগত দামোদর, শুভমুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়াছ, ধরবংশ নির্ম্মূল, ধবলবংশ বিচারপ্রার্থী, অদ্য সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে তোমার ন্যায় সাক্ষী আবশ্যক।" উত্তর না দিয়া মহামন্ত্রী আর্য্যপট্টের পার্শ্বের বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট্ মস্তকোত্তোলন করিলেন না দেখিয়া বৃদ্ধ সচিব কহিলেন, "পুত্র, বিচার হউক সভার কার্য্যে বিলম্ব হইতেছে। সাম্রাজ্যের প্রধান নায়কগণ, আর্য্যপট্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান, অপরাধীর বিচার হউক। মহারাজাধিরাজ-মহানায়ক চন্দ্রধরের পুত্র, মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর পাটলিপুত্রের প্রকাশ্য রাজপথে গণিকা মদনিকাকে অপমান করিয়াছিল,

কারণ মদনিকা দিবালোকে রাজপথের সন্ধিস্থলে সহস্র রথাশ্বের গতিরোধ করিয়া বৃদ্ধা বেশ্যা তাম্বলিকার সহিত আলাপ করিতেছিল। স্বর্গীয়া পট্টমহাদেবী থাকিলে গণিকাধ্যক্ষ ইহার বিচার করিতেন, কিন্তু এখন গণিকার কন্যা আর্য্যপট্টে উপবিষ্টা, বেশ্যা-দুহিতা মহামুদ্রাধিকৃতা, সম্রাট্ নিদ্রিত থাকিলে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আদেশ-পত্রে মহামুদ্রা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে, এখন, সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণ ব্যতীত দেবধরের অপরাধের বিচার অসম্ভব। মহারাজাধিরাজ, আমি ব্রাহ্মণ সঙ্কর্ষণের পুত্র দামোদর, পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে বাসুদেবের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, এই ব্যাপারে আর একজন অপরাধী আছে। দেবধর মদনিকাকে মুক্তি দিয়াছিল কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্তের একমাত্র পুত্র, মহাকুমার হর্ষগুপ্তের আদেশে বিপাশাতীরের অশ্বারোহিগণ দারুণ কশাঘাতে মহানায়িকা মদনিকার কোমল পৃষ্ঠ দীর্ণ করিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ, নববিধি অনুসারে গোবিন্দগুপ্তের পুত্র দণ্ডার্হ।”

বৃদ্ধ সম্রাট্ আর্য্যপট্ট ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। তখন দামোদর শর্ম্মা কহিলেন, “মহানায়কগণ, সম্রাট্ অনুপস্থিত, বিচার আবশ্যক, চিরন্তন প্রথা অনুসরণ করুন।” বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বাদশ জন বৃদ্ধ মহানায়ক আর্য্যপট্টে উপবেশন করিলেন, যুবরাজভট্টারক মদনিকাকে ও বন্ধুবর্ম্মা ইন্দ্রলেখাকে ধারণ করিলেন। দ্বাদশ মহানায়ক সমস্বরে উচ্চারণ করিলেন, “প্রাণদণ্ড।” বৃদ্ধ মহানায়ক জয়ধবল ধীরে ধীরে কহিলেন, “দেবধর আমার জামাতা, চিরাগত প্রথানুসারে দণ্ডবিধি আমার বিবেচনাধীন।” দ্বাদশ জন সমস্বরে কহিলেন, “সত্য।” ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে জয়ধবল কহিলেন, “কুক্কুর।” মহল্লিকাগণ মূর্চ্ছিতা মহাদেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মথুরার দুর্গপ্রাকার

"তোমার মাতা, তোমার ভগিনী বর্ব্বর হূণের কলুষিত করস্পর্শে অপবিত্রা হইবে, তুমি কি তাহা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবে?" "কি করিব, যুবরাজ?" "আমি আর যুবরাজ নহি, পাটলিপুত্রে নূতন যুবরাজ জন্মিয়াছে। তুমি পুরুষ না রমণী?" "পাটলিপুত্রে শত যুবরাজ জন্মাক তাহাতে ক্ষতি নাই, শকমণ্ডলে আপনি একমাত্র যুবরাজ। কি করিব, যুবরাজ, উপায় নাই, রক্ষা করুন। আমি যে মাতার একমাত্র পুত্র।" "যদি মাতার দশ পুত্র থাকিত তাহা হইলে তাহারা যেমন করিয়া মাতাকে রক্ষা করিত, তোমার একাকী সেই রূপে মাতৃধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত।" "যুবরাজ, আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, কিন্তু মাতৃচরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি যে আর যুদ্ধ করিব না।"

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মথুরার রক্তবর্ণ দুর্গপ্রাকারের নিম্নে জনৈক খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, পিঙ্গলকেশ যুবা দ্বিতীয় যুবার সহিত তর্ক করিতেছিল। প্রথম যুবা দ্বিতীয়ের উত্তর শুনিয়া কহিল, "তোমার মাতা কোথায়?" দ্বিতীয় যুবা কহিল, "বিপণীতে।" "চল, তোমার মাতার নিকটে যাই।" "মাতার নিকটে?" "হাঁ।" "মাতাকে কি এইখানে ডাকিয়া আনিব, যুবরাজ?" "না, আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাইব।" "কি ভিক্ষা?" "অগ্রসর হও, পরে শুনিবে।"

উভয়ে রক্তবর্ণ দুর্গপ্রাকার পরিত্যাগ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, বহু সঙ্কীর্ণ বক্রগতি পথ অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরে প্রশস্ত রাজপথে

উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় যুবা পথিপার্শ্বে এক বিপণীতে প্রবেশ করিল, সেই বিপণীতে এক প্রৌঢ়া রমণী গোধূম ও তণ্ডুল বিক্রয় করিতেছিল। দ্বিতীয় যুবা তাহার মাতাকে যুবরাজের পরিচয় দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া প্রথম যুবা প্রৌঢ়াকে কহিলেন, "মাতা, আমি কুমারগুপ্তের পুত্র, আমার নাম স্কন্দগুপ্ত, আজি তোমার দুয়ারে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।" প্রৌঢ়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করযোড়ে কহিল, "যুবরাজ, আমি দরিদ্রা রমণী, আপনি আমার দুয়ারে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, একি প্রহেলিকা?" "মাতা, রাজ্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, তোমার নিকট পুত্র-ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি। অচিরে হূণ আসিবে, রক্তে সুন্দর সৌরসেন রাজ্য রঞ্জিত হইবে। ঐ দুর্গপ্রাকারের রক্তিম আভা গাঢ় হইয়া উঠিবে, সহস্র সহস্র বীর যে দিন মাতা ও বনিতা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ধরিত্রীর চরণতল অপূর্ব্ব অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিবে। মাতা, সহস্র সহস্র মগধ ও সৌরসেন বীর যে দিন পবিত্র সুরসেন-ভূমি রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, সেদিন কি তোমার পুত্র দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে?" "যুবরাজ, আপনি কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" "মাতা, তোমার পুত্র যুদ্ধ করিতে চাহে, তোমার অনুমতির অভাবে তাহার বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। মাতা, সেই জন্য তোমার নিকট পুত্র-ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।" "যুবরাজ, আমার যে একমাত্র পুত্র, নয়নের মণি, অঞ্চলের নিধি?" "মাতা, একমাত্র পুত্র কি পুত্রের কর্ত্তব্য বর্জ্জিত?"

প্রৌঢ়া পুত্রকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিল, "আমি তাহা পারিব না যুবরাজ, ক্ষমা করুন, যাহার একের অধিক পুত্র আছে, তাহার নিকট যাও। তোমার কি মাতা নাই?" "এখন নাই, কিন্তু ছিলেন। মাতার আমিও একমাত্র পুত্র।" "যুবরাজ, আপনি রাজা ও রাজ্য-রক্ষা আপনার কর্ত্তব্য। আমরা অতি দীন, অতি দরিদ্র, আমার পুত্র যুদ্ধ করিয়া কি

করিবে?" "মাতা, আজি ভাগ্যলক্ষ্মী বিচলিতা, লক্ষ নরবলি পাইয়াও রণচণ্ডী কুপিতা; সেই জন্যই তোমার নিকট পুত্র-ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি। তোমার পুত্র কি মথুরার নাগরিক নহে, সৌরসেনরাজ্যে উৎপন্ন শস্যে কি তাহার দেহ বর্দ্ধিত নহে?' মাতা, এই সৌরসেনরাজ্য কৃষ্ণের জন্মভূমি, রামদত্তের লীলাক্ষেত্র—এই পবিত্র আর্য্যভূমি যখন বর্ব্বরের পাদস্পর্শে কলুষিত হইবে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী যখন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, তখন কি সৌরসেন-যুবা দূরে দাঁড়াইয়া অভিনয় দর্শন করিবে?" "যুবরাজ, অত কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, শুনিয়াছি হূণ-যুদ্ধ হইতে কেহ ফিরে নাই। রাজ্য রাজার; তিনিই ইহার রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, আমরা কি করিব? শকরাজা গিয়াছে, মাগধরাজা আসিয়াছে, আমরা তখন যেমন ছিলাম এখনও তেমনিই আছি; যদি হূণ-রাজা আসে তেমনই থাকিব, তথাপি একমাত্র পুত্রকে শমনের মুখে পাঠাইতে পারিব না।"

রোদনপরায়ণা প্রৌঢ়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল, তাহা দেখিয়া যুবরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মাতা, আজি মথুরানগরে সকলেই এক কথা কহে। বক্ষুপার হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত হূণ রণনীতি অধ্যয়ন করিয়াছি। শকে ও হূণে বহু প্রভেদ আছে। হূণ আসিলে নগর থাকিবে না, দুর্গ থাকিবে না, পুত্র-কন্যা মাতা-পিতা কিছুই থাকিবে না; দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল অসংখ্যসৌধমালাসুশোভিত সৌরসেন রাজধানীর ভস্মাবশেষ-মাত্র থাকিবে। মাতা, বিবেচনা কর, তোমার পুত্র কাপুরুষ নহে।"

"যুবরাজ, যাহা হয় হউক, আমি পুত্র ত্যাগ করিতে পারিব না।" "মাতা, সে দিন কি পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিবে?" "আমি আমার পুত্র বক্ষে তুলিয়া রাখিব।" "নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন, ভরসা করি সেদিন মথুরানগরে কোমল মাতৃবক্ষের আবরণ পুত্রকে রক্ষা করিবে।

দৃঢ় হস্তে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া যুবরাজ বিপণী ত্যাগ করিলেন। দুর্গ-

প্রাকারের নিম্নে বন্ধুবর্ম্মা ও চক্রপালিত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, কি সংবাদ ?" বন্ধুবর্ম্মা অবনতমস্তকে কহিলেন, "যুবরাজ, এই কি রামগুপ্তের জন্মভূমি ? মাথুর নাগরিক যুদ্ধ করিবে না আত্মসমর্পণ করিবে।" "হূণকরে আত্মসমর্পণের অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছ ?" "বহুবার, ফল একই প্রকার।" "বন্ধু, বাসুদেব স্বয়ং জন্মভূমি রক্ষা করিবেন, তাহা আমার সাধ্যাতীত, আমাদিগের সহিত পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী আছে, তাহা লইয়া মথুরানগরীর পঞ্চক্রোশব্যাপী প্রাকার রক্ষা অসম্ভব।" "তবে কি করিবে ?"

যুবরাজ পশ্চাতে স্থিত দুর্গের ভীষণদর্শন প্রাকারের দিকে অঙ্গুলি চালন করিলেন। বন্ধুবর্ম্মা হাসিয়া কহিলেন, "কয় দিন ?" যুবরাজ কহিলেন, "যে কয় দিন সম্ভব।" "তাহার অর্থ ?" "যতক্ষণ বাহু অসি উত্তোলন করিতে পারিবে।" "ফল কি ?" "বন্ধু, জান পিতৃব্য কোথায় ?" "না।" "শতদ্রুতীরে।" "একাকী ?" "মাত্র দশগুল্ম অবশিষ্ট আছে।" "সাম্রাজ্যের নূতন মহাবলাধিকৃত কোথায় ?" "শুনিয়াছি, শিবনন্দী পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গিয়াছে।" "তবে যুদ্ধ করিতেছে কে ?" "যাহারা পুরুষানুক্রমে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। বন্ধু, নগর রক্ষা অসম্ভব, নাগরিকগণকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে বল, সাম্রাজ্যের সেনা দুর্গরক্ষা করিবে।"

সেই রক্তবর্ণ পাষাণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র দুর্গে সাম্রাজ্যের পঞ্চসহস্র সেনা অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইল, মথুরার নাগরিকগণ সমবেত হইয়া স্থির করিল যে হূণ-সেনা আসিলে আত্মসমর্পণ করিবে। যুবরাজ ও বন্ধুবর্ম্মা বহু অনুরোধ করিয়াও তাহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে হূণ-সৈন্যের সংবাদ আসিল, নাগরিকগণ শুনিল যে খিঙ্খিল শতদ্রু পার হইয়াছে, একদিন সন্ধ্যাকালে পশ্চিমগগনে দহ্যমান গ্রাম-

সমূহ উজ্জ্বল আলোকে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তথাপি নাগরিকগণের চৈতন্য হইল না। সেই রাত্রিতে তৃতীয় প্রহরে একজন দণ্ডধর আসিয়া যুবরাজকে জাগরিত করিল এবং কহিল, "দেব, দুর্গদ্বারে বহু অশ্বারোহী হইয়াছে।" সুপ্তোত্থিত যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি দুর্গ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে?" দণ্ডধর কহিল, "না।" "তবে তাহারা কি করিতেছে?" "শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" যুবরাজ শীঘ্র বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দুর্গপ্রাকারে আসিলেন, তখন বন্ধুবর্ম্মা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, ইহারা কি হূণ-সেনা?" মালবরাজ কহিলেন, "না।" "তবে ইহারা কাহার সেনা?" "সাম্রাজ্যের সেনা।" "কেমন করিয়া বুঝিলে?" "অন্য কোন সেনা এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত না" "হূণ-সেনা কি সুশিক্ষিত নহে?" "তাহাদিগের শিক্ষা অন্যরূপ, বিজয়ী হূণ-সেনা এখনও আত্মগোপন করিতে শিখে নাই।"

"ইহারা যদি সাম্রাজ্যের সেনা, তাহা হইলে দুর্গে আসিতেছে না কেন?" "তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।" "চল, আমরা বাহিরে যাই?" "তাহাও উচিত হইবে না, সেনানায়ক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে দুর্গের নিকট লুকাইয়া আছে, চতুর্থ প্রহরে দুর্গদ্বার মুক্ত হইলে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" "অপেক্ষা করিতে চাও?" "ক্ষতি কি? শত্রু হউক, মিত্র হউক যখন দুর্গ-প্রবেশের চেষ্টা করে নাই তখন উহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া কাজ নাই।" "তাহাই হউক, কিন্তু আমাদিগের আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। নিঃশব্দে সমস্ত সেনা প্রস্তুত হইতে আদেশ কর।"

বন্ধুবর্ম্মা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু যুবরাজ দুর্গ-প্রাকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পঞ্চসহস্র সেনা দুর্গ রক্ষার জন্য সজ্জিত হইয়া প্রাকারে দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। ঊষার ক্ষীণ আলোকে বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে স্কন্দগুপ্ত দেখিলেন যে, যমুনা-তীরে প্রায়

পঞ্চসহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগের সম্মুখে একজন দীর্ঘাকার যোদ্ধা আর একটি অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া আছে, দ্বিতীয় অশ্বের আসন শূন্য কিন্তু তাহার উপরে একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ স্থাপিত আছে। গরুড়ধ্বজ দেখিয়া যুবরাজ উল্লাসে চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বন্ধুবর্ম্মা তাহাকে নিবারণ করিলেন। সূর্য্য উদয় হইল, নদীতীরে অসংখ্য অঙ্গরক্ষ ও শিরস্ত্রাণ নবোদিত সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। তখন যমুনার পরপারে বহু অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, এই সময়ে একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে আসিয়া দুর্গের সম্মুখে অশ্ব পরিত্যাগ করিল এবং আরোহীবিহীন অশ্বে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গরুড়ধ্বজ গ্রহণ করিল। সহসা যুবরাজের পার্শ্বে বন্ধুবর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক, মহারাজ-পুত্রের জয় হউক।" আগন্তুক বিস্মিত হইয়া দুর্গ-প্রাকারের দিকে চাহিল, তাহা দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, এ কি পিতৃব্য?" বন্ধুবর্ম্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ স্কন্দ, তুমি কি মহারাজ-পুত্রকে চিনিতে পার নাই?" "না, চল নামিয়া যাই।" "একাকী গিয়া কি হইবে? ঐ দেখ পরপারে হূণ-সেনা আসিয়াছে।"

সহস্র সেনা দুর্গমধ্যে রাখিয়া অবশিষ্ট চারি সহস্রের সহিত যুবরাজ ও বন্ধুবর্ম্মা নদীতীরে আসিলেন। যুবরাজকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গোবিন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তুমি মথুরায়, আমি তোমার ভরসায় মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া খিঙ্খিলকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছি। পাটলিপুত্রের সংবাদ কি?" বিষণ্ণ-বদনে যুবরাজ কহিলেন, "সংবাদ শুভ, দেবধর কুলগৌরব রক্ষার্থ আত্মবলি দিয়াছে, পিতা পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়াছে, বিমাতা ও পুরগুপ্ত মহোদয়ে, পিতামহকে পাটলিপুত্রে রাখিয়া আপনার আদেশ অনুসারে চলিয়া আসিয়াছি। হর্ষ ও চক্রপালিত কান্যকুব্জে গিয়াছে, তনুদত্ত, স্থাম্নুদত্ত প্রতিষ্ঠান হইতে শীঘ্রই আসিবে,

বিষ্ণুগুপ্ত সৈন্যসংগ্রহার্থ গৌড়ে গিয়াছে।” “তোমার সহিত কত সেনা আছে?” “মাত্র পঞ্চসহস্র। শিবনন্দী পলায়ন করিলে ছত্রভঙ্গ হইয়া সেনাদল কোথায় গিয়াছে এখনও তাহার সন্ধান পাই নাই।”

“উত্তম। পুত্র, দশসহস্র মাগধসেনা শতদ্রুতীরে খিঙ্খিলের গতিরোধ করিয়াছ, অন্য দশসহস্র লইয়া যমুনাতীরে গোবিন্দগুপ্ত ভাগ্যপরীক্ষা করিবে।”

দেখিতে দেখিতে হূণসেনা দুর্গের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, দুর্গ-দ্বারে চক্রব্যূহ রচনা করিয়া গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু হূণসেনা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিল না, তাহারা ব্যূহ ভঙ্গ করিতে বিংশতি সহস্র সেনা রাখিয়া নগরলুণ্ঠন করিতে চলিয়া গেল।

মথুরার নাগরিকগণ হূণ-করে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তোরণে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহাদিগের উপহার গ্রহণ করিল না, তাহা-দিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। দেখিতে দেখিতে নগরপ্রধানগণের ছিন্নশির পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, উচ্চচূড় অট্টালিকা সমূহ জ্বলিয়া উঠিল, হাহাকারে ও আর্ত্তনাদে বিশাল নগর ভরিয়া গেল, তখন নদীতীরে যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে।

লুণ্ঠনলোলুপ হূণসেনা দুই দণ্ড ব্যূহ আক্রমণ করিয়া পলায়ন করিয়া-ছিল, হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা ও যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। পঞ্চসহস্র সেনার সহিত মহারাজ-পুত্র দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশাল মথুরা নগরের প্রশস্ত রাজপথে দেখিতে দেখিতে পঞ্চসহস্র মাগধবীর ধূলায় মিশিয়া গেল, বন্ধুবর্ম্মা ও স্কন্দগুপ্ত যখন দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন, তখন হুতাশনের লোলজিহ্বা দুর্গশীর্ষ হইতে আকাশ স্পর্শ করিতেছে। ক্ষিপ্রহস্তে গুরুভার বর্ম্ম দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বন্ধুবর্ম্মা যুবরাজের সহিত কালিন্দীর কাল জলে লম্ফ প্রদান করিলেন, তখন দূরে

আর একব্যক্তি দন্তে সৈন্দগু গ্রহণ করিয়া যমুনাগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মথুরানগর শেষ হইয়া গেল।

নগরের একক্রোশ পূর্ব্বে তিন জন কূলে উঠিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া একব্যক্তি নদীকূলে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রৌঢ় মহাবাজ-পুত্রের শুষ্কবদন শুষ্কতর হইল, কম্পিতকণ্ঠে বন্ধুবর্ম্মা কহিলেন, "ভানু!" শুভ্রবসনপরিহিত প্রেতমূর্ত্তি, অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বিষণ্ণ-বদনে স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "সমস্তই শেষ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

প্রায়শ্চিত্ত

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাটলিপুত্রের নিকটে জাহ্নবী-সৈকতে বিস্তৃত চিতা-সজ্জা করিয়া এক রক্তাম্বর-পরিহিত কাপালিক পশ্চিম গগনে সূর্য্যের অস্তাচলগমন দেখিতেছিল। সেই স্থান পাটলিপুত্রের শ্মশান, শ্মশানের স্থানে স্থানে নবপ্রজ্বলিত ও নির্ব্বাপিতপ্রায় বহু চিতা জ্বলিতেছিল, চিতাধূম ও পূতিগন্ধ সহ্য করিয়া কাপালিক নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়াছিল। কত নাগরিক শবদাহ শেষ করিয়া ফিরিয়া গেল, কত নাগরিক আত্মীয়ের শববহন করিয়া লইয়া আসিল, কাপালিক তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দিবাকর যখন অস্তগমনোন্মুখ তখন জাহ্নবীতীর সহসা জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, দ্বিরদরদনির্ম্মিত খট্বায় কোমলকুসুম শয্যায় মহানায়ক গুল্মাধিকৃত দেবধর ও অমিয়াদেবীর নশ্বরদেহ বহন করিয়া যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত, সিংহকুমার হর্ষগুপ্ত, মালবরাজ বন্ধুবর্ম্মা ও সৌরাষ্ট্র-

পতি চক্রপালিত শ্মশানে আসিলেন; তাঁহাদিগের পশ্চাতে যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহামন্ত্রী দামোদরশর্ম্মা, যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক জয়ধবলদেব ও সাম্রাজ্যের প্রধান মহানায়কগণ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। আর্দ্র সৈকতে চন্দন অগুরুর চিতাশয্যা সজ্জিত হইল, তাহা কুসুমদামে ও চন্দন কুঙ্কুমে পরিপূর্ণ হইল, দেবধর ও অমিয়ার সদ্যঃস্নাত দেহ চিতার উপরে স্থাপিত হইল। সহসা যুবরাজ ভট্টারক এক লম্ফে চিতার উপরে উঠিয়া দেবধরের শব আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেবধর, এই কি শতদ্রু-যুদ্ধের পুরস্কার? এই কি বক্ষুতীরের স্মৃতিচিহ্ন? এই কি গুপ্তকুলের কৃতজ্ঞতা?" কুমার হর্ষগুপ্ত বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ দামোদরশর্ম্মা মুখ ফিরাইলেন, তখন সেই কাপালিক ধীরে ধীরে বন্ধুবর্ম্মার নিকটে আসিয়া কহিল, "মহাশয়, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, মৃতদেহের সংকার আরম্ভ হউক।" বন্ধুবর্ম্মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, আপনি কে?" কাপালিক বিকটহাস্য করিয়া কহিল, "আমি! আমাকে চিনিলে না মালবরাজ? আমি যে মহাযজ্ঞের পুরোহিত!" বন্ধুবর্ম্মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাযজ্ঞ?" "গুপ্তকুল-ধ্বংস যজ্ঞ, এতদিন কি তাহা বুঝিতে পার নাই?" "গুপ্তকুল-ধ্বংস? কে করিবে?" "যাহারা করিয়াছে,—ইন্দ্রলেখা, চন্দ্রসেন ও হরিবল।" "ভদ্র, আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই সময় জয়ধবল যুবরাজের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে চিতা হইতে নামাইয়া আনিলেন, শতদ্রুতীরের সহস্রবীর চিতা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং শেষবার হূণবিজয়ী বীরকে অভিবাদন করিল।

তখন দৃঢ় হস্তে ঘৃতের প্রদীপ ধারণ করিয়া বৃদ্ধ মহানায়ক জয়ধবল একমাত্র কন্যা ও একমাত্র জামাতার মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন। ঘৃতসিক্ত কাষ্ঠরাশি জ্বলিয়া উঠিল। লেলিহান অগ্নিশিখা জ্যোৎস্নোজ্জ্বল

গগন স্পর্শ করিল। তখন বৃদ্ধ জয়ধবল দামোদরশর্ম্মাকে কহিলেন, "দামোদর, কন্যা জামাতা আহার করিয়াছি, বড় তৃষ্ণা!" কুমার হর্ষগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "মহানায়ক, ভৃঙ্গার ভরিয়া জাহ্নবীবারি আনিব কি?" বিকটহাস্যে শ্মশান কম্পিত করিয়া বৃদ্ধ মহানায়ক কহিলেন, "অরে বালক, আজিকার তৃষ্ণা কি জাহ্নবী-জলে মিটিবে; সমুদ্র শোষণ করিলেও নহে। রক্ত, তপ্ত, রক্তবর্ণ শোণিত—তবে তৃষ্ণা মিটিবে। যদি তোর পিতামহ থাকিত তাহা হইলে বুঝিত ধবলবংশের শোণিত-পিপাসা কেমন করিয়া সিপ্রা ও শুভ্রমতী তীরে মিটিয়াছিল। দামোদর, বেশ্যার অপমান অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া জামাতা আত্মবলি দিয়াছে, বালিকা কন্যা পতির অনুগমন করিয়াছে, শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের মৃত্যু-কাতর মুখে অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়াছি। এখন রক্ত—রক্ত—"

মহামন্ত্রী ইঙ্গিত করিলেন, দুই জন সেনা শৃঙ্খলাবদ্ধ ইন্দ্রলেখা ও মদনিকাকে লইয়া আসিল। একজন পরিচারক চারিটি নেপালদেশীয় ক্ষিপ্তপ্রায় কুকুর লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া কাপালিক জয়ধবলের নিকটে আসিয়া কহিল, "মহানায়ক, মদনিকার যথার্থ ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রলেখার ব্যবস্থা অন্যবিধ।" জয়ধবল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কাপালিক বিকটহাস্য করিয়া কহিল,—"আমি মহাযজ্ঞের পুরোহিত, অদ্য পূর্ণাহুতি দিতে আসিয়াছি। আমি কাপালিক, শুন দামোদরশর্ম্মা, শুন যুবরাজ, আমি সংসারত্যাগী, আদ্যাশক্তির সেবক। ইন্দ্রলেখাকে ভদ্রকন্যা ও ভদ্রপত্নী মনে করিয়া যুবরাজের মাতার কেশ লইয়া মারণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম যে অনন্তা কোন বিবাহিত যুবককে কামনা করে। মাতা আদেশ করিয়াছেন, সেই জন্য বলিতেছি, গুপ্তবংশ ধ্বংসপ্রয়াসে নারকী হরিবল বৃদ্ধ সম্রাটের মনোহরণের জন্য বেশ্যাকন্যা নিয়োগ করিয়াছে। আমি প্রতারিত হইয়া গুপ্তবংশের স্থিরা কুললক্ষ্মী চঞ্চলা করিয়াছি, শোণিতে মেদিনী প্লাবিতা হইয়াছে, অসহায়ের আর্ত্তনাদে

মাতার আসন টলিয়াছে, মাতা প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। শুন ভদ্রগণ, জগতে মিথ্যার স্থান নাই, লক্ষ লক্ষ নরনারী কুমারগুপ্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, ঐ কুলপুত্র গুপ্তকুলরবি যেদিন মহাযজ্ঞে স্বয়ং পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে, সেই দিন আর্য্যাবর্ত্তে চঞ্চলা কমলা স্থিরা হইবেন। শুন মহামন্ত্রী, বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রলেখা মনে করিয়াছিল যে, সে চন্দ্রসেনের সহিত সিংহাসনে বসিবে। ঐ দূরে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রলেখার সিংহাসন সাজাইয়া রাখিয়াছি।"

কাপালিকের বাক্য শেষ হইবার অনেকক্ষণ পরে মহামন্ত্রী কহিলেন, "ভদ্র, রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলে, অভিজাতকুলজাত দ্বাদশমহানায়ক দণ্ডধররূপে যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন করা আমার সাধ্যাতীত।" জয়ধবলদেব বলিয়া উঠিলেন, "দণ্ডের ভার আমার, কাপালিকের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। চন্দ্রসেন কোথায়?" কাপালিক কহিল, "কারাগারে।" বিস্মিত হইয়া দামোদরশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?" কাপালিক কহিল, "মাতা কহিয়াছেন।" জয়ধবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর, ইহা কি সত্য?" মহামন্ত্রী মৃদুস্বরে কহিলেন, "সত্য।"

একজন দণ্ডধর চন্দ্রসেনকে আনিতে গেল। এই অবসরে যুবরাজ কাপালিকের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, চঞ্চলা কমলা কবে স্থির হইবেন?" কাপালিক হাসিয়া কহিলেন, "নারায়ণ, যেদিন পার্থিব তনুত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে, কমলার সহিত মিলিত হইবে, অস্থিরমতি শিবকন্যা সেই দিন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিবেন।" উৎসুক-চিত্তে যুবরাজ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন পরে?" উত্তর হইল, "শীঘ্রই। নারায়ণ, যেদিন রুধিরধারায় জাহ্নবীসৈকত রঞ্জিত হইবে, জলরাশি বেষ্টিত থাকিয়াও তৃষ্ণা অতৃপ্ত রহিবে, সেই দিন সারাজীবনের অতৃপ্ত পিপাসা লইয়া অমরধামে যাইবে। বাসুদেব, আর কি আসিবে না,

আর্য্যভূমি তোমার সুরাসুর-বাঞ্ছিত পাদস্পর্শে আর কি পবিত্র হইবে না ?" যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কথা বুঝিলাম না।" "দেব, সেইদিন স্মরণ করিও, যেদিন শেষবার মাগধবীর আর্য্যভূমিরক্ষার জন্য আত্মশোণিতে জগতের কলুষরাশি ধৌত করিবে, সেই দিন স্মরণ করিও, তাহা হইলে বৃদ্ধ কাপালিক অতলস্পর্শ নরকগহ্বর হইতে বৈকুণ্ঠে যাইবে।" "অকূণা !" "চিন্তা কি দেবতা ? কমলা এখনই চঞ্চলা হইয়াছেন, বৈকুণ্ঠের সিংহাসন বহুদিন শূন্য আছে, জগদ্ধাত্রীর রথ আসিয়াছে, মাতা শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

এই সময়ে দৌবারিক শৃঙ্খলাবদ্ধ চন্দ্রসেনকে লইয়া আসিল, তাহা দেখিয়া ইন্দ্রলেখা চীৎকার করিয়া উঠিল। কাপালিকরচিত চিতার উপরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ইন্দ্রলেখা ও চন্দ্রসেনকে স্থাপিত করিয়া, তাহাদিগের মস্তকে নরকপালের মুকুট ও গলদেশে নর-অস্থির মালা দিয়া, বৃদ্ধ কাপালিক স্বয়ং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল, শতশত কলস ঘৃতসংযোগে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। বিট্ ও প্রৌঢ়া গণিকার আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইল। তখন বৃদ্ধ কাপালিক সহসা স্কন্দগুপ্তের পদযুগল ধারণ করিয়া কহিল, "নারায়ণ, বল সেইদিন স্মরণ করিবে, জাহ্নবী-কালিন্দী-সঙ্গমে যেদিন নরদেহনির্ম্মিত জয়স্তম্ভ স্থাপন করিবে, সেই দিন বৃদ্ধকে স্মরণ করিবে ?" যুবরাজ বৃদ্ধের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "আর্য্য, আমাকে অপরাধী করিবেন না।" বৃদ্ধ পদদ্বয় ত্যাগ করিল এবং বার বার বলিতে লাগিল, "বল, শপথ কর," তখন যুবরাজ অগত্যা কহিলেন, "স্মরণ করিব।" বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া গগনস্পর্শী চিতানলে লম্ফপ্রদান করিল।

তখন ভীষণদর্শন সারমেয়কুল মহানায়িকা মদনিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপালের দেশ

আর্দ্র যমুনা-সৈকতে অশ্বত্থতলে এক বৃদ্ধ ভূমি-শয্যায় শয়ান ছিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক অতুলনীয়া রূপবতী রমণী নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিল, "মা, এই গোপালের দেশ।" তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল কই বাবা?" "কবে বুঝিবে, মা? আজি আমার শেষ।" "কোথায় যাইবে, বাবা?" "শেষে সকলে যেখানে যায়।" "আমি কোথায় থাকিব?" "এই পাঁচবৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি মা, আজি শেষবার বলি। মা, তুই যে দেবী, কাহার মায়া তোকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে?" "কি জানি বাবা? মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত বোধ হয়।" "কি বোধ হয়, মা?" "দূর দেশে, সরোবরে পদ্মবনে, আমার মরাল জলক্রীড়া করিত।

মরণাহত বৃদ্ধের নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বৃদ্ধ কহিল, "নারায়ণ, এতদিন কি মুখ তুলিয়া চাহিলে? মা, মা, সে যে গৌড়দেশ, সে অতি সুন্দর, এমন সুন্দর দেশ আর কখনও দেখি নাই। সে যে তোর উদ্যান, তোর সাধের উদ্যান! এতদিনে কি তোর নয়নপথের যবনিকা সরিয়া গেল, মা?" "বাবা, সেখানে যেন আমার কে ছিল?" "ছিল? এখনও আছে, সে যে ভানুমিত্র? তুমি যে তাহার নয়নের পুত্তলী ছিলে, মা? মা, গৌড়দেশ আমি আর দেখিব না, কিন্তু তুমি দেখিবে। আমাকে এই গোপালের দেশে, গোপালের হাতে সঁপিয়া দিয়া সুন্দর গৌড়দেশে ফিরিয়া যাও, মা! তোমার প্রাসাদে, তোমার উদ্যানে ফিরিয়া যাও, যেমন কপোতকপোতীর মত বাস করিতে তেমনি করিয়া বাস করিও, সরোবরের মর্ম্মরনির্ম্মিত ঘট্টায়

বসিয়া অলক্তকরঞ্জিত চরণ দু'খানি সরোবরের স্বচ্ছজলে নিমগ্ন করিও।" "সরোবরের—ঘট্টা—হংস—" "মনে আসিল না, মা?" "না, বাবা; এক একবার যেন ছায়ার মত মনে আসে, আবার তখনই কুয়াশার ঘন যবনিকায় চলিয়া যায়।" "মা, শেষবার বলিয়া যাই শুন, কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছে, আমার চোখের সম্মুখে কে যেন একটা ধূসরবরণ যবনিকা ধীরে ধীরে টানিয়া দিতেছে। আমি চলিয়া গেলে তোকে এ সকল কথা বলিবার আর কেহ থাকিবে না। মা, তুই সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্রা অধীশ্বরী প্রথম কুমারগুপ্তের পালিতা কন্যা, অগ্নিমিত্রের পুত্র গৌড়দেশের প্রধান সেনাপতি ভানুমিত্র তোর স্বামী।" "তুমি যখন থাকিবে না তখন আমি কি করিব?" "আমি যাহা বলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখ।" "বল।" "তুমি কুমারগুপ্তের পালিতা কন্যা, গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের ধর্ম্মপত্নী।"

"আমি কুমারগুপ্তের পালিতা কন্যা, গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত ভানুমিত্রের ধর্ম্মপত্নী।" "স্মরণ রাখিও।" "তুমি যখন চলিয়া যাইবে, তখন আমি কাহার সহিত কথা কহিব?" "কেন, গোপালের সহিত?" "গোপাল কি ডাকিলেই আসিবে?" "যেমন করিয়া ডাকিতে বলিয়াছি তেমন করিয়া ডাকিও, যখনই ডাকিবে তখনই আসিবে।" "কই এখন ত' আসিতেছে না?" "আমি যাই, তুমি চিত্ত স্থির কর, তাহার পর ডাকিও।" "তুমি কি আজই যাইবে?" "অধিক বিলম্ব নাই। মা, অনেকদিন তোর সেবা করিলাম, বুড়ার একটা কথা রাখিবি?" "কি বল?" "আমি চলিয়া গেলে, আমার যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গৌড়ে লইয়া যাইবি?" "গৌড়ে কবে যাইব?" "একদিন যাইতেই হইবে। যে দিন যাইবি সেদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবি?" "যাইব, কি করিব?" "গৌড়নগরের কেশবের ঘাটের নীচে, প্রভাতে শত শত নরনারী স্নান করিতে আসে, তাহাদের পাদস্পর্শে কৃষ্ণ-ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত ঘট্টার সোপান

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যদি বর্ষাকালে গৌড়ে যাও, মা, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে জাহ্নবীর পঙ্কিল জলরাশি সেই সোপানাবলি ধৌত করিতেছে। আমার ভস্ম বা অস্থিগুলি সেই সোপানে ঢালিয়া দিও; কিন্তু যদি গ্রীষ্মে অথবা শীতকালে যাও তাহা হইলে দেখিবে জাহ্নবী ক্ষীণকায়া, কেশবের ঘট্টার নিম্নে সুদূর বিস্তৃত শুভ্র বালুকারাশি, মা, শুষ্কসৈকতে আমার ভস্ম ছড়াইয়া দিও না, তাহা হইলে তৃষ্ণাতুর প্রেত কেশবের ঘট্টার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইবে। তখন কেশবের ঘট্টা হইতে দূরে ক্ষীণকায়া জাহ্নবীর ক্ষীণ জলস্রোত যেখানে উত্তরচ্ছদের ন্যায় শুভ্র সৈকতভূমির এক পার্শ্ব আর্দ্র করিয়াছে দেখিতে পাইবে সেই খানে উদরপরায়ণ ঋষভের ভস্মরাশি ছড়াইয়া দিও।"

বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিল, কোটর হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "মা, কাপালিক যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য হইয়াছে, সমস্তই সত্য হইবে, একদিন তুমি গৌড়ে ফিরিবে, গঙ্গা-কালিন্দী মহানন্দা বেষ্টিত গৌড়নগর দেখিবে। মা, সেই দিন আমার কথা মনে করিস্। আমি গৌড়বাসী, গৌড়নগরে আমার জন্ম হইয়াছিল। যে দিন গৌড়ে ফিরিয়া যাইবি সেই দিন আমার হইয়া আম্রপনসবনে শ্যামল গৌড়ভূমি নয়ন ভরিয়া দেখিস্। গৌড়বাসী আমাকে বড় ভালবাসিত, তাহারা জানিত যে স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ ঋষভ আহার বড় ভালবাসে, সেই জন্য তাহারা কখনও আমাকে অন্নের অভাব অনুভব করিতে দেয় নাই। গৌড়ে ফিরিয়া কেশবের ঘট্টায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বলিস্ যে, ঋষভ মৃত্যুকালেও তাহাদিগের স্নেহ ও প্রীতি বিস্মৃত হয় নাই। বলিস্ ঋষভ কখনও লোভে সম্বরণ করিতে শিখে নাই, সেই পাপে মৃত্যুকালে শ্যামল গৌড়দেশ তাহার নয়নপথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল।"

ধীরে ধীরে বৃদ্ধের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল, ধীরে ধীরে চেতনা বিলুপ্ত

হইল, দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে উদরপরায়ণ ভীরু গৌড়বাসী ঋষভ তনুত্যাগ করিল। নিশ্চলা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় করুণা ঋষভের, মস্তক উৎসঙ্গে লইয়া বসিয়াছিলেন; শ্বাস রুদ্ধ হইলে হূণপুরোহিত হূণরাজকে ডাকিয়া আনিলেন, হূণসেনা মথুরানগর ধ্বংস করিয়া কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া আনিল, কালিন্দী-তীরে বিশাল চিতা সজ্জিত হইল, মহাসমারোহে হূণদেবীর অনুচর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের দেহ ভস্মীভূত হইল।

চিতা ধৌত করিয়া যমুনা-তীরে দাঁড়াইয়া করুণা হূণরাজকে আহ্বান করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দহ্যমান মথুরানগরের পরপারে হূণরাজ নতজানু হইয়া হূণদেবীকে প্রণাম করিলেন। করুণা কহিলেন, "পুত্র, আমি গৌড়ে যাইব।" বিস্মিত হইয়া হূণরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌড়ে? সে কোন্ দিকে?" "তাহা বলিতে পারি না।" "যে দিকেই গৌড় হউক, দেবীর আদেশ প্রতিপালিত হইবে।"

পরদিন প্রভাতে সন্ধান লইয়া হূণরাজ গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের শেষ পর্য্যায় আরম্ভ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শূকরক্ষেত্রে

শুভ্রবসনপরিহিত যুবা ঘোররবে হাসিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া মহারাজ-পুত্র শিহরিয়া উঠিলেন, সে কহিল, "ভাবিয়াছিস্ ইচ্ছা করিলেই

মরিবি, তাহা যদি হইত তাহা হইলে ভানুমিত্র অনেকদিন পূর্ব্বে মরিত। এত বয়স হইল এখনও কি তাহা বুঝিলি না? মানুষ যখন মরণকে ডাকে, মরণ তখন শত যোজন পিছাইয়া যায়। শুনিয়াছি পাটলিপুত্রে দেবধর মরিয়াছে, আর মরিয়াছিল বুড়া অগ্নিগুপ্ত। তাহার পর কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি। শতদ্রুতীরে স্কন্দ কি বলিয়াছিল জান? বলিয়াছিল—পাটলিপুত্রে আমার নিমন্ত্রণ আছে। না—না— মহারাজপুত্র, আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সে বাহ্লীকায়, সেই রথের উপরে—"

জাহ্নবীসৈকতে দাঁড়াইয়া মহারাজপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ধীরে ধীরে যুবরাজ স্কন্দগুপ্তকে কহিলেন, "পুত্র, মথুরায় যখন সমস্ত শেষ হইয়া গেল, তখন আমরা কেন অবশিষ্ট রহিলাম? মনে করিয়াছিলাম আর একবার চেষ্টা করিব; সেই জন্য পলায়ন করিয়াছিলাম। বৃথা গুপ্তবংশে কলঙ্কারোপণ করিয়াছি, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র হইয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছি। যতদিন ভারতে গুপ্ত-বংশের নাম থাকিবে ততদিন গোবিন্দ-গুপ্তের পলায়ন স্মরণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। স্কন্দ, সমস্তই শেষ,—বাহ্লীক, কপিশা ও নগরহার গিয়াছে, এতদিনে জানিলাম পুরুষপুর, তক্ষশিলা ও জালন্ধর নাই। বন্ধু, মনে করিয়াছিলাম আবার ফিরিয়া যাইব, সাম্রাজ্যের সেনা লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ সেনাদল উদ্ধার করিব।" শ্বেত-বস্ত্রাবৃত যুবা আবার হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "ও বুড়া, তোকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে আমাকে মরিতে দেয় নাই, সে-ই আমাকে এখানে আনিয়াছে।" মহারাজ-পুত্র কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "ভানুমিত্র, চপলতা পরিত্যাগ কর, সাম্রাজ্যের অবস্থা, দেশের অবস্থা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি অগ্নিমিত্রের পুত্র, আমি তোমার পিতৃসখা, চিত্ত স্থির কর। আর্য্যাবর্ত্তের ও আর্য্যধর্ম্মের শেষ দিন উপস্থিত, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না।

উন্মাদ ভানুমিত্র আবার হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মনে করিয়াছ মরিবে? সাধ্য কি? তুষারময়ী বাহ্লীকার তীর হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে ভানুমিত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছে; কিন্তু মৃত্যু দূরে সরিয়া গিয়াছে। অস্ত্র গিয়াছে; বর্ম্ম গিয়াছে, শত শত অসি ও পরশু আমার মস্তক আচ্ছন্ন করিয়াছে, তথনও মৃত্যু আসে নাই। কাহার অদৃশ্য হস্ত, কাহার অদৃশ্য বর্ম্ম সতত আমাকে রক্ষা করিয়াছে। মহারাজ-পুত্র মনে করিও না ভানুমিত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, মৃত্যু আসেনা, আসেনা, আসেনা।"

যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত শুষ্ক বালুকাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোবিন্দগুপ্তকে কহিলেন, "তাত, একদিন শতদ্রুতীরে অদৃষ্টকে পরিহাস করিয়াছিলাম, আজি আর একবার করিব।" মহারাজ-পুত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছ, স্কন্দ?" "দেখিব, মরণ আসে কি না?" "তুষানল?" "তাত, তুষানলই আমাদের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অন্য অন্য উপায় পরীক্ষা করিব, দেবধর শতদ্রুযুদ্ধের অসি ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে, আজি চিরবন্ধু সাহায্য করে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

উন্মাদ ভানুমিত্র আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "ভুল, ওরে পাগল, ভুল। কে তোর চিরবন্ধু? নগরহারের অসি যেমন সর্ব্বনাশী হইয়াছিল; শতদ্রুর অসি তেমনই বিশ্বাসঘাতক হইবে। পারিবি না স্কন্দগুপ্ত,—বৃথা চেষ্টা মহারাজপুত্র।"

হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা এতক্ষণ বালুকাক্ষেত্রে বসিয়াছিলেন, তিনি এইবার ভানুমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানু, তুমি কি একাকী জালন্ধর হইতে আসিয়াছ?" উন্মাদ ভানুমিত্র কহিলেন, "একাকী? না, আরও অনেক লোক ছিল।" "তাঁহারা কোথায় গেল?" "তাহা ত বলিতে পারি না—"

যুবরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বন্ধুবর্ম্মাকে কহিলেন, "বন্ধু, ভানুর কথা শুনিয়া কি উহার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না?" বন্ধুবর্ম্মা কহিলেন, "পারিয়াছি, কিন্তু যুবরাজ তুমি কি মনে কর ভানুমিত্র একাকী জালন্ধর হইতে জাহ্নবীতীরে আসিয়াছে? কখনই নহে!"

"হয়ত দুই দশ জন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের লইয়া কি করিবে?"

"শুন, যুবরাজ, দুই দশ জন লোক লইয়া ভানুমিত্র জালন্ধর হইতে আসে নাই, নিকটেই সাম্রাজ্যের সেনা আছে। মহারাজ-পুত্র, অধীর হইবেন না, এখনও আশা আছে, গুপ্তকুলগৌরবরবি এখনও অস্তমিত হয় নাই। আপনি থাকিলে, স্কন্দ থাকিলে, হয়ত আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইবে। বৃথা আশায় বিশ্ববর্ম্মার পুত্র রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই।" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "বন্ধু, তুমি কি কাপালিকের কথায় বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছ?" "কাপালিক মিথ্যা কহে নাই। যুবরাজ, দুই দণ্ড অপেক্ষা কর, যদি দুই দণ্ডের মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তখন যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিও।" এই সময়ে উন্মাদ ভানুমিত্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, বুড়া, দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একজন আসিতেছে, আমার মন বলিতেছে, আমি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি।

অশ্বারোহীর আগমনের কথা শুনিয়া বন্ধুবর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোষবদ্ধ অসি মুক্ত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ-পুত্র, যদি ভানুর কথা সত্য হয় তাহা হইলে হয় আত্মরক্ষা করিতে হইবে নতুবা সহসা আমাদের অবস্থান্তর হইবে। অশ্বারোহী যদি হূণ হয় তাহা হইলে মরণ আমাদের কাতর আহ্বান শুনিয়াছে, কিন্তু সে যদি সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী হয় তাহা হইলে আজি দিবাকর অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে হূণশোণিতে মথুরার, কলঙ্ককালিমা ধৌত করিব। কিন্তু অশ্বারোহী কই?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজ-পুত্র কহিলেন, "স্বপ্ন, বন্ধুবর্ম্মা, স্বপ্ন

অন্তর্ব্বেদী জনশূন্য, কোথায় অশ্বারোহী? আজি যদি দশসহস্র অশ্বারোহী পাই তাহা হইলে হূণরাজকে অন্তর্ব্বেদী হইতে দূর করিব, যদি পঞ্চদশ সহস্র পাই তাহা হইলে আবার শতদ্রুতীরে ফিরিয়া যাইব—"

পশ্চাতে বালুকাস্তূপের অন্তরাল হইতে কে বলিয়া উঠিল, "আবশ্যক হইলে বিংশতি সহস্র দিব।"

সকলে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বালুকাস্তূপের অন্তরাল হইতে একজন বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল। মহারাজ-পুত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "পরিচয় পরে দিব।" তখন বন্ধুবর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "আমি চিনিয়াছি, সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির এইরূপ কণ্ঠস্বর শুনি নাই। মহারাজ-পুত্র, মহানায়ক মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্তদেব আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান।" তখন গোবিন্দগুপ্ত আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণগুপ্তের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ, সত্যই কি তুমি? তাহা হইলে এখনও আশা আছে? তুমি না আসিলে, আমরা এতক্ষণ তুষানলে প্রবেশ করিতাম। শীঘ্র বল, সেনা কোথায়?" "শান্ত হউন, নিকটেই সেনা আছে। আজি দুইদিন ধরিয়া সারা অন্তর্ব্বেদীময় ভানুমিত্রকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। মথুরা হইতে যাহারা পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদিগের মুখে সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছিলাম সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। আবার যে আপনাকে বা যুবরাজকে দেখিতে পাইব সে আশা ছিল না। জালন্ধর হইতে আমরা বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী লইয়া আসিয়াছিলাম, কান্যকুব্জে চক্রপালিত ও হর্ষগুপ্ত পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মথুরার সংবাদ পাইয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা শুনিয়াছে যে মথুরায় মহারাজপুত্র ও যুবরাজভট্টারক নিহত হইয়াছেন। কান্যকুব্জে হরিবল মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যুদ্ধে ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে, দশসহস্র মাগধসেনা বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা

শুনিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে সম্রাট্ উৎসবস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। চক্রপালিত সঙ্কল্প করিয়াছে সৌরাষ্ট্রে ফিরিয়া যাইবে, হর্ষ পিতৃশোকে আকুল হইয়াছে। আমি মনে করিতেছিলাম বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব—” “কৃষ্ণ, পরিচয়ের সময় আছে। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া দুৰ্দ্ধর্ষ অরাতি মহোদয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অগ্রে তাহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। তোমার সেনা কোথায়?” “একক্রোশ দূরে শিবিরে।” “শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল। কৃষ্ণ, তুমি স্বয়ং কান্যকুব্জ নগরে যাও, নতুবা কেহ বিশ্বাস করিবে না যে আমরা বাঁচিয়া আছি। চক্রপালিত ও হর্ষকে সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র শূকরক্ষেত্রে আসিতে বলিও।”

উত্তর না-দিয়া কৃষ্ণগুপ্ত অগ্রসর হইলেন, গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা ও ভানুমিত্র তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই স্থান হইতে ক্রোশাধিকদূরে জাহ্নবীতীরে একটি ক্ষুদ্র আম্রকানন ছিল; তাহার সম্মুখে একটি জীর্ণ দেবালয়ের উপরে দাঁড়াইয়া একজন খর্ব্বাকৃতি যুবা চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে দূর হইতে এই পঞ্চককে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মন্দির-শীর্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং মুহূর্ত্ত পরে অশ্বারোহণে তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে অশ্বে আরোহণ করিতে দেখিয়া আম্রকাননমধ্যবর্ত্তী শিবির হইতে অনেকে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। অশ্বারোহী আগন্তুক পঞ্চকের নিকটে আসিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, “মহারাজ-পুত্রের জয়, যুবরাজ ভট্টারকের জয়।” যাহারা শিবিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সে জয়ধ্বনি শুনিয়া তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া আম্রকানন হইতে শত শত সহস্র সহস্র সেনা বাহির হইয়া আসিল, বিংশতিসহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত জয়ধ্বনিতে অন্তর্ব্বেদী কম্পিত হইল। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, “আর্য্যাবর্ত্তে এখনও প্রাণ আছে।”

সন্ধ্যাকালে বিংশতি সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী যখন আম্রকানন হইতে

নির্গত হইল, তখন সহস্র সহস্র হূণসেনা নিশ্চিন্তমনে অন্তর্ব্বেদীলুণ্ঠন করিতেছিল; হূণরাজ সসৈন্যে অতি ধীরে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রজনীর অন্ধকারে সেই বিংশতি সহস্র সেনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূণসেনাদলের উপর পতিত হইল, বিস্মিত বিশৃঙ্খল হূণসেনা পরাজিত হইয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। হূণসেনা নানাদলে বিভক্ত হইয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, কোথাও পঞ্চশত, কোথাও সহস্র, কোথাও বা পঞ্চসহস্র। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিংশতি সহস্র সর্ব্বদা একত্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল! দলে দলে হূণসেনা পরাজিত হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইল বটে কিন্তু রজনীর শেষেও শত্রু শেষ হইল না। প্রভাতে মুষ্টিমেয় শত্রুসেনা দেখিয়া হূণসেনা আশ্বস্ত হইল এবং চারিদিকে হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন চক্রব্যূহ রচনা করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের সেনা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কান্যকুব্জ নগরের অনতিদূরে জাহ্নবী উত্তর বাহিনী ছিল, সেই স্থলে নদীর বক্রগতির জন্য সৈকত-ভূমি সর্ব্বদা সিক্ত থাকিত। সেই জলাভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া গোবিন্দগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, ও বন্ধুবর্ম্মা হূণ-সমরের শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সেনা অনায়াসে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত সেনাদল হতাশ হইয়া পড়িল। অশ্বত্যাগ করিয়া যুবরাজ ও মহারাজ-পুত্র হূণ-সৈন্যসমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে দূরে জয়ধ্বনি শ্রুত হইল, বিজয়ী হূণসেনা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে তিন দিক হইতে বর্ষার ঘনমেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র অশ্বারোহীসেনা হূণদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও হূণরাজ বিজয়ী হইতে পারিলেন না। লক্ষ লক্ষ হতাহত বন্দী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া খিঙ্খিল পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

যুদ্ধান্তে চক্রপালিত, হর্ষগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্ত আসিয়া মহারাজ-পুত্রকে অভিবাদন করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা অন্তর্ব্বেদী অধিকার করিয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হও, স্কন্দ ও আমি মহোদয়ে যাইব।" হর্ষগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা, মহোদয়ে ?" "হাঁ। পুত্র, গোবিন্দকে হত্যা করে এমন লোক উত্তরাপথে জন্মায় নাই!" "মহোদয়ে—?", "মহোদয়ে এখন কি হইতেছে ?" "আপনার ও জ্যেষ্ঠের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসব হইতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
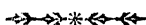
মহোদয়ে

মহোদয় নগরের প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া একজন নাগরিক অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "ওহে, ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলে ?" দ্বিতীয় নাগরিক কহিল, "কিছুই ত' বুঝিলাম না, একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, যখন বেগতিক দেখিব তখন গঙ্গা পার হইয়া পলাইব।" "মথুরা যে গিয়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, তথাপি ইহারা ত' বেশ নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছে ?" "ইহারা কাহারা ?" "এই শিবনন্দী, সঙ্ঘস্থবির হরিবল, মহারাজাধিরাজ, আর কে ?" "আরে নির্ব্বোধ, যখন হূণ আসিবে তখন দেখিবি ইহারা বীরপুরুষের মত রথে চড়িয়া পাটলিপুত্রে পলাইবে। তখন মরিব, তুই আর আমি।" "দেখ, ভাই, এই ছোঁড়ার দল ধন্য বটে, পাঁচহাজার অশ্বারোহী লইয়া স্কন্দগুপ্ত ইচ্ছা করিয়া যমের

বাড়ী গেল, হূণের সম্মুখে মথুরানগর আর শমন-সদন একই কথা। তুই রাজপুত্র, তোর যুদ্ধে যাইবার কি প্রয়োজন? এই যে মরিলি কাহার লাভ হইল, কেবল শত্রু হাসিল।" "কি আশ্চর্য্য ভাই, যে রাজার রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া ভাই মরিল, পুত্র মরিল, সেই রাজাই কিনা তাহাদের মরণ উপলক্ষ করিয়া মহোৎসবে আদেশ দিলেন?" "আরে সে রাজা কি আদেশ দিয়াছেন? আদেশ দিয়াছে অনন্তার বানর।" "চুপ, চুপ, এখনই কে শুনিতে পাইবে, চারিদিকেই হরিবলের চর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

নাগরিকদ্বয়ের পার্শ্ব দিয়া দুই জন পথিক চলিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ দূরে দাঁড়াইল, তখন প্রথম নাগরিক বলিতেছে, 'আর দু'টা ছোঁড়া কোথা গেল বল দেখি?"

"ওরে, হর্ষগুপ্ত বড় বাপের বেটা— সিপ্রার ধারে যুদ্ধ কাহাকে বলে প্রথম দেখিয়াছিলাম। পিতা দেশ রক্ষা করিতে গিয়া যুদ্ধে মরিয়াছে, হর্ষগুপ্তের মত পুত্র কি তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? সেও মরিতে গিয়াছে।" "নগরে কিন্তু একজনও সেনা নাই?" "সমস্ত সৈন্যই যে মহারাজ-পুত্র ও যুবরাজের কথায় উঠে বসে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কি হরিবল মহারাজ-পুত্র আর যুবরাজকে কি অবশিষ্ট রাখিত? ভাই, সিপ্রার ধারে ও শুভ্রমতী-তীরে কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তকে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, আজি সেই গোবিন্দগুপ্ত মরিয়াছে আর সেই কুমারগুপ্ত উৎসবে উন্মত্ত হইয়াছে!"

পথিকদ্বয় তখনও দাঁড়াইয়াছিল, এই সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রথম নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আজি কি মহোদয়-নগরে উৎসব হইবে?" নাগরিক কহিল, "হাঁ।" "কি উৎসব হইবে?" "সমস্ত নগর আলোকমালায় ভূষিত হইবে আর নর্ত্তকীরা পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে।" "হূণ-সেনা কি পরাজিত হইয়াছে?" "না, শুনিয়াছি তাহারা মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছে।" "তবে কি জন্য উৎসব হইবে?"

"সদ্ধর্ম্মের শত্রু বিনাশ হইয়াছে।" "সদ্ধর্ম্মের শত্রু কে?" গোবিন্দগুপ্ত আর স্কন্দগুপ্ত।" "বন্ধু, এইমাত্র শুনিলাম যে তুমি সিপ্রা ও শুভ্রমতী-তীরে উপস্থিত ছিলে?" "হাঁ, ছিলাম।" "গোবিন্দগুপ্তকে কখনও বৌদ্ধের উপর অত্যাচার করিতে শুনিয়াছ?" "না।" "তবে গোবিন্দ-গুপ্ত সদ্ধর্ম্মের শত্রু কি প্রকারে?" "মহাশয়, সঙ্ঘস্থবির হরিবল তাহা বলিতে পারেন।" "বন্ধু, তুমি গোবিন্দগুপ্তকে দেখিয়াছ?" "বহু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখন বোধ হয় চিনিতে পারিব না।" "স্কন্দগুপ্তকে দেখিয়াছ?—" "হাঁ।"

পথিক তাহার মস্তকের উষ্ণীষ ধরিয়া আকর্ষণ করিল—পিঙ্গলবর্ণ কেশরাশি দ্বিতীয় পথিকের মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িল। তখন উভয় নাগরিক রাজপথে নতজানু হইয়া বসিল। প্রথম নাগরিক কহিল, "দেব, তবে কান্যকুব্জ নগর রক্ষিত হইয়াছে?" প্রথম পথিক হাসিয়া কহিলেন, "কেন?" "তাহা না হইলে মহারাজ-পুত্র যুবরাজকে নগরে দেখিতে পাইতাম না।" "নগর রক্ষিত হইয়াছে, নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাদিগকে দেখিয়াছ একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

সন্ধ্যা হইল, মহোদয়-নগরে অসংখ্য দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল, তরুণী পাটলিপুত্রিকা গণিকাগণ পথে পথে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, তখন পথিকদ্বয় জাহ্নবীতীরবর্ত্তী বিশাল প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদের তোরণে একজন প্রহরী জনৈক তরুণী পরিচারিকার সহিত রসালাপ করিতেছিল। পথিকদ্বয় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহরী একবার তাঁহাদিগের দিকে চাহিল, দ্বিতীয় বার চাহিয়া সে রসালাপ বন্ধ করিল এবং তৃতীয় বার চাহিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রথম পথিকের পাদদ্বয় আলিঙ্গন করিল এবং আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রভু।" মহারাজপুত্র

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "শান্ত হও, আমরা মরি নাই। মহারাজ কোথায়?" প্রহরী অশ্রুমোচন করিয়া কহিল, "মণ্ডপে নৃত্যদর্শন করিতেছেন।" উভয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জনতার সহিত মিশিয়া গেলেন।

কান্যকুব্জের প্রাসাদে কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত সভামণ্ডপের অঙ্গনে বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য সভাসদ্‌বেষ্টিত হইয়া মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত নৃত্যদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিমুক্তাখচিত সুখাসনে পট্টমহাদেবী অনন্তাদেবী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সখীর সহিত কথালাপ করিতেছিলেন। সহসা মহাদেবীর প্রফুল্লবদন শুষ্ক হইল, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন "ও কে?" সখিগণ নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া দেখিল কৃষ্ণমর্ম্মরস্তম্ভে লম্বিত রজত-দীপাধার দুলিয়া উঠিয়াছে। আশ্বস্তা হইয়া পট্টমহাদেবী পুনরায় নৃত্যদর্শন করিতে লাগিলেন, অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল। সহসা দ্বিতীয় স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহাদেবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কে, ও কে?" নৃত্য থামিয়া গেল, সভাসদ্‌গণ উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলে নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া দেখিল—দ্বিতীয় মর্ম্মরস্তম্ভে লম্বিত সুবর্ণের গন্ধাধার বেগে দুলিয়া উঠিয়াছে। বহুক্ষণ পরে মহাদেবী আশ্বস্তা হইলেন, পুনরায় নৃত্য আরম্ভ হইল। অর্দ্ধদণ্ড পরে সজ্জস্থবির হরিবল সহসা চেতনা হারাইয়া সভাস্থলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পট্টমহাদেবী অনন্তা উচ্চৈঃস্বরে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে জড়াইয়া ধরিলেন। সেই মুহূর্ত্তে স্তম্ভের অন্তরাল হইতে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইল, বৃদ্ধ সম্রাট্ আত্মবিস্মৃত হইয়া ভয়বিহ্বলা তরুণী পট্টমহাদেবীকে দূরে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনুষ্যদ্বয় কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিল। তখন সম্রাট্ বলিয়া উঠিলেন, "কে? গোবিন্দ—স্কন্দ? এ কি স্বপ্ন?" মনুষ্যদ্বয়ের একজন

কহিল, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক। আমি গোবিন্দ, আমার সহিত যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত আসিয়াছে। মহারাজ, মহোদয় নগরে আজি কিসের মহোৎসব? ভ্রাতা ও পুত্র হূণ-সৈন্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আসিয়াছে; আজি মহোদয়বাসী কি সেই আনন্দে আত্মবিহ্বল হইয়া মহোৎসবে উন্মত্ত হইয়াছে?" বৃদ্ধ সম্রাটের মস্তক অবনত হইল, সেই সময় অস্ফুট চীৎকার করিয়া পট্টমহাদেবী অনন্তা মূর্চ্ছিতা হইলেন, তখন গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "মহারাজ, অদ্য আমার ও স্কন্দের নৃত্য-সভায় উপস্থিতি কি আপনার বাঞ্ছনীয় নহে?" বৃদ্ধ কুমারগুপ্তের মস্তক অধিকতর অবনত হইল, গোবিন্দগুপ্ত পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ, দাস বহুদিন শ্রীচরণ-দর্শন পায় নাই, শুনিয়াছি পাটলিপুত্রে চন্দ্রধরের পুত্র আত্মবলি দিয়াছে, সেই জন্য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াছি—অভিজাত কুলজাত আর কেহ সভায় অথবা প্রাসাদে আসে না, শুনিয়াছি—শৌণ্ডিক অক্ষয়নাগের পুত্র পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গিয়াছে, সেই জন্য বহুদিন পরে রাজ-দর্শনে আসিলাম।" বৃদ্ধ সম্রাট্ তখনও নিরুত্তর। এই সময়ে সঙ্ঘস্থবির হরিবল ধীরে ধীরে সম্রাটের নিকটে আসিয়া তাঁহার পদযুগল আলিঙ্গন করিল, তাহা দেখিয়া গোবিন্দগুপ্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শুন, মহারাজ, আজি সাম্রাজ্যের বিপদ উপস্থিত, নতুবা গোবিন্দগুপ্ত সম্রাট্-সকাশে উপস্থিত হইত না। বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার শত্রুহস্তগত; নগরহার, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা ভস্মীভূত, শতদ্রু পার হইয়া সহসা হূণসেনা অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিয়াছে। মথুরার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। তাত, প্রবুদ্ধ হও, আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। উঠ, পিতৃদত্ত অসি গ্রহণ কর, আবার গোবিন্দগুপ্ত হূণসেনা বক্ষুর পরপারে রাখিয়া আসিবে; সুন্দরী নর্ত্তকী, বহুমূল্য সুরা, নৃত্য গীত, মহোৎসব সমস্তই তোমার থাকিবে, একবার উঠ, জড়তা পরিত্যাগ কর, চাহিয়া দেখ, ধরিত্রী

নর-রক্তে প্লাবিতা, প্রজার আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইতেছে, সেনাদল ছিন্ন-ভিন্ন, সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল। তুমি কি সেই কুমারগুপ্ত? সিপ্রা ও শুভ্রমতী-তীরে তুমিই কি শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়াছিলে? উঠ, মহারাজ, ইহা বিলাসের সময় নহে। আজি পবিত্রা আর্য্যভূমি অস্পৃশ্য বর্ব্বরের কলুষিত পাদস্পর্শে কলঙ্কিতা, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র, তাহা শুনিয়া কেমন করিয়া স্থির হইয়া আছ?"

মহারাজপুত্রের উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে, মহাদেবীর চেতনা ফিরিল, তিনি যুবরাজের দিকে অঙ্গুলীসঞ্চালন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উহাকে দূর কর, দূর কর। মাতাকে হত্যা করিয়াছে, এখন আমাকে হত্যা করিবে।" এতক্ষণে সম্রাটের বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে দূর করিব? কে তোমাকে হত্যা করিবে?" দ্বিতীয়বার যুবরাজের দিকে অঙ্গুলীসঞ্চালন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ, ঐ—উহাকে দূর কর, শীঘ্র দূর কর, নতুবা আমি মরিব।" এই সময়ে গোবিন্দগুপ্ত কহিলেন, "মহারাজ, সাম্রাজ্যের বিষম বিপদ বুঝিয়া রাজদর্শনে আসিয়াছি, সাম্রাজ্য-রক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—"

"উহাকে দূর কর, শীঘ্র দূর কর, আমার শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে।"

"শুন, মহারাজ, এই রমণী উন্মাদিনী, ইহার ন্যায় শত শত উন্মাদিনী হূণযুদ্ধে পতি-পুত্র হারাইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তাত, এখনও চেতন হও, নতুবা সিপ্রা ও শুভ্রমতীর যশ হূণ-যুদ্ধের কলঙ্ককালিমা আবরণ করিতে পারিবে না, চিরদিন আর্য্যাবর্ত্তবাসী তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে—"

"শীঘ্র দূর কর, শীঘ্র দূর কর, এখনও করিলে না?"

বৃদ্ধ সম্রাট্ মৃদুস্বরে কহিলেন, "স্কন্দ, তুমি দূরে সরিয়া যাও।" কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া মহারাজ-পুত্র গোবিন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "কি

করিলে, মহারাজ ? স্কন্দ যে আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র ভরসা ! তুমি কি মনে করিয়াছ যে বেশ্যাজার চন্দ্রসেন, গণিকাপুত্র শিবনন্দী ও শৌণ্ডিক-তনয় ভবরুদ্র হূণ-প্রলয় হইতে উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথ রক্ষা করিবে ? স্কন্দ, পুত্র, যুবরাজ,—?"

সেই রাত্রিতে উৎসবময় মহোদয় নগরে পরমেশ্বর, পরমবৈষ্ণব, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তদেবকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্তূপ-রক্ষা

"পুত্র, দেহ আর বহে না, আর কত সেনা আছে ?" "পঞ্চশত মাত্র।" "এই পঞ্চশত মাগধবীর কেন আমার জন্য মরিতেছে ? উহাদিগকে পলায়ন করিতে বল। বল, গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, গোবিন্দগুপ্ত মরিয়াছে, উহারা গৃহে ফিরিয়া যাক।" "কেহ যে ফিরিতে চাহে না, পিতা ?" "কেন ?" "উহারা বলে যে উহারা পুরুষানুক্রমে গুপ্তকুলের অন্নে প্রতিপালিত, আজি দুর্দ্দিন দেখিয়া কেমন করিয়া স্বামীকুল পরিত্যাগ করিবে ?" "আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে ? কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে ? স্কন্দের সহিত সমস্ত শেষ হইয়াছে।" "পিতা, আমাদিগের সহিত একজন তরুণ গৌল্মিক আছে, তাহাকে দেখিলে কি মনে হয় ?" "হর্ষ, যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়। সেই গৌল্মিকের মুখ স্কন্দগুপ্তের মত বটে কিন্তু তাহার কেশ যে কৃষ্ণবর্ণ ?" "পিঙ্গলবর্ণ কেশ কি কৃষ্ণবর্ণে

রঞ্জিত হইতে পারে না?" "পারে বটে, কিন্তু কত দিন থাকে?" "তাহাকে একবার পরীক্ষা করিলে হইত না?" "বৃথা আশা, হর্ষ, আমার আয়ু পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, আমাকে আর প্রলুব্ধ করিও না। সে জীবিত থাকিলে মৃত্যুকালে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না।"

এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। নিবিড় বনমধ্যে ক্লান্ত, রণশ্রান্ত পঞ্চশত অশ্বারোহী বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা শব্দ শুনিয়া সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন অশ্বারোহী আসিয়া হর্ষগুপ্তকে কহিল, "দেব, হূণসেনা আমাদিগের সন্ধান পাইয়াছে এবং চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।" বৃদ্ধ গোবিন্দগুপ্ত ভূমিতে শুষ্ক পত্রের শয্যা রচনা করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তিনি সংবাদ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হর্ষ, আর না। হূণ-যুদ্ধ অদ্যই শেষ করিব। ইহাকে জিজ্ঞাসা কর নিকটে কি কোন পর্ব্বত আছে?" হর্ষগুপ্ত পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহীগণের নিকট গমন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "নিকটে পর্ব্বত নাই বটে; তবে শিলাস্তম্ভবেষ্টিত একটা বৌদ্ধস্তূপ আছে।" গোবিন্দগুপ্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কত দূর?"

একজন অশ্বারোহী কহিল, "অর্দ্ধক্রোশও হইবে না।" "তবে শীঘ্র সেই স্থানে চল, যদি মরিতে হয় শত্রুসেনা ধ্বংস করিয়া মরিব। সাম্রাজ্যের সেনার শেষ গুল্ম, লক্ষের অবশিষ্ট পঞ্চশত যখন মরিবে তখন যদি সহস্র হূণ শমন-সদনে না যায় তাহা হইলে যাহারা আমাদের পূর্ব্বে গিয়াছে তাহারা কি বলিবে?"

পঞ্চশত অশ্বারোহী রক্তবর্ণ পাষাণ-নির্ম্মিত স্তূপমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, স্তূপের তোরণে তোরণে রাশি রাশি বৃক্ষকাণ্ড দিয়া প্রাকার নির্ম্মাণ করিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। স্তূপ বিশালকায়, তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ, তাহাতে অনায়াসে সহস্র অশ্বারোহী

আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। দেখিতে দেখিতে হূণসেনা আসিয়া পড়িল, চারিদিক হইতে হূণ স্তূপ-বেষ্টনী আক্রমণ করিল, শত শত শর ও ভল্লে স্তূপ-বেষ্টনীর চিত্রাবলী ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু হূণসেনা স্তূপের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, হূণসেনা আক্রমণে নিরস্ত হইল। তাহারা বনমধ্যে শত শত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিল, স্তূপমধ্যে অবরুদ্ধ বুভুক্ষিত উপবাসী সাম্রাজ্যের সেনা লোলুপদৃষ্টিতে তাহাদিগের রন্ধন দেখিতে লাগিল।

মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত ইতঃপূর্ব্বে বহুবার আহত হইয়াছিলেন। রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইলে রক্তস্রাবে তিনি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি গৌল্মিক ও সেনানিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, গুপ্ত-সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে, বৃদ্ধ গোবিন্দ গুপ্তের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর।" ক্লান্ত, আহত, বুভুক্ষাপীড়িত মাগধসেনার নায়কগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে যুদ্ধে জয় অসম্ভব, তাহারা কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহা দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ হইতে একজন বর্ম্মাবৃত গৌল্মিক বলিয়া উঠিল, "বন্ধুগণ, মহারাজ-পুত্র যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য; তোমরা হয়ত' মনে করিতেছ যে বৃথা যুদ্ধে বলক্ষয় অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ।' কিন্তু মনে রাখিও চেষ্টা করিলেই আত্মরক্ষা হইবে না, প্রাণভয়ে ভীত পঞ্চশত সেনা অসমবদ্ধভাবে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে, হূণসেনা অনায়াসে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবে। মনে রাখিও, পলায়ন করিলে শমনের কবল মুক্ত হইবে না, একদিন মরিতেই হইবে। মনে রাখিও যে এই বৃদ্ধ আহত শক্তিহীন গোবিন্দগুপ্ত, এতদিন শত শত যুদ্ধে আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ যদি মাগধসেনা এই নিবিড় বনমধ্যে সেই গোবিন্দগুপ্তকে অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া

প্রাণভয়ে পলায়ন করে, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী কি বলিবে? বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ, যতদিন মানবের চিহ্ন থাকিবে, ততদিন নরনারী অকৃতজ্ঞ মাগধসেনার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।"

জনৈক বৃদ্ধ সেনানী কহিল, "বাপুহে, তুমিত' অনেক বড় বড় কথা বলিলে কিন্তু পলায়ন ব্যতীত উপায় আছে কি? দুইদিন অন্ন জুটে নাই, স্তূপমধ্যে বিন্দুমাত্রও জল নাই, এইরূপ অবস্থায় কয়দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিব?" গৌল্মিক, বৃদ্ধ সেনানীকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "তাত, আপনি গুরুপাদ, যুদ্ধ ব্যবসায়ে আপনার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আপনার মুখে একথা শুনিলে তরুণ মাগধসেনা কি করিবে? সিপ্রা ও শুভ্রামতী-তীরে গোবিন্দগুপ্তের অদ্ভুত যুদ্ধ দেখি নাই, চারণের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু বাহ্লীকা ও শতদ্রুতীরে এবং সৌরসেন রাজধানীতে চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের শৌর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভীষণ হূণ-সমরে শত শত যুদ্ধে গোবিন্দগুপ্তের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও রণ-কৌশল দেখিয়াছি; আজি যদি গোবিন্দগুপ্ত না থাকিত তাহা হইলে কপিশা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত হূণের পদানত হইত। মাগধসেনা, আজি সেই পিতৃতুল্য গোবিন্দগুপ্তকে মুমূর্ষু অবস্থায় এই বিজন বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? মগধ বহুদূর, নরক অতি নিকট,—পলায়ন করিলে কি মরণ এড়াইতে পারিবে? যদি মরিতেই হয়, তাহা হইলে বৃথা কেন কলঙ্ক অর্জ্জন করি? চল মাগধরাজপুত্র, মাগধঅশ্বারোহী, মাগধপদাতিক, একত্রে অগ্নিগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। বন্ধুগণ, শুনিয়াছি, সপ্তজন দশসহস্র অশ্বারোহী লইয়া শতদ্রুতীরে শত সহস্র হূণের গতিরোধ করিয়াছিল, পঞ্চশত মাগধসেনা আজি কি দশসহস্রের বেষ্টন ভেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের পুত্রকে গঙ্গা তীরে লইয়া যাইতে পারিবে না?"

পশ্চাতে পঞ্চশত মাগধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দূরে বনমধ্যে

হূণগণ তাহা শুনিয়া অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল। সহসা বিপুলবেগে মাগধসেনা তোরণপথে নির্গত হইল, চারিজন সৈনিক কাষ্ঠখণ্ডনির্ম্মিত আধারে হতচেতন গোবিন্দগুপ্তকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। সর্ব্বাগ্রে সেই বর্ম্মাবৃত গৌল্মিক ও সর্ব্ব পশ্চাতে সেই শিবিকা স্তূপ হইতে নির্গত হইল, শত শত—সহস্র সহস্র হূণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সহসা সুদীর্ঘ ভল্ল আসিয়া গৌল্মিকের শিরস্ত্রাণে বিদ্ধ হইল; শিরস্ত্রাণ স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চশত মাগধবীর উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "যুবরাজের জয়, স্কন্দগুপ্তের জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। হূণ-সেনা চমকিত হইয়া নিমিষের জন্য স্তম্ভিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তীব্রবেগে বিচলিত হূণসেনা আক্রমণ করিয়া পঞ্চশত সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী অগ্রসর হইল। শত শত হূণ আটবিক প্রদেশের সেই নৈশ-যুদ্ধে নিহত হইল, সহস্র সহস্র হূণ আহত হইল, কিন্তু তথাপি পঞ্চশত মাগধবীরের গতি রুদ্ধ হইল না। বহুকাল পরে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্তকে নেতৃরূপে পাইয়া পঞ্চশত মাগধসেনা অমানুষিক বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। শত সহস্র হূণসেনা নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, পঞ্চশত মাগধবীর অবলীলাক্রমে পথ পরিষ্কার করিয়া অদৃশ্য হইল, আটবিক প্রদেশের নৈশযুদ্ধের পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে জালন্ধরে বা উজ্জয়িনীতে হূণ বৃদ্ধগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে মহাবীর স্কন্দগুপ্তের অমানুষিক পরাক্রমের কথা বলিত, শত বর্ষ পরে উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে আর্য্যকুলমহিলাগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু, দেবকুল ও শস্যক্ষেত্রের একমাত্র পরিত্রাতা স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ করিয়া ঊষাকালে গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। মালবে কৃষকগণ, ও গৌড়ে ধীবরগণ দীর্ঘকাল কৃতজ্ঞচিত্তে গুপ্তরাজপুত্রের যশোগান করিত।

গিরিশীর্ষে, তরুণ ঊষার শুভ্র আলোকে, জনৈক শুভ্রবসনপরিহিত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেবকুলে নীলমণি

প্রভাতে হস্তিদন্তনির্ম্মিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া সঙ্ঘস্থবির হরিবল কপোতিক সঙ্ঘারামের তোরণে প্রবেশ করিলেন। তোরণে শত শত প্রত্যর্থী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা দূর হইতে শিবিকা দেখিয়া প্রণাম করিল। অন্যদিন প্রবলপরাক্রান্ত মাগধ-সঙ্ঘের অধিনায়ক তোরণে তাহাদিগের আবেদন শ্রবণ করিতেন, কিন্তু অদ্য আর সঙ্ঘস্থবিরের শিবিকা তোরণে দাঁড়াইল না। মহাবিহারের সম্মুখে শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া হরিবল অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির-দ্বারে একজন আচার্য্য দাঁড়াইয়াছিল, সে মহাস্থবিরকে প্রণাম করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্ঘস্থবির কুশাসনে উপবেশন করিলেন; তখন একজন ভিক্ষু আসিয়া কহিল, "দেব, যে ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছে তাহাকে লইয়া আসিব কি?" সঙ্ঘস্থবির তাহার দিকে না চাহিয়া কহিলেন, "আনিতে পার।" ভিক্ষু সভয়ে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকার উষ্ণীষধারী পুরুষ মন্দিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া হরিবল কহিলেন, "প্রবেশ কর।" আগন্তুক মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি মহাস্থবির হরিবল?" মহাস্থবির অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "হাঁ, আমি বর্ত্তমানকালে এই নামেই পরিচিত।" "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আপনি যে হরিবল অপর কেহ নহেন, তাহার কিছু প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করি।" "তুমি ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা কর নাই।" "পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছিলাম, যে মহাশয় অপরাধগ্রহণ করিবেন

না। আমি যে উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রে আসিয়াছি, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়; সুতরাং প্রমাণ না পাইলে আপনাকে কোন কথাই জানাইতে পারিব না।" "ক্ষতি নাই, কিছু না বলিতে চাহ, প্রস্থান কর।" "আমি যে সংবাদ আনিয়াছি তাহা আমার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, আপনার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।" "কিসে বুঝিলে?" "শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।" "তুমি না বলিলে শুনিব কেমন করিয়া?" "প্রমাণ না দেখাইলে ত' বলিতে পারিব না।" "তুমি দৌত্যের উপযুক্ত পাত্র বটে, আনন্দরক্ষিত তোমাকে পাঠাইয়াছে ত'? সে অবশ্যই তোমাকে বলিয়া দিয়াছে যে দামোদরশর্ম্মা আপাদমস্তক কৃষ্ণ-বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া সুড়ঙ্গপথে সঙ্ঘারামে আসিত?"

আগন্তুক এতক্ষণে সঙ্ঘস্থবিরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, "প্রভু, অপরাধগ্রহণ করিবেন না, সংবাদ অত্যন্ত শুভ, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত মরিয়াছে, গোবিন্দগুপ্তের ও হর্ষগুপ্তের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। হূণসেনা আটবিক প্রদেশ অধিকার করিয়া মহাকোশল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।" "স্কন্দের মৃত্যুর কোন প্রমাণ পাইয়াছ কি?" "তাহা না পাইয়া কি জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাটলিপুত্রে আসিব?" "কি পাইয়াছ?"

আগন্তুক বস্ত্রমধ্য হইতে একটি চর্ম্মপেটিকা বাহির করিল এবং তাহা হইতে একটি লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণের ঊর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া হরিবলের হস্তে প্রদান করিল। সঙ্ঘস্থবির তাহা গ্রহণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেন এবং পরীক্ষান্তে হতাশ হইয়া কহিলেন, "ইহার সহিত স্কন্দের মৃত্যুর সম্পর্ক কি?" "ইহা যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তের শিরস্ত্রাণ।" "কেমন করিয়া বুঝিলে?" "প্রমাণ শিরস্ত্রাণেই আছে।" "কিছুই ত' দেখিলাম না?" "এখনও সমস্ত দেখেন নাই।" "আর কি দেখিব, বল?" "শিরস্ত্রাণের মধ্যে পত্র দেখিয়াছেন?" "না।"

আগন্তুক শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র বাহির করিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া হরিবল উৎসুকচিত্তে পাঠ করিলেন। "যদি ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে পাও, যদি আর্য্যাবর্ত্তবাসী হও, তাহা হইলে পাটলিপুত্রের দক্ষিণে রোহিতাশ্বের পথে, বাসুদেব-মন্দিরে ইহা প্রেরণ করিও।"

পাঠ শেষ করিয়া সঙ্ঘস্থবির হরিবল আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কে পাইয়াছিল?" "আমি।" "কোথায় পাইয়াছিলে?" "আটবিক প্রদেশে, প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণে বিজন বনমধ্যে একটি স্তূপে।" "সেখানে আর কিছু দেখিলে?" "ভীষণ যুদ্ধের সমস্ত চিহ্নই দেখিলাম, চারিদিকে গলিত নরদেহ, স্তূপ অর্দ্ধদগ্ধ।" "ভগবানের জয় হউক, অবলোকিতেশ্বর এতদিনে সদ্ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিলেন। স্কন্দ মরিয়াছে, গোবিন্দ মরিয়াছে, সুতরাং আমিই এখন মগধের অধীশ্বর। ভাল, তুমি আর একটা কাজ করিয়া যাও, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, শিরস্ত্রাণটা বাসুদেব মন্দিরে দিয়া আইস।"

আগন্তুক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল এবং কপোতিক সঙ্ঘারাম হইতে বাসুদেব-মন্দিরে যাত্রা করিল। মন্দিরের সম্মুখে মঠের অলিন্দে বসিয়া বৈষ্ণব সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, আগন্তুক রথ হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। জপ শেষ হইলে সন্ন্যাসী নয়নোন্মীলন করিলেন এবং আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি চাহ?" উত্তর না দিয়া আগন্তুক তাঁহার হস্তে ভগ্ন-শিরস্ত্রাণ ও পত্র প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীর প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "গণনা কি মিথ্যা হইল? এখন ত' যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্তদেবের মৃত্যু হইতে পারে না। নারায়ণ, এ কি ছলনা?" বার বার ভূর্জ্জপত্রে লিখিত আদেশ পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী অবশেষে আসন ত্যাগ করিলেন। দেবকুলের সম্মুখে যূথিকাতরুতলে অরুণাদেবী বিগ্রহের জন্য

মাল্য রচনা করিতেছিলেন, সন্ন্যাসী অতি ধীরপদে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "মা।" বিস্মিতা অরুণা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, পিতা ?" সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তে শিরস্ত্রাণ ও পত্র প্রদান করিলেন। পত্রপাঠ করিয়া অরুণার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "পিতা, সেবার আবশ্যক হইয়াছে, প্রভু সেই জন্য স্মরণ করিয়াছেন। তিনি ত' পূর্ব্বেই আমাকে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন ?"

সন্ন্যাসী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "শুন, মা, আমার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছ, ছয় বৎসর আমার নিকট বাস করিয়াছ, তুমি জান আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সহসা মোহের বশে কোন কার্য্য করিও না। বহুদিন হইতে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্তের কোষ্ঠি গণনা করিয়া আসিয়াছি, জানিতে পারিয়াছি যে তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব আছে। শিরস্ত্রাণ ও পত্র দেখিলাম, এখনও নক্ষত্রের গতিতে আমার অবিশ্বাস হয় নাই। শুন মাতা, তুমি জান, পুষ্যেণ মিথ্যা কথা কহে না, যুবরাজ নিশ্চয় জীবিত আছেন, বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষা কর। মাতা, কিছুকাল অপেক্ষা কর।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া অরুণাদেবী কহিলেন, "পিতা, আপনারই মুখে শুনিয়াছি, জগৎ মায়াময়, নারায়ণ স্বয়ং ভূভারহরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়া মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। পিতা, বৈষ্ণবী মায়া আপনাকে অন্ধ করিয়াছে, কাহার জন্য অপেক্ষা করিব, কিসের জন্য অপেক্ষা করিব ? অরুণার গর্ভে কি সন্তান আছে, তাহার ক্রোড়ে কি শিশুপুত্র আছে ? বেশ্যাকন্যা আর্য্যপট্টে পদার্পণ করিয়াছে, গুপ্তকুললক্ষ্মী পট্টমহাদেবীর সহিত প্রাসাদসীমা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ দেশে কি অধিক দিন বাস করিতে আছে, আবার কোন দিন, আবার কোন চন্দ্রসেন—" "যথা অভিরুচি, মাতা, বৃদ্ধ ক্ষণকাল বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়াছিল। যাও মা, অধিক দিন বিরহ সহ নাই, এখনও সহিবে না। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এই বলিয়া দেবকূলের পাষাণাচ্ছাদিত অঙ্গনে উপবেশন করিয়া রেখাঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল এবং ক্ষণকাল পরে উঠিয়া বলিল, "বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, তুমি কি করিবে মা? আর একবার বলি শুন, বৃদ্ধের কথা অবিশ্বাস করিও না।" "বৃথা, পিতা, বৃথা। জগতে একটিমাত্র সাধ অপূর্ণ আছে, পিতা অভাগিনীর সে সাধ পূর্ণ করিবেন কি?" "কি সাধ, মা?" "মঠ-সীমায় যে সহকার-তরুতলে হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে—" "মা, তাহাই হইবে, কিন্তু মা, শতদ্রু যুদ্ধের শত অশ্বারোহী তোমার রক্ষায় নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে কি বলিবে?" "আহ্বান করুন্, তাহাদিগের নিকট বিদায় লইব।" "আর একটি অনুরোধ আছে, পিতা?" "কি মা?" "আমার মৃগযূথ—"

এতক্ষণে অরুণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, একটি মৃগশিশু অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া অরুণাদেবীর হস্তে মুখ লুকাইল, অশ্রুধারায় তুষারশুভ্র গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "মা, এ বৃদ্ধ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন বাসুদেবকে বিস্মৃত হইয়াও তোর মৃগযূথ পালন করিবে।"

অপরাহ্নে সেই সহকার-তরুতলে বিস্তৃত চিতা রচিত হইল, মঠবাসী মানব ও মৃগযূথ অরুণার শেষ শয্যা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সদ্যস্নাতা শুভ্রকৌষেয়বসনপরিহিতা অরুণা চিতার দিকে অগ্রসর হইলেন, বান্ধবীর বিপদ বুঝিয়া মূক মৃগযূথ চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তাহাদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া অরুণা চিতা স্পর্শ করিলেন। তখন শতদ্রুর যুদ্ধের শতবীর তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সপ্তবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া পট্টমহাদেবী লৌহশিরস্ত্রাণ অঙ্কে লইয়া কাষ্ঠ-শয্যায় উপবেশন করিলেন। অগ্নি জ্বলিল, একদিন তাহার শিখা বক্ষু ও বাহ্লীকার পরপারে হূণগ্রাম ও হূণ-নগর দগ্ধ করিয়াছিল।

চিতা নির্ব্বাপিতপ্রায়, দূরে শালিশস্যক্ষেত্রে বৃদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী উপবিষ্ট,

অরুণার সযত্নপালিত মৃগযূথ চিতার চারিদিকে দণ্ডায়মান, সহসা দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। জনৈক অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে দেবকুলের দিকে ছুটিতেছিল, সে সহকার-তরুতলে নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার আলোক দেখিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" উত্তর হইল, "আমি হর্ষগুপ্ত। মঠস্বামী, পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমমাহেশ্বর পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তদেব পাটলিপুত্রে আসিতেছেন, আমি পট্টমহাদেবীকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" বৃদ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় চিতার দিকে ছুটিয়া গেল এবং উভয় হস্তে তপ্ত চিতাভস্ম গ্রহণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কুমার, এই লও পট্টমহাদেবী, পথে ধূলায় ফেলিয়া দিও না, পাটলিপুত্রের প্রাসাদে লইয়া যাইও। যে দিন স্কন্দগুপ্ত আসিবেন সেই দিন তাঁহাকে স্বহস্তে গঙ্গাদ্বারপথে জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিতে বলিও।"

নবম পরিচ্ছেদ

ভিখারী সম্রাট্
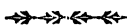
অরুণোদয়ে প্রতিষ্ঠানবাসী বিস্মিত হইয়া দেখিল, যমুনার দক্ষিণ তীর অবলম্বন করিয়া একদল অশ্বারোহী ধীরে ধীরে জাহ্নবীযমুনা সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন উত্তরাপথবাসী সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিত, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মথুরার দুর্দ্দশার কথা প্রচারিত হইয়াছিল, সকলে সম্রাটের পাটলিপুত্র ত্যাগের কারণ জানিত। সকলেই শুনিয়াছিল যে, তরুণী

পট্টমহাদেবীর অনুরোধে বৃদ্ধ সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যুবরাজের কান্যকুব্জ ত্যাগের রাত্রি হইতে সাম্রাজ্যের সেনা বৃদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে। ছায়ার ন্যায় শ্বেতবস্ত্রাবৃত একজন অশ্বারোহী শ্বেতবস্ত্রাবৃত বহু সেনার সহিত হূণসেনার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই জন্য অন্তর্বেদী এখনও হূণ-পদদলিত হয় নাই।

অশ্বারোহিদল জাহ্নবীযমুনার সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইল। তিনজন অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া নৌকারোহণ করিল, তাহা দেখিয়া নগরবাসী দ্বাররুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্ষুদ্র নৌকা যমুনা পার হইয়া প্রতিষ্ঠান-দুর্গের নিম্নে আসিয়া লাগিল, দুর্গদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “নাগরিকগণ, আমরা হূণ নহি, আর্য্যাবর্ত্তবাসী; বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছি, রুদ্ধ দ্বার মুক্ত কর, আমাদিগকে স্থাণুদত্তের সমীপে লইয়া চল।”

অশ্বারোহীদিগকে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রতিষ্ঠান নগরের নাগরিক ও সেনাগণ সশস্ত্র প্রাকারে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন সেনা একজন নাগরিককে কহিল, “দেখ, রবিকীর্ত্তি, এ ব্যক্তি কখনই হূণ নহে, হূণ কখন আর্য্যভাষা এমন করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না।” রবিকীর্ত্তি কহিল, “বাপু হে, বাহ্লীক হইতে মথুরা পর্য্যন্ত হূণরাজার রাজ্য, হয়ত একজন আর্য্যাবর্ত্তবাসী হূণসেনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।”

“দেখ, রবিকীর্ত্তি, তুমি প্রতিষ্ঠান নগরের একজন প্রধান, তুমি মহানায়ক স্থাণুদত্তের নিকটে গিয়া ইহাদের আগমন-সংবাদ জানাইয়া আইস। আমার মনে হইতেছে, আমি এই ব্যক্তিকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিশাল জনসংঘর্ষের মধ্যে ইহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, ইহারা শত্রু নহে, মিত্র।”

“বাপু হে, বাহ্লীক টাহ্লীক ত অনেক নূতন নাম বলিলে, আমি ও

সমস্ত বুঝি না। হূণ আসিয়া যখন আমার বিপণীটি জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে, তখন কি তুমি আমাকে রক্ষা করিবে, না, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে?”

“আমি তোমাকে শপথ করিয়া কহিতেছি, ইহারা হূণ নহে; দেখ, রবিকীর্ত্তি, এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহসা আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহারা সামান্য ব্যক্তি নহে, তুমি শীঘ্র মহানায়কের নিকটে যাও।”

“বাপু হে, এতটা কাল যুদ্ধ করিয়াছ, সুতরাং যুদ্ধ করিতেই শিখিয়াছ, বিষয়বুদ্ধি তোমার আদৌ নাই। আমি এখন মহানায়কের নিকট যাইতে পারি না। ওরে, কটাহের তৈল তপ্ত হইয়াছে?”

এই সময়ে দুর্গপ্রাকারের নিম্নে আগন্তুকত্রয় দ্বারমোচনে বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তাহাদিগের মধ্যে যে পূর্ব্বে নাগরিকগণকে তোরণ মুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সে পুনরায় কহিল, “বন্ধুগণ, আমরা হূণ নহি, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে চাহিয়া দেখ, হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মার কথা শুনিয়াছ?” আগন্তুক হস্তের বর্ম্ম উন্মোচন করিল। শূন্য বর্ম্ম দেখিয়া প্রাকার হইতে শত শত সেনা ও নাগরিক উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে প্রতিষ্ঠান নগরের দক্ষিণ তোরণ উন্মুক্ত হইল। তাহা শুনিয়া রবিকীর্ত্তি কহিল, “ওহে, বালকগুলা সর্ব্বনাশ করিল, হায় হায়, বিপণীটি গেল।”

আগন্তুকত্রয় তোরণপথে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; প্রথমে হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা, তাহার পরে একজন আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত পুরুষ এবং সর্ব্বশেষে জনৈক খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ যুবা। শেষোক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া জনৈক সেনা বলিয়া উঠিল, “এ কি,—স্বপ্ন—না—যুবরাজ—মহারাজ—ওরে প্রতিষ্ঠানবাসী, এতদিনে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। চাহিয়া দেখ, চাহিয়া দেখ, নগরদ্বারে নগ্নশীর্ষে, নগ্নপদে ভিখারীর ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের

একচ্ছত্র অধিপতি উপস্থিত।” তাহার কথা শুনিয়া শত শত সৈনিক সহস্র সহস্র নাগরিক উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রাকার ত্যাগ করিয়া নাগরিক ও সৈনিকগণ দলে দলে জীর্ণ-বসনপরিহিত নগ্নপদ, নগ্নশীর্ষ যুবার সম্মুখে নতজানু হইল। অবরোধবাসিনী রমণীগণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথের ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া ভিখারীকে প্রণাম করিল। গতি রুদ্ধ হইল, স্কন্দগুপ্ত, বন্ধুবর্ম্মা ও চক্রপালিত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা নাগরিক ও সৈন্যগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। স্কন্দগুপ্ত দেখিলেন, জনৈক দীর্ঘাকার, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সুদীর্ঘ ত্রিশূলে ভর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, এতক্ষণে তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইল। বৃদ্ধ নিকটে আসিয়া ত্রিশূল দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অসি কোষমুক্ত করিয়া তাহা শুভ্র কেশে স্পর্শ করাইলেন, ধীরে ধীরে অশীতিপর বৃদ্ধ সেই নগ্নশীর্ষ, নগ্নপদ, ছিন্নবাস-পরিহিত যুবার সম্মুখে নতজানু হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র সৈনিক, নাগরিক ও কুলমহিলা নতজানু হইল। ভিখারীর পদপ্রান্তে অসি রক্ষা করিয়া বৃদ্ধ অতি ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আগন্তুকত্রয় তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন, জয়ধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনি মিশ্রিত হইয়া গগন বিদীর্ণ করিল। ভিখারী সম্রাট্‌কে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “পুত্র, জানিতাম, তুমি আসিবে, আমার মন বলিয়াছিল যে, এমন করিয়া সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য ধ্বংস হইবে না। শুনিয়াছি কুমার গিয়াছে, শুনিয়াছি গোবিন্দ নিরুদ্দেশ, তথাপি জানিতাম, তুমি ফিরিবে। এই হস্ত একদিন শিশু কুমারগুপ্তকে অসি ধারণ করাইয়াছিল, বালক অগ্নিগুপ্তের ধনুতে জ্যারোপণ করিয়াছিল, তাহারা গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত এখনও জীবিত আছে। মহারাজাধিরাজ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুরের অর্ঘ্য গ্রহণ কর, বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই। মহারাজাধিরাজ, যমুনা, সিপ্রা ও শুভ্রামতীতীরে বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত

গরুড়ধ্বজ বহন করিয়াছিল, আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত গিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত গিয়াছে, শিশু কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত অতীতের সাক্ষীর স্বরূপ জীবিত আছে। চিন্তা নাই, ভয় নাই, আবশ্যক হইলে বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত আবার গরুড়ধ্বজ বহন করিবে। সাম্রাজ্যের কার্য্যে পৌত্র আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, বিশ্ববর্ম্মার পুত্রের ন্যায় তনুদত্ত স্বামিধর্ম্ম-রক্ষার্থ দক্ষিণ হস্ত বলি দিয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে? পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সমগ্র দত্তবংশ গুপ্তবংশের অন্নে প্রতিপালিত, আবশ্যক হইলে প্রতিষ্ঠানের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃত হইবে। সমুদ্রগুপ্তের প্রপৌত্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, কুমার গুপ্তের পুত্র, প্রতিষ্ঠানপুরে স্বাগত। মগধে বৌদ্ধ হরিবল প্রবল, পঞ্চনদ হূণ পদানত, তথাপি চিন্তা নাই; মহারাজাধিরাজ, আর্য্যাবর্ত্তে এখনও প্রাণ আছে, আর্য্যাবর্ত্তবাসী শতদ্রু-তীরের অলৌকিক শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই, চাহিয়া দেখ, প্রতিষ্ঠানের আবালবৃদ্ধবনিতা তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা শুনিয়াছে, বাসুদেবের অংশে স্কন্দগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কুমারগুপ্তের পুত্র দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু, তীর্থ ও শস্যক্ষেত্রের পরিত্রাতা, আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র ভরসাস্থল। প্রতিষ্ঠানবাসি, স্কন্দগুপ্ত ফিরিয়াছে, আর ভয় নাই, আর হূণ আসিবে না।"

সুদূর সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় প্রথমে ধীরে ধীরে আরব্ধ হইয়া গগনবিদারক জয়ধ্বনি অবশেষে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুরের পাষাণময়ী ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত করিল। অকস্মাৎ হূণভীতি অপনোদিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানবাসী আনন্দে যুগপৎ হাস্য ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, বন্ধু মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনর্থক নিরর্থক বাক্যব্যয় করিতে আরম্ভ করিল। তুমুল কোলাহলে প্রতিষ্ঠানপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। সহসা মালবরাজের হস্তহীন দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, কোলাহল তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইল। বন্ধুবর্ম্মা কহিলেন, "প্রতিষ্ঠানবাসি,

মহারাজাধিরাজ কি বলিতেছেন শুন।" তখনই সেই নগ্নশীর্ষ, নগ্নপদ, ছিন্নবসন-পরিহিত যুবা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "তাত, হূণযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, সেইজন্য মরিতে পারি নাই। কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইয়াছেন দেখিয়া শপথ করিয়াছিলাম, যতক্ষণ দেহে শোণিতবিন্দু অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ কুলগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ অসি ধারণ করিব। তাত, মহাবলাধিকৃত অগ্নিগুপ্ত স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য তুষার-শীতলসলিলা বাহ্লীকাতীরে আত্মবলি দিয়াছেন, গুপ্তবংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে লক্ষ লক্ষ মাগধসেনা পিতৃভূমিরক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, এখনও দামোদর শর্ম্মা জীবিত, স্থাণুদত্ত গরুড়ধ্বজ ধারণে সক্ষম, গোবিন্দগুপ্ত অসি পরিত্যাগ করেন নাই—"

বৃদ্ধ স্থাণুদত্তের দেহ কম্পিত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলে? গোবিন্দ?"

"মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত জীবিত।"

যুবরাজের কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া প্রতিষ্ঠানপুর কম্পিত করিয়া, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মহারাজপুত্রের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল, সে কোলাহল প্রশমিত হইতে হইতে একদণ্ড অতিবাহিত হইল। জনসঙ্ঘ স্থির হইলে বৃদ্ধ স্থাণুদত্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দগুপ্ত জীবিত? সে কোথায়? নারায়ণ, তুমি তবে মিথ্যা নহ?" স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "পিতৃব্য আহত, যমুনার পরপারে তাঁহাকে শিবিকায় রাখিয়া আসিয়াছি।" নবীন সম্রাটের উক্তির শেষ অংশ শ্রবণ না করিয়াই প্রতিষ্ঠানপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা যমুনার পরপারে মহারাজপুত্রের দর্শনমানসে ছুটিল।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে সহস্র সহস্র শুভ্রবস্ত্রাবৃত অশ্বারোহী প্রতিষ্ঠানপুরের সম্মুখের প্রান্তরে সমবেত হইল। চারিজন বাহক একখানি শিবিকা স্কন্ধে লইয়া নগরের দক্ষিণ তোরণে প্রবেশ করিল, তাহাদিগের পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সমান্তরালে বিংশতিসহস্র শুভ্রবস্ত্রাবৃত অশ্বারোহী প্রতিষ্ঠানপুরে

প্রবেশ করিল। শিবিকা নগরের কেন্দ্রস্থলে বাসুদেবের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা সঙ্গীত উত্থিত হইল, মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বাদশজন চারণ উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

"জয়দৃপ্ত যবন গন্ধার ও উত্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে দূর করিবে কে? ভুলিও না, চন্দ্রগুপ্ত জীবিত আছে। মাগধসেনা বীরদর্পে পঞ্চনদ অধিকার করিয়াছে, তাহারাই আর্য্যাবর্ত্তের উত্থান পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিবে। যুগের পর যুগ মাগধ-সেনা উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহারা আত্মবিস্মৃত হয় নাই। চাহিয়া দেখ, বাহ্লীক ও কপিশা, যবনকরকবলমুক্ত, চন্দ্রগুপ্ত পুরাকীর্ত্তি বিস্মৃত হয় নাই।"

"শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, মগধ কিছুদিন নিদ্রিত ছিল, কিন্তু মনে করিও না, মগধ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। মগধের সিংহাসনে আবার চন্দ্রগুপ্ত আসিয়াছে, পবিত্র আর্য্যভূমি হইতে অপবিত্র শক বিতাড়িত, সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের গরুড়ধ্বজ সম্মানিত, দেবপুত্র শাহীর মস্তক অবনত হইয়াছে, মাগধসেনা আবার উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিতেছে।"

"হূণ আসিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? শস্যশ্যামলা আর্য্যভূমি চিরদিন বুভুক্ষিত যাযাবরের লক্ষ্যস্থল। উত্তরাপথে যবন আসিয়াছিল, শক আসিয়াছিল, তাহারা কোথায়? সময়ের ভীষণ আবর্ত্ত, শক যবনরাজ্য রসাতলে পাঠাইয়াছে, আর্য্যভূমি-আর্য্যভূমিই আছে।"

"আর্য্যাবর্ত্তবাসি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর, দুঃস্বপ্নের মত আর্য্যাবর্ত্তের অমানিশা অতীত, সম্মুখে জ্যোৎস্নাপক্ষ। আবার মাগধসেনার পদভরে উত্থান ও কপিশা কম্পিত হইবে, আর্য্যরক্তে রঞ্জিত তুষারশীতল বাহ্লীকা-তীরে মাগধ অস্থিমেদবসানির্ম্মিত প্রাকারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাগধসেনা আবার উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিবে!"

"চাহিয়া দেখ, সম্মুখে অসংখ্য নরনারীর পরিত্রাতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্ত্তা উপস্থিত। বিচলিতা কুল-লক্ষ্মী স্তম্ভনের জন্য কে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, শতদ্রুতীরে কে দশসহস্র সৈন্য লইয়া কে শতসহস্রের গতিরোধ করিয়াছিল? সে কে? আর্য্যাবর্ত্তবাসী কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্রকে অভিবাদন কর।"

সঙ্গীত থামিল, সহস্র সহস্র, লক্ষলক্ষ, কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনিতে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুরের পাষাণময়ী ভিত্তি কম্পিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পাটলিপুত্রে

বিশাল পাটলিপুত্র নগরের বিস্তৃত রাজপথসমূহ জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ, পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তদেব নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, উল্লাসে পাটলিপুত্রের নাগরিক ও নাগরিকা পথে পথে গীত গাইয়া বেড়াইতেছে। পট্টমহাদেবী অনন্তা ও মহারাজপুত্র পুরগুপ্ত সামান্য চোরের ন্যায় বন্দী, কপোতিক সঙ্ঘারামের সম্মুখে বিশাল জনতা ভেদ করিয়া একজন গৌরবর্ণ শ্বেত-বস্ত্রাবৃত পুরুষ বলিয়া বেড়াইতেছে, "মাগধ নরনারী উৎসব কর, আজি কেবল মহারাজাধি-রাজের অভিষেক নহে; আজি স্কন্দগুপ্তের বিবাহ। বিবাহের উৎসব অধিক দিন চলিবে না, আবার বাহ্লীকাতীরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আমি যে গৌড়ে ফিরিয়া যাইব, উপনগরের উদ্যানে পুষ্পবৃক্ষ শুকাইয়া গিয়াছে, বহুদিন অলক্তরাগরঞ্জিত চরণ কোমল আলিঙ্গনে সোপানের কঠোর মর্ম্মর স্পর্শ করে নাই।"

নাগরিক ও সৈনিকগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। দুই একজন বৃদ্ধসেনা সসম্মানে অভিবাদন করিতেছিল, যুবা তাহাদিগের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল, "উৎসব কর, কিন্তু গঙ্গাদ্বারে যাইতে ভুলিও না, আজি গঙ্গাদ্বারে সম্রাটের বিবাহ। বহু যত্নে কুমার হর্ষগুপ্ত পট্টমহাদেবীকে নগরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, গঙ্গাদ্বারে শুষ্ক সৈকতের সিংহাসনে বিচলিতা কুললক্ষ্মী পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা হইবেন। নাগরিকগণ, আজি আহার ভুলিও, বিলাস ভুলিও, কিন্তু গঙ্গাদ্বারে যাইতে ভুলিও না।"

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য নরনারী প্রাসাদের গঙ্গাদ্বারের সম্মুখে বিস্তৃত শুভ্রবালুকাক্ষেত্রে সমবেত হইল; নগর-তোরণে, প্রাসাদ-তোরণে, মন্দিরে মন্দিরে দ্বিতীয় প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন ভীষণ শব্দে গঙ্গাদ্বারের লোহময় কবাট মুক্ত হইল। নগ্নশীর্ষ নগ্নপদ শুভ্রবসন-পরিহিত কুমার হর্ষগুপ্ত সুবর্ণাধার মস্তকে লইয়া তোরণপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে মহারাজাধিরাজ স্বয়ং মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত, মহামাত্য দামোদর শর্ম্মা, বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত, প্রাচীন মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত, যুবরাজভট্টারকপাদীয় মহানায়ক জয়ধবল, বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিতপ্রমুখ সাম্রাজ্যের অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ জাহ্নবীতীরে আসিলেন। হেমন্তের জাহ্নবীর ক্ষীণরেখা যেখানে শুভ্র সৈকতের প্রান্ত চুম্বন করিতেছে, হর্ষগুপ্ত সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, শুষ্ককণ্ঠে স্কন্দগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, কি বলিবে বল?" হর্ষগুপ্ত কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, পবিত্র প্রতিষ্ঠানপুরে কালিন্দী-সুরধুনী-সঙ্গমে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেদিন আপনি পাটলিপুত্রে পদার্পণ করিবেন, সেইদিন সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীকে লইয়া পুরদ্বারে উপস্থিত থাকিব। মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বরী পরমবৈষ্ণবী পরমমাহেশ্বরী পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী আপনার সম্মুখে উপস্থিত।"

কুমার হর্ষগুপ্ত সুবর্ণাধার সম্রাটের পদপ্রান্তে রক্ষা করিলেন। জানুদ্বয় দেহভার বহনে অস্বীকৃত হইল, ধীরে ধীরে উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট্ তপ্ত সিক্ত জাহ্নবী-সৈকতে উপবেশন করিলেন। গোবিন্দগুপ্ত মুখ ফিরাইয়া লইলেন, দামোদরশর্ম্মা ও রামগুপ্ত অশ্রু মার্জ্জনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হর্ষগুপ্ত সুবর্ণাধার উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য, বহুদিন পরে পট্টমহাদেবী নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; পদপ্রান্তে অরুণা স্পর্শ করুন।" শুষ্কনেত্রে কম্পিত হস্তে আধার হইতে ভস্মমুষ্টি গ্রহণ করিয়া স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "এই সেই ?" আর একজন গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি যুবা দূরে দাঁড়াইয়া অনর্গল বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিল, সে এই সময়ে সম্রাটের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং বলিয়া উঠিল, "কাঁদিস না, সে রাগ করিবে। সে আমাকে বলিয়া গিয়াছে, সে আবার আসিবে, আমাকে না দেখিয়া সে মরিতে পারিবে না, তোকেও ত তাহাই বলিয়া গিয়াছে ?" রুদ্ধবেগ উৎস আর বাধা মানিল না, সম্রাট্ সহসা শুষ্ক সৈকতের আসন ত্যাগ করিলেন এবং উভয় হস্তে বক্তার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "না ভানু, সেত আমাকে তাহা বলিয়া যায় নাই। এই সেই ; প্রাসাদের উদ্যানের অন্তঃপুরের, মাতার গর্ভার স্নেহের অরুণা, ভানু, এই সেই অরুণা", উন্মাদ ভানুমিত্র সহসা সম্রাটের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "শুন, শুন, কি বলিতেছে, ওই দেখ, ভস্ম ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করিতেছে। শুন স্কন্দ, শুন মহারাজপুত্র, ভস্মমুষ্টি ধীরে ধীরে পট্টমহাদেবীর আকার ধারণ করিতেছে। কি বলিতেছে জান ? শুনিতে পাইতেছ না ? ওরে তোরা শোন্, এ ভস্ম নহে, পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী না, স্কন্দ, এ—এ কে ? চিনি তোমাকে চিনি, অন্তঃপুরে ধ্রুবস্বামিনীর আবাসে অসিত মর্ম্মরে তোমার মূর্ত্তি আছে, তুমি কমলদল-বাসিনী, তবে ফিরিয়া আসিয়াছ, তবে বিমুখ হও নাই, তবে আবার বাহ্লীকাতীরে যাইব, আবার হূণগ্রামনগর ধ্বংস করিব।"

বৃদ্ধ অমাত্য দামোদরশর্ম্মা ধীরে ধীরে সম্রাটের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "পুত্র, বৃদ্ধ হইয়াছি, অদৃষ্টদোষে অনেক দেখিয়াছি, বৃদ্ধ কুমার গুপ্তের রূপলালসার পরিণাম আর দেখিতে চাহি না। স্কন্দ, যন্ত্রণা অসহ্য, কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ কর, ভস্ম জাহ্নবী-জলে নিক্ষেপ কর।"

উন্মাদ ভানুমিত্র সহসা উভয় হস্তে সম্রাটকে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বিলম্ব কর, মা কি বলিতেছে? পিতামহ, তুমি কি বধির হইয়াছ? শুন, শুন, যতদিন ঐ পিঙ্গলবর্ণ কেশে সুবর্ণমুকুট দৃঢ় থাকিবে, মাতা ততদিন অচলা থাকিবেন। মা বলিতেছেন শুন, না আর শুনিতে চাহি না, তাহা আর বলিও না।"

ঘৃণায় লজ্জায় উন্মাদ ভানুমিত্র মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সহসা মহারাজ-পুত্রের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, তিনি আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভানু, কি হইয়াছে?" উন্মাদ কহিল, "বৃদ্ধ, তুমি ত তখন জীবিত থাকিবে না, তুমি কি বুঝিবে? মাতা, আজি কি ইহাই শুনাইতে আসিয়াছিলে? ফিরিয়া যাও, যেখান হইতে আসিয়াছিলে, সেইখানে ফিরিয়া যাও, আর আসিও না, দূর হও।"

গোবিন্দগুপ্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানু, কি বলিতেছ?"

"শুনিয়া কি করিবি, বিধাতা সুপ্রসন্ন, সে কলঙ্ককালিমা তোর দেহ স্পর্শ করিবে না। ছি, ছি, ইহাই কি বিচার? অদৃষ্ট কি এইজন্য দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আমাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? স্কন্দ, ও ভস্ম জলে ফেলিয়া দে।"

অশ্রু-অন্ধনয়নে উভয় হস্তে সুবর্ণাধার গ্রহণ করিয়া স্কন্দগুপ্ত ধীরে ধীরে জাহ্নবীজলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অতিধীরে সন্তর্পণে ভস্মরাশি জলস্রোতে নিক্ষেপ করিলেন, দূরে শুষ্ক সৈকতে শত শত সহস্র সহস্র পাটলিপুত্রিক নাগরিক হাহাকার করিয়া উঠিল, তখন তীরে উন্মাদ ভানুমিত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, তিনি কহিলেন, "শেষ, প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত, এইবার

যবনিকা। বাহ্লীকায় বৃদ্ধ অগ্নিগুপ্ত অপেক্ষা করিয়া আছে, হূণরক্তে তাহার তর্পণ করিতে হইবে।"

সুবর্ণাধার জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিয়া সম্রাট্ অতি ধীরপদে সৈকতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভানুমিত্রকে কহিলেন "ভানু, বাহ্লীকাতীরে অনেকের তর্পণ করিতে হইবে। কৃষ্ণগুপ্ত কোথায়?" বন্ধুবর্ম্মা মহা-প্রতীহারকে ডাকিয়া আনিলেন, বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার আসিয়া নূতন সম্রাট্কে অভিবাদন করিলেন, স্কন্দগুপ্ত তাহাকে কহিলেন, "খুল্লতাত, বাহ্লীকা-তীরে যাইতে হইবে, মাগধসেনা আবার উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিবে, আমি একবার পাটলিপুত্রবাসীর সহিত আলাপ করিতে চাহি।" পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া কৃষ্ণগুপ্ত কহিলেন "যথা আজ্ঞা, প্রভু!"

দণ্ডধরগণের আহ্বানে কাতারে কাতারে পাটলিপুত্রবাসী জাহ্নবীর স্রোতের নিকট আসিয়া সম্রাট্কে বেষ্টন করিল, তখন স্কন্দগুপ্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা সকলে আমাকে স্নেহ কর, দুরবস্থায় তোমরা আমাকে বিস্মৃত হও নাই, বহুবার বহুবিধ উপায়ে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর ও পবিত্র মগধভূমি শককরকবলমুক্ত করিয়া যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজি তাহার ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। পবিত্র পিতৃভূমির তোরণরক্ষা মগধবাসীর কর্ত্তব্য, সহস্র বর্ষ যাবৎ মাগধ সেনা বাহ্লীকা ও বক্ষুতীরে উত্তরাপথের তোরণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আমরা মুহূর্ত্তের জন্য সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলাম—"

জনসঙ্ঘের সম্মুখে এক বৃদ্ধ নাগরিক দাঁড়াইয়াছিল, সে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাটলিপুত্রে ওকথা বলিও না, তুমি যদি সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে তাহা হইলে সাধের পাটলিপুত্র নগর আজি নগরহার ও পুরুষপুরের মত শ্মশানে পরিণত হইত।" হাস্যের ক্ষীণ রেখা সম্রাটের অধরোষ্ঠে দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল, স্কন্দগুপ্ত পুনর্ব্বার বলিতে

আরম্ভ করিলেন, "বন্ধুগণ, সেইজন্য পবিত্র আর্য্যভূমি আজি বর্ব্বরের পাদ-স্পর্শে কলুষিতা, কপিশা, গন্ধার, উত্থান ও পঞ্চনদ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বন্ধুগণ, মাগধ কি এখন আত্মবিস্মৃত থাকিবে? কপিশা হইতে মথুরা পর্য্যন্ত আর্য্যভূমি কি হূণপাদভরে কম্পিত হইবে? আর্য্যরমণী কি হূণের দাসী হইবে?"

বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় জয়ধ্বনি শ্রুত হইল, ঝটিকা-তাড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় জনসঙ্ঘ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, সে চঞ্চলতা প্রশমিত হইতে অৰ্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল। নাগরিকগণ শান্ত হইলে সম্রাট পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বন্ধুগণ, এই উত্তর পাইব বলিয়া পাটলিপুত্রে আসিয়াছিলাম। এখনও মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত জীবিত, মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা জীবিত, হস্তহীন বন্ধুবর্ম্মা জীবিত, অচিরে গরুড়ধ্বজ বক্ষুতীরবর্ত্তী পর্ব্বতশীর্ষে দৃষ্ট হইবে—"

সহসা জনসঙ্ঘের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "যাহাদের দেশ, তাহারা কেন আত্মরক্ষা করুক না? তাহারা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তবে মগধবাসী কেন তাহাদের জন্য মরিতে যাইবে?" বিস্মিত হইয়া স্কন্দগুপ্ত বক্তার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সম্রাট্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বন্ধু, ইহা মগধবাসীর উপযুক্ত কথা নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অপারগ, মগধবাসী তাহাদিগকে রক্ষা করে বলিয়া আজি মগধ আর্য্যাবর্ত্তের শীর্ষস্থানীয়। যে আর্য্যাবর্ত্তের তোরণ রক্ষা করে, চিরন্তন প্রথা অনুসারে ভারতের সাম্রাজ্যপদবী তাহারই।" জনতার মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিয়া উঠিল, "সাম্রাজ্য পদবী লইয়া কি হইবে! বৃথা যুদ্ধে শত শত মাগধ সেনার প্রাণনাশ করিয়া কি হইবে? শত্রু যখন মগধে আসিবে, আমরা তখন যুদ্ধ করিব।"

ব্যথিতচিত্তে সম্রাট্ কহিলেন, "বন্ধু, বোধ হয় তুমি মগধবাসী নহ। আজি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধের মুখ চাহিয়া আছে। শত শত নরনারীর

জীবন মাগধ সেনার বাহুবলের উপরে নির্ভর করিতেছে, আজি কি মগধ-বাসী নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? মাগধ জননীর স্তন্যপানে বোধ হয় তোমার দেহ পুষ্ট হয় নাই, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এমন কথা তুমি বলিতে পারিতে না। সহস্র বর্ষ যাবৎ মগধবাসী উত্তরাপথ রক্ষা করিয়াছে, মগধ মুহূর্ত্তকাল তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিল বলিয়া আজি দিগন্ত অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। হে বান্ধব, রমণী ও শিশুর, দেবতা ও ব্রাহ্মণের মর্ম্ম-ভেদী আর্ত্তনাদ কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই? লাঞ্ছিতা আর্য্যনারীর, সিংহাসনচ্যুত আর্য্যদেবতার কাহিনী কি তোমার শ্রবণ স্পর্শ করে নাই? দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মরণকাতর নরনারী এখন মগধ নাম শুনিলে প্রবুদ্ধ হয়। হে মাগধ, মুহূর্ত্তের, জন্য, ক্ষণিক সুখের জন্য, পিতৃপুরুষের বহুক্লেশার্জ্জিত অমল ধবল যশোরাশি কি কলঙ্কিত করিবে? মাগধসেনা কি আর উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিবে না? বক্ষু ও বাহ্লীকাতীরে আর কি গরুড়ধ্বজ দৃষ্ট হইবে না? বন্ধুগণ, বিবেচনা কর, অর্গল-মুক্তগৃহ দস্যুতস্করের লীলাক্ষেত্র, মুক্ততোরণ আর্য্যাবর্ত্ত বর্ব্বরের সিংহাসন। মনে করিও না, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্র মগধে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে হূণ-আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবে, মনে করিও না, সাধের পাটলিপুত্রনগর এমনই সুন্দর থাকিবে! কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না, তাহা হইলে দূরে দাঁড়াইয়া পাটলিপুত্রের ভস্মস্তূপ দেখিয়া একদিন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। পিতামহের কথা বিস্মৃত হইও না, যে ত্যাগ শিখিয়াছে, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য সহাস্যে মরণ আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছে, দেশ তাহার, রাজ্য তাহার, ধর্ম্ম তাহার”।

জনসঙ্ঘ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, মেদিনী কম্পিত হইল, সেই অবসরে স্কন্দগুপ্তের বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ শূল নিক্ষিপ্ত হইল। দূরে থাকিয়া বৃদ্ধ মহা প্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং ছুটিয়া গিয়া নির্নিমেষ-নেত্রে অনাবৃত বক্ষে স্কন্দগুপ্তের সম্মুখে

গিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ শূল বৃদ্ধের দেহ বিদ্ধ করিল, উষ্ণ শোণিত সম্রাটের শুভ্র বসন রঞ্জিত করিল, স্কন্দগুপ্ত উভয় হস্তে কৃষ্ণগুপ্তের পতনোন্মুখ দেহ ধারণ করিলেন। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, মরণকাতরকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "নারায়ণ—স্বামিধর্ম্ম—স্কন্দ—শেষের সেদিন—স্মরণ করিও—বাসুদেব—"

বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারের প্রাণহীন দেহ সৈকত ভূমিতে রক্ষা করিয়া স্কন্দ-গুপ্ত বক্ষ অনাবৃত করিলেন, পিঙ্গল কেশ প্রতানগুলের ন্যায় মুখের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল, সম্রাট্ কহিলেন, "বন্ধুগণ, মগধের তুলনায়, আর্য্য-ভূমির তুলনায় ক্ষুদ্র স্কন্দগুপ্ত তুচ্ছ, তাহার শোণিত পানে যদি তৃপ্ত হও, যদি কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হও, যদি আর্য্যভূমির লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর প্রতি কৃপাপরবশ হও, তাহা হইলে দ্বিতীয় শূল নিক্ষেপ কর, নতুবা অনুমতি কর, চন্দ্রধরের পুত্রের ন্যায় আত্মবলি দিয়া স্বদেশবাসীর মনস্কামনা পূর্ণ করি। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার ভস্মরাশি যেখানে জাহ্নবীজলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি স্কন্দের নশ্বর দেহ সেই স্থানে নিক্ষেপ করিও।"

সহসা যেন ইন্দ্রজালবলে সহস্র সহস্র পাটলিপুত্রিক নাগরিক শুষ্ক বেলাভূমিতে পতিত হইল, আবালবৃদ্ধবনিতা সেই ক্ষুদ্র যুবার চরণপ্রান্তে নতশির হইল। স্কন্দগুপ্ত তখন অন্ধ, বদন নীলনভোস্থলের দিকে, তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, বন্ধুর কার্য্য কর, দ্বিতীয় শূল নিক্ষেপ কর, এই দেহ পিতৃভূমির সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি, এ প্রাণ পিতৃভূমির কার্য্যে ব্যয় হউক। আমি মাগধ, মগধবাসীর ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তপ্ত মগধভূমির পিপাসা আমার শোণিতপানে তৃপ্ত হউক, কিন্তু আর্য্যভূমি রক্ষিত হউক, অসংখ্য অসহায় নরনারী রক্ষিত হইবে।"

সহস্র সহস্র পাটলিপুত্রিক নাগরিক, দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত রহিল, দ্বিতীয় শূল আসিল না, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্রাট্ কহিলেন, "মাগধ-গণ, তবে কি আমার ভিক্ষাপূর্ণ করিলে—"

সহসা গঙ্গাদ্বারের নিকটে কে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সহস্র সহস্র পাটলিপুত্রিক নাগরিক উঠিয়া দেখিল, গৌড়ীয় মহাবলাধিকৃত উন্মাদ ভানুমিত্র ক্ষিপ্র হস্তে ছদ্মদেশী সজ্বস্থবির হরিবলকে অসির আঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিতেছেন। আবার জয়ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিল।—

মগধে তখনও প্রাণ ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রত

পাটলিপুত্র নগরে জীর্ণ অসংস্কৃত সভামণ্ডপ পরদিন প্রভাতে সহসা জনপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অভিজাত-কুলজাত ও সামান্য নাগরিক আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অলিন্দে ও মণ্ডপের অঙ্গনে আসন গ্রহণ করিল। সহস্র সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রাসাদের চত্বরত্রয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আর্য্যপট্টের বেদী তখনও শূন্য। প্রাসাদতোরণে প্রথম প্রহরের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা শেষ হইবামাত্র, সভামণ্ডপের তোরণচতুষ্টয়ে শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সহসা ঘোর রবে মণ্ডপের বহির্দ্দেশে লক্ষ লক্ষ সেনা ও নাগরিক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া মণ্ডপের সকলে আসন ত্যাগ করিল। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা স্কন্দগুপ্তের হস্ত ধারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বৃদ্ধ জয়ধবলপ্রমুখ সাম্রাজ্যের প্রধান মহানায়কগণ মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আর্য্যপট্ট বেষ্টন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশজন প্রধান মহাভিষেকের উপকরণ লইয়া আসিয়া-

ছিলেন, জয়ধবলের হস্তে শুভ্র মুক্তাখচিত ছত্র, বন্ধুবর্ম্মার হস্তে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈম গরুড়ধ্বজ, চক্রপালিতের হস্তে শুভ্র চামর, হরিগুপ্তের হস্তে ভগ্নশীর্ষ অসি, বৃদ্ধ রামগুপ্তের হস্তে মহামুদ্রা, কুমার হর্ষগুপ্তের হস্তে পাদুকা, স্থাণ্দত্তের হস্তে শূল, তনুদত্তের হস্তে চর্ম্ম, জয়ধবলের পুত্র বীরধবলের হস্তে গদা, দামোদর শর্ম্মার হস্তে মাল্য, ভানুমিত্রের হস্তে চক্র ও নাগদত্তের হস্তে শঙ্খ। দ্বাদশজন প্রধান আর্য্যপট্ট বেষ্টন করিলে মহাপুরোহিত পুণ্ডরিক শর্ম্মা স্কন্দগুপ্তকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দামোদর শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিলেন। মহামন্ত্রী ইঙ্গিত করিলেন, একজন দণ্ডধর আর্য্যপট্টের পশ্চাতে শুভ্র যবনিকা উত্তোলন করিল, সুবর্ণপাত্রে শত শত নরপতির মুকুট লইয়া মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সুদূর-বিস্তৃত সভামণ্ডপে সমবেত জনসঙ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল, ভীষণ জয়ধ্বনিতে প্রাচীন প্রাসাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইল, মহারাজপুত্র ধীরপাদক্ষেপে আর্য্যপট্টের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বৃদ্ধ মহাপুরোহিত যথারীতি অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ক্রিয়া শেষ হইলে দামোদরশর্ম্মা কহিলেন, "গোবিন্দ, আজি গুপ্তবংশে রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুকুট রামের হস্তে অর্পণ কর।" বৃদ্ধ রামগুপ্ত করজোড়ে কহিলেন, "পিতৃব্য, রামগুপ্ত আপনার আদেশে একদিন এই আর্য্যপট্টে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুকুট সমুদ্রগুপ্তের আর এক বংশধরের শিরে স্থাপন করিয়াছিল, কমলা তাহাতে প্রসন্না হন নাই। তাহার ফলে কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইয়াছেন, মাতৃসমা পট্টমহাদেবীর রক্তে শ্যামামন্দির প্লাবিত হইয়াছে, আর্য্যপট্ট কলুষিত হইয়াছে, দিগন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মাগধ সেনার রক্তে আর্য্যাবর্ত্ত রঞ্জিত হইয়াছে। পিতৃব্য, আজি স্কন্দের অভিষেক, বৃদ্ধ রামগুপ্ত সেইজন্য পাটলিপুত্রে ফিরিয়াছে, নতুবা যে নয়ন পবিত্র আর্য্যপট্টে ইন্দ্রলেখার কন্যাকে দর্শন

করিয়াছে, তাহা দ্বিতীয়বার আর্য্যপট্ট দর্শন করিত না। আপনি গুপ্তকুলের চিরহিতৈষী, যাহাতে সাম্রাজ্যের, ধর্ম্মের—অথবা স্কন্দের অকল্যাণ হয়, বৃদ্ধ রামগুপ্তকে এমন আদেশ করিবেন না।" দামোদর শর্ম্মা অবনত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তাহাই হউক, পরে যেন কেহ না বলে যে, গুপ্তকুলের চিরসেবক দামোদর স্বেচ্ছায় স্বামিকুলের অকল্যাণ করিয়াছিল। গোবিন্দ, গুপ্তকুলের প্রাচীন রীতি তোমার অবিদিত নহে। রামগুপ্তের পরে সমুদ্রগুপ্তের বংশে তুমি বয়োবৃদ্ধ, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুকুট স্কন্দগুপ্তের শিরে তুমিই স্থাপন কর।"

মহারাজপুত্র কম্পিত পদে আর্য্যপট্টে আরোহণ করিলেন, সমবেত জনসঙ্ঘ পুনরায় আসন ত্যাগ করিল, কম্পিত হস্তে গোবিন্দগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের মস্তকে মুকুট স্থাপন করিলেন। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু স্কন্দগুপ্তের গণ্ডে পতিত হইল, সম্রাট্ বিচলিত হইলেন। আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের পাদবন্দনা করিলেন, উভয়বাহু প্রসারিত করিয়া মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত নবীন সম্রাট্কে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া রহিলেন। মণ্ডপে ও বহির্দ্দেশে জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সহসা গুরুভার মুকুট সম্রাটের শিরশ্চ্যুত হইল, ক্ষিপ্রহস্তে বন্ধুবর্ম্মা তাহা ধারণ করিলেন; তাহা দেখিয়া দামোদর শর্ম্মা কহিলেন, "মালবরাজ, এমন করিয়াই চিরদিন গুপ্তকুলের মুকুট রক্ষা করিও।" বন্ধুবর্ম্মা বাম হস্তে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "পিতামহ, যতদিন জয়বর্ম্মার বংশ থাকিবে, ততদিন মালব স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না। মহারাজাধিরাজ, মণ্ডপের বহির্দ্দেশে সহস্র সহস্র সেনা লক্ষ লক্ষ নাগরিক শতদ্রুযুদ্ধের সেনাপতিকে আর্য্যপট্টে উপবিষ্ট দেখিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করিব কি?" সহসা আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে গোবিন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধু, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। পিতৃব্য, স্কন্দ, অভিজাতকুলমণ্ডলী, আজি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিবে, ভরসা করি উপস্থিত

ক্ষত্রিয়-মাত্রেই আমাকে সাহায্য করিবেন। পিতৃব্য, ত্রিংশৎবর্ষ পূর্ব্বে কুলাঙ্গার গোবিন্দগুপ্ত পিতার মনে ব্যথা দিয়া গুপ্তকুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া পাটলিপুত্র ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন নারায়ণ তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, পাটলিপুত্র ত্যাগ করিব ও মগধের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব। যেদিন ইন্দ্রলেখার কন্যাকে আর্য্যপট্টে উপবিষ্টা দেখিয়াছিলাম, সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, জ্যেষ্ঠের পাপ আত্মশোণিতে ক্ষালন করিব। স্কন্দ, এতদিন অবসর পাই নাই, সাম্রাজ্য কর্ণধারবিহীন পোতের ন্যায় হূণসমর-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজ দিন পাইয়াছি, পুত্র, তুমি জান, তুমি আমার হর্ষের অধিক, আর্য্যপট্টে উপবেশন করিয়াছ, সাম্রাজ্য-শাসন কর, কর্ত্তব্য পালন কর, ক্ষণিক শোক দুঃখ বিস্মৃত হও, আর্য্যপট্টে নূতন পট্টমহাদেবীর প্রতিষ্ঠা কর। বৃদ্ধ গোবিন্দগুপ্ত বৃদ্ধ কুমারগুপ্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, উত্তরকালে মাগধ চন্দ্রগুপ্তের পুত্রকে স্মরণ করিয়া যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করে। পুত্র হর্ষকে দেখিও, সে এখনও বালক, তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিও, মনে রাখিও, গোবিন্দগুপ্তের পুত্র কৃতঘ্ন হইবে না।"

সমবেত জনসঙ্ঘ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহ জয়ধ্বনি করিতে সাহস করিল না। ধীরে ধীরে আর্য্যপট্ট ত্যাগ করিয়া স্কন্দগুপ্ত গৃহতলে অবতরণ করিলেন এবং মুকুট পিতৃব্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "তাত, যে গুরুভার আমার শিরে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা যথাসাধ্য বহন করিব। চিরদিন অবনতমস্তকে আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব, করিব, তবে আমি যাহা জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। পিতৃব্য, বহুদিন পূর্ব্বে বাসুদেব-মন্দিরে স্কন্দগুপ্ত বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার তাহার পক্ষে অসম্ভব। আর্য্যপট্ট শূন্য থাকিবে না, এখনই নূতন পট্টমহাদেবী স্থাপন করিব, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না।"

নবীন সম্রাট্ এক লম্ফে আর্য্যপট্টে আরোহণ করিলেন. শতদ্রুযুদ্ধের ভগ্নশীর্ষ অসি কোষমুক্ত হইয়া নবীন রবিরশ্মিপাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সিংহাসনের পার্শ্বে শূন্য সিংহাসনে তাহা স্থাপিত হইল। সহসা স্কন্দগুপ্তের মুখ হইতে তীব্র স্বরে উচ্চারিত হইল, "বন্ধুগণ, আর্য্যপট্টে নূতন পট্টমহাদেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি. উহা অকলঙ্ক নির্ম্মল, একদিন শতদ্রুযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উহা চন্দ্রধরের পুত্র মহাবীর দেবধরকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যে রমণীর আবশ্যক নাই, পুরুষ ও অসির আবশ্যক আছে। পিতৃভূমি বর্ব্বরের কলুষিত পাদস্পর্শে পীড়িত, লক্ষ লক্ষ মৃত্যুকাতর অসহায় নরনারী এখনও মগধের দিকে চাহিয়া আছে, এখনও ইচ্ছা করিলে মগধ উত্তরাপথ রক্ষা করিতে পারে, এখনও প্রাণ আছে, ঔষধ প্রয়োগের সময় আছে।"

সমবেত জনসঙ্ঘ ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, মণ্ডপের বহির্দ্দেশে সৈনিক ও নাগরিকগণ সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্রের ভিত্তি কম্পিত করিয়া তুলিল, জনসঙ্ঘ প্রকৃতিস্থ হইতে এক দণ্ড অতিবাহিত হইল। আর্য্যপট্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্কন্দগুপ্ত পুনরায় কহিলেন, "পিতৃব্য, এ মুকুট গৃহীর, আমার নহে, যে ব্রত অদ্য গ্রহণ করিব, তাহা উদ্‌যাপন করিয়া যদি ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে পুনরায় উহা গ্রহণ করিব, নতুবা গুপ্তকুলে পুত্রাভাব হয় নাই। তাত, রুধিরের স্রোত না বহিলে গুপ্তকুলের দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা ধৌত হইবে না, আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষিত হইবে না, অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদ স্থগিত হইবে না। একদিন মরিতেই হইবে, সেদিন কৃতকর্ম্মের পরিচয় দিতে হইবে। আমার সহিত অতীত ও ভবিষ্যতের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া; প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বিস্মৃত হইয়া, পুত্রকলত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মগধের প্রাচীন কর্ত্তব্য রক্ষায় কে যাইবে? যদি কেহ না যায়, মগধ যদি পুরুষহীন হইয়া থাকে, মাগধ যদি পিতৃঋণ বিস্মৃত হইয়া থাকে, তথাপি কুমারগুপ্তের পুত্র যাইবে।"

তৎক্ষণাৎ আর্য্যাপট্টের সম্মুখে আসিয়া গোবিন্দগুপ্ত অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে বন্ধুবর্ম্মা অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শুভ্র বস্ত্রাবৃত উন্মাদ ভানুমিত্র আর্য্যপট্টের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় হস্তে সম্রাটের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বল্ ভুলি নাই, ভাই, একবার বল্ ভুলি নাই ?" আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে স্কন্দগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "ভুলি নাই, ভুলি নাই, আবার বাহ্লীকাতীরে যাইব, আবশ্যক হইলে সুমেরু কুমেরু পর্য্যন্ত সন্ধান করিব। ভাই, কাহাকেও ভুলি নাই।" তখন বন্ধুবর্ম্মা চক্রপালিত ও অভিজাত-কুলজাত সমস্ত যুবা একে একে সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন। শূন্য সিংহাসনে মুকুট স্থাপন করিয়া নবীন সম্রাট্ দামোদর শর্ম্মাকে কহিলেন, "পিতামহ, পিতৃঋণ শোধ করিতে চলিলাম, পাটলিপুত্র রহিল, মগধ রহিল, আর্য্যাবর্ত্ত রহিল। মাগধ সেনা যদি প্রাচীন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে, পিতৃভূমি যদি বর্ব্বর-পাদস্পর্শ-মুক্ত হয়, অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদ যদি ভাগ্যবিধাতার সিংহাসন কম্পিত না করে, তাহা হইলে আবার পাটলিপুত্রে ফিরিব, আবার মগধভূমি দেখিব, নতুবা এই শেষ। পিতামহ, শুনিয়াছি, পিতামহ আপনার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, রাজ্যভার আপনাদের হস্তেই রহিল, পাটলিপুত্র রহিল, মগধ রহিল, উত্তরাপথ রহিল, আর্য্যপট্টে যেন কখন দণ্ডধরাভাব না হয়।"

বৃদ্ধ মহামাত্য অবনত মস্তকে কহিলেন, "যথা আজ্ঞা মহারাজ !"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোপাদ্রিশীর্ষে

মালবের উত্তরপ্রান্তে গিরিবেষ্টিত উপত্যকামধ্যে একটি উচ্চ শৈল, তাহার উপরে দুর্ভেদ্য দুর্জ্জেয় গোপাদ্রিদুর্গ। শৈলটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার চারিপার্শ্বে অতীব বন্ধুর একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ গিরিগাত্র বেষ্টন করিয়া দুর্গের একমাত্র তোরণে পৌঁছিয়াছে, তাহাও বৃহৎ শিলাখণ্ডে পরিপূর্ণ। উত্তরাপথে হূণযুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আজি হূণসেনা গোপাদ্রিদুর্গে অবরুদ্ধ। মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত ও মহারাজপুত্র গোবিন্দ-গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনা লইয়া গোপাদ্রি বেষ্টন করিয়াছেন। হেমন্তের শিশিরস্নাত প্রান্তরে, তরুণ উষার ঈষৎ আলোকে, শুভ্রবস্ত্রাবাসের দ্বারে পঞ্চজন তরুণ যোদ্ধা এক বর্ম্মাবৃত বর্ষীয়ান্ পুরুষের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে-ছিল। বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, "শুন পুত্র, আমার ব্রতভঙ্গ করিও না, আজি তুমি নিষ্কণ্টক, নটফল্গুযশের কন্যা ও দৌহিত্র উদ্দণ্ডপুর দুর্গে আবদ্ধ, হরিবল ও ইন্দ্রলেখা নিহত। সময় হইয়াছে, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে দাও।" প্রত্যুত্তরে একজন যুবা কহিল, "মহারাজপুত্র, আমরা জীবিত থাকিতে আপনি একাকী গোপাদ্রিশীর্ষ আক্রমণ করিবেন, ইহা শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী কি বলিবে? সময় হইয়াছে সত্য, আপনার ব্রত উদ্-যাপনে বাধা দিতে চাহি না, কিন্তু দেব, আত্মহত্যা কি প্রায়শ্চিত্ত?"

"মালবরাজ, ক্ষুব্ধ হইও না, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র হতাশ-প্রেমিকের ন্যায় বৃথা আত্মবিনাশ করিবে না। আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, কারণ, সাম্রাজ্য তরণীর কর্ণে দৃঢ়হস্ত কর্ণধার নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু তোমা-

দিগের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, বাহ্লীক, কপিশা, গন্ধার ও পঞ্চনদ শত্রু-হস্তগত, করুণা এখনও শত্রুহস্তগতা, সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, বৃদ্ধকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিও না।"

এই সময়ে আর একজন যুবা কহিল, "তাত, আপনি একাকী গোপাদ্রিদুর্গ আক্রমণ করিবেন, আমরা কি রঙ্গালয়ের দর্শকের ন্যায় মাত্র দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিব?" বৃদ্ধ কহিলেন, "শুন স্কন্দ, এখন তুমি আর যুবরাজ নহ, সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত নহ যে ক্ষুদ্র যুদ্ধে স্বহস্তে অসিধারণ করিবে। আজি তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, লক্ষ লক্ষ নরনারীর হিতাহিত তোমার উপরে নির্ভর করিতেছে। সত্যই রঙ্গালয়ের দর্শকের ন্যায় আজি তোমাকে দূরে দাঁড়াইয়া গোপাদ্রির যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। না, বৃথা তর্ক করিও না। পুত্রগণ, অদ্য গরুড়ধ্বজ যদি বৃদ্ধ গোবিন্দগুপ্তের হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে একে একে গিরিশীর্ষ আক্রমণ করিও, বীরত্বের স্পর্দ্ধায় প্রাচীন রণনীতি বিস্মৃত হইও না।"

সেই যুবকপঞ্চকের মধ্যে একজন এতক্ষণ কথা কহে নাই, সে এইবার বলিয়া উঠিল, "বুড়া, তুই যাহা বলিয়াছিস্, তাহা ঠিক, কিন্তু আমি তোর কথা শুনিব না, আমি যাইব। আমার সঙ্গে দশ সহস্র নাসীরও যাইবে, আমি কাহারও কথা শুনিব না।" বৃদ্ধ কহিলেন, "ভানুমিত্র, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, বহু যুদ্ধে অগ্নিমিত্র আমার সহচর ছিল। চপলতা পরিত্যাগ কর, তুমি উন্মাদ নহ, গভীর শোক কুজ্ঝটিকার ন্যায় তোমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্থির হও, শুন, বৃদ্ধ গোবিন্দগুপ্ত যদি গোপাদ্রি অধিকার না করিতে পারে, তাহা হইলে গৌড়ীয় নাসীর লইয়া আমার অনুসরণ করিও।"

"শোক, কিসের শোক? তুই ভাবিয়াছিস্ করুণা মরিয়াছে? অসম্ভব, সে আমাকে বলিয়া গিয়াছে, সে ফিরিয়া আসিবে, সুতরাং সে নিশ্চয় ফিরিবে। বুড়া, আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবি, কিন্তু দশসহস্র

গৌড়ীয় নাসীরকে ধরিয়া রাখিতে পারিবি না, সম্রাট্ স্কন্দ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য একত্র হইলেও গৌড়গণের পথ রুদ্ধ হইবে না। স্কন্দ, গৌড়ীয় সেনা অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা মাতার সন্ধানে যাইবে।"

"তবে আর কি বলিব, স্কন্দ, সাম্রাজ্য রহিল, কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিও না। উত্তরাপথ রহিল, তোরণ বিস্মৃত হইও না, অনন্তা ও পুরগুপ্ত রহিল, আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইও না। হর্ষ রহিল, তাহাকে দেখিও। পুত্র, যদি মরি, সাম্রাজ্য ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধের অস্থি যথারীতি পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিও, গঙ্গাদ্বার-পথে লইয়া গিয়া জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করিও। আমি মাগধ, শস্যশ্যামলা মগধে প্রথম রবিরশ্মি আমার নয়নগোচর হইয়াছিল, নয়ননিষ্প্রভ হইলে আমার ভস্মকণা মাগধ নদীতে নিক্ষেপ করিও। বৃদ্ধ খুল্লতাত জীবিত আছেন, তাঁহাকে কহিও, বিচলিতা কুললক্ষ্মী অচল-স্থাপন করিয়া গোবিন্দ মরিয়াছে।"

গোপাদ্রির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রান্তরে পঞ্চলক্ষ সাম্রাজ্যের সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। গিরিশীর্ষে দুর্গপ্রাকারে হূণসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, মুষ্টিমেয় শুভ্রবস্ত্রাবৃত অশ্বারোহী দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অবশিষ্ট সেনা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দশসহস্র গৌড়ীয় নাসীর শৈলপাদমূলে অশ্ব পরিত্যাগ করিল ও ক্ষিপ্রপদে বন্ধুর সঙ্কীর্ণ গিরিপথে দুর্গারোহণ করিতে আরম্ভ করিল। সহস্র সহস্র শিলাখণ্ড, কটাহ কটাহ তপ্ততৈল, লক্ষ লক্ষ শূল ও ভল্ল তাহাদের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু যাহাদের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাদিগের গতিরুদ্ধ হইল না। দুর্গপ্রাকারে অবরুদ্ধ হূণ বিস্মিত হইল, প্রান্তরে আর্য্যাবর্ত্তবাসী পুলকিত হইল, ভীষণ জয়ধ্বনিতে দুর্গপ্রাকার কম্পিত হইল, শুভ্রবসন-পরিহিত নরদেহে

সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আচ্ছন্ন হইল, তথাপি গৌড়গণের গতি রুদ্ধ হইল না।

দুর্গপ্রাকারের নিম্নে গৌড়ীয়সেনা অপরূপ কৌশলে নরদেহ নির্ম্মিত অবরোহণী নির্ম্মাণ করিল, তাহা দুইবার স্থানচ্যুত হইল। তৃতীয়বার অবরোহণী নির্ম্মিত হইলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ লম্ফে লম্ফে প্রাকারশীর্ষে আরোহণ করিয়া গরুড়ধ্বজহস্তে দুর্গতোরণের উপরে দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। তাহা দেখিয়া প্রাকারের নিম্নে গৌড়ীয় সেনা চীৎকার করিয়া উঠিল, একের পরিবর্ত্তে বহু নরদেহ নির্ম্মিত অবরোহণী স্থাপিত হইল, শত শত গৌড়বীর দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন গরুড়ধ্বজহস্তে বর্ম্মাবৃত যোদ্ধার দেহ তুলিয়া ধরিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ লক্ষ সাম্রাজ্যের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সহসা উপত্যকা কম্পিত করিয়া ঘোররবে মাতৃনাম উচ্চারিত হইল, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র গৌড়ীয় অশ্বারোহী দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। অৰ্দ্ধদণ্ড পরে গোপাদ্রিশীর্ষে গরুড়লাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

ভানুমিত্রের সেনা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত চিন্তিত হইয়া বন্ধুবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, গৌড়ীয়গণ, কি ক্ষিপ্ত হইল?" বন্ধুবর্ম্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "উন্মাদ ভানুমিত্রের সেনা বহুপূর্ব্বে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, গৌল্মিকগণ বহুযত্নে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু দুর্গশীর্ষে ভানুমিত্রের ক্রোড়ে মহারাজপুত্রের দেহ দেখিয়া সমস্ত বাহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষিপ্ত গৌড়গণ আর স্থির হইতে পারিল না। চাহিয়া দেখ, বহুকষ্টে চক্রপালিত সৌরাষ্ট্রীয় গুল্ম নিরস্ত করিতেছে, মাগধ সেনা ক্ষিপ্তপ্রায়, বালক হর্ষগুপ্ত শোকে দুঃখে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজাধিরাজ, স্বয়ং অগ্রসর হও, নতুবা সঙ্কীর্ণ গিরিপথে এখনই সাম্রাজ্যের সেনার সর্ব্বনাশ হইবে।"

স্কন্দগুপ্ত ও বন্ধুবর্ম্মা, অশ্বপৃষ্ঠে গোপাদ্রিশীর্ষ প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার

অনুরোধে ক্ষিপ্তপ্রায় সেনাদল শান্ত হইল বটে কিন্তু তাহারা একে একে দুর্গ আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই সময়ে দুর্গশীর্ষে গুপ্তবংশের কেতন দৃষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া সৈনিকগণ বার বার উচ্চ জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিল। সহসা এক বৃদ্ধ মাগধ সেনা সম্রাটের অশ্বের বল্গা ধারণ করিল, তাহা দেখিয়া চমকিত হইয়া হর্ষগুপ্ত ও বন্ধুবর্ম্মা অসি গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ, আমি হরিবলের অনুচর নহি, সিপ্রা ও শুভ্রামতী, বক্ষু ও বাহ্লীকাতীরে গোবিন্দগুপ্তের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছি। মহারাজ, মগধ আজি যাহা হারাইল, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। মৃত্যুযন্ত্রণাও গোবিন্দগুপ্তকে শিথিলমুষ্টি করে নাই। দেখিয়াছিলে কি, ভানুমিত্র যখন মহারাজপুত্রের দেহ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল, বামহস্ত তখনও গরুড়ধ্বজ পরিত্যাগ করে নাই। মহারাজ, স্মরণ রাখিও।" সৈনিক এই বলিয়া পুনরায় অভিবাদন করিল এবং ক্ষিপ্রপদে জনতায় মিশিয়া গেল।

দুর্গ অধিকৃত হইলে সর্ব্বাগ্রে বন্ধুবর্ম্মা, চক্রপালিত ও হর্ষগুপ্তের সহিত স্কন্দগুপ্ত গোপাদ্রি দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গশীর্ষে উড্ডীয়মান পতাকার নিম্নে শুভ্রবসনপরিহিত ভানুমিত্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সম্রাট্‌কে আহ্বান করিলেন। স্কন্দগুপ্ত প্রাকারে আরোহণ করিয়া দেখিলেন এক সৈনিকের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া মুমূর্ষু গোবিন্দগুপ্ত শয়ান। সম্রাট্ ও হর্ষগুপ্ত মহারাজপুত্রের পদদ্বয় ধারণ করিয়া উপবেশন করিলেন। শোণিতে প্রাকার প্লাবিত হইয়াছিল, মরণকাতর বৃদ্ধ অঞ্জলি ভরিয়া আত্মশোণিত গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "পুত্র, কুমারগুপ্ত কাপুরুষ ছিল না, হরিবলের চক্রান্তে জ্যেষ্ঠের পদস্খলন হইয়াছিল, অদ্য এই গুপ্ত-শোণিতাঞ্জলি দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। বৃদ্ধের অপরাধ গ্রহণ করিও না।" বৃদ্ধের পদে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু পতিত হইল, তিনি বহু কষ্টে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, পদপ্রান্তে

বসিয়া স্কন্দগুপ্ত নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি ক্ষীণ হস্তে ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "পুত্র, শোক পরিত্যাগ কর। গরুড়ধ্বজের সম্মান রক্ষা করিও, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও, উত্তরাপথের তোরণ বিস্মৃত হইও না, যাহার জন্য সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, তাহার যথোচিত শাস্তিবিধান করিও। নারায়ণ—"

মুখ হইতে স্রোতের ন্যায় রুধিরধারা নির্গত হইল, পরমবৈষ্ণব গোবিন্দগুপ্ত সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠলাভ করিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে পঞ্চ লক্ষ মাগধসেনা চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিতা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, হর্ষগুপ্ত পিতৃমুখে অগ্নিসংযোগ করিলেন, চিতা প্রজ্বলিত হইল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত জয়ধ্বনিতে পর্ব্বতমালা কম্পিত হইল, পর্ব্বতকন্দরে লুক্কায়িত হূণসেনা তাহা শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রলম্ব

উদ্দণ্ডপুরে নগরপ্রান্তে এক শুষ্ক নদীগর্ভে দুইজন ভিক্ষু দূর্ব্বাক্ষেত্রে বসিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্র, বেলা অধিক হইয়াছে, নগরে চলুন। শুনিলাম সম্রাট্ নগরহার অধিকার করিয়াছেন, গরুড়ধ্বজ শীঘ্রই বক্ষুতীরে প্রোথিত হইবে; ভদ্র, মগধে আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন পুরুষপুরে ফিরিতে চাহি। মহাবীর

গোবিন্দগুপ্ত গোপাদ্রিশীর্ষে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কে শকমণ্ডলে মণ্ডলেশ্বর নিযুক্ত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, যত শীঘ্র সম্ভব গন্ধারে ফিরিতে চাহি।" ভিক্ষুর সঙ্গী এতক্ষণ একমনে শুনিতেছিল, সে এইবার কহিল, "সঙ্ঘস্থবির, বিশেষ কার্য্যে, পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবীর আদেশে আপনাকে এই নিভৃতস্থানে আনিয়াছি—" দ্বিতীয় ভিক্ষু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, পট্টমহাদেবী কে? সম্রাট্ ত' দারপরিগ্রহ করেন নাই?" "সঙ্ঘস্থবির, পরম-সৌগতা পরম-ভট্টারিকা পট্টমহাদেবী অনন্তাদেবীর আদেশে আপনাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছি।" "অনন্তাদেবী? তিনি না কারারুদ্ধা?" "ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের অনুগ্রহে আর্য্যসঙ্ঘ পট্টমহাদেবীকে কারামুক্ত করিয়াছেন, এইবার বোধ হয়, ভারতবর্ষে সদ্ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।" "ভদ্র, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে কি সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার অভাব হইয়াছে?" "ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি সদ্ধর্ম্মের হানি করিতে পারে নাই, কিন্তু রাজা বৈষ্ণব, সুতরাং সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী, অতএব সদ্ধর্ম্ম যথারীতি প্রচারিত হয় নাই।" "ভদ্র, আপনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, গুপ্তসাম্রাজ্যে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব বহুদিন স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, রাজা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু তিনি ত' ধর্ম্মবিদ্বেষী নহেন।" "কুমারগুপ্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু স্কন্দগুপ্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী।" "প্রমাণ কি? বৈষ্ণব বা বৌদ্ধ কেহ কখনও মহাবীর স্কন্দগুপ্তের বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করে নাই।" "আপনার সম্মুখে নরাধম ভানুমিত্র মহাস্থবির হরিবলকে কি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল, সঙ্ঘস্থবির কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন?" "ভদ্র, হরিবল রাজদ্রোহী, তিনি স্বহস্তে সম্রাটের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য দণ্ডার্হ।" "রাজা যদি তাঁহাকে দণ্ড দিতেন, তাহা হইলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না।" "শুনিয়াছি, ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারে রাজদ্রোহী বা রাজঘাতী সর্ব্বথা বধ্য।"

"সঙ্ঘস্থবির, রাজা যদি বৌদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে কি বোধিসত্বপাদ সঙ্ঘস্থবির হরিবলকে সামান্য ব্যক্তি এমন করিয়া হত্যা করিতে পারিত? উত্তরাপথে বৈষ্ণব সম্রাটের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধ সম্রাটের প্রয়োজন হইয়াছে, নতুবা সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের আশা নাই।" "সম্রাট্ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সদ্ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমবৈষ্ণব গুপ্ত-সম্রাট্গণ কি মধ্যযান অবলম্বন করিবেন।" "করিবেন কি? করিয়াছেন; পট্টমহাদেবী অনন্তাদেবী কখনও ত্রিরত্নের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নাই। এখন কোনও উপায়ে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্তকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেই হয়।" "সর্ব্বনাশ, এই ঘোর দুর্দ্দিনে অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আর্য্যপট্টলাভ করিলে দেশের যে সর্ব্বনাশ হইবে? এতদ্ব্যতীত গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহারাজাধিরাজ নারায়ণের অংশাবতাররূপে পূজিত, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আর্য্যাবর্ত্তবাসী তাঁহাকে দেবতারূপে অর্চ্চনা করে এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া জানে। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত উত্তরাপথ তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইবে।" "কেন সর্ব্বনাশ হইবে? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। উত্তরাপথে বহু নরপতির স্থান হইতে পারে —" "ভদ্র, বর্ত্তমান সময়ে সমবেত উত্তরাপথ তোরণ রক্ষা করিলে, ভারতরক্ষা হইতে পারে নতুবা নহে। উত্তরাপথ যদি দ্বিধাবিভক্ত হয়, তাহা হইলে বর্ব্বর হূণ অনায়াসে আর্য্যাবর্ত্ত গ্রাস করিবে।" "হূণরাজ বোধ হয় উত্তরাপথের একাংশ পাইলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন?" "ভদ্র, একি বলিতেছেন, বর্ব্বরহস্তে পবিত্র উত্তরাপথ অর্পণ করিয়া কি ফল হইবে?" "সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, আর্য্যসঙ্ঘের উন্নতি হইবে।" "তাহা স্বপ্নেও মনে স্থান দিবেন না, হূণ নরঘাতী পশু, তাহার নিকট বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈব অভিন্ন। বাহ্লীক, কপিশা ও গন্ধার হূণশাসনের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়াছে।"

"উত্তরাপথের এক অংশ শত্রুহস্তে প্রদান করিলে যদি সদ্ধর্ম্মের উন্নতি হয়, তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে?" "ভদ্র, মাগধের মুখে এ কথা শুনিব বলিয়া মগধে আসি নাই। যে মগধ চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের পিতৃভূমি, যে মগধে চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে মগধ চিরদিন আর্য্যাবর্ত্তে পূজনীয়। সহস্র বর্ষ যাবৎ মগধবাসী উত্তরাপথের তোরণরক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেইজন্য মগধ উত্তরাপথের শীর্ষস্থানীয়। ভদ্র, আমি গন্ধারবাসী, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী আজিও ভরসা করে যে, মাগধসেনা আসিয়া তাহাদিগকে বর্ব্বরপীড়ন হইতে রক্ষা করিবে, সেই জন্য সুদূর গন্ধার ও কপিশার দূতরূপে শত শত ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া মগধে আসিয়াছি। হে সৌগত, আজি সদ্ধর্ম্মী মাগধ কি অত্যাচার-প্রপীড়িত সদ্ধর্ম্মীকে পদদলিত হইবার জন্য বর্ব্বরের পদতলে নিক্ষেপ করিবে? আশ্রিতরক্ষণতৎপর মাগধ কি আশ্রয়দানে বিমুখ হইবে? ভদ্র, সদ্ধর্ম্মের উন্নতি না হউক, আর্য্যসঙ্ঘ রসাতলে যাউক, তথাপি মাগধ সেনা কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়, যে মগধে তথাগতের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, সে মাগধ যেন চিরদিন উত্তরাপথের শীর্ষস্থানীয় থাকে। মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত ব্যতীত আর কেহ উত্তরাপথ রক্ষা করিতে পারিবে না, তিনি উত্তরাপথ রক্ষা না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, কুচিন্তা পরিত্যাগ করুন, স্কন্দগুপ্ত ব্যতীত উত্তরাপথের গতি নাই। উত্তরাপথ রক্ষা হইলে একদিন সদ্ধর্ম্মের উন্নতি হইবেই হইবে।"

"প্রভু, আপনি আর্য্যসঙ্ঘের পূজনীয় সঙ্ঘস্থবির, আপনার মুখে সদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আপনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করুন, তিনি অবশ্যই উত্তরাপথরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।" "সম্রাট্? সম্রাট্ ত মগধে নাই?" "স্কন্দগুপ্ত মগধ ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সম্রাট্ পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম-সৌগত পুরগুপ্তদেব এই

উদ্দণ্ডপুর নগরেই আছেন।” “শুনিয়াছিলাম, মহামন্ত্রীর আদেশে পুরগুপ্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন?” “সমবেত আর্য্যসঙ্ঘের চেষ্টায় মহারাজাধিরাজ রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মুক্ত হইয়াছেন, তিনি অদ্যই পাটলিপুত্র যাত্রা করিবেন।” “তবে মগধে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল?” “গৃহবিবাদ নহে, স্কন্দগুপ্ত বিদ্রোহী, এইবার মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।” “ভদ্র, এই কথা শ্রবণ করিতে বৃদ্ধভদ্র পুরুষপুর হইতে মগধে আসে নাই। আমি দূর হইতে নূতন মাগধ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিতেছি, বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এখনই মগধ পরিত্যাগ করিতে হইবে!” “অসম্ভব সঙ্ঘস্থবির, আপনি মহারাজাধিরাজের মহামাননীয় অতিথি, আপনাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা না করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী সম্রাটের অপবাদ ঘোষণা করিবে।” “ভদ্র, আপনার সৌজন্যে প্রীত হইলাম, কিন্তু আমার পক্ষে আর মগধে অবস্থান করা সম্ভব নহে।” বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্র দূর্ব্বাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় ভিক্ষু সহসা তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। সঙ্ঘস্থবির বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি আদেশ করিতেছেন?” ভিক্ষু কহিল, “আপনি মগধ ত্যাগ করিলে সম্রাট্ অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।” “কি করিব, উপায়ান্তর নাই।”

ভিক্ষু ইঙ্গিত করিল, বৃক্ষান্তরাল হইতে দুইজন সৈনিক নির্গত হইয়া বৃদ্ধকে বন্ধন করিল, বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র, এ কি?” ভিক্ষু সহাস্যবদনে কহিল, “আর্য্য, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আর্য্যসঙ্ঘের উন্নতির অনুরোধে আপনার প্রতি পরুষ আচরণ করিতে বাধ্য হইলাম।” “আমি বন্দী হইলাম কেন?” “সদ্ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সম্রাট্ বাহ্লীক, কপিশা, গন্ধার ও পঞ্চনদ হূণরাজকে প্রদান করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। হূণরাজ পশ্চিম দিক্ হইতে ও সম্রাট্ পূর্ব্ব দিক্ হইতে বিদ্রোহী স্কন্দগুপ্তকে আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্ধর্ম্মের

কণ্টক উন্মূলিত হইবে। এই সংবাদ কিয়ৎকাল গোপন রাখিবার জন্য পরম-সৌগত মহারাজাধিরাজ আপনাকে মগধে অবস্থান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির উভয় হস্তে মুখাবরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

দ্বিতীয় ভিক্ষুর আদেশে সৈনিকদ্বয় বৃদ্ধকে নদীতীর হইতে উদ্দণ্ডপুর নগরের দিকে লইয়া চলিল। নগরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির দেখিতে পাইলেন যে, তোরণসমূহ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, নগরে কি কারণে উৎসবের আয়োজন?" ভিক্ষু কহিল, "মগধবাসী দ্বাদশ বৎসর সম্রাটের মুখাবলোকন করে নাই, আজি নূতন সম্রাট্ শোভাযাত্রার সহিত উদ্দণ্ডপুরের পথে বাহির হইবেন, সেইজন্য নগরবাসী উৎসবের আয়োজন করিয়াছে।" "সম্রাট্ কি দ্বাদশ বৎসর মগধ পরিত্যাগ করিয়াছেন?" "হাঁ, সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী স্কন্দগুপ্ত দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ পবিত্র মগধভূমি তাহার কলুষিত পাদস্পর্শে কলঙ্কিত করে নাই।"

বৃদ্ধের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি অবনত মস্তকে কহিলেন, "ভদ্র, আর শুনিতে চাহি না। হে সুগত, এ মগধ কি সেই মগধ?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নগরহারে

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগরহার নগরের তোরণে একদল অশ্বারোহী জনৈক মগধদেশীয় বন্দীকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; তোরণ রুদ্ধ, প্রতীহারগণ তাহা মুক্ত করিতে ভরসা করিতেছিল না। অশ্বারোহিদলের নায়ক কিয়ৎক্ষণ পরে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাপু, তুই দুয়ার খুলিয়া দিবি—না—দিবি না?" তোরণের পার্শ্ব হইতে প্রতীহার কহিল "কি করিব, মহানায়কের আদেশ, সূর্য্যাস্তের পরে নগরতোরণ মুক্ত হইবে না।" "মনে করিয়াছিলাম, বলিব না, কিন্তু বলিতেই হইল। দেখ বাপু, যে মহানায়কের দেখা পাও, তাঁহাকেই বল যে, মুরারি গোপন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে।"

মাগধ বন্দী বক্তার মুখের দিকে চাহিল, বক্তা হাসিয়া ফেলিল এবং কহিল, "তবে চিনিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম যে, পরিচয়টা বন্ধুবর্ম্মা অথবা চক্রপালিতের সম্মুখে গিয়া দিব।" বন্দী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "বিশ্বাসঘাতক, তোর জন্যই সদ্ধর্ম্মের আজি এই দশা।" অশ্বারোহী উচ্চ হাস্য করিল, সে পরক্ষণেই শান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রাহুলভদ্র, আর যাহা বলিতে চাহ বল, কিন্তু মুরারিকে বিশ্বাসঘাতক বলিও না। মুরারিকে যিনি পশু হইতে মানুষ করিয়াছিলেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন, তিনি জানিতেন মুরারি বিশ্বাসঘাতক কি না? গোবিন্দগুপ্তের অন্নে এ দেহ পুষ্ট হইয়াছে, তোমরা কি মনে করিয়াছিলে, যে, মুরারি, মহাপ্রতীহারের ভয়ে দুইদিন তথাগতগুপ্ত সাজিয়াছিল বলিয়া, সে গুপ্তবংশের ঋণ

বিস্মৃত হইয়াছে ? ভুল, রাহুলভদ্র, আর্য্যসঙ্ঘের বিষম ভুল, আর যে পাটলিপুত্রে ফিরিব না, তাহা হইলে—”

পশ্চাৎ হইতে একজন দীর্ঘাকার বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা মুরারির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ফিরিবে না মুরারি ?” চমকিত হইয়া মুরারি ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুককে দেখিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল, তাহার পরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখণ্ড মসৃণ কৃষ্ণ চর্ম্ম বাহির করিয়া আগন্তুকের হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, “মহানায়ক, প্রভু স্মরণ করিয়াছেন।” আগন্তুক ধীরে ধীরে অতি যত্নসহকারে বর্ম্মের শিরস্ত্রাণ মোচন করিল এবং পত্রপাঠ করিয়া মুরারিকে কহিল, “মুরারি, প্রভু কেবল তোমাকে স্মরণ করেন নাই, অনেকের প্রভু অনেককে স্মরণ করিয়াছেন, কপিশার সংবাদ শুনিয়াছ ?” অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে মুরারি জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে ?” “বাহ্লীকাতীরে ইন্দ্রপালিত বিষ্ণুপদ লাভ করিয়াছে।” “আর অবশিষ্ট ?” “আরে পাগল, একি চন্দ্রসেনের যুদ্ধ ? অবশিষ্ট এতক্ষণ দিব্যবিমানে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়াছে।” “আচার্য্য রাহুলভদ্র যে পত্র আনিয়াছেন, তাহার স্বাক্ষর দেখিয়াছেন ত ?” “দেখিয়াছি বলিয়াই বলিতেছি, আমার প্রভুও আমাকে স্মরণ করিয়াছেন।” “মহারাজাধিরাজের পীড়ার কথা অথবা যুদ্ধবিগ্রহের কথা ত শুনি নাই। অনন্তার পুত্র, ইন্দ্রলেখার দৌহিত্র পুরগুপ্ত, আজি মাগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, একথাও শুনিতে হইল। মহানায়ক, আপনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আপনি সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত, আপনি হয়ত নূতন সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করিবেন, কিন্তু মুরারি বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে অবসর প্রদান করুন।”

ঈষৎ হাস্য করিয়া বন্ধুবর্ম্মা কহিলেন, “মুরারি পত্রপাঠ কর।”

মুরারি পড়িল, “মাগধ আর্য্যসঙ্ঘের আদেশে লিখিত। পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমমাহেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীপুরগুপ্তদেব

সুস্থশরীরে পাটলিপুত্রনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। হূণরাজ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিলে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত ভূমি তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।” “এখন কি করিতে চাহ ?” “বলিয়াছি ত, বিদায় প্রার্থনা করি, মুরারির অপর কোন প্রার্থনা নাই।” “একা যাইবে কেন ? আমরা অনেকেই যাইব, চল, একসঙ্গে যাই।” “অনেকেই যাইবে ? কেন মালবরাজ ?” “চল, দেখিবে। দুর্গে কত সেনা আছে ?” “পঞ্চসহস্র।” “এই পঞ্চসহস্রের একজনও মগধে ফিরিবে না।” “কেন মহানায়ক ?” “মুরারি, তুমি বৈকুণ্ঠবাসী গোবিন্দগুপ্তের পার্শ্বচর হইয়াও এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ? যাহার প্রাণের মমতা আছে, সে আমার সহিত যুদ্ধে আসে না, যে দেশে ফিরিবার বাসনা রাখে, সে স্কন্দগুপ্তের সেনাদলে যোগদান করে না।” “মালবরাজ, আমি বৌদ্ধ, বৌদ্ধের পুত্র, জীবহিংসা দেখিলে সত্যই মনে ব্যথা পাই। স্কন্দগুপ্ত নাই, আজি সাম্রাজ্য পুরগুপ্তের, কিসের জন্য এই পঞ্চসহস্র জীবন অনর্থক বলি দিবেন ?” “মুরারি, বলি আমি দিব না, যাহাদের জীবন, তাহারা সানন্দে উৎসর্গ করিবে। তুমি মগধবাসী, সেই জন্য বুঝিতে পারিতেছ না, আমি মাগধ নহি, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, মগধের এই শেষ, মাগধ সাম্রাজ্যের এই শেষ, গুপ্তবংশের এই শেষ। মাগধসেনা আর কখনও উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিতে আসিবে না, উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে অসহায় নরনারী আশ্রয়ের ভরসায় মগধের দিকে চাহিবে না। যে শক্তিবলে মগধ এতদিন ভারতে প্রভুত্ব করিয়াছিল, সে শক্তি অগ্নিগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। মুরারি, যাহারা আমার সহিত বক্ষুতীরে আসিয়াছিল, তাহারা সেই বলে বলীয়ান, তাহারা আর্য্যপট্টে অনন্তার পুত্রকে দর্শন করিতে ফিরিবে না।” “মালবরাজ, সত্য সত্যই কি মগধের শেষ দশা ? আমি মাগধ, একথা শুনিয়া শমনের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। মহানায়ক, কি অপরাধে, কাহার জন্য মগধের অস্ত

হইল ?” “মুরারি, এ প্রশ্নের উত্তর বন্ধুবর্ম্মা দিতে পারিবে না, হরিবলকে জিজ্ঞাসা করিও ; পরপারে মাগধসঙ্ঘের নায়কগণের দর্শন পাইবে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও। মাগধ আর্য্যসঙ্ঘের পত্র পাঠ করিয়াছ ? তোমার সঙ্ঘনায়কগণ বলিয়াছে, হূণরাজ আর্য্যাবর্ত্তে পদার্পণ করিলে অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে। কেন তাহা জান ? ইহা গুপ্তসাম্রাজ্য বিনাশের মূল্য। মুরারি, বিষ্ণুর অংশাবতার স্কন্দগুপ্ত আর জগতে নাই, সেইজন্য মগধ আর আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। স্কন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন, বৈষ্ণব অভিজাতসম্প্রদায় গিয়াছে, আর্য্যসঙ্ঘের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে সদ্ধর্ম্মি, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক, দেশ, ধর্ম্ম, পূর্ব্বস্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া, মাগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে আর্য্যসঙ্ঘ সদ্ধর্ম্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। আবার কেন সাম্রাজ্যের নাম করিতেছ ? মাগধ ভারতে সর্ব্বত্র পূজিত ছিল কেন জান ? সে আত্মশোণিতে ভারতের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিয়াছিল, যুগের পর যুগ প্রাণ দিয়া ভারত রক্ষা করিয়াছিল, সেইজন্য হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত মাগধ সর্ব্বত্র পূজিত। অতীত যুগের মাগধ ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র অর্চ্চিত হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানের মাগধ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, মাগধ ভারত বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব ভারত মাগধ বিস্মৃত হইবে, সুতরাং মাগধ সাম্রাজ্য লুপ্ত হইবে। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, মুরারি, হূণসেনা নিকটে আসিয়াছে। চল, ভিতরে যাই।”

“আচার্য্যের ব্যবস্থা কি করিব ?” “ছাড়িয়া দাও।” “আমি ত শরশয্যা ব্যবস্থা করিয়াছি ?” “হে সদ্ধর্ম্মি, একবার বৈষ্ণবের কথা শুন।”

মুরারি অর্দ্ধমৃত আচার্য্যের হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া কহিল, “যাও, তুমি মুক্ত”। সে বন্ধুবর্ম্মার দিকে ফিরিয়া কহিল, “মহানায়ক, মরিয়া যেন তোমার মত বৈষ্ণব হই, চল কোথায় যাইবে।”

সশব্দে নগরতোরণ মুক্ত হইল, বন্ধুবর্ম্মা নগরহারে প্রবেশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেখিতে দেখিতে পঞ্চসহস্র সেনা নগরহারের রাজপথে সমবেত হইল। বন্ধুবর্ম্মা তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, সংবাদ পাইলাম, মহারাজাধিরাজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পুরগুপ্ত এখন মগধের অধীশ্বর, তিনি স্বেচ্ছায় অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত হূণরাজকে প্রদান করিয়াছেন, আর কিসের জন্য যুদ্ধ করিব? বহুদিন পরে আর্য্যাবর্ত্তে শান্তি স্থাপিত হইল। ভরসা করি ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে। স্কন্দগুপ্ত আমাকে সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সম্রাট্ও নাই, সাম্রাজ্যও নাই, তোমরা যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

সমবেত সৈনিকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অর্দ্ধদণ্ড পরে একজন গৌল্মিক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি কি মালবে ফিরিবেন?" বন্ধুবর্ম্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাই, মালব বহুদূর, আমার মহারাজ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট যাইব, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও।"

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "মহারাজ, বহুদিন যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, কিছুদিন বিশ্রাম করিতে চাহি। প্রভু, মগধ বহুদূর, জরাজীর্ণ চরণ অতদূর চলিতে চাহে না। যে মগধে জন্মিয়াছিলাম, সে মগধ আর নাই, যে মগধ আছে, প্রাণ তাহাতে ফিরিতে চাহে না!"

তখন বন্ধুবর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "তবে শুন, ইন্দ্রপালিত বাহ্লীকাতীরে বিষ্ণুপদলাভ করিয়াছে, প্রহরমধ্যে হূণসেনা নগরহারের তোরণে আসিবে, স্বর্গগত সম্রাট্ আমাকে উত্তরাপথের তোরণরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পুরাতন কুক্কুর লবণ বিস্মৃত হয় নাই, বিশ্ববর্ম্মার পুত্র তোরণ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যে চাহ, পুরগুপ্তের মগধে ফিরিয়া যাও।"

কেহ উত্তর দিল না, পঞ্চসহস্র অসি কোষমুক্ত হইয়া সশব্দে লৌহময় শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিল। তখন বন্ধুবর্ম্মা হাসিয়া মুরারিকে কহিলেন,

"মুরারি, দেখিলে ?" সেই নৈশ অন্ধকারে পঞ্চসহস্র মাগধ অশ্বারোহী স্কন্দগুপ্তের দর্শনমানসে নগরহার নগরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিল, তাহাদের ইতিহাস এখনও জগতে অজ্ঞাত। মাগধ আর কখনও উত্তরাপথের তোরণ রক্ষা করিতে আসে নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ

দারুণ গ্রীষ্ম, রাত্রি শেষ হইয়াছে, বায়ুর লেশমাত্র নাই, জগৎ স্তব্ধ। বহুদিন মধ্যদেশে এত অধিক গ্রীষ্ম অনুভূত হয় নাই—ভীষণদর্শন প্রতিষ্ঠান দুর্গের পাষাণময় প্রাকার তখনও তপ্ত। সেই তপ্ত পাষাণপ্রাকারের উপরে বসিয়া জনৈক খর্ব্বাকার পুরুষ পলকবিহীন নেত্রে গঙ্গাযমুনাসরস্বতীসঙ্গমে তরঙ্গলহরী দেখিতেছিল। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, পূর্ব্বগগনে উষাগমনের শুভ্ররেখামাত্র দেখা দিয়াছে, বিনিদ্র পুরুষ,—অস্ফুটস্বরে বলিতেছিল, "ভুলি নাই, ভুলি নাই, গত জীবনে—।" প্রাকারের নিম্নে দুর্গাভ্যন্তরে তখনও ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকার হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ভুল নাই ? মহারাজ, কবে ভুলিবে ?" স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "কবে ভুলিব, তাহা যদি জানিতাম, চক্র, তাহা হইলে দেবতা হইতাম। ভানু সত্যই বলে মানুষ যখন মরণ চাহে মরণ তখন দূরে পলাইয়া যায়।" "মহারাজ, তুমি মরিলে আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা করিবে কে ?" "যাহার আর্য্যাবর্ত্ত সেই রক্ষা করিবে, চক্র ; আমার দ্বারা পিতৃভূমি শত্রুকরকবলমুক্ত হয়, ইহা বোধ হয় তাঁহার বাঞ্ছিত নহে। চক্র, গত জীবনে কত তৃষ্ণার্ত্তের বারি

হরণ করিয়াছি, সেইজন্য সারা জীবন অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া চলিয়াছি, দূরে ত্রিবেণীর অশেষ জলরাশি, চাহিয়া দেখ, অরুণবরণ মেঘের প্রভায় তাহা হেমাভ হইয়া উঠিয়াছে, আর আমি এই দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসার তাড়নায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তপ্ত পাষাণময় দুর্গপ্রাকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি।” “মহারাজ, দুই দিন বারিবিন্দু গ্রহণ কর নাই, এমন করিয়া কয়দিন চলিবে, তুমি যে এখনও উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের একমাত্র ভরসাস্থল ?” “আর চলিবে না, চক্র। তনুদত্ত কল্য সন্ধ্যায় জানাইয়াছে যে, কূপে দুইদিনের পানীয় জল আছে ; তৃতীয় দিনে কূপ শুষ্ক হইবে।”

তোরণরক্ষায় মহানায়ক মহাবলাধিকৃত মালবরাজ বন্ধুবর্ম্মা নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ যখন মহারাজাধিরাজ সমীপে নিবেদিত হইল, তখন স্কন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রের পথে। মগধ বিদ্রোহী, স্থবির মহামন্ত্রী দামোদর শর্ম্মা কারারুদ্ধ, তরুণ পুরগুপ্ত আর্য্যপট্টে উপবিষ্ট। চরণাদ্রি-দুর্গের পাদমূলে সম্রাটের স্কন্ধাবার স্থাপিত ছিল, পরদিন স্কন্দগুপ্ত বারাণসী যাত্রা করিবেন। বন্ধুবর্ম্মার দেহত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রচার করিলেন। বিস্মিত হইয়া চক্রপালিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, পশ্চাতে শত্রু রাখিয়া কোথায় যাইবে ?” ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, “খিঙ্খিলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে।” “উভয় দিক্ হইতে শত্রুসেনা যে আমাদিগকে পেষণ করিয়া ফেলিবে ?” “চক্র, জানিও মাগধ কখনও স্কন্দগুপ্তের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপণ করিবে না। আমি তোরণের প্রতীহারমাত্র, সাম্রাজ্যের মহারাজাধিরাজ নহি। চক্র, প্রতীহার কর্ত্তব্যপালনে চলিয়াছে তাহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিও না। যতক্ষণ ইন্দ্রপালিত ছিল, বন্ধুবর্ম্মা ছিল, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, জানিতাম, তাহাদিগের দেহে শোণিতবিন্দু অবশিষ্ট থাকিতে খিঙ্খিল তোরণপথে পদার্পণ করিতে ভরসা করিবে না। চক্র, মানুষ

ভাগ্যদেবীর ক্রীড়াপুত্তলিকা, কে রাজা ? কে বা পথের ভিখারী ? পিতৃব্যের শেষ উপদেশ বিস্মৃত হইও না, মগধ রসাতলে যাক, আর্য্যপট্ট অতলজলধিজলে মগ্ন হউক, যতক্ষণ স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ উত্তরাপথের তোরণ রক্ষিত হইবে।”

সম্রাট্ প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিতে দেখিতে হূণসেনা অন্তর্বেদী অধিকার করিল। শূকরক্ষেত্রের দ্বিতীয় যুদ্ধে তক্ষদত্ত পরাজিত হইলেন, তখন তিন দিক্ হইতে হূণসেনা প্রতিষ্ঠান বেষ্টন করিল। নগরবাসী নরনারী স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া স্কন্দগুপ্ত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী-সঙ্গমে অবস্থিত—ভীষণদর্শন প্রতিষ্ঠানদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন পাটলিপুত্র হইতে মাগধরাজদূত আসিয়া হূণরাজকে অভিবাদন করিল, প্রাকারে দাঁড়াইয়া অবরুদ্ধ মাগধসেনা সাশ্রুনয়নে মগধের অবমাননা দর্শন করিল। বৃদ্ধ স্থাণ্দত্ত, প্রৌঢ় তক্ষদত্ত, উন্মাদ ভানুমিত্র ও চক্রপালিত ও মহাকুমার হর্ষগুপ্ত, অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন হূণপদানত বৌদ্ধ মাগধকে সুখে নিদ্রিত হইতে দিবেন না।

বহুক্ষণ পরে স্কন্দগুপ্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, “চক্র, আজি শমনকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইব।” চক্রপালিত বিষণ্ণ বদনে কহিলেন “মহারাজ, তাহা ত নিত্য কর্ম্ম, জল অভাবে কয়দিন চলিবে, হূণযুদ্ধ তবে কি শেষ হইয়া আসিল ?” “চক্র, বড় তৃষ্ণা, চাহিয়া দেখ কালিন্দীর কাল জল কেমন করিয়া শুভ্র জাহ্নবীপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, সৌরাষ্ট্রপতি প্রাকারে দাঁড়াইয়া দর্শন করিও, অদ্য তৃষ্ণাতুর স্কন্দগুপ্ত যমুনার শীতল সলিলে সারা জীবনব্যাপী তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবে।”

সহসা উচ্চ হাস্যে প্রাচীন দুর্গপ্রাকার প্রতিধ্বনিত হইল. চক্রপালিত কহিলেন, “স্কন্দগুপ্ত, তবে জানিও সৌরাষ্ট্র—বিদ্রোহী, বহুদিন সৌরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়াছি, এ নয়ন আর কখনও সৌরাষ্ট্রের শ্যামা ভূমি দেখিবে

না, তথাপি মনে ভাবিও না যে, কুমারগুপ্তের পুত্র যখন মহাপ্রলয়ের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিবে, তখন পর্ণদত্তের পুত্র দুর্গপ্রাকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে।" পশ্চাৎ হইতে ভানুমিত্র বলিয়া উঠিল, "আর আমি ?"

অপরাহ্নে পঞ্চশত মাগধসেনা উষ্ট্র লইয়া অগ্নিময় বালুকাক্ষেত্র পার হইয়া যমুনা প্রবাহের দিকে ধাবিত হইল, উষ্ট্রপৃষ্ঠে চর্ম্মপেটিকায় পানীয় সংগৃহীত হইল, তখন চারিদিক হইতে হূণ আসিয়া সেই ক্ষুদ্র বাহিনী বেষ্টিত করিল। অদৃষ্টহস্তচালিত উষ্ট্রযূথ হূণ স্কন্ধাবারে চলিয়া গেল, পঞ্চশতের পঞ্চাশৎ জন মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন চারিদিক হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় শস্ত্র বর্ষিত হইতেছিল। দুর্গতোরণে অষ্টাদশ শর ভল্ল অসি বিদ্ধ হইয়া সৌরাষ্ট্রপতি চক্রপালিত স্বামীর দেহ রক্ষা করিলেন। সে দেহ তোরণের বহির্দ্দেশে পতিত রহিল, এবং তাহারই জন্য সম্রাট্, ভানুমিত্র ও হর্ষগুপ্ত প্রতিষ্ঠান দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

প্রভাতে প্রতিষ্ঠানদুর্গমধ্যে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, অবশিষ্ট কূপোদক স্নানে ও পানে ব্যয় করিয়া, আপাদমস্তক আবীর ও রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া দুর্গরক্ষিসেনা প্রতিষ্ঠান দুর্গের দক্ষিণ তোরণে সমবেত হইল। তোরণের লৌহময় কপাটের পশ্চাতে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত, মহবলাধিকৃত ভানুমিত্র ও মহাকুমার হর্ষগুপ্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। সমস্ত সেনা আসিলে সম্রাট্ শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া ঈষৎ হাসিলেন, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ সেনানীগণ শিহরিয়া উঠিল, স্কন্দগুপ্ত কহিলেন, "বন্ধুগণ, কূপোদক শেষ হইয়াছে, সুতরাং দুর্গ অরক্ষণীয়, অতএব হূণযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। চারিদিক্ হইতে খিঙ্খিল দুর্গ বেষ্টন করিয়াছে, এই হূণবেষ্টনী ভেদ করিয়া মগধে ফিরিতে হইবে, সুতরাং আজি সাম্রাজ্যের সেনার মহোৎসব। কুমার হর্ষগুপ্ত আমার বামে ও ভানুমিত্র আমার দক্ষিণে থাকিবেন, সমস্ত তরুণ সেনা মহাকুমার হর্ষগুপ্তের আজ্ঞাধীন হইবে।" হর্ষগুপ্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, তবে কি

মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন?" উভয় হস্তে কনিষ্ঠের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সম্রাট্ কহিলেন, "মগধে ফিরিব না ত কোথায় যাইব, ভাই? মগধের রাজা মগধে না ফিরিয়া কি পুরুষপুরে যাইবে?" সহসা উচ্চ হাস্যে প্রতিষ্ঠাননগরীর পাষাণময় তোরণ প্রতিধ্বনিত হইল, কুমার হর্ষগুপ্ত লজ্জিত হইলেন। এই সময়ে দুইজন বর্ষীয়ান্ সেনানায়ক অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ, আমরা অনেকে শতদ্রু, বাহ্লীকা ও বক্ষুপারে উপস্থিত ছিলাম, জীবনে তিনবার ঐ ভীষণ হাস্য শ্রবণ করিয়াছি, মহারাজাধিরাজের জয় হউক, আদেশ প্রতিপালিত হইবে।" স্কন্দগুপ্ত ভ্রূকুটি করিলেন, নায়কদ্বয় অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎপদ হইল।

তখন সম্রাট্ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অদ্যকার যুদ্ধে শৃঙ্খলা আবশ্যক, যতক্ষণ আমি শঙ্খনাদ না করিব, ততক্ষণ যুদ্ধ করিও, শঙ্খধ্বনি করিলে যে যেদিকে পথ পাইবে, সেইদিকে পলায়ন করিও।" কুমার হর্ষগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত সেনা কোথায় গিয়া মিলিত হইবে?" সম্রাট্ আবার ঈষৎ হাসিলেন এবং কহিলেন, "পরপারে।"

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে দুর্গশীর্ষে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা দেখিয়া হূণসেনা বিস্মিত হইল; প্রাসাদ, তোরণ, অলিন্দ যেখানে যাহা কিছু অগ্নির ইন্ধন ছিল, তাহা বৈশ্বানরের কবলিত; সে প্রচণ্ড দীপ্তিতে দূরদিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; সশব্দে কৌশলময় লৌহদ্বার মুক্ত হইল, কপাটের এক প্রান্ত পরিখার পরপার স্পর্শ করিল, ভীষণ জয়ধ্বনিতে গগন কম্পিত করিয়া পঞ্চসহস্র সাম্রাজ্যের সেনা প্রতিষ্ঠানদুর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিল। তখন হূণসেনার চেতনা ফিরিল, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দহ্যমান প্রতিষ্ঠান দেখিতেছিল, জয়ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিতে ছুটিল। ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের সেনা ভীষণ বেগে গঙ্গাযমুনাসরস্বতী-সঙ্গমস্থিত হূণস্কন্ধাবার আক্রমণ করিল, স্কন্ধাবার জ্বলিয়া উঠিল, হূণসেনা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

এই সময়ে শঙ্খ ধ্বনিত হইল, সাম্রাজ্যের সেনার তৃতীয়াংশ হর্ষগুপ্তের অধীনে জাহ্নবী পার হইয়া গেল। দ্বিতীয়বার শঙ্খ ধ্বনিত হইল, অবশিষ্ট সেনা তির্য্যক্‌বূহ রচনা করিল। তখন তিন দিক্‌ হইতে তিনখানি কাল মেঘের ন্যায় হূণসেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, সহসা বূহের এক কোণে উন্মাদ ভানুমিত্র লম্ফ দিয়া উঠিল, এবং কহিল "স্কন্দ, কাপালিকের কথা স্মরণ আছে?" সম্রাট্‌ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তাহারই কথা চিন্তা করিতেছিলাম।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই ক্ষুদ্র বূহ লক্ষ লক্ষ হূণসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সে লৌহনির্ম্মিত বূহ টলিল না, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। বূহ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলে হূণগণ স্কন্দগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, ভানুমিত্র তাহা নিজবক্ষে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, হস্ত ও পদ ছিন্ন হইলে তিনি ধূলিশয্যা গ্রহণ করিলেন। তখন ত্রিহস্তপরিমিত শর বাম চক্ষু ভেদ করিয়া স্কন্দগুপ্তের মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিল, সাম্রাজ্যের সেনা যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাঁহার দেহের চতুর্দ্দিকে চক্রবূহ রচনা করিল। তাহাদিগের একজনও জীবিত থাকিতে পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমমাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তদেবের দেহ কলুষিত হূণকরস্পৃষ্ট হয় নাই।

আকাশে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে, শীতল সান্ধ্য সমীরণে ত্রিবেণীর তপ্ত সৈকত পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তখনও সহস্র সহস্র আহত সেনা বেলাভূমিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। হূণযুদ্ধের সেই শেষ যুদ্ধক্ষেত্রে উল্কাহস্তে এক শুভ্রবসনা রমণী মূর্ত্তি কোন আত্মীয়ের সন্ধানে নির্গত হইয়াছিলেন। যেখানে স্কন্দগুপ্ত তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আর্য্যের ও হূণের দেহে স্তূপ গঠিত হইয়াছিল, রমণী সেই স্তূপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মধ্য হইতে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর শুষ্ক ওষ্ঠ হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল, "করুণা, করুণা?" রমণীর দেহ

কম্পিত হইল, সহসা যেন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তিনি আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “আমি আসিয়াছি, কই তুমি দেবতা?” তাঁহার আদেশে শত শত হূণ শবগুলি দূরে লইয়া গেল, সে স্তূপে একজন মাত্র জীবিত ছিল। শত শত উল্কার উজ্জ্বল আলোকে সহস্র সহস্র হূণসেনার সম্মুখে হূণদেবী সেই ছিন্নহস্তপদ মুমূর্ষু যোদ্ধার রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

হূণ পুরোহিত আসিল, ছিন্নহস্তপদে ও ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিল, চিতাশয্যা রচিত হইল, বিজেতা ও বিজিতের শব একত্র দগ্ধ হইল, তখন প্রতিষ্ঠানদুর্গের অগ্নিকুণ্ডে বৈশ্বানরের বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল,—তখন আর্য্যের ধর্ম্ম, আর্য্যের রাজ্য ও আর্য্যের দেশ ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

ভানুমিত্রের চেতনা ফিরিল, তিনি করুণার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “করুণ, সত্যই ফিরিয়াছ?” করুণা কহিলেন, “ফিরিয়াছি, আর কখনও পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিব না। চল যেস্থানে হূণ নাই, যুদ্ধ নাই, গৃহ-বিবাদ নাই, সেইখানে চলিয়া যাই।” চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভানুমিত্র কহিলেন, “চল”।

হূণরাজ আসিলেন, তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা করুণার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতা, আপনি নাকি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।” করুণা অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তর হইতে কহিলেন, “পুত্র, ভগবান্ তোমাকে জয়যুক্ত করুন, আমি সামান্যা রমণী, দেবী নহি। শোকে ও ভয়ে উন্মাদিনী হইয়াছিলাম, বিংশতিবর্ষ পরে পতির দর্শন পাইয়াছি, এখন গৃহে ফিরিব।”

বহুদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হূণগণ কহিত যে, আবার যখন মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইবে, তখন দেবী ফিরিয়া আসিবেন।

পরিশিষ্ট

গৌড়নগরের প্রান্তে এক সরসীর ধ্বংসপ্রায় ঘাটে এক শুভ্রকেশা শুভ্রবসনা প্রৌঢ়ার স্কন্ধে ভর দিয়া একজন একপদ ও একহস্ত প্রৌঢ় নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রৌঢ়া কহিতেছিল, "ঠাকুরের আজ্ঞাপালন করিয়াছি, এইবার নূতন করিয়া ঘর বাঁধিব। দেখ, মর্ম্মরের আচ্ছাদন পর্য্যন্ত কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।"

সত্য সত্যই এককালে সেই সরোবরঘট্টায় শুভ্রমর্ম্মরের আচ্ছাদন ছিল। তাহার দুই এক খণ্ড তখনও ইষ্টকের সোপানে লাগিয়াছিল। সেই সময়ে দূরে কে বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রগুপ্তের লবণ কেহ কি কখনও আস্বাদন করিয়াছিলি?" উক্তি শুনিয়া বিকলাঙ্গ প্রৌঢ় উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" তখন এক বিরল কেশ মলিনবসনপরিহিত দীর্ঘাকার বৃদ্ধ সেই ধ্বংসপ্রায় সরোবরঘট্টায় আসিল এবং তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুই কি কখনও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের লবণ ভোজন করিয়াছিলি? ভিক্ষা দে, এক কপর্দ্দক ভিক্ষা—দে। সাম্রাজ্যে অর্থ নাই, বল নাই। স্কন্দগুপ্তকে রক্ষা করিতে হইবে নতুবা আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা করিবে কে?"

প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, "পিতামহ!" বিরলকেশ বৃদ্ধ ছুটিয়া পলাইল।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

পাষাণের কথা	১৲
শশাঙ্ক	২৲
ধর্ম্মপাল	৷৹
ময়ূখ	৷৹
বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ	২৷৹
বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ	৩৲
প্রাচীন মুদ্রা, প্রথম ভাগ	২৲

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা